মার্ডার অ্যাট মিডনাইট

বিক্রমাদিত্য

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : অজিত জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬৩

মুদ্রক : স্টারলাইন্
১৯ এইচ/এইচ/১২, গোযাবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

অর্জুন বসুকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

রিভল্যুশন
সিণ্ডিকেট
বেইমান
ডেডবডি
সিক্রেট এজেণ্ট
পাপি
কলগার্ল স্পাই
সর্দার
ফতেনগরের লড়াই
অপারেশন সার্চলাইট
স্পাই গেম
গোল্ড স্মাগলিং
ইনফরমার
কমরেড স্পাই
গ্রেট গ্যাম্বলার
স্পাই
স্মাগল্যার
ডবল ক্রস
স্বাধীনতার অজানা কথা
দূতাবাসের ইতিকথা
মুকুটহীন রাজা জওহরলাল

নারী চরিত্র দেবতারাও বিচার করতে পারেন না, পুরুষ জানবে কী করে ?

রহস্য এবং কুহেলিকায় জড়িয়ে আছে নারীর জীবন। এছাড়া নারী যদি সুন্দরী হয় তাহলে সে হয় আরো দুর্বোধ্য, এবং তাকে চেনা এবং জানা আরো কঠিন কাজ।

একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, 'সব অশান্তির মূল কারণ হল নারী।' বিদেশী-দের বক্তব্য হল প্রতি খুনের রহস্যর পেছনে নারীর হাত আছে। আজ নারীর জটিল চরিত্র নিয়ে নিজের মনে মনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা এবং ইনভেস্টিগেটর বায়রন ঘাউস বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন জবাব পায়নি। বায়রন বুঝে উঠতে পারল না নারী চরিত্র এত দুর্বোধ্য এবং জটিল হয় কেন? প্রতিদিন সকাল বিকাল যেমন আবহাওয়া পালটায় তেমনিও নারীর চরিত্রে হাবভাবে, চালচলনে পরিবর্তন হয়। কিন্তু বায়রন জানে নারী জীবনে অশান্তি আনলেও পুরুষের জীবনে নারী অপরিহার্য।

এই সব কথা নিয়ে বায়রনের চিন্তা-ভাবনা করবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেই কারণ হল লিলি কাপুর। তারই সহকর্মী, বিনোদ কাপুরের স্ত্রী।

লিলিকে সুন্দরী, অশান্ত, চঞ্চলা, এবং মেজাজী বললেও ভুল হবে না। অনেকে বলেন লিলি কাপুর হলেন একেবারে রূপের 'ডিনামাইট'। বেপরোয়া, কখন যে কী করে বসে কেউ বলতে পারে না। বায়রনের একটা প্রশ্ন হল লিলি কাপুর কি খুন করতে পারে? কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমাদের আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার।

প্রথমেই পাঠকদের কাছে বায়রন ঘাউসের পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। বাংলা সাহিত্যে বায়রন ঘাউস একেবারে অজানা, অপরিচিত চরিত্র নয়। কলকাতার বালীগঞ্জ এলাকার বীরেন ঘোষ, পাড়ার বহু বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারীর হৃদয়কে জয় করে বোম্বাইতে এসে যখন পেঁছুল তখন শুধু তার নামের পরিবর্তন হল না, কাজের রীতি-নীতির ধারা পালটাল। বোম্বাইতে তার নাম হল বায়রন ঘাউস, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ও ইনভেস্টিগেটর।' তার এই কাজটি ছিল সত্যের সন্ধান করা এবং মাকড়সার জাল ভেদ করে গোপন তথ্য এবং রহস্যর উদঘাটন করা। সংক্ষেপে বলা যায় 'বায়রন ঘাউস' হলেন 'ডিটেকটিভ, অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটর।'

কিছুদিনের মধ্যে বায়রন ঘাউস একাজে হাত পাকাল। প্রথমে সে ছোটখাটো ডিভোর্সের কেসের তদন্তের কাজ করত। তারপর শুরু করল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ইনভেস্টিগেশনের কাজ। কোন খদ্দের যদি মোটা টাকা ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কাছে দাবী করত, তবে সেই দাবী উচিত কি অনুচিত তার অনুসন্ধান করা এবং সত্যি, মিথ্যা যাচাই করা ছিল বায়রন ঘাউসের

কাজ। বোম্বাই, দিল্লি এবং কলকাতার অনেক ইন্সিওরেন্স কোম্পানি বায়রন ঘাউসের কাছে তাদের কেসের তদন্তের দায়িত্ব দিত। এই ভাবে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির বিভিন্ন কেস থেকে বায়রন ঘাউস মোটা টাকা রোজগার করতে শুরু করল। ইনকাম ট্যাক্স তাদের তদন্তের কাজ বায়রন ঘাউসকে দিতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে বায়রন ঘাউসের দক্ষতার কথা দিল্লির বিভিন্ন 'অনুসন্ধানী' দপ্তরের কর্তাদের কানে পৌঁছুল। সি. বি. আই, বায়রন ঘাউসকে তাদের অনুসন্ধানের কাজে নিয়োগ করল। আই বি-র কর্তা 'মাধবন শংকর' বায়রন ঘাউসকে 'কাউন্টার-এসপিওনেজের' কাজে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। তারপর এল 'র' এবং রেভিনু ইনটেলিজেন্স এবং সব শেষে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, তাদের বিভিন্ন আর্মস ডিল সংক্রান্ত যে সব অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন ছিল তার দায়িত্ব বায়রন ঘাউসকে দিতে লাগল। এই ভাবে বহু অনুসন্ধানের কাজে বায়রন ঘাউস হল ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ডান হাত। তবে সরকারি তদন্তের কাজে একটি শর্ত ছিল। বায়রন ঘাউস এই সব অনুসন্ধানের কাজ গোপনে এবং ছদ্মনামে করবে। কেউ যেন তার গোপন অনুসন্ধানের, ক্লুজের কথা জানতে না পারে।

• সাত বছর এই ধরনের ইনভেস্টিগেশনের কাজ করে বায়রন ঘাউস, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ব্যবসা যখন রমরমা হল তখন সব কাজ তার নিজের হাতে করা বায়রনের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বায়রন একজন সুদক্ষ, বুদ্ধিমান সহকর্মী এবং তার ব্যবসার অংশীদারের সন্ধান করছিল।

বিনোদ কাপুর ছিল বোম্বাই'র এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার 'ক্রাইম রিপোর্টার'। ক্রাইম জগৎ ছিল তার নখদর্পণে। বায়রন বিনোদের লেখা কিছু ক্রাইম রিপোর্টিং পড়ে বেশ আকৃষ্ট হয়েছিল। তার মনে হল বিনোদ লোকটি ইনভেস্টিগেশনের কাজে দক্ষ এবং তার ব্যবসার অংশীদার হবার উপযুক্ত।

ঘটনাচক্রে বিনোদের সঙ্গে বায়রনের এক ফিল্মিদুনিয়ার কক্‌টেল পার্টিতে দেখা হল। এই সব ফিল্মি পার্টি গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত চলত। সেদিন-কার এই ফিল্মি কক্‌টেল কাম ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন বোম্বাইর নবাগতা ফিল্ম স্টার আলোকানন্দা। ফিল্ম জগতে সুপ্রসিদ্ধ হবার জন্যে, বিভিন্ন প্রডিউসার এবং ডিরেক্টরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে নতুন চিত্র তারকারা এই ধরনের কক্‌টেল কাম ডিনার পার্টি দিতেন। ফিল্ম প্রডিউসার, ডিরেক্টর, চিত্র তারকা এবং সাংবাদিকরা ছাড়া বোম্বাই শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সব পার্টিতে যোগ দিত। অলোকানন্দার পার্টিও ছিল এই ধরনের একটি জমজমা কক্‌টেল পার্টি। বোম্বাইর সাংবাদিকদের মধ্যে বিনোদ কাপুরের বেশ নাম-ডাক ছিল। অতএব বিনোদ কাপুর বহু ফিল্মি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হত। এই সব পার্টিতে স্বামীর সঙ্গে আসতেন লিলি কাপুর। অন্যান্য গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে বায়রন ঘাউসও সেদিন এসেছিল।

এবার লিলি কাপুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। কিন্তু তার আগেই বলা প্রয়োজন আজকের এই কাহিনীর প্রধান নায়িকা হলেন লিলি কাপুর। অতএব তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ?

দেহ সৌন্দর্য, মাদকতা, উচ্ছৃংখলতা দিয়ে পুরুষদের কী করে আকৃষ্ট করতে হয় এবং তাদের মন ভোলাতে হয় লিলি কাপুর সব কায়দা, কলা-কৌশলই জানত। তার অসংখ্য স্তাবক ছিল, যারা লিলির সান্নিধ্য পাবার জন্যে চেষ্টা করত। কিন্তু লিলি নিজে কোন পুরুষের কাছে ধরা দেয়নি। কারণ পুরুষদের কাছে প্রেম নিবেদন করা তার কাছে 'হ্যাংলামি' বলে মনে হত। তবে লিলি সুন্দর পুরুষ সম্বন্ধে সজাগ ছিল। কোন সুন্দর পুরুষকে দেখলেই তার মন চঞ্চল হয়ে উঠত এবং দেহের যৌন খিদে আরো তীব্র, প্রবল হত। যদি কোন পুরুষ লিলির প্রতি কোন আগ্রহ না দেখাত কিংবা তাকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা করত তবে লিলি অপমান বোধ করত।

এই চঞ্চলা, অশান্ত, যৌন তৃষ্ণায় কাতর, লিলি কাপুর হঠাৎ একদিন এক 'ক্রাইম রিপোর্টার' বিনোদ কাপুরের কাছে ধরা দিল কেন ? কারণ লিলির 'ক্রাইম জগৎ' সম্বন্ধে একটি কৌতূহল ছিল। মনের এই কৌতূহল মেটাবার জন্যে লিলি কাপুর বিনোদের কাছে এসেছিল। তার এই আসবার কারণ ছিল কিছুটা হুজুগ এবং বিনোদকে আরো ভালো করে জানবার আকাঙ্ক্ষা। লিলির ধারণা ছিল 'ক্রাইম জগৎ' যেমন দ্রুত বেগে বয়ে যায়, বিনোদের এবং তার হবে তেমনি দ্রুতলয়ের একটি জীবন। বিনোদ 'ক্রাইম জগৎ' সম্বন্ধে সবজান্তা হলেও ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল ধীর, শান্ত, এবং উদ্দাম জীবন যাপনের বিরোধী। লিলি ছিল ঠিক তার উল্টো। কিছুদিন একসঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটাবার পর লিলির দেহ ও মনে ক্লান্তি এল। বুঝতে পারল বিনোদকে তার চিরসঙ্গী হিসেবে প্রয়োজন নেই। সে নতুন বন্ধু, নতুন শিকার চায়। তার জীবনের ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বায়রন ঘাউস এল। লিলি ঠিক করল বায়রন তার কাছে ধরা দিক বা না দিক সে বায়রনের কাছে প্রেম নিবেদন করবে এবং বায়রনকে করবে তার নতুন জীবনের নতুন সাথী। অবশ্যি এই উদ্দেশ্যের পেছনে অন্য আর একটি নেপথ্য কারণ ছিল। সেকথা পরে বলা যাবে।

ইতিমধ্যে বায়রন তার কাজের দক্ষতা দেখিয়ে সরকারি ইনটেলিজেন্স মহলে বেশ নাম কিনেছিল। বোম্বাই'র মহিলা সমাজে বায়রন ছিল 'সুপার স্টার'। অনেক মেয়েদের কাছে বায়রন ছিল 'জেমস বণ্ড', যে আগুন, বিপদ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। আবার অনেক মেয়ে বায়রনকে প্রেমিকার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখত। এই সব মেয়েদের কাছে বায়রন ছিল, 'লর্ড বায়রন'। বায়রনের সুন্দর চেহারা, তার পৌরষত্ব, তার মনের উদ্দামতা, সব কিছুই মেয়েদের মনে কামনা সৃষ্টি করত। পরে দেখা গেল এই সব মেয়েদের মধ্যে লিলি কাপুর হল একজন।

সেদিন অলোকানন্দার পার্টিতে লিলি হাসি-ঠাট্টা করে আসর জমিয়ে রেখেছিল। আসর যখন বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে, এই সময় বায়রন তার বান্ধবী, এয়ার হোস্টেস

'লা বোম্বাকে' নিয়ে পার্টিতে এল। আর বায়রনকে দেখামাত্র মেয়েদের মহলে গুঞ্জন শুরু হল। এক ঝাঁক মেয়ে, কিছু নতুন তারকা, এবং লিলি তার কাছে ছুটে এল। 'লা বোম্বাকে' দেখে লিলির মনে কিছুটা হিংসে হয়েছিল। কিন্তু তার এই হিংসা ক্ষণস্থায়ী ছিল। কারণ লিলি জানত তার দেহের 'সেক্স' বায়রনের মনকে বিচলিত এবং আকর্ষণ করবেই।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর লিলি তার স্বামী বিনোদকে বায়রনের কাছে ধরে নিয়ে এল। বায়রনের সঙ্গে বিনোদের পরিচয় করিয়ে দিল। 'মাই হাজব্যান্ড—' লিলি বলল।

আপনিই বিনোদ কাপুর, বিখ্যাত ক্রাইম রিপোর্টার, বায়রন বিনোদকে নমস্কার করে বলল।

বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে একটা দৈনিক সংবাদপত্রে 'ক্রাইম রিপোর্টিং'-এর কাজ করে থাকি···বিনোদ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

আমি আপনার অনেক রিপোর্ট পড়েছি। রিপোর্ট গুলি ভারী চমৎকার। আপনাকে যদি আমার সঙ্গে কাজ করতে বলি তাহলে আপনি কী কাজ করবেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

বায়রনের প্রস্তাব শুনে বিনোদ কিছুটা হকচকিয়ে গেল। সংবাদপত্রের 'ক্রাইম রিপোর্টিং' থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অংশীদার। প্রস্তাবটি বিস্ময়কর, অভাবনীয়।

বিনোদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এবার লিলি জবাব দিল। বলল, বিনোদ আপনার সঙ্গে কাজ করবে বায়রন। আমি চাই আমার স্বামী স্বাধীনভাবে কাজ করুক। সংবাদপত্রে 'ক্রাইম রিপোর্টিং'-এ কোন স্বাধীনতা নেই। একাজে মেহনত আছে আনন্দ নেই। কত সত্যি কথা, দোষীদের নাম গোপন করতে হয়, এবং কাগজের মালিক ও সম্পাদক যা বলবেন তার নির্দেশ অনুযায়ী বিনোদকে কাজ করতে হয়।

বিনোদ অবশ্যি লিলির অভিযোগগুলির প্রতিবাদ করল না। তার মনে হল 'ক্রাইম রিপোর্টিং'-এ যে মোহ, মাদকতা আছে, ডিটেকটিভ এজেন্সির কাজে সেই আনন্দ আছে কী?

বায়রন বিনোদকে আশ্বাস দিল। বলল: মিঃ কাপুর 'ক্রাইম রিপোর্টিং' এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজের মধ্যে অনেক মিল, সামঞ্জস্য আছে। এ ছাড়া এ কাজে প্রচুর স্বাধীনতা পাবেন। আপনি তো আর আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির সাধারণ মাইনে করা কর্মচারী হবেন না। আপনি হবেন আমার এই ডিটেকটিভ এজেন্সির 'জুনিয়ার পার্টনার'। এ ছাড়া আমরা যত বেশি কাজ করতে পারব, ততোই আমাদের বেশি রোজগার হবে।

প্রলোভনীয় প্রস্তাব। এর পর বিনোদ বায়রনের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিতে পারল না। বোম্বাই'র 'ক্রাইম ওয়ার্ল্ড' সম্বন্ধে বিনোদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এই

সমাজ ছিল তার নখদর্পণে। বিনোদ এই সব কথা চিন্তা-ভাবনা করে বায়রনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হল।

এই হল 'বায়রন ঘাউস অ্যান্ড বিনোদ কাপুর, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি'র গোড়াপত্তনের ইতিহাস।

বিনোদ বায়রনের সঙ্গে কাজ শুরু করবার পর এজেন্সির কাজ বাড়ল এবং উন্নতি হল।

তারা একটানা এক বছর নির্বিবাদে কাজ করল। এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সংক্ষিপ্ত নাম হল, বি, বি, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি অর্থাৎ বায়রন ঘাউস অ্যান্ড বিনোদ কাপুর, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।

কিন্তু কিছুদিন পরে বায়রন বিনোদের মধ্যে বন্ধুত্বের চিড় ধরল।

দেখা গেল বিনোদ মন দিয়ে দপ্তরের কাজ করছেনা। কাজে ফাঁকি দিচ্ছে এবং তার কাজের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। বায়রনের সেক্রেটারি মিরিয়াম তার কাছে নালিশ করল, স্যর মিঃ কাপুর আজকাল দপ্তরে বড়ো আসেন না। 'ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স ও নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি' প্রতিদিন তাগিদ দিচ্ছে তাদের সাত আটটি 'এনকোয়ারির' রিপোর্ট একমাস ধরে পাঠান হয়নি। কবে নাগাদ এই সব রিপোর্ট পাওয়া যাবে? এ ছাড়া 'স্টার জেনারেল ইন্সিওরেন্স' মিঃ কাপুরকে তাদের দপ্তরে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

মিঃ কাপুরের বাড়িতে টেলিফোন করেছিলাম। মিসেস কাপুর বললেন, আজকাল মিঃ কাপুর বাড়িতে থাকেন না। কোথায় গিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। খোঁজ করে দেখুন। মিরিয়ামের কাছে এই সব কথা শুনে বায়রন চিন্তিত হল। এই ডিটেকটিভ এজেন্সি বায়রন তার নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। কোন প্রকারে এই এজেন্সির ক্ষতি সে হতে দেবে না।

বায়রন মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার বিনোদ দপ্তরে আসছেনা কেন এবং এত মদ গিলছে কেন?

মিরিয়াম প্রথমে বায়রনের এই প্রশ্নের জবাব দিতে চায়নি। তবে বায়রন যখন জবাব পাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল তখন মিরিয়াম বলল: একটা কথা আপনাকে বলব। সত্যি মিথ্যে জানি না। বাজারের সবাই বলাবলি করছে যে মিঃ অ্যান্ড্ মিসেস কাপুরের মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। তাদের গৃহবিবাদের কথা কারু অজানা নেই। সবাই জানতে চাইছে। এই ঝগড়া বিবাদের কারণ কী?

বায়রন মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করল। তুমি এই ঝগড়ার কারণ কী জান?

শুনেছি মিসেস কাপুর তার স্বামীকে ডিভোর্স করতে চান। এই ডিভোর্সের ব্যাপার নিয়ে একদিন তার স্বামীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়। মিঃ কাপুর সেই যে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছেন, আর বাড়িতে ফেরেননি। দপ্তরেও আসছেন না। মনে হচ্ছে যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ এবার বেশ গুরুতর হয়েছে।

বায়রন চুপ করে মিরিয়ামের কথাগুলি শুনল। অবাক হল। বিনোদকে তার ভালো লাগে। কাজকর্মে দক্ষ, শান্ত প্রকৃতির। বিনোদ যে স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করবে একথা সে ভাবতে পারল না। কিন্তু বায়রন লিলি কাপুরকে ভালো করে চিনতে পারেনি। কারণ তার কাছে লিলির চরিত্র ছিল কুহেলিকা, ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বায়রন মনে মনে ঠিক করল বিনোদ এবং লিলির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। কিন্তু এই আলোচনা করবার সুযোগ সে পেলনা। কারণ সেদিন রাত্রে বায়রন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির তলবে দিল্লি চলে গেল। তাকে গোপনে একটা আর্মস বেচা-কেনার তদন্ত করতে হবে।

*　　　　　　*

সেদিনকার আলোচনার সময় মিরিয়াম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বায়রনের কাছ থেকে গোপন করে গিয়েছিল। বাজারের গুজব ছিল বায়রন ঘাউস তার পার্টনারের স্ত্রী লিলি কাপুরের সঙ্গে প্রায় জোর করেই প্রেম করছে।

মিরিয়াম বাজারের এই গুজবে বিশ্বাস করেনি। কথাটি সত্যি নয়। বায়রন লিলির সঙ্গে গায়ে পড়ে প্রেম করবার পাত্র নয়। এদিকে লিলিও বায়রনের প্রেমে অন্ধ। বিনোদকে আর তার পছন্দ নয়। মিরিয়াম জানে লিলি কাপুর এবার নতুন পুরুষ শিকার খুঁজছেন। এই নতুন শিকার হল বায়রন ঘাউস। মিরিয়াম আরো জানত বাজারে এই মিথ্যে গুজব লিলিই রটিয়েছে। নিজের কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে লিলি সব কিছু করতে পারে।

প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে বাজারের এই গুজবের কথা বায়রন 'ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির' সহকারি ম্যানেজার বিদ্যা দেশপাণ্ডের কাছে জানতে পারল পারল। বিদ্যা দেশপাণ্ডের সঙ্গে তার পুনার রেস কোর্সে দেখা হয়েছিল।

দিল্লির গোপনীয় তদন্তের কাজ শেষ করে বায়রন 'উইক এণ্ড' কাটাবার জন্যে পুনায় চলে এসেছিল। পুনায় এলেই বায়রন রেস্ খেলতে যেত। জুয়ো খেলায় যে তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চায়। এবারও তার গতানুগতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হল না।

সেদিন বায়রন পর পর চারটি রেসে বাজি হারল। বায়রন ধরে নিল আজ তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। অতএব আর বাজি রাখা উচিত কাজ হবে না। এবার গিয়ে শালিমার হোটেলে আশ্রয় নিতে হবে। পুনাতে এলে বায়রন সাধারণত এই শালিমার হোটেলে রাত্রি কাটাত।

বায়রন ঠিক করল রেসকোর্সের রেস্তোঁরায় গিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে নেয়া যাক।

হঠাৎ বায়রন শুনতে পেল কে জানি পেছনে থেকে তার নাম ধরে ডাকছে। 'হ্যালো লর্ড বায়রন, পুনার রেস কোর্সে তুমি কী করছ? বোম্বাইতে আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। সবাই বলে তুমি নাকি 'ডুমুর ফুল' হয়েছ?'

বায়রন পেছনে তাকিয়ে দেখল 'ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স' কোম্পানির

সহকারি ম্যানেজার বিদ্যা দেশপাণ্ডে তাকে ডাকছে। আরে ভায়া তোমাকে বোম্বাইর দপ্তরে কতবার ডেকেছি। তোমার সেক্রেটারি বলেন তুমি নাকি বোম্বাইর বাইরে গিয়েছ। কবে, কখন, ফিরবে বলতে পারবেন না। তুমি কি বোম্বাইতে ছিলে না শহরের বাইরে গিয়েছিলে। যাক আজ তোমার ভাগ্য কী রকম ?

ভাগ্যের কথা আর বল না ভায়া। ভাগ্য খুবই খারাপ। চারটি বাজি খেলেছিলাম, সব গুলিতে হার হয়েছে। বায়রন জবাব দিল।

বায়রনের কথা শুনে বিদ্যা দেশপাণ্ডের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিদ্যা বলল কিন্তু ব্রাদার, তুমি তো প্রেমের কাজ কারবারে ভাগ্যবান। বোম্বাইর বাজারে সবাই বলছে 'বায়রন ইজ এ কাসানোভা অব বোম্বে'।

বিদ্যার জবাব শুনে বায়রন অবাক হল। বহুবার, বহুলোকের কাছে বায়রন শুনেছে যে বোম্বের মেয়েদের কাছে সে হল এক সুপার স্টার। সাধারণত বিদ্যা গম্ভীর প্রকৃতির। ঠাট্টা রসিকতা সে বড় বেশি করে না। তার এই ধরনের মন্তব্য করবার নিশ্চয় কোন নেপথ্য কারণ আছে ?

আচ্ছা বলোতো, আমাকে তুমি বোম্বাইর 'কাসানোভা' বললে কেন ? এর আগে তো তোমার মুখে এ রকম কোন কথা শুনিনি···বায়রন কারণ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

বিদ্যার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, ভাই বায়রন, বিদ্যা ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করে বটে তবে শহরের সব গুজবই তার কানে যায়। কার ঘরে কী ঘটছে সবই আমি জানি। যাক, এবার তোমার মনের কৌতূহল মেটাব। কিন্তু বিদ্যা প্রথমেই বলল ব্রাদার এই সংসারে দুই শ্রেণীর পুরুষ আছে। একদল যারা মেয়েদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করে এবং আর একদল আছে যারা মেয়েদের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। এবার তুমি বল তুমি কোন শ্রেণীর পুরুষ।

বায়রন মনের বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, বিদ্যা তুমি 'হেঁয়ালী' ভাষায় কথাবার্তা বলছ। কথাগুলি আর একটু ব্যাখ্যা করে বল। আর আমি মেয়েদের আকর্ষণ করি কিনা, না তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই, এই নিয়ে তুমি এত চিন্তা ভাবনা করছ কেন ?

চিন্তা করবার কারণ আছে। তুমি জান গত দুই বছরে আমার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি অর্থাৎ ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সিকে প্রায় সাত আট লাখ টাকার ব্যবসা দিয়েছে। আমরা যাদের গোপন তদন্তের কাজে ব্যবহার করি তাদের ব্যক্তিগত, চরিত্র অর্থাৎ তারা শক্ত না দুর্বল এবং ইংরেজি ভাষায় যাকে বলি 'ক্রেডিনশিয়াল' নিয়ে যাচাই করি। আমাদের ইনভেস্টিগেটরদের নামে কোন প্রকার 'স্ক্যাণ্ডাল', কেচ্ছা শুনলে আমরা সাবধান হই। কারণ কোন প্রকারে আমাদের খদ্দেররা যদি ইনভেস্টিগেটরদের দুর্বল চরিত্রের কথা জানতে পারে তাহলে তারা তাকে টাকা কিংবা নারীর সাহায্যে কিনে নেবে। এই আশঙ্কায় 'আমরা খুব দৃঢ়, সৎ ইনভেস্টিগেটর নিয়োগ করে থাকি।

'বুঝতে পেরেছি, তুমি বলতে চাইছ আমি একেবারে দোষমুক্ত, ডিটেকটিভ ইনভেস্টিগেটর নই কিংবা আমার চরিত্র একেবারে দোষমুক্ত নয়।'

কিন্তু এবার বল হঠাৎ এতদিন পরে তুমি এই কথা জানবার কৌতূহল প্রকাশ করছ কেন? বায়রন জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

'রাগ কর না ব্রাদার। তোমার কিংবা ডিটেকটিভ এজেন্সির যোগ্যতা নিয়ে কোন বিচার করছি না। কিন্তু হালে তোমাদের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশিদিন এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাতে চাও না কিংবা পারবে না।'

একটু চুপ করে থেকে বিদ্যা আবার বলতে লাগল, তুমি যখন কারণ জানতে চাইছ তখন ঘরের সব কথা খুলে বলছি। এসব খবর অতি গোপন খবর। কাউকে বল না। একদিন বায়রন তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে, আজ আমার তোমাকে সাহায্য করা দরকার। আমরা মানে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সবাই অভিযোগ করছে যে তোমাদের কাছে কোন কেস তদন্ত করতে পাঠালে তার কোন তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায় না। যদি তোমার সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করি রিপোর্টের কী হল তিনি কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন না। শুধু বলেন তোমার পার্টনার বিনোদ কাপুরের এই রিপোর্ট লিখবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কিছুদিন যাবত দপ্তরে আসছেন না। এদিকে আমাদের বিভিন্ন পার্টি অর্থাৎ যাদের দাবিগুলি তদন্ত করবার জন্যে তোমার দপ্তরে পাঠিয়েছিলাম, আমাদের রোজ তাগিদ দিচ্ছেন যে তাদের ক্লেম কবে নাগাদ মেটান হবে। বিনোদ কাপুরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তার বাড়িতেও টেলিফোন করেছিলাম। তার গিন্নী কর্কশ গলায় জবাব দিলেন। বললেন, আমার স্বামীর খোঁজ দপ্তরে করুন। এই বাড়িতে তিনি থাকেন না। যখন থাকেন তখন আর কথা বলবার মত অবস্থা থাকে না। শুনেছি, আজকাল নাকি তিনি জুহুর এক হোটেলে বসে মদ গিলছেন। এই সব দেখে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার বলছেন: বিদ্যা ভবিষ্যৎএ বায়রন ঘাউস অ্যান্ড বিনোদ কাপুর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কাছে তদন্ত করবার জন্যে কোন 'কেস' পাঠিও না। ওরা আজকাল কাজে ফাঁকি দিচ্ছে।

বিদ্যা কথা বলতে গিয়ে দম নেবার জন্যে একটু থামল। পরে বলল, বল এবার তোমার পার্টনার, বিনোদ কাপুর, কেন কাজ করছেন না। তার কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে আজ তুমি ইন্সিওরেন্স বাজারে শুধু শুধু বদনাম কিনছ।

বায়রন বিদ্যার এই অভিযোগের কোন জবাব দিতে পারল না। বিদ্যার অভিযোগ নতুন নয় এবং সে জানে আংশিক সত্য। যে কথা বিদ্যা আজ তাকে বলল তার পূর্বাভাস, মিরিয়াম আগেই তাকে দিয়েছিল। বায়রন ভেবেছিল এই বিষয়টি নিয়ে বিনোদ এবং লিলির সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করবে। জানবার চেষ্টা করবে কেন তারা ঝগড়া ঝাটি করছে এবং কেন বিনোদ দপ্তরে আসছে না। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে ওদের দুজনের সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ সে পায়নি। বায়রন ভাবল যদি বিনোদ তার সঙ্গে কাজ না করতে চায় তাই সে কাজ থেকে ইস্তফা

দিতে পারে। বায়রন কোন আপত্তি করবে না। কারণ বিনোদ কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে না। এই ভাবে দপ্তর চালান যায় না। বিনোদ তার এজেন্সিতে যোগ দেবার আগেও বায়রন ইন্সিওরেন্সের ইনভেস্টিগেশনের কাজ করে প্রচুর টাকা রোজগার করত এবং বাজারে সুনামও কিনেছিল। এখন বিনোদ যদি চলে যায় তাহলেও এজেন্সির কোন ক্ষতি হবে না।

তোমাকে ধন্যবাদ বিদ্যা। তোমার এই অভিযোগ নিয়ে চিন্তা করে দেখব। তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি সব কথা আমাকে খুলে বলোনি। কথা গোপন করবার চেষ্টা করছ। আমার মনের উৎকণ্ঠা বাড়িও না, বায়রন বেশ দৃঢ় কণ্ঠে এই প্রশ্ন করল।

তাহলে সব শোন। আজ ইন্সিওরেন্সের বাজারের সব চাইতে বড়ো গুজব হল বিনোদ এবং তার স্ত্রী লিলি কাপুরের সঙ্গে কোন বনিবনা হচ্ছে না। রোজই তারা ঝগড়া করছে। স্ত্রী'র এই ব্যবহারে বিনোদ ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। বাজারের আর একটি গুজব হল স্বামী-স্ত্রী'র ঝগড়া বিবাদের মূল কারণ হলে তুমি।

আমি! বিস্মিত, অবাক হয়ে বায়রন জিজ্ঞেস করল: বিদ্যা তুমি এসব কথা কী বলছ। স্বামী-স্ত্রী'র ঝগড়া বিবাদের কারণ আমি হব কেন?

হ্যাঁ। সবাই বলছে তুমি বিনোদের বউকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছ। লিলি কাপুর সবাইকে বলছে তুমি তার সঙ্গে প্রেম করছ? তুমি হয়েছ তার 'বয় ফ্রেন্ড'। বাজারের আরো গুজব হল লিলি বিনোদকে ডিভোর্স করে তোমাকে চায়।' এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী'র সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে। সবাই জানে বিনোদ তার স্ত্রীকে ভালোবাসে।

মিথ্যে কথা। লিলি আমার প্রেমিকা নয়। আমি তার সঙ্গে প্রেম করবার কোন চেষ্টা করছি না। বাজারের এই সব গুজবে তুমি বিশ্বাস কর না, বায়রনের এই জবাবে প্রতিবাদের সুর ছিল।

আমি এই সব গুজবে বিশ্বাস করি বা না করি বিনোদ বিশ্বাস করে, এটাই বড় কথা। শুধু তাই নয়, লিলি বিনোদকে বলেছে যে তুমি এবং লিলি জুহুর প্লাজার হোটেলে এক রাত্রি সহবাস' করেছ। লিলি নিজে সবাইকে এবং স্বামীকে এই সব কথা বলেছে। এর পর কী এসব কথা অবিশ্বাস করা যায়। লিলি আরো বলেছে যে প্লাজার হোটেলে অতিথিদের খাতা খুললেই দেখা যাবে। লিলি সত্যি না মিথ্যে কথা বলেছে। এইসব কথা শুনে বিনোদ প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। এরপর বিনোদ যদি দপ্তরে না আসে তা হলে অন্যায় মনে কর না। এবার তুমি আমাকে বল, অন্য আর একজনের সংসারে আগুন লাগিয়ে তোমার কী লাভ?

বায়রন স্তম্ভিত হয়ে বিদ্যার কথাগুলি শুনল। লিলি যে এই সব গল্প, কাহিনী বাজারে ছড়াবে সে সহজে বিশ্বাস করতে পারল না।

না, এই কথা সত্যি নয়, বায়রন ক্ষীণ গলায় একটা জবাব দেবার চেষ্টা করল।

উহুঁ, আমরা আরো শুনেছি যে তুমি সরকারি কাজের নাম করে ডুব মেরে, অংশীদারের বউকে নিয়ে হোটেলে রাত কাটিয়েছ। এবার বল লিলি কেন মিথ্যে গুজব বাজারে রটাবে? অনেকে বলছে লিলি তার স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স চায়। আর তুমি হবে এই ডিভোর্স কেসের বিবাদী……।

বিদ্যার শেষের কথাগুলি শুনবার পর বায়রনের কাছে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হল। বুঝতে পারল কেন লিলি নিজে এসব গুজব বাজারে ছড়াচ্ছে। তার উদ্দেশ্য হল ডিভোর্স কেসে বায়রনকে বিবাদী করা। কোর্টের জজসাহেব এইসব মুখরোচক কাহিনী বিশ্বাস করবেন এবং অতি সহজেই লিলি বিনোদের ডিভোর্সকে মঞ্জুর করবেন।

বায়রন বিদ্যাকে বলল, যাক, এসব কথা লিলি রটাক কিংবা অন্য কেউ প্রচার করুক, তুমি এসব গুজবে বিশ্বাস কর না। লিলির সঙ্গে আমার অবৈধ কোন সম্পর্ক নেই। এবার অন্য কথা বল। কোন রেসে জিতলে?

পাগল হয়েছ! যেসব ঘোড়ার উপর বাজি রেখেছিলাম সবগুলি ঘোড়াই রেসে লাস্ট এসেছে। না, রেসে জিতবার লাক আমার নেই। অবশ্যি শেষের রেসে একটা খুব ভালো টিপস পেয়েছিলাম। ঘোড়া অবশ্যি ফেভারিট ঘোড়া নয়। যদি ঘোড়া বাজি জেতে তাহলে অনেক টাকা ডিভিডেণ্ট পাওয়া যাবে। তবে আমার ভাগ্য খারাপ। আমি এমন ঘোড়ার উপর কোন বাজি রাখব না। যদিও ঘোড়ার মালিক নিজেই আমাকে এই টিপস দিয়েছিলেন।

বায়রনও অনেক টাকা বাজি হেরেছিল। তবে তার হল জুয়াড়ির মন। বাজি হারলেই আবার বাজি খেলতে শখ হয়।

আচ্ছা তোমার এই ঘোড়ার নাম কর না……

কেন তুমি কী তার উপর বাজি রাখবে নাকি? বিদ্যা জানবার কৌতূহল প্রকাশ করল। এই ঘোড়ার নাম হল 'লাকি স্টার'। কিন্তু আমার 'স্টার' একেবারেই 'লাকি' নয়।

বায়রন হাসল। বলল: যাক বিদ্যা, পুনার রেসকোর্সে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েই ভালো হল। অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান খবর জানতে পারলাম। এবার দেখি তোমার ঘোড়ার 'টিপস' কার্যকরী হয় কি না?

এই বলে বায়রন বুকির কাছে গেল। বুকি বায়রনকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল। বলল: স্যার এ ঘোড়ার উপর কোন বাজি রাখবেন না। এ ঘোড়া বাজি জিতবে না। এ ঘোড়ার বাজির অঙ্ক হল পঁচিশ এক……।

বায়রন হিসেব করল। তার পকেটে পকেটে মাত্র পাঁচশো টাকা ছিল। যদি ঘোড়া রেসে জেতে তাহলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। অতএব বুকির কথায় কান না দিয়ে এই 'লাকি স্টার' ঘোড়াটার উপর পাঁচশো টাকা বাজি রাখল।

বুকি কিছু বলল না।

রেস আরম্ভ হয়নি। তাই সময় কাটাবার জন্যে বায়রন গিয়ে রেস কোর্সের

রেস্তোঁরায় বসল। কফি খেতে খেতে বায়রন বিদ্যা দেশপাণ্ডের কথাগুলি নিয়ে স্মৃতি-চারণ করতে লাগল। ভাবল বিনোদ লিলির দাম্পত্য কলহের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে আছে। বায়রনকে বিবাদী করে লিলি বিনোদের কাছে ডিভোর্স চাইবে। এই কারণেই লিলি বাজারে এই গুজব রটিয়েছে। আর এই গুজবের সঙ্গে তার এজেন্সির ভবিষ্যৎ ভাগ্য জড়িয়ে আছে ?

বায়রন কোনদিনই লিলিকে তার সঙ্গে হৃদ্যতা করবার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু লিলি তাকে কাছে পাবার চেষ্টা করেছে। মিরিয়াম তাকে বহুবার বলেছে মিসেস কাপুর এসেছিলেন। উনি মিঃ কাপুরের ঘরে না গিয়ে আপনার ঘরে বসেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কোথায় গিয়েছেন, কখন ফিরবেন ইত্যাদি। প্রথমে মিরিয়ামের এই সব কথায় বায়রন কোন গুরুত্ব দেয়নি কিন্তু আজ ভাবতে শুরু করল! লিলি তার কাছ থেকে কী চায়? একথা সত্যি যে প্রথমে বায়রন লিলিকে নিয়ে রেস্তোঁরা, সিনেমায় গিয়েছে। ব্যস্‌ ঐ পর্যন্ত। কিন্তু কোন দিনই হোটেলে লিলির সঙ্গে রাত্রিবাস করেনি। একবার যদি লিলির সঙ্গে এই 'রাত্রিবাসের' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারত তাহলে বায়রন লিলির ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারত এবং তাকে বলতে পারত যে জোর করে কারু সঙ্গে প্রেম করা যায় না।

বাইরে রেসের ঘণ্টা শুনে বায়রন রেস্তোঁরার বাইরে চলে এল। একটু বাদে রেস শুরু হল। তারপর শুরু হল দর্শকদের চিৎকার, হৈ-হল্লা। রেসের শেষে বায়রন দেখতে পেল 'লাকি স্টার' প্রথম হয়েছে। মনে মনে অংক কষল। অনেক টাকা ডিভিডেণ্ট পাওয়া যাবে। নিদেনপক্ষে দশ হাজার টাকা·· বায়রন মনে মনে বলল ঃ লাকি ইন রেস, 'আনলাকি ইন গার্লস'। বিদ্যা এবং লিলিকে এই কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার।

বুকির কাছ থেকে টাকা নেবার সময় আবার তার বিদ্যা দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা হল। বিদ্যা তাকে দেখে বলল, ব্রাদার, তুমি কি আমার টিপসের ঘোড়ার উপর বাজি রেখেছিলে? সত্যিই তোমার ভাগ্য ভালো। আজকের এই রেসে এসে আমার হাজার পাঁচেক টাকা বেরিয়ে গেলো। এবার বল, তুমি কী বোম্বাইতে ফিরে যাবে? তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বায়রন বিদ্যাকে নিরাশ করল। বলল, না, আমি 'উইক এণ্ড' কাটাতে পুনায় এসেছি। ভাবছি দুটো রাত্রি পুনার শালিমার হোটেলে কাটাব।

শালিমার হোটেলে? বিদ্যার এই ছোট প্রশ্নে বেশ উত্তেজনা ও বিদ্রূপ ছিল।

কেন আমি শালিমার হোটেলে থাকলে তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি? বায়রন ভেবে পেলনা বিদ্যা এই প্রশ্ন তাকে কেন করল।

না, আমার আপত্তি থাকবে কেন? তবে বুঝতে পেরেছি বাজারে যে গুজব রটে তার কিছুটা বটে, বিদ্যার গলায় ঠাট্টার সুর ছিল।

একথা তুমি কেন বলছো? বায়রন কৌতূহল প্রকাশ না করে পারল না।

আমার তোমার বান্ধবী লিলি কাপুরও আজ বিকেলে শালিমার হোটেলে এসে

আশ্রয় নিয়েছেন। যাক, তোমরা দুজনে যখন একই হোটেলে রাত্রি কাটাচ্ছো, তাহলে বলব 'বেস্ট লাক টু ইউ।' কিন্তু দেখো ব্রাদার, এবার সব কিছু গোপনে আড়ালে কর। আবার যেন বাজারে গুজব না রটে, তুমি লিলিকে নিয়ে পুনার শালিমার হোটেলে রাত্রি কাটিয়েছ।

বিদ্যা চলে গেল।

বায়রন সমস্যায় পড়ল। লিলি যদি শালিমার হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে হয়ত তাকে আজই বোম্বাইতে ফিরে যেতে হতে পারে। বায়রন আর কোন মিথ্যা গুজব বাজারে রটাতে চায় না। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল লিলি যদি শালিমার হোটেলে এসে ঠাঁই নিয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে বাজারের এই গুজব নিয়ে এবং বিনোদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ এবং বিনোদের দপ্তরে না যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখবে। কারণ এই বিষয়গুলি বিশেষ জরুরী। অন্তত এই আলোচনার পর বায়রন স্থির করবে, সে বোম্বাইতে ফিরে যাবে কিনা?

শালিমার হোটেল পুনার অতি আধুনিক হোটেল। য়ুরোপীয় আদব কায়দায় পরিচালনা করা হয়।

রেসকোর্স থেকে বায়রন সোজা শালিমার হোটেলে চলে এল। পরে রিসেপশনিস্টের কাছে গিয়ে বলল: লিলি কাপুরকে চেনেন?

চিনি, রিসেপশনিস্ট জবাব দিল।

তিনি কী আজ এই হোটেলে উঠছেন?

হ্যাঁ, তিনি দুই রাত্রি এই হোটেলে কাটাবেন।

একবার আপনার চেক ইন রেজিস্টার দেখাবেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল। রিসেপশনের মেয়েটি ছিল বায়রনের অতি পরিচিত। মেয়েটি এবার বায়রনকে তার রেজিস্টার দেখাল। বায়রন দেখতে পেল যে লিলি কাপুর রেজিস্টারে তার নাম স্পষ্ট করে লিখেছে। এবং বোম্বাই'তে তার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে ১৭।৩ নরিম্যান পয়েন্ট, চার নম্বর ফ্ল্যাট। এই ঠিকানা লিলির বাড়ির ঠিকানা নয়। হল বায়রনের বোম্বাই'র ফ্ল্যাটের ঠিকানা। লিলি বিকেল চারটের সময় 'চেক ইন' করেছে।

কী উদ্দেশ্য নিয়ে একই দিনে লিলি পুনাতে এসেছে এবং শালিমার হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে বায়রন ভেবে পেল না। লিলি কী জানত বায়রন আজ এই হোটেলে রাত্রি কাটাবে! কী করে লিলি এই তার পুনায় আগমনের খবর পেল? এই ধরনের বহু প্রশ্ন এসে বায়রনের মনে জড়ো হল।

মিসেস কাপুর কোথায় আছেন বলতে পারেন? বায়রন রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করল।

রিসেপশনিস্ট বলল, কিছুক্ষণ আগে তাকে হোটেলের 'বার রুমে' যেতে দেখেছিলাম। হয়ত ওখানেই মিসেস কাপুরকে পাবেন।

একটু চুপ করে থেকে রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞেস করল, আপনি কী এখনই 'চেক্ ইন' করবেন ?

বায়রন কী জানি ভাবল। পরে বলল : ঠিক এখন 'চেক্ ইন' করব কিনা বলতে পারছি না। তবে রুমটা আপনি ধরে রাখুন।

এই বলে বায়রন 'বার রুমের' দিকে হাঁটা দিল।

বায়রন বাররুমের বারম্যানের কাউণ্টারে গিয়ে বসল।

প্রথমে সে একটা 'ব্লাডি মেরির' অর্ডার দিল।

পরে বাররুমের চারদিকে তাকাল। কোথায় লিলি ?

লিলি বাররুমের এক কোণের টেবিলে বসেছিল এবং 'ফেমিনা' পড়ছিল। তার টেবিলে ছিল 'শেরীর গ্লাস'।

বায়রন চুপ করে বসে রইল। ইচ্ছে করে লিলির কাছে গেল না। লিলির প্রতি আগ্রহ দেখাবার তার কোন ইচ্ছে ছিল না। এমন কী তার দিকে তাকাল না।

বায়রন জানত বাররুমের ভেতর থেকে বেরুতে হলে লিলিকে একবার তার চোখের সামনে দিয়ে বেরুতে হবে।

একটু বাদে লিলি উঠে দাঁড়াল। শেরীর দাম মিটিয়ে দিয়ে সে বাইরে যাবার জন্যে হাঁটা দিল।

লিলি যখন বারম্যানের কাউণ্টারের কাছে এসে পোঁছুল তখন বায়রন মৃদু স্বরে বলল, হ্যালো লিলি। আমার দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছো ?

বায়রনকে দেখে লিলি বেশ উত্তেজিত হল।

ডার্লিং বায়রন, তুমি এখানে ? লিলির কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সুর ছিল। সত্যি তোমাকে যে পুনার এই শালিমার হোটেলে দেখতে পাব, আশা করিনি।

তারপর গলার স্বর নিচু এবং মিষ্টি করে লিলি বলল : তুমি কী করে জানলে, আমি পুনার এই শালিমার হোটেলে আছি।

বায়রন কোন জবাব দিল না।

একটু চুপ করে থেকে লিলি আবার বলল : আমি অবশ্যি একটা উড়ো খবর শুনেছিলাম যে তুমি পুনাতে আসবে এবং আমার সঙ্গে দেখা করবে। সত্যিই দুনিয়া কী ছোট ? তাই নয় কী বায়রন ?

বায়রন জবাব দেবার আগে তার 'ব্লাডি মেরীর' গ্লাসে একবার চুমুক দিল। পরে বেশ আর্দ্রকণ্ঠে বলল : ঠিক বলেছ, শালিমার হোটেলে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হল। আমি কেন পুনাতে এসেছি তার কারণ জানি। কিন্তু তুমি বল, তুমি কেন পুনাতে এসেছ ? বেড়াতে ? না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ?

সত্যি তুমি এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বল যে আমি বুঝতেই পারি না, তুমি 'সিরিয়াসলি' কথা বলছ না ঠাট্টা করছ ! যাক্, আজ তোমাকে এই হোটেলে এত কাছে পেয়ে আমি ভারী খুশি হয়েছি। আমার আনন্দ হচ্ছে…ভাবছি সারাটা রাত

হৈ-হল্লা করে কাটান যাবে। তাই নয় কী বায়রন? কিন্তু প্রথমে বল তুমি কী করে হদিস পেলে আমি এই হোটেলে আছি।

হোটেলের সবাই তোমাকে চেনে। রিসেপশনিস্ট আমাকে বললঃ স্যর মিসেস কাপুর এই হোটেলে আছেন। তুমি যে 'বাররুমে' আছ, রিসেপশনিস্ট সে কথাও আমাকে বলল। কিন্তু আমি আজ আনন্দ করে রাত কাটাবার জন্যে এই হোটেলে এসে ঠাঁই নিইনি। তোমার সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে।

বায়রনের কথা শেষ হবার আগেই লিলি প্রতিবাদের কণ্ঠে বললঃ ডার্লিং প্রয়োজনীয় কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমি চাই আনন্দ, ফুর্তি এবং সাজগাজ, হৈ-হল্লা। এসো আমরা জীবন উপভোগ করি।

না, আমার এই কথাগুলি হল আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ভবিষ্যৎ এবং তার সমস্যা নিয়ে। আমার ভালোবাসার, প্রেমের গল্প বলবার সময় নেই। বায়রনের জবাবে দৃঢ়তার সুর ছিল।

অর্থাৎ তুমি তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সির সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও। কিন্তু তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? অর্থাৎ তুমি জানতে চাইছ আমার স্বামী বিনোদ আজকাল কেন অফিসে যাচ্ছে না, কেন এত মদ খাচ্ছে এবং কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। কিন্তু বিনোদ কী করে বা না করে তার জবাবদিহি আমি করতে পারব না। বিনোদ স্বাধীন এবং আমিও স্বাধীন, লিলি গলার স্বর উঁচু করে বলল।

কিন্তু বিনোদের কাজের গাফিলতির জন্যে আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির দুর্নাম হচ্ছে। যে সব বড়ো বড়ো কোম্পানি আমাদের 'তদন্তের' ব্যবসা দিত তারা হুমকি দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে আমাদের কোন কাজ তারা দেবেনা। কারণ বিনোদের যে সব রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল বিনোদ সেই কাজগুলি আদৌ করেনি।

এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক বায়রন? তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সি কী কাজ করছে কিংবা কী কাজ করতে পারছে না সেই নিয়ে আমি কোন চিন্তা-ভাবনা করি না। শুধু তোমাকে একটা কথা বলব। আমি বেশ কয়েকবছর বিনোদের সঙ্গে ঘর করেছি। আমি জানি বিনোদ কী প্রকৃতির, কী চরিত্রের ছেলে। অকর্মণ্য, অলস।

এবার বায়রন লিলির কথার প্রতিবাদ করল।

বলল, ছমাস আগে বিনোদ অলস, অকর্মণ্য ছিল না। কাজ করত এবং আমি এবং আমার ক্লায়েন্টরা বিনোদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিলাম। বায়রন একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, শোন আজ পুনার রেস কোর্সে আমার 'ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স' কোম্পানির সহকারি ম্যানেজার বিদ্যা দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা হল। বিদ্যা আমার বিশেষ বন্ধু এবং তার অভিযোগে আমি মূল্য দিয়ে থাকি। বিদ্যা বললঃ তিনমাস আগে বিনোদকে কিছু তদন্তের কাজ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বিনোদ সেই তদন্তের রিপোর্টগুলি তৈরি করেনি। বিদ্যা

আরো বলল ঃ বিনোদের কাজে গাফিলতির জন্যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ক্ষতি এবং দুর্নাম হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যা বলল যে বিনোদ কাজ করছেনা কিংবা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে তার কারণ হল তুমি। তুমি প্রতিদিনই বিনোদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করছ, এবং এই ঝগড়া-বিবাদের জন্যে বিনোদ কাজে মন দিতে পারছেনা এবং হোটেল রেস্তোঁরায় বসে মদ গিলছে। বিদ্যা আমার এজেন্সির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা প্রকাশ করছে।

মিথ্যে কথা। লিলির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আমি বিনোদের সঙ্গে কোন ঝগড়া বিবাদ করি না। আসলে বিনোদ হল হিংসুটে। বিনোদ চায় না আমি তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি কিংবা তুমি আমার সঙ্গে প্রেম কর।

বায়রন ধমকের সুরে, প্রতিবাদ করে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কোন প্রেম, ভালোবাসা নেই। লিলি হাসল। বলল, তুমি যা বলছ, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বাজারের সবাই জানে তুমি তোমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির পার্টনারের বউর সঙ্গে প্রায় জোর করেই প্রেম করছ। তুমি আমাকে নিয়ে বারে, সিনেমায়, রেস্তোঁরায় গিয়েছ। আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেছি, একথা আমাদের বন্ধুরা জানে। এ ছাড়া আমরা দুজনে একসঙ্গে একই হোটেলে একই রুমে দু' এক রাত্রি কাটিয়েছি। লিলির কথা শেষ হবার আগে···বায়রন জোর গলায় এই কথার প্রতিবাদ করল। বলল ঃ সবাই বলছে এই সব গুজব তুমিই বাজারে রটিয়েছ। আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রেম করিনি কিংবা কোন হোটেলে রাত্রে সহবাস করিনি। তুমি এসব মিছে কথা কেন বাজারে রটাচ্ছ? লিলি জোর হেসে উঠল। সত্যি বায়রন আমি জানতাম তোমার সত্যি কথা বলবার সাহস আছে। বোম্বাই'র জুহু বীচের, প্লাজা হোটেলে আমরা দুজনে এক সঙ্গে হোটলে এক রাত্রি কাটিয়েছি। তার প্রমাণও আছে। হোটেলের রেজিস্টারে তোমার আমার নাম লেখা আছে।

তুমি এসব কী বলছ লিলি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কী চাও? কী তোমার উদ্দেশ্য খুলে বল। কেন তুমি বাজারে এই সব মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছ। মুখরোচক কাহিনী! তাই বাজারের সবাই এসব কথা বিশ্বাস করছে। কিন্তু তুমি আমি জানি এ হল অলীক কাহিনী, শুধু তোমার কল্পনার জাল।

ধরো আমি যদি বলি আমি বিনোদকে ডিভোর্স করতে চাই এবং তোমাকে···

মানে, বায়রন চিন্তা প্রকাশ করে বলল, অর্থাৎ তোমার এই ডিভোর্স কেসে আমি হব বিবাদী। কখনই না······বায়রন জোর গলায় একথা অস্বীকার করে লাভ হবে না। লোকে তোমাকে বিশ্বাস করবে না এবং কেসটির জজও এই সব রসালো কাহিনীগুলি বিশ্বাস করবেন না। বায়রন বলল, 'আমি বলব, যে গত তিন সপ্তাহ আগে আদৌ আমি বোম্বাইতে ছিলাম না। সরকারি কাজে দিল্লিতে গিয়েছিলাম'। লিলি বায়রনের কথায় দমল না। বলল ঃ তুমি যে দিল্লিতে

গিয়েছিলে তার কোন প্রমাণ নেই। তুমি ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কাজে নিজের নাম গোপন করে দিল্লিতে গিয়েছিলে। একথা আমি জানি।

লিলি জিজ্ঞেস করল তুমি কোর্টকে একথা বলতে পারবে—এবং তুমি যে আদৌ দিল্লিতে গিয়েছিলে তার কী কোন প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

তারপর গলার স্বর নিচু করে বলল: বায়রন, আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। তোমাকে আমার দরকার। আমি বিনোদকে ডিভোর্স করতে চাই। কারণ সে আমার স্বামী হবার উপযুক্ত নয়। তুমি যদি আমার কথা না শোন, তাহলে কিন্তু তোমার বিপদ হবে।

এবার বায়রন জোরে হেসে উঠল। তুমি এসব কথা কী বলছ?

তুমি বিবাহিতা, অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করবার কোন অধিকার তোমার নেই। এছাড়া তুমি কী আমার সঙ্গে জোর করে প্রেম করতে চাও?

না, তাহলে তোমার সঙ্গে মন খুলেই কথা বলতে হবে। আমি ভেবেছিলাম বাজারের কানাঘুষো, এবং আমরা যে দুজনে হোটেলে একসঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছি, এই খবরগুলি তোমার উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে। মনে রেখো, লিলি যদি কোন দিন কোন পুরুষকে ভালোবাসে তাহলে সেই পুরুষের নিজেকে ধন্য বলে মনে করা উচিত। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি আমার ভালোবাসা প্রেমকে অবহেলা, তুচ্ছ করছ। হয়তো তোমাকে ভালোবেসেই ভুল করেছি।

বায়রন লিলির কথা শুনে বিরক্ত বোধ করল। তার কাছে লিলির এই প্রেম নিবেদন অতি সস্তা এবং হ্যাংলামি বলে মনে হল।

বায়রন সুন্দরী মেয়েদের ভালোবাসে সত্যি, কিন্তু তাদের হ্যাংলামি একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এবার সে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল: লিলি তুমি সুন্দরী এবং স্মার্ট এবং বাজারে তোমার স্তাবকের অভাব নেই। তুমি ওদের কাউকে বেছে নাও। তাহলে তুমিও বাঁচবে এবং আমিও বাঁচবো।

লিলি বায়রনের কথায় মন দিল না। বলল আমার কী একরোখা মন জান। আমি যা চাই, সেই জিনিস আমি আদায় করবই! প্রয়োজন হলে জোর করেই আমি সেই জিনিস আদায় করব। যে আমার এই দাবীকে অস্বীকার করবে, তার জীবনে বাধা, বিঘ্ন সৃষ্টি করতে আমি কোন দ্বিধা বোধ করব না। মনে রেখ আমি বিপদের সাইরেন। বললাম তুমি ইচ্ছে করে বিপদে জড়িয়ে পড়ছ। ইচ্ছে করলে আমি তোমার জীবন মরণ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারি।

অনেকক্ষণ পরে বায়রন আবার তার ব্রাডি মেরীর গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল। কিছুক্ষণ জল না খেয়ে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারল লিলির বুদ্ধি কম কিন্তু জিদ বেশি। এই ধরনের মেয়েরা সব কিছু বেপরোয়া কাজ করতে পারে। লিলির কথাগুলিতে তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় থাকলেও, বায়রন নিজে তার ধীর শান্ত মেজাজ হারাল না।

ধীর, শান্ত, সংযত কণ্ঠে বলল—তুমি সাধারণ পাত্রী নও, একথা আমার

জানা ছিল ? আমার সৎ-উপদেশে তুমি কানে দেবে না একথাও আমি জানতাম। কিন্তু কথাগুলি আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলেছিলাম। বিনোদ তোমার স্বামী, তাকে তুমি অবহেলা, তুচ্ছ করতে পারো না। এতে কোন পক্ষই শান্তি পাবে না। আমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে নিজের অমঙ্গল ডেকে আনতে চাইনে।

তুমি জানো বায়রন, আমি তোমাকে ভালোবাসি, বিনোদকে আমার দরকার নেই। এতক্ষণ বেহায়া মেয়ের মত তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করছি। কিন্তু আমার এই প্রেম নিবেদনে তুমি কোন সাড়া দিচ্ছ না। আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা যে এত নিচু কখনই ভাবতেই পারিনি। এখন মনে হচ্ছে এতদিন তুমি আমার সঙ্গে 'ফ্লার্ট' করেছ। আজ আমার মনে হচ্ছে যদি তোমাকে খুন করতে পারতাম তাহলে মনে শান্তি পেতাম।

লিলির কথা শেষ হবার আগেই বায়রন বলল, আজ শনিবার, আমার মরবার কোন ইচ্ছে নেই? এছাড়া আমি তোমার কাছে কয়েকটি উচিত, সৎ-কথা বলেছি, তার জন্যে তুমি আমাকে খুন করতে চাও। এ কোন যুক্তিসঙ্গত কথা কিংবা কাজ নয়।

বায়রনের কথা শুনে লিলির মুখ রক্তিম হল। বলল, আমি জানতাম, শুধু আমি কেন, বাজারে সবাই জানে যে তুমি মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভালোবাসো। কিন্তু সব মেয়েদের মন নিয়ে লুকোচুরি খেলা যায় না।

আমার মতো সিরিয়াস মেয়েকে তুমি আপমান, অবহেলা করতে পার না। এর প্রতিকার কিংবা প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।

লিলির এই উষ্ণ জবাব শুনে বায়রন অবাক কিংবা বিচলিত হল না। এবার 'ব্লাডি মেরীর' গ্লাসের দিকে তাকাল। গ্লাসের শেষ চুমুক দিয়ে বলল, অ্যানাদার ড্রিংক। ইচ্ছে করলে তুমি এবার হুইস্কি খেতে পার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই বলে বায়রন উঠে দাড়াল। এবং বারের দিকে তাকাল।

লিলি বায়রনের কথার জবাব দিতে দেরী করল না। বলল: না, আমার ড্রিংক কিংবা হুইস্কি খাবার ইচ্ছে নেই। লিলির গলার স্বর শুনে বায়রন বুঝতে পারল লিলি রেগে গেছে। অবশ্য লিলি রেগে গেলে তাকে সুন্দরী দেখায়..... হয়ত কিছুটা বেপরোয়াও হয়।

এবার বায়রন একটা ডবল হুইস্কি নিয়ে বসল। লিলিই বলতে লাগল: শোন, তুমি জানতে চেয়েছ বিনোদ কেন কাজে যাচ্ছে না এবং কেন রাস্তায়? হোটেলে মদ খেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কারণ হল প্রেম এবং হিংসা দুটোই মানুষের মনকে দগ্ধ করে। বিনোদ এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। আমি বিনোদকে বলেছি তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমাকে বিয়ে করতে চাও। তাই তুমি এবং আমি প্লাজার হোটেলে রাত্রি কাটিয়েছি......

বিনোদ এসব মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করল। করবে না কেন? আমার স্বীকারোক্তি সে বিশ্বাস করবে না তো কার কথায় বিশ্বাস করবে?

এবার বায়রনের কাছে সমস্ত কাহিনী, কেন বিনোদ মদের আশ্রয় নিয়েছে এবং কাজে ফাঁকি দিচ্ছে সব কিছুই ছবির মত পরিষ্কার হল।

তুমি কিন্তু আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছ? কারণ আজ তুমি ডিটেকটিভ এজেন্সির উন্নতির পথে বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছ। এই ব্যর্থ চেষ্টা কর না।

না, আমি তোমাকে কোন ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করব না। সবার কাছেই সত্যি কথা বলব। আমি জানি তুমি এক মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছ। এ জাল থেকে তুমি রেহাই পাবেনা। একমাত্র আমিই তোমাকে এই মাকড়সার জাল থেকে বের করে আনতে পারি। যাক, এবার তোমার বিপদগুলি গুনতি করে বলছি। তোমার প্রথম বিপদ হল বিনোদ। বিনোদ তার হিংসার প্রতিশোধ নেবেই। বিনোদ আমাকে নিজে বলেছে আমার সঙ্গে তোমার প্রেম সে কখনই সহ্য করবে না। তুমি জান বিনোদ রেগে গেলে অমানুষ হয়ে যায়। তোমার দুই নম্বর বিপদ হল বাজারে তোমাকে আমাকে নিয়ে যে গুজব রটেছে তার জন্যে তোমার খ্যাতির এবং ব্যবসার ক্ষতি হবে। সবাই বাজারের গুজবে বিশ্বাস করবে। কারণ প্রেমলীলা হল এক মুখরোচক কাহিনী। কেউ বলবে না এসব কথা আমি বাজারে রটিয়েছি। তুমি যে আমার সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রিবাস করেছ তার প্রমাণ আছে এবং সবাই একথা বিশ্বাস করবে। একথা সত্যি মিথ্যে নিয়ে কেউ যাচাই করবে না। আজকের এই অপমানের প্রতিশোধ কী হবে তার কোন আভাস তোমাকে দেব না। লিলির কথাগুলি শুনে বায়রন হাসল। বলল, তুমি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে দেখতে পার। এ ছাড়া বাজারের সবাই বলবে বায়রন ঘাউস কখন কোন হীন, নিচু কাজ করতে পারে না।

প্লাজা হোটেলের রেজিস্ট্রারকে কেউ অবিশ্বাস করবে না……লিলির চোখে মুখে প্রতিহিংসার চিহ্ন স্পষ্ট হল। বায়রনের মনে হল যে লিলির এই প্রেম নিবেদন, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বাজারে রটাবার পেছনে নিশ্চয় অন্য আরো কোন কারণ আছে।

বায়রনের ধৈর্যচ্যুতি হল। প্রায় দুঘণ্টার উপর সে অতি একটি সাধারণ বিষয় নিয়ে অর্থাৎ বিনোদ ও লিলি কেন ঝগড়া করছে এবং কেন লিলি ডিটেকটিভ এজেন্সির কাজে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে এই নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিল। কিন্তু এই আলাপ আলোচনার পরিণতি যে এই হবে বায়রন বুঝতে পারেনি। এবার বায়রন তার রাগ সামলাতে পারল না। রাগের মেজাজে বলল বিনোদকে দেখলে তোমার মনে যে রকম বিরক্তি আসে আজ তোমাকে দেখে এবং তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি সেইরকম বিরক্তি অনুভব করছি।

লিলি হাসল। প্রলোভনীয় হাসি, যে হাসি এর আগে বহু পুরুষের মনকে দগ্ধ করেছে। লিলি বলল, আমি জানতাম প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মাথায় কিছু বুদ্ধি বিবেচনা থাকে এবং তারা জানে কী করে বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে হয়। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি অহংকারী এবং মেয়েদের মনে

আঘাত দিতে তোমার মনে কোন সংকোচ হয় না। যাক আগেও বলেছি এবং আবার বলব, আজ আমাকে অপমান করবার জন্যে তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব।

বায়রন বুঝতে পারল লিলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা কিংবা কথা বলা বৃথা। বায়রন প্রথমে ভেবেছিল 'উইক এণ্ড' পুনার শালিমার হোটেলে কাটাবে। কিন্তু যখন দেখতে পেল লিলিও দুটো দিন ঐ হোটেলে কাটাবে এবং আজকের আলোচনার পর তার মনে কোন সন্দেহ রইল না লিলি আবার তাকে জড়িয়ে আর একটি মুখরোচক কাহিনী রচনা করবে। অতএব বায়রন ঠিক করল, এরপর আর পুনায় শালিমার হোটেলে রাত কাটান খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে না। সে ঠিক করল রাত্রি বেলায় সে বোম্বাইতে ফিরে যাবে।

আচ্ছা লিলি আমি এবার বোম্বাইতে ফিরে যাব··· বায়রন বলল। এ কী? আমি ভেবেছিলাম তুমি 'উইক এণ্ড' পুনার শালিমার হোটেলে কাটাবে। আমরা দুজনে মিলে গল্প-গুজব করতে পারব লিলি বলল। এখন তুমি বলছ এক্ষুণি বোম্বাইতে ফিরে যাবে। হঠাৎ তোমার এই মত পরিবর্তন হল কেন? লিলি জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

এই মত পরিবর্তনের কারণ হলে তুমি। আমি তোমার সঙ্গে এক হোটেলে রাত কাটাতে চাই না। যতটুকু পারি তোমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। তাই আজই বোম্বাইতে ফিরে যাচ্ছি। গুডনাইট লিলি। আবার আমাদের দেখা হবে। · ···

বায়রন চলে যাবার পর লিলি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। রাগে শরীর কাঁপতে লাগল। এর আগে কোন পুরুষ তাকে এত তুচ্ছ অবহেলা করেনি। ড্যাম বায়রন ঘাউস।

ভোর তিনটের সময় বায়রন এসে বোম্বাইতে পৌঁছল। একটানা গাড়ি চালিয়ে তার দেহ ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

নরিম্যান পয়েণ্টে বায়রন ঘাউসের ফ্ল্যাট। অতি আধুনিক ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের সামনেই সমুদ্র। ফ্ল্যাটের কাছেই চার্চগেট স্টেশন। ঐখানে বায়রন ঘাউসের দপ্তর। কাজেই বায়রনের দপ্তরে যাতায়াতে কোন অসুবিধে ছিল না।

ঘরে ঢুকেই বায়রন একটা ডবল স্কচ গ্লাসে ঢালল, এক চুমুকে হুইস্কি খেয়ে নিল।

ঠিক বিছানায় শোবার আগে বায়রন দেখতে পেল একটি লেফাফা কার্পেটের উপর পড়ে আছে। নিশ্চয় কেউ দরজা দিয়ে ঐ লেফাফার নিচে বায়রনের নাম লিখে ছিল। অপরিচিত পুরুষের হাতের লেখা।

বায়রন চিঠিখানা নিয়ে দু চারবার দেখল। কিন্তু ঐ সময়ে চিঠি পড়বার ধৈর্য তার ছিল না। চিঠি টেবিলের উপর রেখে বায়রন ঘুমুতে গেল। ভাবল সময় এবং সুযোগ মত চিঠিখানা পড়ে দেখতে হবে।

বায়রন একটানা কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বলতে পারবো না। ঘুম থেকে উঠে দেখল বাইরে অন্ধকার রাত।

বায়রন উঠে কফি বানাল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত নটা। ভাবল দপ্তরের খবর নেবার জন্যে মিরিয়ামকে টেলিফোন করবে। কিন্তু এই সময়ে মিরিয়াম কী বাড়িতে থাকবে? সন্দেহের ব্যাপার।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার ঘুমুতে গেল। দেহের ও মনের ক্লান্তি দূর হয়নি। তাই সে আবার ঘুমুতে গেল।

বায়রন পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠল তখন দুপুর বারোটা। না, গতকাল সে শুধু ঘুমিয়ে দিন কাটিয়েছে, দপ্তরে যায়নি। মিরিয়ামকেও টেলিফোন করেনি। আজ ঠিক করল স্নান করে একবার শেরটন বারে গিয়ে 'স্ন্যাক লাঞ্চ' খেয়ে নেবে, 'সুপ কনসোমে', ক্লাব স্যান্ডউইচ এবং 'ফোর ফিংগার' হুইস্কি। এই ফোর ফিঙ্গার হুইস্কি হ'ল বায়রনের সত্যি অতি প্রিয় ড্রিঙ্কস। অর্থাৎ ডবল ডবল হুইস্কি।

স্নান করে বায়রন যখন জামাকাপড় পরছিল তখন হঠাৎ তার টেবিলের উপর নজর পড়ল। একটা চিঠি। বড়ো বড়ো করে তার নাম লেফাফায় লেখা আছে। বায়রনের মনে পড়ল পরশু দিন শেষ রাত্রে সে যখন ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছুল তখন কার্পেটের উপর একটি চিঠি দেখতে পেয়েছিল।

নিশ্চয় কেউ তাকে কোন কাজ করবার জন্য অনুরোধ করেছে! বায়রন এবার চিঠি পড়তে শুরু করল।

লেখকের হাতের লেখা ভারী সুন্দর। ঝকঝকে যেন ছাপার অক্ষর। এ হাতের লেখা একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। চিঠিখানা পড়বার আগে বায়রন চিঠির লেখকের নাম একবার পড়ে নিল। অরুণ শ্রীবাস্তব। এই নামটি তার কাছে অপরিচিত। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠির ভাষা এমন ছিল যেন বায়রন ঘাউস হল তার অতি পুরাতন বন্ধু। এই চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

প্রিয় বায়রন ঘাউস,

চিনতে পারছেন? হয়ত প্রথমে চিনতে পারবেন না। স্মরণ শক্তি প্রখর করুন। পাঁচ বছর আগে দিল্লির এক ককটেল পার্টিতে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উভয়ের বন্ধু, মাধবন শংকর, ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর। তারপর পাঁচটা বছর কেটে গেল, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। অনেকবার ভেবেছিলাম আপনার কাছে চিঠি লিখব কিন্তু ইচ্ছা পূরণ করা হয়নি। আমরা দুজনেই নিজেদের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, যে চিঠি লেখার সময়, আর হয়ে ওঠে না। আশা করি আমার এই ভূমিকা দেবার পর আপনি বুঝতে পারবেন আমি কে? আজ একটা বিশেষ ব্যক্তিগত গোপনীয় তদন্তের কাজ আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। বন্ধুরা এবং মাধবন শংকর আমাকে বললেন যে এই ধরনের কাজে দেশে আপনার জুড়িদার আর কেউ নেই। তাই দিল্লি থেকে আমার সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা এবং পরামর্শ করতে বোম্বাইতে এসেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেখা হল না। শুনলাম আপনি কিছুদিনের জন্যে বোম্বাই-এর বাইরে গেছেন। আপনার সেক্রেটারি বলতে পারলেন না, আপনি কবে

নাগাদ ফিরে আসবেন। এই পরিস্থিতিতে আমি আর বেশিদিন বোম্বাইতে থাকতে পারলাম না। কারণ একটা বিশেষ জরুরী কাজে কিছুদিনের জন্যে আমাকে জর্মানি যেতে হচ্ছে। প্রায় তিনমাস আমি জর্মানীতে থাকব।

আমার সমস্যার কথা নিয়ে আপনার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি এবং আমার এই বোম্বাইতে আগমনের উদ্দেশ্যের বিবরণী আপনাকে দিতে পারি। কী জানি আপনার সেক্রেটারির নাম, মেরিয়াম না মিরিয়াম, তার স্বভাবটি ভারি মিষ্টি, আমাকে এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করলেন। তিনি বললেন, আপনি বোম্বাইতে নেই। কারণ বোম্বাইতে থাকলে আপনি নিশ্চয় একবার দপ্তরে আসবেনই এবং দিনে পাঁচ-ছয়বার মিরিয়মের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবেনই। এছাড়া আপনার এজেন্সির পার্টনার বিনোদ কাপুরও আজকাল বড়ো দপ্তরে আসছেন না। আমার অবশ্য আপনার পার্টনারের সঙ্গে দেখা করবার কোন ইচ্ছা ছিল না। আমার কাজটি হল আপনার সঙ্গে।

পরে মিরিয়াম আমার সমস্যা সমাধান করবার জন্যে একটা উপায় বাতলে দিলেন। বললেন আমি যেন বোম্বাইতে আমার আগমনের উদ্দেশ্য এবং আমার বক্তব্যগুলি গুছিয়ে একটি চিঠিতে লিখে যাই, তাহলে আপনি ফিরে এসেই ঐ চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন আমি আপনার কাছ থেকে কি চাই এবং হয়ত আমার সমস্যা সমাধান করবার জন্যে আপনি কিছু করতে পারবেন। মিরিয়ামের প্রস্তাবটি আমার মনঃপূত হল। মিরিয়াম আরো বললেন যেন আমি ঐ চিঠি লিখে আপনার টেবিলের ডান দিকের দেরাজে রেখে যাই। কারণ ঐ দেরাজেই আপনার সব চিঠিপত্র রাখা হয়। দেরাজের চাবি আপনার এবং মিরিয়ামের কাছে আছে। কাজেই ঐ চিঠি খোয়া যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। আপনি দপ্তরে এলেই ঐ দেরাজের কাগজপত্র দেখবেন।

মিরিয়াম আমাকে চিঠি লিখবার কাগজ এবং এনভেলাপ দিলেন। শুধু তাই নয়, চিঠি লিখবার জন্যে আপনার দপ্তরও খুলে দিলেন।

আমি কি চাই, অর্থাৎ আমার প্রয়োজনের কথা সব কিছুই ঐ দীর্ঘ চিঠিতে লিখে গেছি। তবে এই চিঠিতে প্রয়োজনের কিছু আভাস দিতে চাই, আমার এই কাহিনী শুনলে আপনি অবাক হবেন। অভিনব, বিচিত্রকর কাহিনী।

দশ বছর আগে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় আমি বোম্বাই-এর শহরতলী 'কল্যাণ' শহরে ছিলাম। ঐ সময়ে ঐ শহরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক প্যারাস্যুট বাহিনীও ছিল। এই শহরে থাকাকালীন আমার একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। বলতে পারেন আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা এবং প্রেমও হয়েছিল। মেয়েটি দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিল। মেয়েটির সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করবার পর আমি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি, যদিও মেয়েটি ঐ সময় তার স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স পেয়েছিল। এই মেয়েটির নাম, ঠিকানা, পরিচয়

সবই আমার ঐ দীর্ঘ চিঠিতে লিখে গেছি। চিঠি পড়লেই সব জানতে পারবেন।

মেয়েটির সঙ্গে আমার দীর্ঘকাল কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু হালে আমি আবার তার সন্ধান পেয়েছি। শুধু তাই নয়, আমি জানতে পেরেছি যে মেয়েটি বিপদে পড়েছেন। বলতে পারেন এক মাকড়সার জালে আটকা পড়েছেন কিংবা এক চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তবে মেয়েটি তার আসন্ন বিপদের কথা এখনও জানতে কিংবা বুঝতে পারেনি। আমি যদি তাকে কোন বিপদের কথা বলি তবে মেয়েটি বিশ্বাস করবেন না। কারণ ওর ধারণা হবে আমি তাকে পাবার জন্যে তার মনকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। তাই এ ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই। আপনি যদি চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিতে পারেন, তাহলে আমার বান্ধবী এই আসন্ন বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবে। এই চক্রান্তকারী নাম, ঠিকানা এবং তাদের ষড়যন্ত্রের পুরো বিবরণী আমি বড়ো চিঠিতে লিখে গেছি। চিঠি পড়লেই আপনি সমস্ত ঘটনার আভাস পাবেন। আমি জার্মানি থেকে ফিরে এসেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আপনার সেক্রেটারি আপনার ফ্ল্যাটের নম্বর এবং ঠিকানা আমাকে দিয়েছিল। তাই এই সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে আপনার ফ্ল্যাটের দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে রেখে গেলাম। এই চিঠি লিখবার কারণ শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আপনার টেবিলের ডান দিকের দেরাজে আমার একটি বড়ো চিঠি আছে।

– হ্যাঁ, আর একটা কথা। ঐ বড়ো চিঠির ভেতর ক্যাশ পঁচিশ হাজার টাকার নোট রেখে দিয়েছি, এই টাকা আপনার পারিশ্রমিক এবং খরচ বাবদ। যদি এর বেশি টাকার প্রয়োজন হয় আমি জার্মানি থেকে ফিরে এসেই আপনাকে দেব।

ইতি

অরুণ শ্রীবাস্তব

চিঠিখানা সত্যি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। এই তদন্তের কাজে বৈচিত্র্য এবং উত্তেজনা এবং রহস্য আছে। মেয়েটিকে এবং তার বিরুদ্ধে কি ধরনের চক্রান্ত করা হচ্ছে···বায়রন এই সব কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করল।

বায়রনের মনে হল সত্যি, তার টাকার ভাগ্য আছে। পুনাতে রেস খেলে বেশ কিছু ক্যাশ টাকা পেয়েছে। এবার অরুণ শ্রীবাস্তব তার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা রেখে গেছেন। এই টাকা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। অনেকটা জুয়া খেলার টাকার মত। বায়রন ভাবল 'লাকি ইন গ্যাম্বল, বাট আনলাকি ইন লাভ'। পুনার রেস কোর্সে বিদ্যা তাকে একথা বলেছিল। এরপর বায়রন ঠিক করল দুপুরে শেরটনে দুই ডবল পেগ স্কচ, ক্লাব স্যাণ্ডউইচ এবং সুপ খাবার পর দপ্তরে যাবে।

শেরটন বার। বারম্যান বায়রনকে ভালো করে চিনত।

বায়রন কিছু বলার আগে বারম্যান তার জন্যে ডবল স্কচ, ক্লাব স্যাণ্ডউইচ এবং সুপ নিয়ে এল। এই ছিল বায়রনের দৈনন্দিন লাঞ্চ এবং লাঞ্চের মেনুর কথা বার-ম্যানের জানা ছিল।

লাঞ্চ খেতে খেতে বায়রনের পুনার শালিমার হোটেলে লিলির সঙ্গে তার যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেই কথাগুলি রোমন্থন করতে লাগল।

বিদ্যা দেশপাণ্ডে তাকে সাবধান করে বলেছিল ব্রাদার, সাবধান হও, তোমার এবং লিলির নাম জড়িয়ে বাজারে এক বিশ্রী নোংরা কেচ্ছা রটেছে। আর এই বাজারে এই গুজব কে প্রচার করেছে জান? লিলি কাপুর।

লিলিও স্বীকার করে নিয়েছে যে বাজারে তাদের দুজনকে নিয়ে বিশ্রী কেচ্ছা রটেছে। শুধু তাই নয়, সবাই স্পষ্ট করে বলেছে যে প্লাজা হোটেলে তারা দুজনে এক সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছে। এর প্রমাণ আছে। হোটেলের রেজিস্ট্রার, বেল বয়, সবাই জানে তারা দুজনে এক সঙ্গে এক ঘরে ছিল। সবাই এই গুজবকে বিশ্বাস করে নেবে। লিলি বিনোদের কাছে এই কথা বলেছে। অতএব বিনোদের মনে হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। লিলি বাজারে এই অপবাদ ছড়াতে চায় কেন?

নিশ্চয় এর পেছনে কোন রহস্য বা কারণ আছে।

লিলি সুন্দরী, আর দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে রয়েছে উন্মাদ যৌবন। যৌবনের এই সেক্স ও মাদকতা পুরুষের মনকে বিচলিত ও চঞ্চল করে। কিন্তু বায়রন কোনদিনই লিলির কাছে তার প্রেম নিবেদন করেনি। ঘুণাক্ষরেও আভাস দেয়নি যে লিলির প্রতি তার কোন প্রকার দুর্বলতা আছে।

লিলি অবশ্যি স্পষ্ট করে বলেছে বায়রন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। এত সহজ কণ্ঠে লিলি তার কাছে এই প্রেম নিবেদন করেছিল যে বায়রন শুধু বিস্মিত নয় কিছুটা হতবাক হয়েছিল।

লিলি আরো বলেছিল, বিনোদকে আমি চাইনা। আমি তার কাছ থেকে রেহাই পেতে চাই। ডিভোর্স পাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই ডিভোর্সের কেসে লিলি বায়রনকে বিবাদী করতে চায়। হয়ত এই ডিভোর্স সহজে পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে লিলি বাজারে এই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী রটিয়েছে। সবাইকে লিলি বলেছে বায়রনকে সে ভালোবাসে এবং তারা দুজনে প্লাজা হোটেলে একসঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়েছে।

লিলি রহস্যময়ী। বাজারে নিজেকে জড়িয়ে কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কথা প্রচার করতে দ্বিধা বোধ করেনি। লিলি যে বেপরোয়া হয়েছে এই বিষয়ে বায়রনের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

এই সব সাত-পাঁচ নিয়ে চিন্তা করে বায়রনের মাথা গরম হল। পরে ডবল হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে মনে মনে বলল লিলির কথা। তাকে ভুলতে হবে। ভাগ্যে যা হবার তাই হবে।

এবার অরুণ শ্রীবাস্তবের কাজের অনুরোধ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করল।

অরুণ শ্রীবাস্তব কে?

পরিচয় দিয়েছে। দিল্লির এক ককটেল পার্টিতে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ

হয়েছিল। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আই. বি'র ডিরেক্টর মাধবন শংকর। উভয়েরই বন্ধু। সত্যি কথা, মাধবন শংকর বায়রনকে ভালোবাসেন এবং স্নেহ করেন। আজ মাধবন শংকরই অরুণ শ্রীবাস্তবকে তার জীবন সমস্যা সমাধান করবার জন্যে বায়রনের কাছে পাঠিয়েছেন। বায়রন ঠিক করল অরুণ শ্রীবাস্তবের অনুরোধ অনুযায়ী তদন্ত শুরু করবার আগে শ্রীবাস্তবের অতীত ও বর্তমান জীবন সম্বন্ধে কিছু খবর নেওয়া দরকার। এই খবরগুলি মাধবন শংকর নিশ্চয়ই তাকে দিতে পারবেন। কারণ মাধবন শংকর অরুণ শ্রীবাস্তবেরও বন্ধু।

অরুণ শ্রীবাস্তবের অনুরোধ থেকে জানা যায় যে দশ বছর আগে বোম্বাই'র শহরতলী 'কল্যাণ' শহরে থাকাকালীন সে একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটিকে বিয়েও করতে চেয়েছিল। অরুণ শ্রীবাস্তব কিন্তু তার এই চিঠিতে স্পষ্ট করে বলেনি কি কারণে মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে চায় নি। এর কারণ হয়ত শ্রীবাস্তব তার দীর্ঘ লম্বা চিঠিতে লিখেছে। অরুণ লিখেছে সব কিছুই ঐ দীর্ঘ চিঠিতে পাবেন। বায়রন ভাবল ঐ বড় চিঠিটি পড়া একান্ত আবশ্যক। কারণ কেসের পুরো ঘটনা না জেনে সে কোন পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় না।

বায়রন লাঞ্চ শেষ করে চার্চগেটের দিকে রওনা দিল। পুরোহিত হোটেলের পাশেই তার দপ্তর। বেশিদূর নয়। এ পথটা হেঁটেই পার হওয়া যাবে। ঘড়িতে দুটো বাজে। মিরিয়াম দপ্তরে নেই। লাঞ্চ খেতে বাইরে গেছে। দপ্তরের সামনে একটি বড়ো প্লেটে লেখা ছিল, বায়রন ঘাউস অ্যান্ড বিনোদ কাপুর, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটর। নেম প্লেটে বিনোদের নাম দেখে তার হাসি পেল। আজ বিনোদ এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে এই ঝামেলা, গোলমাল শুরু হয়েছে। অতএব তাকে পার্টনার হিসাবে রাখা উচিৎ হবে না। বায়রন ঠিক করল বিনোদের নাম নেম প্লেট থেকে সরিয়ে নিতে হবে। তাহলে বিপদ গোলমাল কমবে এবং শান্তিও পাওয়া যাবে।

বায়রন তার ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই তার মনে হল কেউ এ ঘরে ঢুকে টেবিলের কাগজপত্র তচনচ করে গেছে। নিশ্চয় বাইরের কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। কারণ মিরিয়াম গোছান মেয়ে। প্রতিদিন দপ্তরে এসে মিরিয়াম তার টেবিল গুছিয়ে রাখে। আজ করেনি কেন? মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এছাড়া বায়রনের ঘরে ঢুকবার চাবি একমাত্র বায়রন এবং মিরিয়ামের কাছে আছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল তার পাশের ঘর অর্থাৎ বিনোদের ঘরের দরজা খোলা এবং বিনোদের ঘর থেকে তার ঘরে আসবার যে দরজাটি আছে সেই দরজাটিও খোলা। নিঃসন্দেহে বলা যায় বিনোদ এই ঘরে ঢুকেছিল এবং হয়ত তার টেবিল কিংবা দেরাজ খুলে কোন কাগজ কিংবা জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছে। এবার দেখতে পেল যে টেবিলের অ্যাশট্রের উপর কিছু পোড়া কাগজ রয়েছে। কে কাগজ পুড়িয়েছে? বায়রন একটু তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখল যে কাগজটি পোড়ান হয়েছে সেইটি এক বড় চিঠি। চিঠির দু-এক টুকরো এখনও আগুনে পোড়েনি। বায়রন কি জানি ভাবল। ঠিক করল

অ্যাশট্রে'র পোড়া কাগজগুলি নিয়ে পরে পরীক্ষা করা যাবে। সে যত্ন করে পোড়া কাগজ সহ এ্যাশ'ট্রে একটি আলমারিতে তুলে রাখল।

এবার বায়রনের অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠির কথা মনে পড়ল। অ্যাশট্রের পোড়া কাগজ হয়ত ঐ চিঠি। বায়রন দেখল তার ডান হাতের দেরাজ কে জানি ভেঙে খুলেছে। দেরাজ ফাঁকা. চিঠি ও টাকা নেই। দেরাজ খুলবার চাবি তো মাত্র দুটি। একটি তার কাছে এবং আর একটি মিরিয়ামের কাছে। অতএব দেরাজ খুলতে হলে জোর করে খোলা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। একাজ বিনোদ ছাড়া যে কেউ করেনি তার প্রমাণও পাওয়া গেল। তার টেবিলের উপর টাইপ করা একটি চিঠিও ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল 'ব্লাডি ফুল'। আমাকে তুমি কি ভেবেছ? বোকা না গর্দভ! অন্যের বউ'র সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করবে এবং বাইরে সাধু সাজবে। ওসব চালাকি এবং চালবাজি আমার সঙ্গে চলবে না। যাক টাকাগুলি আমার কাজে লাগবে। কয়েকদিনের মদের খরচ হয়ে যাবে। এ ছাড়া চিঠিখানা পুড়িয়ে দিলাম। টেবিলের এ্যাশট্রে'র উপর পোড়ান চিঠি পাবে। ভবিষ্যতে শয়তানি করবার চেষ্টা কোরনা।'

চিঠির নিচে কারও নাম লেখা ছিল না। তবে পত্র লেখক কে বুঝতে বায়রনের কোন অসুবিধে হল না। পত্রলেখক হল তার সহকর্মী, বিনোদ কাপুর। এবার বিনোদের নাম স্মরণ করতেই তার মন তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেল। বিনোদ যে এই ধরনের চুরি ডাকাতির কাজ করবে বায়রন ভাবতে পারল না। এ ছাড়া বিনোদ শ্রীবাস্তবের দীর্ঘ লম্বা চিঠি পুড়িয়ে টেবিলে রেখে গেছে। আজ তার কাছে শ্রীবাস্তবের এই চিঠি সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ চিঠিতে শ্রীবাস্তব তার অনুরোধের বিশদ বিবরণী দিয়ে লিখে গিয়েছিল। ঐ চিঠিতে শ্রীবাস্তবের বান্ধবীর নাম এবং চক্রান্তকারীদের নাম ঠিকানা লেখা ছিল। ঐ সব খবর ছাড়া বায়রন কোন তদন্ত শুরু করতে পারে না। অবশ্য পঁচিশ হাজার টাকা চুরি হবার পর তার মনে অনুতাপ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

কাজটি যে বিনোদ ছাড়া অন্য কেউ করেনি, বায়রন বুঝতে পারল। বিনোদ তার নিজের ঘরের ভেতর দিয়ে ঢুকেছে। ঐ ঘর থেকে বায়রনের ঘরে ঢুকবার একটি ছোট দরজাও আছে। এ ছাড়া চিঠির ভাষা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয়না যে এই অপকর্ম সেই করেছে।

মিরিযাম বাইরে গেছে। তার দপ্তরে কাজের চাপও ছিল না। অতএব মিরিয়াম কখন দপ্তরে ফিরবে বলা মুশকিল। হঠাৎ বায়রনের লিলি কাপুরের কথা মনে হল। লিলি বলেছিল, সাবধান হও। তুমি আমার হাতের নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টা কর না। তাহলে তুমি বিপদে পড়বে। আজ টেবিলের ভাঙা দেরাজ এবং দেরাজ থেকে টাকা ও চিঠি চুরি হবার পর তার মনে হল, তার বিপদ শুরু হয়েছে। এবার থেকে তাকে সাবধান হতে হবে। কি করবে সে?

বিনোদের সঙ্গে তার দেখা করা দরকার। তার জানা দরকার বিনোদ দেরাজ ভেঙে চিঠি ও টাকা নিয়ে গেল কেন?

বায়রন দপ্তর থেকে বেড়িয়ে এল। ঠিক করল তার সেক্রেটারি মিরিয়ামকে পরে টেলিফোন করবে কিংবা দপ্তরে আর একবার আসবে···মিরিয়ামকে কয়েকটি প্রশ্ন করা দরকার। বিশেষ করে অরুণ শ্রীবাস্তব সম্বন্ধে তার আরো কিছু জানা প্রয়োজন।

বায়রন এবার মেরিন ড্রাইভ দিয়ে হাঁটতে লাগল। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে আরো ভালো করে চিন্তা ভাবনা করা যাবে।

এবার তার প্রধান চিন্তা হল বিনোদ কাপুর নিয়ে। কোথায় গেলে বিনোদের সঙ্গে তার দেখা হতে পারে? বায়রন জানত বিনোদ কোন কোন নাইট ক্লাব এবং বারে যায়। খুব সম্ভবত মিডনাইট ক্লাবে বিনোদের খবর পাওয়া যেতে পারে। বিনোদ তাসের জুয়ো খেলতে ভালোবাসে। তিন তাস, পোকার এবং খুব বেশি টাকা বাজি রেখে ব্রিজ খেলে। আর এই ধরনের জুয়ো মিডনাইট ক্লাবে খেলা হয়ে থাকে। কোলাবার একপ্রান্তে বি. আই. টি. এস, বাসের গ্যারাজের কাছেই মিডনাইট ক্লাব।

এই মিডনাইট ক্লাব এক বিচিত্র জায়গা। এটাকে শুধুমাত্র নাইট ক্লাব বলা ভুল হবে এবং এই ক্লাবের যথাযোগ্য বর্ণনা দেওয়া হবে না। কারণ মিডনাইট ক্লাবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই মদ এবং নারী পাওয়া যায়। এ ছাড়া দিনে তাসের জুয়ো, রুলেট এবং ব্ল্যাকজ্যাক খেলবার জন্যে আলাদা ঘর ছিল। আর মাদক দ্রব্যের তো কথাই নেই।

এই মিডনাইট ক্লাবের মালিক হলেন করিমভাই জিজাভাই। করিমভাই স্মাগলিং এবং পিম্পের কাজ করে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শোনা যায় করিমভাইয়ের উপর পুলিশের কঠোর নজর ছিল বটে কিন্তু তবু কোনদিন পুলিশ করিমভাইকে গ্রেপ্তার করেনি কিংবা তাকে হাজতবাস করতে হয়নি। কারণ করিমভাই জানতেন কি করে পুলিশকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। তিনি তার ব্যবসার মুনাফার টাকা বেশ একটা মোটা অংশ পুলিশের কর্তাদের এবং পুলিশের দপ্তরের চুনোপুঁটিদের দিতেন। বাজারে একটা গুজব ছিল যে পুলিশের অনেক কর্তারা করিমভাইয়ের স্মাগলিং এবং পিম্পের ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। অনেক পুলিশ কর্মচারী টাকা নেওয়া পছন্দ করতেন না। টাকার পরিবর্তে নারী এবং বিনে পয়সায় মদ নিতেন। করিমভাই বোম্বাই-এর হাই সোসাইটির মেয়েদের পুলিশের বড়ো কর্তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়, বড়োবড়ো পুলিশ কর্তাদের আমোদ প্রমোদের জন্যে ঘরভাড়া করে দিতেন। কর্তারা যখন মদ খেয়ে মাতাল হতেন তখন তাদের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া ছিল করিমভাই-এর ডিউটি। ক্রমে ক্রমে এমন একটি পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াল যে দেখা গেল পুলিশ বাহিনীর কর্তারা করিমভাই সম্বন্ধে যতটুকু খবর রাখতেন, করিমভাই পুলিশ কর্তাদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরো বেশি খবর রাখতেন। শুধু পুলিশ কর্তারা কেন, ইনকামট্যাক্সের অফিসারদের সঙ্গে করিমভাই-এর এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল! পুলিশ এবং ইনকামট্যাক্সের কর্মচারিরা তাদের ঘুষের টাকা

করিমভাইয়ের মাধ্যমে নিতেন। করিমভাই এই সব ঘুষ নেবার জন্যে কোন কমিশন নিতেন না। তার পুলিশের এবং ইনকামট্যাক্সের কাছে নিবেদন ছিল স্মাগলিং, জুয়োর আড্ডা থেকে দু-চার পয়সা রোজগার করছি, আমার রোজগারে বাধা দেবেন না। এর পরিবর্তে আমি আপনাদের সব রকম অবৈধ কাজকর্মে, ঘুষ, মদ, এবং গোপন প্রেমে সাহায্য করব। আমাকে বাঁচতে দিন এবং আমিও দেখব আপনারা যেন ভালোভাবে রোজগার করতে পারেন এবং বেঁচে থাকেন। তার জন্যে সর্বপ্রকার নোংরা কাজ আমি করব।

পুলিশ এবং ইনকমট্যাক্সের কর্তাদের সঙ্গে এই ধরনের অলিখিত চুক্তি থাকবার কারণে মিডনাইট ক্লাবে পুলিশ কোনদিন হানা দেয় নি। বাজারে সুনাম ছিল যে মিডনাইট ক্লাবে গেলে নিশ্চিন্ত মনে মদ খাওয়া যায়, সুন্দরী রমণীর সঙ্গে বসে দু-চারটে সুখ দুঃখের কাহিনী, প্রেমের গল্প করা যায়। এই ক্লাবে রাত্রে নাচের আসরও জমজমাট হয়ে বসত। প্রথমে ফ্লোর ড্যান্স, পরে ড্রিংকস, ডিনার, সব শেষে ক্যাবারে ড্যান্স। কিন্তু করিমভাই-এর এই বার-ক্লাবের পর্দার আড়ালে অনেক কিছু অবৈধ প্রেমের কারবার চলত এবং পেছনের দু-তিনটে ঘরে খুব মোটা টাকায় বাজি রেখে তাসের জুয়ো খেলা হত। এই সব গোপন প্রেমের কাজ কারবারের এবং তাস খেলবার ঘরের খবর সাধারণ খদ্দের জানত না। শুধুমাত্র যারা এই ধরনের প্রেমলীলা, জুয়ো খেলতেন তারাই শুধু জানতেন কোন ঘরে কিসের কারবার হচ্ছে।

বায়রন করিমভাইয়ের বে-আইনি কাজকর্মের খবর রাখত। বায়রন একথাও জানত যে বহু পুলিশ এবং ইনকমট্যাক্সের কর্তারা করিমভাইয়ের হাতের মুঠোয় আছেন। পুলিশ বাহিনীর কাজকর্মের গোপনীয় খবর করিমভাইয়ের কাছে পাওয়া যেত। করিমভাইয়ের সঙ্গে বায়রনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। করিমভাই বায়রনকে বিবিধ কারণে ভয় করতেন। এই মিডনাইট ক্লাবে কি ধরনের আইন বিরোধী কাজকর্ম হচ্ছে তার সব খবর বায়রনের জানা ছিল। করিমভাইয়ের আশঙ্কা ছিল হয়ত বায়রন এইসব অপরাধজনক কাজকারবারের খবর সংবাদপত্রকে দেবেন। করিমভাই পুলিশকে ভয়-ডর করতেন না, কিন্তু সাংবাদিকদের ভয় করতেন। বিনোদ যখন সংবাদপত্রের ক্রাইম রিপোর্টার ছিলেন তখন থেকেই তার করিমভাইয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল। নিয়মিতভাবে মিডনাইট ক্লাবে ড্রিংক করতেন এবং প্রায় প্রতিরাতেও জুয়ো খেলতেন। লিলিরও জুয়ো খেলায় ভাগ্য ছিল না। অতএব তারও অর্থ সংকট ছিল। প্রায়ই লিলি করিমভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন। এই টাকা নেবার কথা বায়রন জানত। একথাও জানত লিলির তাসের জুয়ো খেলায় যে প্রতিরাত্রেই বাজি হারছেন এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেশ প্রবল ছিল।

করিমভাই বায়রনকে ভয় করবার আর একটি কারণ ছিল যে করিমভাই নাইট ক্লাবের বহু হোস্টেস বায়রনের প্রেমে অন্ধ ছিল। করিমভাই জানতেন যে কোন

মুহূর্তে বায়রন তার নাইট ক্লাবের যে কোন 'বুলবুলকে' (করিমভাই হোস্টেসদের 'বুলবুল' বলতেন) তার শয্যাসঙ্গিনী করতে পারত এবং তাদের ক্লাব থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু বায়রন তার তদন্তের কাজ চালাবার জন্যে এই সব হোস্টেসদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করত বটে তবে কাউকে শয্যাসঙ্গিনী করবার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। হোস্টেস এবং মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা ছিল বায়রনের ইনভেস্টিগেশন এবং গুপ্ত খবর বের করবার একটি কৌশল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বায়রন এসে মিডনাইট ক্লাবের করিমভাই জিজাভাই-য়ের সঙ্গে দেখা করল। বায়রন জানত লিলি এবং বিনোদের কিছু খবর হয়ত করিমভাইয়ের কাছে পাওয়া যাবে।

করিমভাই বায়রনকে দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হল।

মিঃ বায়রন এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ? আমার নাইট ক্লাবের বুলবুলেরা বলছিল বায়রন বোম্বাই ছেড়ে চলে গেছে। তারপর গলার স্বর নিচু করে বলল, মিঃ বায়রন আপনার সঙ্গে একটা জরুরী শলাপরামর্শ ছিল। আমাদের নতুন পুলিশ কমিশনার আমাকে বড্ড বিরক্ত করছেন। আমার মিডনাইট নাইট ক্লাবের ব্যবসায় বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। মিডনাইট ক্লাবের উপর তিনি বিশেষ তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন এবং নজর রাখবার জন্যে এক বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই।

বায়রন করিমভাইয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় কোন প্রকার উৎসাহ দেখাল না, পুলিশ এবং সরকারের বিরোধী কোন কাজ করবার কোন ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু করিমভাইকে তার মনের ইচ্ছার কথা খুলে বলল না। শুধু বলল করিমভাই, আজ কোন সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আজ তোমার এখানে শুধু দু পেগ টানতে এসেছি। তোমার ক্লাবের হুইস্কি না খেলে আমার গলার তৃষ্ণা মেটেনা। আর শোন তোমার ক্লাবের বুলবুলদের বল, বায়রন বোম্বাই ছেড়ে যায় নি। কোনদিন যদি বোম্বাই থেকে চলে যাই তাহলে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে দেখা করব। করিমভাই, এবার বল তোমার ব্যবসা কেমন চলছে ?

বিশেষ সুবিধের নয়। বললাম তো নতুন পুলিশ কমিশনার বড্ড বিরক্ত করছেন। এই পুলিশ কমিশনার বোম্বাইতে থাকলে আমাকে আর বেশিদিন ব্যবসা করতে হবে না।

করিমভাই একটা বিলেতি ব্ল্যাক লেবেল স্কচের নতুন বোতল খুলে বায়রনের জন্যে একটা গ্লাসে ডবল স্কচ ঢালল। গ্লাসটি বায়রনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ভেজাল নয়। দেখলেন তো আপনার সামনেই বোতলের ছিপি খুললাম।

বায়রন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, না, করিমভাই ভাল হুইস্কি—এবার বল তাস খেলার আসর কেমন চলেছে ?

করিমভাই প্রায় চিৎকার করেই বলল, জমে মানে কি ? এখনও তো দোতলার

কোণের ঘরে জোর তিন পাত্তির খেলা হচ্ছে। বড় টাকার খেলা। আজ খেলার স্টার কে জানেন? আমাদের বন্ধু বড় ব্যবসায়ী পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস। আর্মস বেচা-কেনার ব্যবসা করেন। আজকাল তো আর্মস বেচাকেনার ব্যবসা এবং আর্মস স্মাগলিং-এর ব্যবসায়ই শুধু টাকা।

ড্রাগস বেচাকেনা ও স্মাগলিং করে এত পয়সা রোজগার করা যায় না। যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনার ভাগ্য পাল্টেছে। তাসের আসরে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন?

বায়রন প্রথমে করিমভাইয়ের কথার কোন জবাব দিল না। চুপ করে কি জানি ভাবল। তারপর বলল, তুমি যখন বলছ করিমভাই তখন একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। কোন ঘরে খেলা হচ্ছে?

দোতলায় ঠিক রুলেট রুমের পাশের ঘরে খেলা হচ্ছে। ওখানে আপনার সাগরেদ লোটনকে পাবেন।

করিমভাই ঠিক শব্দই ব্যবহার করেছিল। লোটন ছিল বায়রনের অতি অনুগত। বায়রন দুই তিনবার লোটনকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। বহুবার লোটনের বিরুদ্ধে পুলিশ অনেক গুরুতর অভিযোগ করেছিল কিন্তু বায়রন প্রতিবারই তদন্ত করে প্রমাণ করেছিল যে লোটন দোষী নয়। অতএব লোটন বায়রনের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। বায়রনও তার বিবিধ তদন্তের কাজে, মিডনাইট ক্লাবের যে সব কাজকারবার হয় এবং ক্লাবের অনেক খদ্দেরদের সম্বন্ধে খোঁজখবর লোটনের কাছ থেকে সংগ্রহ করত। বায়রনের সুপারিশেই লোটন এই মিডনাইট ক্লাবে কাজ পেয়েছিল। আজ পাঁচ বছর যাবত লোটন এই ক্লাবে কাজ করছে। বোম্বাই শহরের বহু নোংরা কাজকর্মের খবর এবং যারা এইসব বেআইনি কাজ কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের জীবন কাহিনী লোটনের নখদর্পণে ছিল।

বায়রন ভাগ্য পরীক্ষা করবার জন্যে দোতলায় তাসের ঘরে গেল। যাবার আগে করিমভাইকে বলল, আমি মাত্র পনের মিনিট ভাগ্য পরীক্ষা করব। হারলে হারব, ভাগ্য ভাল থাকলে জিতব। কিন্তু যাবার আগে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করব।

বায়রন দেরী করল না। দোতলার তাসের ঘরে লোটন ছিল। বায়রনকে দেখে লোটন চিৎকার করে উঠল। মিঃ বায়রন এতদিন আপনি কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন। আমরা তো ভেবেছিলাম আপনি বোম্বাই থেকে চলে গেছেন। এবার গলার স্বর নিচু করে বলল, আলবেলা তো আপনার কথা রোজ বলে। বলে আপনার মতো অমন খাঁটি লোক আর হয় না। ঠিকই বলে আলবেলা।

আলবেলা হল করিমভাইয়ের সুপারস্টার 'একজন প্রধান 'বুলবুল'। বায়রন লোটনের কথার জবাব দেবার আগে লোটন আবার বলে উঠল, তাস খেলবেন মিঃ বায়রন।

খেলে দেখতে পারি। তবে বেশিক্ষণ খেলতে পারব না। তোমার এবং করিম-ভাইয়ের সঙ্গে আমার কয়েকটি জরুরী কথা আছে।

হাসল লোটন। বলল আমি আপনার সেবক, আপনার খিদমত করবার জন্যে সদা-সর্বদাই প্রস্তুত। শুধু হুকুম করবেন। হ্যাঁ খেলা শুরু করবার আগেই আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই। আজকের আসরে বড্ড জোচ্চুরি হচ্ছে। একটু নজর দিয়ে খেলবেন। শাফলের সময় তাস কাটা হচ্ছে। এছাড়া আপনার পেছনে যদি কেউ এসে দাঁড়ায় তাহলে বুঝবেন এরা আয়না দিয়ে কিংবা অন্যপ্রকার সংকেত করে ওদের বন্ধুদের কাছে তাসের খবর দিচ্ছে।

করিমভাই এসব জোচ্চুরির কাজ কারবারের খবর জানেন? বায়রন লোটনকে জিজ্ঞেস করল।

জানবেন কি মিঃ বায়রন! করিমভাইয়ের লোকেরাই এসব জোচ্চুরি করছেন। এই জোচ্চুরির কাজ কারবারে ওর সায় না থাকলে কি কেউ এসব কাজ মিডনাইট ক্লাবে করতে সাহস পায়। আমাকে করিমভাই কি নির্দেশ দিয়েছেন জানেন? বলেছেন লোটন আমার দলের লোকেরা আজকের তাস খেলায় জিতবে। কারণ আমরা পুরুষোত্তমদাস জানকীদাসকে ন্যাংটো করে ছাড়ব। আর্মস বেচা-কেনার কমিশনের অঢেল টাকা। ঐ টাকার বেশ মোটা অংশ আমার চাই। যদি তিনি তাস খেলার আসরে বাজি হারেন তাহলে পুরুষোত্তমদাসকে হাতের মুঠোয় করতে পারব। উনি আমার কাছ থেকে 'আই-ও-ইউ' লিখিয়ে টাকা ধার করলেন। পরে আমি ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর্মস স্মাগল করব। আজকাল বহু বিদেশী সরকার এদেশে আর্মস স্মাগল করতে চায়।

বায়রন লোটনের কথাগুলি মন দিয়ে শুনল। পরে শুধু বলল, তোমার এই মূল্যবান খবরগুলির জন্যে ধন্যবাদ। আমি সাবধানেই খেলব। চিন্তা কর না। তিনপাত্তির সব রকম কারসাজি, জোচ্চুরির কৌশল আমার জানা আছে।

লোটন বায়রনকে তাস খেলার আসরে নিয়ে সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস বায়রনের সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক করে বললেন তাহলেই আপনিই হলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ বায়রন ঘাউস। পুরুষোত্তমদাসের কথা শুনে বায়রন অবাক হল। পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস তার পরিচয় জানল কি করে?

পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস বললেন আমি বায়রন ঘাউসের পরিচয় পেলাম কি করে? আরে আমি আর্মস বেচাকিনির ব্যবসা করি। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সবাই আমার বিশেষ বন্ধু। ওরা আমাকে বলে, পুরুষোত্তম সাবধানে কাজ কর। নইলে আমাদের মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা ইনভেস্টিগেটর বায়রন ঘাউস আপনার পেছু লাগবে। লোকটা সর্বনেশে। যাক, আশা করি আজকের তাসের আসরে আপনাকে বাজিমাৎ করতে পাবব।

দেখা যাক, মৃদু গলায় বায়রন জবাব দিল। কিন্তু আজ করিমভাইয়ের

শিকার হয়েছেন পুরুষোত্তমদাস। এইটে ছিল বায়রনের চিন্তার কারণ। করিমভাই তার নোংরা কাজের জন্যে সব কিছু করতে পারেন। বায়রন ভাবল ভবিষ্যত পুরষোত্তমদাসের উপর একটু কড়া নজর রাখতে হবে। যারা আর্মস নিয়ে বেচাকেনার ব্যবসা করছেন ডিফেন্স মিনিস্ট্রি আজকাল ওদের গতিবিধি, কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখছে। হয়ত এই কথা বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার জানেন। তাই তিনি মিডনাইট ক্লাবের উপর নজর রাখছেন।

বায়রন সেদিন বেশিক্ষণ খেলল না। প্রায় আধঘণ্টা খেলে বায়রন জুয়োর আসর থেকে উঠে এল। এই আধ ঘণ্টার খেলায় প্রায় হাজার সাতেক টাকা বাজি জিতেছিল। এছাড়া খেলার সময় লোটনের সতর্কবাণীর কথা মনে হল। একটু নজর রেখে খেলে যাবেন স্যার। এখানে অনেক কারসাজি, জোচ্চুরি হচ্ছে। অসাবধান হলেই বাজি হারবেন। বায়রন বেশ সাবধানে খেলেছিল। যখন কোন জোচ্চুরির সম্ভাবনা দেখেছে বায়রন খেলেনি।

খেলার আসর থেকে উঠে এসে বায়রন লোটনের কাছে এল।

শুনলাম আপনি বেশ কিছু টাকা জিতেছেন। অল্প সময় খেলেই ভালোই করেছেন। বেশিক্ষণ খেললে জোচ্চোরেরা আপনার গলা কাটত, লোটন মিষ্টি গলায় বলল। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল লোটন বায়রনকে শ্রদ্ধা, ভক্তি করে। বায়রন তাকে বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে এ কথা লোটন সহজে ভুলতে পারেনি।

শোন লোটন, বায়রন বলতে লাগল, আজ আমি এখানে জুয়া খেলে টাকা রোজগার করতে আসিনি। দুটো খবর চাই। প্রথম ও প্রধান খবর আমি জানতে চাই আমার বন্ধু বিনোদ কাপুর কী মিডনাইট ক্লাবে আসেন ?

বায়নের এই প্রশ্ন শুনে লোটনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বলল ঃ আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে বলুন, আপনি কী খাবেন ? ব্লাডি মেরী, জিন টনিক না হুইস্কি। ভাল খাঁটি হুইস্কি আছে ? চোরাকারবারের মাল নয়।

হুইস্কি অন দি রক্স···

বায়রন ছোট্ট জবাব দিল।

অন্য কিছু খেয়ে বায়রন তার মুখের স্বাদ নষ্ট করতে চায়না। লোটন দৌড়ে এক 'সামথিং স্পেশালের' বোতল নিয়ে এল। তারপর বোতলটি বায়রনকে দেখিয়ে বলল ঃ বলেছি তো স্যার চোরাই কারবারের মাল নয়। আবুদাবীতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে এই সামথিং স্পেশালের বোতল কিনেছি।

···লোটন এবার ডবল স্কচ বায়রনের গ্লাসে ঢালল। নিজে একটা ছোট পেগ নিয়ে বসল। তারপর একটা চেয়ার বায়রনের কাছে টেনে আনল। চেয়ারে বসে লোটন বলল এবার স্যার আপনার প্রশ্নের জবাব দেব। জিজ্ঞেস করেছেন বিনোদ কাপুর মিডনাইট ক্লাবে আসেন কি না। হালে আসেননি। তবে কিছুদিন

আগে নিয়মিত আসতেন। এসেই জুয়া খেলতেন এবং প্রচুর টাকা বাজি হারতেন। বাজি হারলেই চিৎকার করতেন। তারপর মদের বোতল নিয়ে বসতেন। দুপুর থেকে রাত অবধি মদ গিলতেন ··। আমার কী মনে হয় জানেন ?

কী ? বায়রন ছোট একটা প্রশ্ন করে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

ওর ঘরে শান্তি নেই।

শুনেছি আজকাল রোজই স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে। কারণ এখানে এলে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে গালমন্দ করেন। আবার স্ত্রী এসে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। বিনোদ কাপুর আজকাল বড্ড মদ খেতে শুরু করেছেন। যখন মদ খেয়ে মাতাল হন তখন তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অনেক আজে বাজে বকেন। কী যে বলেন সব সময়ে বুঝে উঠতে পারি না। অনেক সময় উনি আপনাকে উদ্দেশ্য করে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করেন। বলেন আপনি নাকি ওর বউকে ভাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। ওর বউকে নিয়ে হোটেলে এক রাত্রি কাটিয়েছেন।

তুমি এসব কথায় বিশ্বাস কর লোটন ? বায়রন এই প্রশ্ন না করে পারল না।

পাগল হয়েছেন। এ ছাড়া মিসেস কাপুর বলেন তিনি বিনোদের কাছ থেকে ডিভোর্স চান ? আমি ভেবেই পাইনা বিনোদ কাপুর কি করে লিলি কাপুরকে বিয়ে করলেন। দুজনের চরিত্রে চাল-চলন, কথাবার্তায় কোন মিল নেই।

লিলি কাপুর তোমাদের ক্লাবে আসেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

আগে তো নিয়মিত আসতেন। গত সপ্তাহে দু তিনবার এসেছিলেন। এ সপ্তাহ তো মাত্র শুরু হল। লোটন তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল।

তিনি কি বিনোদের সঙ্গে আসেন ? না একা ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

স্বামীর সঙ্গে লিলি কাপুর আসবেন ? কী যে বলেন ? ওদের দুজনের অহিনকুল সম্পর্ক। তবে মিসেস কাপুর একা আসেন না। রোজই তার সঙ্গে কেউ না কেউ আসেন। নিত্যি নতুন বন্ধু, তারপর তাসের আড্ডায় গিয়ে জুয়া খেলেন···কখনও কখনও নাইট ক্লাবের ঐ তারকা আলবেলার সঙ্গে বসে গল্প করেন।

জুয়া খেলায় তিনি হারেন না জেতেন ? বায়রন আবার জিজ্ঞেস করল।

এবার লোটন তার গলার স্বর নিচু করে বলল : স্যার একটা কথা বলব। কাউকে বলবেন না। মনিব যদি জানতে পারেন তিনি চিৎকার হল্লা করবেন। আমার মনে হয় করিমভাই ও লিলি কাপুরের মধ্যে টাকা পয়সার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ? কারণ লিলি কাপুর প্রতিদিন তাস খেলায় বাজি হারেন এবং করিমভাই তাকে প্রতিদিন 'আই ও ইউ তে' সই করিয়ে টাকা ধার দেন। এ পর্যন্ত কত টাকা যে ধার দিয়েছেন বলতে পারব না। তবে টাকার অঙ্ক খুব কম নয়। অবশ্য ঐ তাসের আড্ডায় একটা গুজব হল যে লিলি কাপুর করিমভাইয়ের সাগরেদদের তাস খেলার কারসাজি এবং জোচ্চুরিতে সাহায্য করেন। অমন সুন্দর মুখ নিয়ে যদি কেউ তাস খেলতে বসে তাহলে পুরুষের মন কি স্থির থাকতে পারে ? ওদের মন থাকে

লিলি কাপুরের মুখের দিকে তাসের উপর নয়। লোটন একটানা বলে গেল। তাই প্রতি বাজিতে পুরুষেরা হারে।

পরে আবার তার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে লোটন বলতে লাগল : স্যার আমার মনে হয় লিলি কাপুর এবং করিমভাইয়ের মধ্যে গোপন বন্ধুত্বের চুক্তি হয়েছে। ওরা কিছু একটা ব্যবসা করবার ফিকিরে আছে।

তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ লোটন। চোখ কান খোলা রেখ। আর যদি কোন প্রয়োজনীয় খবর পাও, বিশেষ করে বিনোদ এবং লিলি কাপুর সংক্রান্ত, তাহলে রাত্রে আমার ফ্ল্যাটে টেলিফোন কোর। আমি ফ্ল্যাটে না থাকলে বাড়ির দরোয়ানের কাছে খবর রেখে দিও। আমি পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এই নাও আমার ফ্ল্যাটের এবং দরোয়ান যোগিন্দর সিংহের টেলিফোন নম্বর···

এই বলে বায়রন নিচে চলে এল।

যাবার আগে বায়রন লোটনকে বলল ঃ আর একটা কথা লোটন। তুমি নাইট ক্লাবের তারকা আলবেলাকে বলো বাঁয়রন বোম্বাই শহর ছেড়ে কোথাও যায়নি। এই শহরেই আছে। শিগ্গির আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব। তুমি বললে আলবেলা বিনোদ ও লিলির বন্ধু······

ঠিক বলেছেন বায়রন সাহেব। মনে হচ্ছে বিনোদ আলবেলার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছে। লিলি অবশ্যি স্বামীর গোপন প্রেমের কাজকারবারে কোন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চান না। বরং আমার মনে হয় তিনি আলবেলাকে প্রেমের কাজকারবারে উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু আলবেলা এই উৎসাহে কোন সাড়া দিচ্ছে না। তার নাকি বিনোদকে একেবারেই পছন্দ নয়। নাইট ক্লাবের সব মেয়েরাই বিশেষ করে আলবেলার মুখে শুধু শুনতে পাবেন, 'আই লাভ বায়রন ···।'

থ্যাংকস। দেখো আমার কাজগুলি মন দিয়ে কোর। কাজে কোন ত্রুটি যেন না হয়। এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে পাঁচশো টাকার নোট বের করে লোটনকে দিয়ে বলল, এই টাকাটা তোমার খরচ এবং পারিশ্রমিক বাবদ। ভাল খবর দিতে পারলে আরো বেশি পাবে······এই বলে বায়রন নিচে চলে এল।

নিচে করিম ভাই বায়রনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। কনগ্র্যাচুলেশন মিঃ বায়রন। শুনলাম দশ মিনিটের মধ্যে আপনি একেবারে টেবিল সাফ করে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে সাত হাজার টাকা জেতা কী সহজ কথা ? এবার বলুন আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ? করিমভাই বেশ অমায়িক ভাবে বললো।

কিছু না। তবে আমি একটা খবর চাই, দিতে পারবে করিমভাই ! বায়রন জিজ্ঞেস করল।

যদি খবর আমার জানা থাকে তাহলে আপনাকে বলব না, কী যে বলেন ?

করিমভাই ধূর্ত। মনের গোপন কথা কাউকে বলেন না।

বিনোদ ক্লাবে আসে ? বায়রন এই প্রশ্ন করে করিমভাইর মুখের দিকে তাকাল।

এই প্রশ্নটি করে আপনি ভালোই করেছেন। মিঃ বিনোদ আমার পুরন দিনের বন্ধু। আমার বহু বিপদআপদে উনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আজকাল ওর চোখ-মুখ হাব-ভাব দেখলে মনে হয় ওর জীবনে অশান্তির তুফান এসেছে ? উনি তো আর মনে খুলে কথা বলেন না। আমিও জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করিনি। তবে মদের ঘোরে উনি আপনার নাম বলেছেন।

আপনি নাকি ওর দাম্পত্য জীবনে অশান্তি এনেছেন এবং উনি এর প্রতিশোধ নেবেন। আপনি তো জানেন মিঃ বায়রন, রেগে গেলে মিঃ বিনোদের কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হয়ত তিনি বিশ্রী কান্ড করে বসবেন।

বায়রন কোন মন্তব্য করল না। শুধু বলল ঃ লিলি মানে ওর স্ত্রী ক্লাবে আসেন ?

এবাব জবাব দেবার সময় করিমভাই'র মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল লিলি কাপুরের কথা আর বলবেন না। ওর মতো আদর্শ স্ত্রী আর হয় না। স্বামীর কত অত্যাচার উনি সহ্য করেন বলবার নয়। আর একটা কথা আপনাকে বলব মিঃ বায়রন। লিলি বলছিল বিনোদ একটা বিশ্রী কান্ড করবার ফিকিরে আছে। উনি আরও বলেছিলেন বিনোদ আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। মিঃ বায়রন আপনি একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন··· । লিলি কাপুর অবশ্যি এই ব্যাপারে, স্বামীর বিরোধী ঃ লিলি বলেছেন বায়রন যদি আমার কথা শোনে তাহলে ওর কোন বিপদ হবে না। নইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

বায়রন কোন মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করল না।

করিমভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বায়রন শেরটন হোটেলের বারে চলে এল। দুই পেগ ডবল স্কচ না খেলে তার চিন্তা ভাবনা করবার শক্তি থাকবে না।

বারে এসে বায়রন বারম্যানকে বলল ফোর্‌ ফিঙ্গার হুইস্কি অন দি রক্‌স দাও।

বারম্যান অবশ্যি এই ফোর ফিঙ্গার হুইস্কির মানে জানত। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বারম্যান বায়রনের গ্লাসে হুইস্কি ঢালার ফোর ফিঙ্গার হুইস্কি কথাটি তার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ফোর ফিঙ্গার হুইস্কি মানে হল দুটি ডবল স্কচ।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বায়রন লিলি এবং পরে অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল।

লিলি তার কাছে কী চায় ? তার মনে কী আছে ? জোর করে কারো সঙ্গে প্রেম করা যায় না। সত্যি মেয়েদের চরিত্র এবং মন বোঝা কঠিন কাজ। মনে মনে স্বীকার করল বিনোদ রেগেছে। রাগ করবার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। কোন স্বামী তার বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর প্রেম করা সহ্য করবে ? কিন্তু বায়রনের মনে হল লিলি তার স্বামীর মনকে বিষিয়েছে। এবং বায়রনের ক্ষতি করার জন্যে বিনোদকে উস্কাচ্ছে।

বায়রনের আরো মনে হল লিলির মন বিকৃত। এই বিকৃত মন নিয়ে লিলি তার ক্ষতির চেষ্টা করছে······দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

হুইস্কির গ্লাসে আর এক লম্বা চুমুক দিয়ে বায়রন এবার অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি নিয়ে ভাবতে শুরু করল। অরুণ শ্রীবাস্তবকে সহজে স্মরণ করতে পারল না। দশ বছর আগে ককটেল পার্টিতে স্বল্প কালের পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচয় যথেষ্ট নয়। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তব চিঠিতে আই.বী-র ডিরেক্টর মাধবন শংকরের নাম উল্লেখ করেছেন। বায়রন মাধবন শংকরকে শ্রদ্ধা করে। মাধবন শংকরের বন্ধু একেবারে আজে বাজে লোক হবে না। অতএব অরুণ শ্রীবাস্তবের অনুরোধ উপেক্ষা করা যাবে না।

অরুণ শ্রীবাস্তব একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু স্বীকার করেছে যে তার বান্ধবী এক বিরাট চক্রান্তের স্বীকার হয়েছেন। সেই চক্রান্তের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করবার জন্যে বায়রনকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু অরণ শ্রীবাস্তব এতদিন বায়রনের কাছে আসেনি কেন? তার মনে হল হয়ত অরুণ শ্রীবাস্তব সমস্ত ঘটনা নিয়ে নিজে তদন্ত করেই বায়রনের শরণাপন্ন হয়েছে।

এবার অরুণ শ্রীবাস্তবের তার করেছে লেখা দীর্ঘ চিঠি এবং যে টাকা বায়রনের পারিশ্রমিক এবং কেসের খরচ বাদে দেয়া হয়েছিল তার কথা মনে পড়ল। বিনোদ চিঠি পুড়িয়েছে এবং পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে, এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বিনোদ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছে। বিনোদ ছাড়া তার দপ্তরে অন্য কেউ ঢুকতে পারে না। টেবিলের দেরাজ ভেঙে টাকা নিয়ে ভেগে যাওয়া দূরের কথা। করিমভাই ঠিক কথাই বলেছে রেগে গেলে বিনোদের কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠির বক্তব্য না জানলে বায়রন কী করে তদন্ত করবে? মেয়েটির নাম কী, তার বিরুদ্ধে কী ধরনের চক্রান্ত করা হয়েছে, ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে কিছু না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বায়রনের মনে রাগ হল। এই ভাবে হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবার পাত্র বায়রন পাত্র নয়।

বায়রন হুইস্কী শেষ করে দপ্তরে ফিরে এল।

বিকেল প্রায় ছটা বাজে মিরিয়াম তার দপ্তরে বসেছিল। আজ সাত আট বছর ধরে মিরিয়াম তার সঙ্গে কাজ করেছে। ডিটেকটিভ বই পড়া নয়, বাস্তব গুপ্তচরের কাজকর্মের সঙ্গে তার বেশ একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মিরিয়াম শুধু সুন্দরী মেয়ে নয় সেক্রেটারীর কাজের জন্যে উপযুক্ত এবং বিশ্বাসী এই বিষয়ে বায়রনের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বায়রন মিরিয়ামকে এই দেরাজ ভাঙাব ব্যাপারে আদৌ সন্দেহ করে না তবু বায়রন ঠিক করল মিরিয়ামের কাছ থেকে পুরো ঘটনা জানতে চাইবে। অর্থাৎ অরুণ শ্রীবাস্তব কবে এসেছিলেন এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলি।

গুড ইভনিং স্যার মিষ্টি হেসে মিরিয়াম বায়রনের কাছে দাঁড়াল।

আমি ভারী দুঃখিত স্যার···আজ সকালে দপ্তরে এসে দেখি আপনার টেবিলের ডান দিকের দেরাজ ভাঙা। শুক্রবার দিন দুপুরে আমি নিজের হাতে ঐ দেরাজ বন্ধ

করেছিলাম। কে যেন দেরাজ ভেঙে কাগজপত্রগুলি চুরি করে নিয়েছে···আপনাকে দেখাব বলে আমি ভাঙা দেরাজ এবং পোড়া কাগজ রেখে দিয়েছি।

কী ধরণের কাগজ ঐ দেরাজে ছিল তুমি বলতে পার ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

গত সপ্তাহের প্রথম দিক থেকে অরুণ শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোক বার বার দপ্তরে টেলিফোন করছিলেন। উনি আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। উনি জানান কাজটি বিশেষ গোপনীয় এবং জরুরী। এবার বায়রন মিরিয়ামের কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই অরুণ শ্রীবাস্তব লোকটি দেখতে কী রকম ? তার ব্যবহার, আদব কায়দার কিছু বর্ণনা দিতে পার ?

লোকটি ভারী চমৎকার। আদব কায়দা দুরুস্ত এবং মিষ্টি গলায় কথা বলেন। যে কোন লোক তাকে দেখলে আকৃষ্ট হবে······

অর্থাৎ তিনি হলেন তোমার মত মেয়েদের মন ভোলাবার জাদুকর—বায়রন টিপ্পনি কেটে বলল ?

আপনার এই মন্তব্যে কোন আপত্তি করব না। যাক্ যা বলছিলাম ? অরুণ শ্রীবাস্তবের টেলিফোন পাওয়ার পর আমি তাকে বলেছিলাম যে হয়ত আপনি বোম্বাইতে নেই। আপনি কোথায় আছেন আমার জানা নেই। কারণ আপনার ফ্ল্যাটে টেলিফোন করে কোন জবাব পাইনি। ফ্ল্যাটের দরোয়ান বলল, আপনি কিছু দিন আগে একটি ছোট সুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কবে ফিরবেন জানা নেই। আমি শ্রীবাস্তবকে বললাম ইচ্ছে করলে তিনি আপনার পার্টনার বিনোদ কাপুরের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তবে মিঃ কাপুর আজকাল দপ্তরে বড়ো আসেন না। এর জবাবে উনি বললেন যে মিঃ কাপুরকে তার প্রয়োজন নেই। তার কাজ আপনার সঙ্গে। পরে আমি বললাম যে আপনি সোম-মঙ্গলবার নাগাদ হয়ত ফিরে আসবেন। শ্রীবাস্তব এর জবাবে বললেন, না অতোদিন আমি বোম্বাইতে থাকতে পারব না কারণ আমাকে একটা সরকারী জরুরী কাজে কিছুদিনের জন্যে জার্মানীতে যেতে হবে। কিন্তু আমার বায়রন ঘাউসের সঙ্গে দেখা করা একান্ত আবশ্যক ছিল। কী করে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি বলুন তো ? এর জবাবে আমি বললাম, এবার যোগাযোগ করতে পারবেন না। তবে আপনার প্রয়োজন যদি একান্ত জরুরী হয় তাহলে আপনার প্রয়োজনের কথা একটা কাগজে লিখে রেখে যেতে পারেন। চিঠিখানা লিখে দিলে আমি ওর টেবিলের ডান দিকের দেরাজে রেখে দেব। মিঃ ঘাউস দপ্তরে এলেই আপনার চিঠি পড়বেন এবং আপনার অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করবেন। আমার প্রস্তাব উনি স্বীকার করে নিলেন। আমি তাকে চিঠি লিখবার কাগজ এনভেলাপ এবং বসবার জন্যে আপনার ঘর ব্যবহার করতে দিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা চিঠি লিখবার পর শ্রীবাস্তব আপনার ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন। ওর লেখা চিঠি আপনার টেবিলের দেরাজে রেখে দিয়েছিলাম। আমি বললাম যদি আপনি রবিবার নাগাদ দপ্তরে আসেন তাহলে আপনি নিশ্চয় দেরাজের ভেতর যে চিঠি আছে সেই চিঠি পড়তে পাবেন।

শ্রীবাস্তব এবার কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। পরে বললেন, দেখুন আমার চিঠির বক্তব্য বিশেষ জরুরী। ভাবছি যদি মিঃ ঘাউসের ফ্ল্যাটে ছোট একটা চিঠি লিখে ওকে জানিয়ে যাই যে ওর জন্যে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে ওর দপ্তরের টেবিলের ডান দিকে রেখে গেছি, তাহলে হয়ত উনি একবার দপ্তরে আসবেন এবং আমার চিঠি পড়বেন। আমি শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করে ওকে আপনার নরীম্যান পয়েণ্টের ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিয়েছিলাম।

বায়রন মন দিয়ে মিরিয়ামের কথাগুলি শুনল। পরে জিজ্ঞেস করল, মিরিয়াম গত শুক্রবার, শনিবার কিংবা সোমবার আর কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়েছে তোমার মনে পড়ে।

একটু চুপ করে থেকে মিরিয়াম জবাব দিল ঃ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে আমার মনে হয় শনিবার দিন কোন এক সময়ে হয়ত অর্থাৎ আমি দপ্তরে ঢুকবার আগেই মিঃ কাপুর একবার দপ্তরে এসেছিলেন।

কী করে বুঝলে? বায়রন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কারণ আমি দপ্তরে এসে দেখলাম আমার টেবিলের উপর একগুচ্ছ রিপোর্ট পড়ে আছে অর্থাৎ যে সব রিপোর্টগুলি পাবার জন্যে ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স, নবজীবন ইন্সিওরেন্স এতদিন আমাদের তাগিদ দিচ্ছিল।

রিপোর্টগুলি কেমন হয়েছে? তুমি একবার রিপোর্টগুলির উপর চোখ বুলিয়েছ? বিনোদ মদের ঘোরে কী রিপোর্ট লিখেছে কে জানে? প্রতিটি রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রচুর টাকার দাবী নিয়ে এই রিপোর্টগুলি লেখা হয়েছে। আমি আজে বাজে কোন রিপোর্ট ইউরেকা কিংবা নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কাছে পাঠাতে চাইনা। বায়রন এই প্রশ্ন করে মিরিয়ামের দিকে তাকাল।

না স্যার রিপোর্টগুলি ভালোই লেখা হয়েছে। আমি সব রিপোর্টগুলির উপর দুচারবার চোখ বুলিয়েছি। অবশ্যি যদিও রিপোর্টগুলিতে মিঃ কাপুরের সই আছে তবু আমার মনে হয় রিপোর্টগুলি অন্য কেউ তৈরি করেছে?

অন্য কেউ? বিস্মিত অবাক হয়ে বায়রন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ স্যার মিঃ কাপুর তো প্রায়ই মেহতা ডিটেকটিভ ইনভেস্টিনেশন এজেন্সীর মিঃ অরবিন্দ পারেখকে তার রিপোর্ট তৈরি করবার জন্যে অনুরোধ করেন। আমি হলফ করে বলতে পারি এবারও এই সব রিপোর্টগুলি অরবিন্দ পারেখই তৈরি করেছেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বায়রন কী জানি ভাবল। পরে বলল ঃ এছাড়া দপ্তরেরর আর কোন উল্লেখযোগ্য খবর নেই।

একটু চুপ করে থেকে মিরিয়াম বলতে লাগল ঃ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিনা বলতে পারব না। তবে শনিবার দিন মিঃ কাপুর চলে যাবার পরে, অর্থাৎ আমি দপ্তরে আসবার পর মিসেস কাপুর এ দপ্তরে এসেছিলেন। তিনি আপনার খোঁজ করলেন, কবে ফিরবেন, এই ধরণের নানান প্রশ্ন করলেন। তারপর আমার এখানে এবং বেশ

কিছুক্ষণ তার স্বামীর ঘরে বসেছিলেন। আমাকে বললেন যে তার একটা বিশেষ জরুরি চিঠি লেখার দরকার ছিল। মিঃ কাপুরের ঘরে বসে চিঠিখানা লিখবেন। তবে মিসেস কাপুর আপনার অবর্তমানে প্রায়ই আপনার খোঁজ খবর করতেন ·· মিরিয়ামের শেষের কথায় ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের সুর ছিল। তার কথার সুরে স্পষ্ট বোঝা গেল মিরিয়াম মিসেস লিলি কাপুরকে একেবারে পছন্দ করে না।

আমি জানি তুমি এর কী জবাব দিয়েছ? আমি কোথায় আছি তুমি জান না। জানা থাকলেও তুমি আমার গতিবিধির খবর লিলিকে দিতে না। কারণ তুমি লিলিকে একেবারে পছন্দ করে না···বায়রন মৃদু হেসে কথাগুলি বলল।

কথাটি যখন আপনি বলেছেন তখন আমি স্বীকার করছি। আমার মিসেস লিলি কাপুরকে একেবারে পছন্দ হয় না। স্বামীকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে উনি আপনার সঙ্গে ঢলানি করতে চান। ওকে আপনি বেশি প্রশ্রয় দেবেন না।

বায়রন আবার মৃদু হাসল। বলল, কোন মেয়েকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ কিনা তার বিচারের ভারও আমার উপর ছেড়ে দাও। যাক তোমার এই খবরগুলির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। মেহতা ডিটেকটিভ এ্যাণ্ড ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর অরবিন্দ পারেখকে একবার টেলিফোন কর। জিজ্ঞেস কর যে বিনোদের রিপোর্টগুলি অরবিন্দ করেছে কিনা? যদি করে থাকে তাহলে ওকে অনুরোধ কর যদি কাল বিকেল চারটা নাগাদ এই দপ্তরে এসে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। ব্যস, তারপর বিনোদের সই করা এই রিপোর্টগুলি তুমি ইউরেকা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিদ্যা দেশপাণ্ডে এবং নবজীবনের রিপোর্টগুলি পাঠিয়ে দিও। ওদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিও।

বায়রন এই বলে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু কী চিন্তা করে আবার ঘরে ঢুকল।

মিরিয়াম তোমার কাছে ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের গাইড আছে? আমি জানতে চাই এই 'প্লাজা' হোটেল কোথায়?

এজন্যে টুরিস্ট গাইডের দরকার হবে না। আমি জানি প্লাজা হোটেল কোথায়? মিরিয়াম মৃদুস্বরে জবাব দিল।

অবাক হয়ে বায়রন মিরিয়ামের মুখের দিকে তাকাল। কোন প্রশ্ন করল না। তবে তার দৃষ্টিতে প্রশ্ন ছিল, কী করে প্লাজার খবর পেলে? মিরিয়াম বলল, আজকাল তো সবাই তো 'প্লাজা' হোটেলের খবর জানে। আপনি তো জানেন, আপনাকে এবং মিসেস কাপুর ও প্লাজা হোটেলকে জড়িয়ে বাজারে কী গুজব রটেছে?

আমি গুজবের খবর শুনতে চাইনে। শুধু জানতে চাই প্লাজা হোটেল কোথায়? বায়রন বেশ একটু কর্কশ স্বরেই এই প্রশ্ন করল।

আমি ভেবেছিলাম প্লাজা হোটেল কোথায় আপনার জানা আছে। যাক প্লাজা হোটেল হল একটি টু স্টার হোটেল। হোটেলের খুব সুনাম নেই। এই হোটেল জুহু বীচ ছাড়িয়ে আন্ধেরীর দিকে যাবার পথে জুহু বীচের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে

গেলে প্লাজা হোটেল পাবেন···মিরিয়ামের জবাবে কিছুটা অধৈর্য ও বিরক্তির সুর ছিল। বায়রনের কর্কশ স্বর তার একেবারে পছন্দ হয়নি।

ধন্যবাদ। শোন আমার ছদ্মনামের কয়েকটি কার্ড আমাকে দাও তো? বায়রন মিরিয়ামকে বলল।

আপনার তো অনেক ছদ্মনাম আছে। কোন কার্ড আপনার দরকার বলুন?

অসকার বারগাঞ্জা, বি. এ. এল. এল. বী, ডিভোর্স কেস স্পেশালিস্ট, ১৩।২ বিবেকানন্দ রোড, বায়রন মৃদুস্বরে বলল।

মিরিয়াম ড্রয়ার খুলে চার-পাঁচটা অসকার বারগাঞ্জা নাম ছাপা কার্ড বায়রনকে দিল। মিরিরাম জানত যে তদন্ত করবার সময় বায়রন বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে থাকে। অসকার বারগাঞ্জা হল এর মধ্যে একটি ছদ্মনাম। এছাড়া বোম্বাই শহরে দু-চারটে জায়গায় বায়রনের ফ্ল্যাট আছে। এই সব ফ্ল্যাটগুলি হল বায়রনের সেফ হাউস। বিবেকানন্দ রোডে তার একটি 'সেফ হাউস' আছে।

বায়রন অসকার বারগাঞ্জার কার্ড নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে মিরিয়ামকে বলে গেল আমি যদি দু-চারদিন দপ্তরে না আসি তাহলে চিন্তা ভাবনা করনা। কেউ আমার খবর জানতে চাইলে বল দপ্তরের কাজে বাইরে গেছি। কবে ফিরবে জানি না।

বায়রন চলে যাবার পর মিরিয়াম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিই বায়রনের মেজাজ বোঝা ভারী কঠিন কাজ ··এত দিন ওর সঙ্গে কাজ করেও আমি ওকে চিনতে পারলাম না। মিসেস কাপুর কী এই লোকটিকে কী সহজে চিনতে পারবে? অসম্ভব···আমি ওকে না চিনলে অন্য কেউ ওকে চিনতে পারবে না।

·

বিকেল চারটা নাগাদ বায়রন তার গাড়ি নিয়ে সোজা 'প্লাজা' হোটেলে চলে এল। হোটেল খুঁজে নিতে বায়রনের কোন অসুবিধে হয় নি। প্লাজা হোটেল হল আন্ধেরীর কাছে···তবে সমুদ্রের পাশে।

মিরিয়াম অতিরঞ্জিত কিছু বলে নি। প্লাজা হোটেল একটি টু স্টার হোটেল। হোটেলের নিবাসীরা বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন রুচির। হোটেলে একটা 'কসমোপলিটান' ভাব আছে আছে।

হোটেলের কাছে একটি ছোট মোটর গ্যারাজ ছিল। জুপিটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড মোটর ওয়ার্কস। মালিকের নাম মোহনলাল। মোহনলাল বায়রনকে হোটেল খুঁজে বার করতে সাহায্য করল।

হোটেলের রিসেপশনে একটি গোয়ানীজ মেয়ে বসেছিল। মেয়েটির রূপের চাইতে তার সাজসজ্জার চাকচিক্য বেশি ছিল। বায়রন এবার মেয়েটির কাছে গিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমার নাম অসকার বারগাঞ্জা; আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বায়রন দীর্ঘকাল ধরে মেয়েদের ভোলাবার জন্যে এক মিষ্টি হাসি রপ্ত করেছিল।

কঠিন হৃদয়ের মেয়েরাও বায়রনের এই হাসি দেখে ভুলে যেত। প্লাজা হোটেলের মেয়েটি বায়রনের প্রথম দর্শনেই এবং তার মিষ্টি হেসে দেখে ভুলে গেল। মনে মনে বলল ঃ ওঃ ডার্লিং হাউ সুইট ইউ আর। মেয়েটি তার মনের কথা ভাষায় প্রকাশ না করে ভাবে প্রকাশ করে বলল, ম্যানেজারকে কী কিছু বলতে হবে? মানে আপনি কেন ওর সঙ্গে দেখা করতে চান?

আমার কাজটি ব্যক্তিগত এবং প্রয়োজনীয়। ম্যানেজার ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমার দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। আপনি ম্যানেজারকে আমার নামের কার্ড দিন এই বলে বায়রন তার নামের একটি কার্ড মেয়েটিকে দিল। মেয়েটি কার্ডের একবার চোখ বুলিয়ে পরে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বায়রনের দিকে তাকাল। হয়ত ডিভোর্স কেস স্পেশালিস্ট পরিচয় মেয়েটিকে অবাক করেছিল।

একটু বাদে মেয়েটি ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, আপনি ম্যানেজারের ঘরে সোজা চলে যান।

ম্যানেজারের নাম হচ্ছে জিমি বেরোটা।

বায়রন মেয়েটিকে বলল, আজ রাতে আমি এই হোটেলে থাকব। আপনি আমার জন্যে একটি 'সিঙ্গল' বেডের ঘর রিজার্ভ রাখবেন।

নিশ্চয়! মেয়েটি হেসে জবাব দিল। বলল, ঠিক সমুদ্রের উপরেই আপনার জন্যে একটি ঘর রাখব······

ম্যানেজার জিমি বেরোটা বায়রনকে চেয়ার দেখিয়ে বলল বসুন মিস্টার বারগাঞ্জা···আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি? কার্ডে লেখা আছে আপনি হলেন 'ডিভোর্স কেস' স্পেশালিস্ট। কিন্তু ডিভোর্স কেসের সঙ্গে এই হোটেলের কী সম্পর্ক বলুন?

আমি একটি কেস নিয়ে তদন্ত করতে এসেছি। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই বায়রন বলল।

জিমি বেরোটার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কী জানি ভাবল। বলল মিস্টার বারগাঞ্জা···বাজারের দুর্নাম এবং পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়। আপনি আমাদের জড়িয়ে কোন তদন্ত করবেন না। এছাড়া এখানে কী ধরনের অন্যায় কাজ হয় যা আপনার তদন্তের কাজে লাগতে পারে, একথা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

বায়রন হাসল। বলল দেখুন মিঃ বেরোটা, প্লাজা হোটেল বোম্বাই শহরের নির্জন একপ্রান্তে। শুনেছি অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা এখানে উইক এন্ড কাটাতে আসেন। হয়ত স্ত্রী তার স্বামীর অজ্ঞাতসারে 'বয় ফ্রেন্ড'কে নিয়ে 'উইক এন্ড' কাটাতে আসেন। শুধু মাত্র প্রেম করাই এদের উদ্দেশ্য নয়। ডিভোর্স কেসকে সহজ সরল করবার জন্যে এই ধরনের অবৈধ গোপন প্রেমের কাজ কারবারের দরকার হয়। কারণ অনেক সময়ে ডিভোর্স কেস করবার জন্যে একজন বিবাদীর দরকার হয়। যাক এবার বলব আমি আপনার কাছ থেকে কী চাই? প্রায় তিন

চার সপ্তাহ ঠিক আগে তারিখ বলতে পারব না এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা আপনার হোটেলে 'উইক এণ্ড' করেছিলেন। স্বামী, স্ত্রীর নামে এই পরিচয়ে ঘর রিজার্ভ করা হয়েছিল। আমরা খবর পেয়েছি যে স্ত্রী প্রায় রাত এগারটার সময় এই হোটেলে 'চেক ইন' করেছিলেন। উনি রিসেপশনিস্টকে বলেছিলেন যে তার স্বামী একটা জরুরী কাজে আটকা পড়েছেন এবং একটু দেরী করে 'চেক ইন' করবেন। হয়ত গভীর রাত্রে স্বামী চেক ইন করেছিলেন। ঐ সময়ে রাত্রির হল পোর্টার ছাড়া আর আর কেউ ডিউটিতে ছিল না। খুব সম্ভবত স্বামী পোর্টারের অজ্ঞাতসারে এই ভদ্রমহিলার ঘরে গিয়েছিলেন। স্বামীকে হোটেলের কেউ দেখেছেন কিনা জানি না। হোটেলের কেউ যদি দেখে থাকে তাহলে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কারণ আমি জানতে চাই মহিলার স্বামী দেখতে কী রকম ?

বেরোটা এই প্রশ্নের জবাব দিতে একটু সময় নিলেন। একটু ভেবে বললেন দেখুন, আপনি খুবই অস্পষ্ট প্রশ্ন করেছেন। মহিলা কিংবা স্বামীর নাম না বললে আমরা কিছুই আপনাকে বলতে পারব না…

ধরুন যদি বলি ওরা অর্থাৎ ভদ্রমহিলা মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস্ বায়রন ঘাউস নামে হোটেলের রুম রিজার্ভ করেছিলেন।

বেরোটা বললেন দাঁড়ান আমি হোটেলের রিজার্ভেশনের খাতা খুলে দেখি ওরা কবে নাগাদ 'চেক ইন' করেছিলেন এই বলে বেরোটা কাউণ্টার গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, ওরা চব্বিশ দিন আগে এই হোটেলে 'উইক এণ্ড' কাটিয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ বারগাঞ্জা আপনাকে হোটেলের ঘরোয়া সব কথা বলে আমরা বাজারে দুর্নাম কিনতে চাই না। আপনি তো বুঝতেই পারছেন যদি বাজারে গুজব রটে যায় এখানে মেয়ে ছেলেরা রুম ভাড়া করে প্রেমের কাজ কারবার করে তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে এবং ব্যবসার ক্ষতি হবে।

এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন…মিঃ বেরোটা। বায়রন হোটেলের ম্যানেজারকে আশ্বাস দিয়ে বলল। আপনি আজ আমাকে যা বললেন সেই কথা কেউ জানতে পারবে না। এছাড়া এই হোটেলের নাম কোন ব্যাপারে জড়ান হবে না এবং আপনার ব্যবসার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য এই কেসের জন্য আমার আরো অনেক খবর সংগ্রহ করতে হবে। আমি খালি জানতে চাই যে মিঃ বায়রন ঘাউসকে আদৌ কেউ দেখেছিলেন কিনা এবং দেখে থাকলে স্বামীর চেহারার একটু বর্ণনা চাই।

বেরোটা একটু ভেবে মৃদু হেসে বললেন বেশ এই তদন্তের কাজ কারবারে আপনি যদি প্লাজার হোটেলের নাম উল্লেখ না করেন তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব। এবার বলুন, আপনি আর কী খবর চান ?

বায়রন বলল আপনার এই খবরের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু এই মিঃ ঘাউস লোকটি কী আদৌ চেক ইন করেছিলেন এবং যদি করে থাকেন তার চেহারার একটু বর্ণনা চাই।

এখবর শুধু আপনাকে রাত্রির দরোয়ান অর্থাৎ রাত্রির পোর্টার দিতে পারবে।

এই রাত্রির পোর্টারের নাম হল জোসেফ আলমিডা। কিন্তু আলমিডার তো এখন ডিউটি নেই। রাত্র নটার পর ওর দেখা পারেন। অবশ্যি এর আগে যদি আলমিডার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চান তাহলে আপনাকে এই হোটেলের পাশেই একটা কফির সরাইখানা আছে। সরাইখানার নাম হল 'লাভারস কাফে'। আলমিডা প্রায় সারাদিন ঐ সরাইখানায় দিন কাটায়।

বায়রন বেরোটাকে ধন্যবাদ জানাল। বলল ধন্যবাদ। আমি আলমিডার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কিন্তু এই আলমিডা দেখতে কী রকম? তার চেহারার একটু বর্ণনা দেবেন? যেন ওখানে গিয়ে তাকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে না হয়।

বেরোটা এক গাল হেসে বললেন আলমিডাকে খুঁজে বরা করতে কোন অসুবিধা হবে না। এই তল্লাটের সবাই আলমিডাকে চেনে? দেখতে লম্বা শরীরের গঠন শক্ত। এককালে ভাল ফুটবল খেলোয়ার ছিল। অবশ্যি আলমিডাকে খুঁজে বের করা আরো সহজ কারণ আলমিডা বড্ডো বেশি কথা বলেন। ওখানে গিয়ে দেখতে পাবেন যে আলমিডাই আসর জমিয়ে রেখেছে।

বায়রন ম্যানেজারের ঘর থেকে বাইরে চলে এল। রিসেপশনিস্টকে বলল আমার সুটকেশ উপরে রুমে পাঠিয়ে দিন। আমি চেক ইন করছি। আমার নাম অসকার বারগাঞ্জা।

রিসেপশনিস্ট এবার রুমের চাবি এবং হোটেলে চেক ইন করবার রেজিস্ট্রার বায়রনকে দিল। বায়রন তার নাম লিখবার আগে রেজিস্ট্রারের পুরান পাতা উলটে দেখে নিল। দেখতে পেল চব্বিশ দিন আগে 'চেক ইন' রেজিস্ট্রারের একটি পাতায় স্পষ্ট করে লেখা আছে, মিঃ এ্যান্ড মিসেস বায়রন ঘাউস। চেক ইন টাইম এগারোটা।

অবশ্যি বায়রন হাতের লেখা বুঝতে দেখে পারল যে হাতের লেখা হল কাপুরের। থ্যাঙ্কস মিস……

আমার নাম রীনা। রীনা ডিসুজা…রিসেপশনিস্ট মোহভরা দৃষ্টিতে বায়রনের দিকে তাকাল।

বায়রনের মুখে ছিল মন ভোলানো মিষ্টি হাসি। এই হাসি দিয়ে বায়রন বহু মেয়ের হৃদয়কে জয় করেছে?

"মিস"…

মিঃ বারগাঞ্জা আমাকে আপনি রীনা বলে ডাকলেন?

বেশ, এবার বলুন তো 'লাভারস কাফে' কোথায়?

আমাদের হোটেলের পাশেই। তবে ওখানে যাবেন না…রীনা বায়রনকে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করল।

কেন? বায়রন কারণ জানবার চেষ্টা করল।

ওটা কফি খাবার সরাইখানা নয়। ওটা হল মদ এবং জুয়ার আড্ডা। এছাড়া সাট্টা, তিন পাত্তির খেলা ওখানে হয় রীনা প্রায় ফিস ফিস করে কথাগুলি বলল।

ওখানে একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। লোকটি এই হোটেলের রাত্রির দরোয়ান তার নাম হল জোসেফ আলমিডা…

বায়রনের কথা শেষ হবার আগেই রীনা বলে উঠল জোসেফ আলমিডা লোকটা বড্ডো বেশি বকে। ওকে বেশি বিশ্বাস করবেন না। ওর কোন কথা যে সত্যি, কোনটা যে মিথ্যে বলা কঠিন। আর ওর ঐ লাভারস কাফেতে আপনি যাবেন কেন? আপনি আপনার রুমে চলে যান। আমি জোসেফকে আপনার রুমে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বায়রন রীনার এই প্রস্তাবে রাজি হল। হোটেলের রুম বেয়ারাকে ডবল স্কচের অর্ডার দিকে বায়রন তার ঘরে চলে গেল।

হোটেল ছোট হলে কী হবে? বায়রনের এই ডবলবেড রুমটি ভারী সুন্দর ছিল। ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই সামনের সমুদ্র দেখা যায়। একটু বাদে রুম বেয়ারা বায়রনের ডবল স্কচ নিয়ে এল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বায়রন ভাবতে লাগল জোসেফ আলমিডা কী তাকে সাহায্য করবে। হোটেলের রেজিস্ট্রার দেখলে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকবেনা যে লিলির সঙ্গে বায়রন রাত্রিবাস করেছে। বায়রন জানে যে ঐদিন সে দিল্লীর এক হোটেলে একাই রাত্রিবাস করেছে। অবশ্যি দিল্লীর হোটেলে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির নির্দেশানুযায়ী তাকে ছদ্মনামে 'চেক ইন' করতে হয়েছিল। এবার কী করে সে প্রমাণ করবে যে ঐ দিন বায়রন আদৌ বোম্বাইতে ছিল না, দিল্লীতে ছিল। এখন আলমিডা যদি তাকে এই জাল বায়রন ঘাউসের চেহারার একটু বর্ণনা দেয়, তাহলে হয়ত সে তোর তদন্তের একটা কূলকিনারা খুঁজে পাবে।

একটু বাদে জোসেফ আলমিডা তার ঘরে এসে উপস্থিত হল। বেরোটা তার চেহারার ঠিক বর্ণনাই দিয়েছিলেন? শক্ত গড়ন, একবার দেখলে তার চেহারা ভোলা যায় না। এছাড়া জোসেফ আলমিডা যে বাচাল একথাও বুঝে নিতে তার কোন দেরী কিংবা অসুবিধে হল না।

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন স্যার আলমিডা জিজ্ঞেস করল?

হ্যাঁ, আলমিডা আমি তোমার কাছ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় খবর চাই। অবশ্যি আমি যে খবর চাই সেই খবর যদি আমাকে দিতে পার তাহলে তোমাকে 'ইনাম' দেব।

এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে একটি একশো টাকার নোট বের করে আলমিডার চোখের সামনে রাখল।

আলমিডা এবার এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বায়রনের মুখের দিকে তাকাল। পরে বলল আপনি বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি?

আলমিডা আমি হোটেলের ম্যানেজার মিঃ বেরোটার সঙ্গে খানিক আগে দেখা করেছিলাম। আমি একটা কেস নিয়ে তদন্ত করছি। এই তদন্তের জন্যে আমার কিছু খবর দরকার। বেরোটা আমাকে বললেন আমি যে খবর চাই, সেই খবর একমাত্র তুমিই আমাকে দিতে পারবে। কারণ তুমিই এই হোটেলের 'নাইট পোর্টার'। বায়রন ধীর শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলল।

আপনার কী খবর দরকার বলুন ? আলমিডা জিজ্ঞেস করল। বায়রন দেখতে পেল আলমিডা প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তার একশো টাকার নোটের দিকে তাকিয়ে আছে।

আজ থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে রাত্রি এগারটার সময় এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা এই হোটেলে 'চেক ইন' করেছিলেন। আমি এই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে কিছু খবর চাই। আমি জানতে চাই উনি যখন হোটেলে 'চেক ইন' করলেন তখন কী তিনি একাই এসেছিলেন··· ?

এবার আলমিডা চুপ করে কী জানি ভাবল। পরে একগাল হেসে বলল, ওঃ আপনি মিসেস বায়রন ঘাউসের কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী। তাকে একবার দেখলে কেউ ভুলতে পারে না।

হ্যাঁ তাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। বলুন আপনি তার সম্বন্ধে কী খবর জানতে চান ?

তাহলে তোমার এই ভদ্রমহিলার নাম মনে আছে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

বললাম তো অমন সুন্দর চোখ মুখ কী সহজে ভোলা যায়। এছাড়া উনি এমন সেন্ট মেখেছিলেন যে সেই সেন্টের গন্ধ আজও ভুলতে পারিনি। পরে আলমিডা তার গলার স্বর নিচু করে বলল স্যার ভদ্রমহিলা শুধু সুন্দরী নন উনি হলেন 'সেক্সী'।

তুমি ওর কর্তাকে দেখেছ ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

না স্যার। কিন্তু ক্ষতি হয়নি। কারণ মিসেস ঘাউস নিজেই আমাকে বেশ ভাল বখশিস দিয়েছিলেন। সাধারণত পুরুষেরা আমাকে বখশিস দেন। এক্ষেত্রে মিসেস ঘাউস দিয়েছিলেন বলেই তার দয়ার কথা ভুলতে পারিনি। আলমিডা তখনো বায়রনের হাতের একশো টাকার নোটের দিকে তাকিয়ে ছিল।

তাহলে ভদ্রমহিলার স্বামী বায়রন ঘাউসকে তুমি দেখনি·· বায়রন জিজ্ঞেস করল।

না, মিসেস ঘাউস রাত এগারটার সময় 'চেক ইন' করলেন। উনি ট্যাক্সী করে হোটেলে এসেছিলেন। বললেন ওর স্বামী খানিকবাদে আসবেন। বোম্বাইতে উনি একটা জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছেন। পরের দিন আটটার সময় আমার ডিউটি শেষ হল। ডিউটি শেষ হবার আগে মিসেস ঘাউস আমাকে ডেকে বললেন আলমিডা রিসেপশানিস্ট আমাকে বলছিল যে হোটেলের পাশেই একটা মোটর গ্যারেজ আছে। আমার স্বামী কাল বেশ রাত্রে হোটেলে এসে পেঁাছেন। তিনি এখন ক্লান্ত, ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু আজই আমরা চলে যাব। আমাদের গাড়ি সার্ভিস করা প্রয়োজন। এই মোটর গ্যারেজটির কী নাম।

জুপিটার মোটর গ্যারাজ। গ্যারাজের মালিক মোহনলাল। মোহনলাল আমার বন্ধু। বলুন, মোহনলালকে কী বলতে হবে ?

আমি তোমাকে একটি চিঠি দেব। তুমি চিঠিখানা এবং গাড়ির চাবি মোহনলালকে দেবে। গাড়ি সার্ভিস করতে হবে। অবশ্য কী ধরনের সার্ভিস

করতে হবে আমার স্বামী চিঠিতে সব লিখে দেবেন। গাড়ি সার্ভিস করা হলে পর গাড়ির চাবি ও বিল হোটেলের রিসেপশন কাউণ্টারে রেখে যাবে। বিলের টাকা রিসেপশন দেবে। আমরা ঐ টাকা হোটেলকে দেব। এই বলে মিসেস ঘাউস আমাকে একশো টাকার নোট হাতে গুজে দিলেন।

বায়রন উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ঐ চিঠিতে কী লেখা ছিল বলতে পার?

লেখা ছিল গাড়ির সার্ভিস করতে হবে। পরিষ্কার করতে হবে, মোটরের তেল পালটাতে হবে, প্লাগগুলি পরিষ্কার করতে হবে, ব্রেকের তেলও দরকার। এছাড়া পেছনের চাকায় হাওয়া ভরতে হবে। ভাল বখশিস দেব।

গাড়িটা হোটেলের সামনেই আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না। মার্সিডেজ কালো রঙের প্লেটের রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিল্লীর। এই সঙ্গে গাড়ির চাবিও পাঠালাম। গাড়ি সার্ভিসের পর বিল ও চাবি রিসেপশনে দেবেন। বিলের টাকা ওরাই দেবেন··· এই সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা বখশিস পাঠালাম।

আমি চিঠিখানা নিয়ে জুপিটার মোটর গ্যারেজে গিয়েছিলাম। মোহনলাল চিঠিখানা পড়ে অবাক হল। কারণ এই প্রথম এই ধরনের অনুরোধ তাকে করা হল। সাধারণত আমাদের হোটেলের কোন 'ক্লায়েণ্ট' যদি তাদের গাড়ি সার্ভিস করবার জন্যে জুপিটার গ্যারাজে যায় তাহলে তারা নিজেই গাড়ি নিয়ে গ্যারাজে যান। কিন্তু মোহনলালকে এই সর্বপ্রথম এক খদ্দের চিঠিতে অনুরোধ করেছিল।

বায়রন মন দিয়ে আলমিডার কথাগুলি শোনবার পর জিজ্ঞাসা করলেন আলমিডা কী মিসেস ঘাউসের স্বামী বায়রন ঘাউসকে সে নিজের চোখে দেখেছে কিনা।

না স্যার আমি মিঃ ঘাউসকে নিজের চোখে দেখিনি। কারণ আমি চিঠিখানা জুপিটার গ্যারাজের মালিক মোহনলালকে দেবার পর বাড়ি চলে যাই। গাড়ি সার্ভিস করবার পর মোহনলাল গাড়ি হোটেলের সামনে রেখে গিয়েছিলাম।

বায়রন চুপ করে কী জানি ভাবল। দেখো, আলমিডা তোমার এই খবরগুলির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। এই নাও তোমার প্রাপ্য টাকা। আর একটা কথা বল। জুপিটার গ্যারেজের মালিক মোহনলালের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কী?

কেন পারবেন না স্যার। আপনাকে আমি এক্ষুনি জুপিটার গ্যারেজের মালিকের কাছে নিয়ে যাচ্ছি··।

জুপিটার মোটর গ্যারেজের মালিক মোহনলালের এই ঘটনা বেশ স্পষ্ট মনে ছিল। মোহনলাল বলল: সাধারণত আমরা কখনই কোন হোটেল কিংবা কারো বাড়ি থেকে সার্ভিস করবার জন্যে গাড়ি নিয়ে আসি না। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে বেশ মোটা টাকা বখশিস দিয়েছিলেন। সামান্য একটা কাজের জন্যে পঞ্চাশ টাকা বখশিস কী সহজ কথা? আমি গাড়ি সার্ভিস করে গাড়ি হোটেলের সামনে রেখে গাড়ির চাবি ও বিল হোটেলের রিসেপশন কাউণ্টারে দিলাম। ওরা আমার বিলের টাকা মিটিয়ে দিলেন। তিনশো টাকার বিল। বায়রন মন দিয়ে মোহনলালের কথাগুলি শুনল। হঠাৎ তার কী জানি মনে হল। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভদ্রলোক

আপনাকে গাড়ি সার্ভিস করবার জন্যে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন সেই চিঠিখানা কী আপনার কাছে আছে? একবার যদি ঐ চিঠিখানা দেখতে পেতাম তাহলে ভালো হত।

মোহনলাল বলল: কিন্তু স্যার আমাদের তো চিঠিপত্র জমা রাখি না। দেখতেই তো পাচ্ছেন ছোট গ্যারাজ। কোন কাগজপত্র রাখবার অফিস আমাদের নেই।

বায়রন বুঝতে পারল মোহনলাল কিছু বখশিস না পেলে হয়ত সে তার অনুরোধ রাখবেনা, এবার সে পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে মোহনলালের হাতে দিয়ে বলল, মোহনলাল এবার হয়ত আপনি চিঠিখানা খুঁজে বার করতে পারবেন।

মোহনলাল কুড়ি টাকা বখশিস পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলল, পাব না কেন স্যার। আলবাৎ ঐ চিঠি খুঁজে বার করব। হয়ত আমার গ্যারাজের কোথাও পড়ে আছে? আপনি একটু বসুন। আমি চিঠিখানা খুঁজে দেখি।

এই বলে মোহনলাল কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল। তার হাতে ছিল একটা জীর্ণ কাগজ। বলা যায় ছিন্ন কাগজ, মোটরের তেলে ভিজে গেছে।

চিঠি খুঁজে পেয়েছি। আমার গ্যারাজের এক ছোকড়া এই কাগজ দিয়ে নাট বলটু স্ক্রু পরিষ্কার করছিল। ওর কাছ থেকে চিঠিখানা উদ্ধার করে আনলাম। এই বলে মোহনলাল একটি ময়লা চিরকুট বায়রনের হাতে তুলে দিল। বায়রন পকেট থেকে একটি দশটাকার নোট বের করে বলল: মোহনলাল, আপনি এই দশটাকা রাখুন। চিঠিখানা আমার দরকার। আর শুনুন, এই আমার গাড়ির চাবি। আপনি এক্ষুনি আমার গাড়ি হোটেলের সামনে থেকে নিয়ে আসুন। গাড়ি সার্ভিস করতে হবে। তেল চেঞ্জ করবেন, কারবুরেটর পরিষ্কার করবেন, প্লাগ পয়েন্টগুলি দেখবেন, চাকায় হাওয়া দেবেন। এবং ব্রেকের তেল পাল্টাবেন। রিসেপশনে চাবি ফেরৎ দেবেন, এছাড়া আমি রিসেপশনকে বলে দিচ্ছি, ওরাই আপনার সার্ভিসের টাকা দিয়ে দেবে।

মোহনলাল দশটাকা পকেটে গুঁজে বলল: আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুনি গাড়ি হোটেলের কাছ থেকে নিয়ে আসছি। গাড়ি সার্ভিস করতে মাত্র দুই ঘণ্টা লাগবে। সার্ভিস করে আজই গাড়ি হোটেলের সামনে রেখে দেব, চিন্তা করবেন না। জুপিটার মোটর গ্যারাজ ভালো সার্ভিস করে থাকে। আপনার গাড়ির কী নম্বর?

এম. এই. এক্স ১৮১৮, একটি ফিয়াট গাড়ি। বায়রন জবাব দিল। পরে গাড়ির চাবি মোহনলালের হাতে তুলে দিল।

বায়রন এবার হোটেলে ফিরে এসে একটা ডবল হুইস্কির অর্ডার দিল। হুইস্কি গলায় ঢালবার পর সে মোহনলালের দেওয়া চিঠিখানা পড়তে লাগল। যদিও গাড়ির তেলে চিঠিখানা ময়লা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য, চিঠিখানায় এমন কিছু লেখা

ছিল না। প্রথমে চিঠিখানা পড়ে বায়রন ভাবল যে, আজ তার তদন্ত কোন লাভ-জনক হয়নি। পরিশ্রম বৃথাই গেছে…শুধু পরিশ্রম নয়, বখশিসের টাকাও জলে গেছে। কিন্তু দুবার চিঠিখানা পড়বার পর হঠাৎ তার মনে হল তার পরিশ্রম কিংবা বখশিস বৃথা যায়নি। কারণ চিঠির হাতের লেখা অতি সুন্দর। এই লেখা তার কাছে অপরিচিত নয়। মাত্র দুদিন আগে অরুণ শ্রীবাস্তব যে চিঠি তাকে লিখে ফ্ল্যাটে রেখে গিয়েছিলেন, সেই চিঠির হাতের লেখা এবং আজ যে চিঠি মোহনলালের গ্যারাজ থেকে উদ্ধার করল, দুটো হাতের লেখা এক। অর্থাৎ যদি বায়রনের অনুমান সত্যি হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে তিন সপ্তাহ আগে অরুণ শ্রীবাস্তব, লিলি কাপুরকে নিয়ে এই হোটেলে রাত্রিবাস করেছে। লিলি অরুণ শ্রীবাস্তবের নামের জায়গায় তার নাম ব্যবহার করেছে। অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে লিলির কী সম্পর্ক? লিলি অরুণকে চিনল কী করে। ঘটনা বায়রনের বিস্ময়কর বলে মনে হল। বায়রন বুঝতে পারল এই ঘটনার রহস্য গভীর। এবং এর তদন্ত তাকে করতেই হবে।

বায়রন পরের দিন দুপুরে তার ফ্ল্যাটে ফিরে এল।

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে একটি 'ডবল স্কচ' নিয়ে বসল।

পরে দপ্তরে টেলিফোন করল।

মিরিয়াম বলল: স্যার দিল্লী থেকে মাধবন শংকর আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন। উনি বললেন আপনি যে সব খবর জানতে চেয়েছিলেন সেই খবরগুলি বোম্বাই'র আই.বী-র ডিরেক্টর সুধাকর নাদকারনীর কাছে পাওয়া যাবে। উনি নিজেও সুধাকর নাদকারনীকে টেলিফোন করেছিলেন। মাধবন শংকরের কাছ থেকে টেলিফোন পাবার পর সুধাকর নাদকারনীও আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন। আমি জানিয়েছি আপনি দপ্তরে ফিরে এলেই ওকে টেলিফোন করবেন।

বায়রন মিরিয়ামের কাছ থেকে সুধাকর নাদকারনীর টেলিফোন নম্বর নিল। বলল: মিরিয়াম, আমি ওকে পরে টেলিফোন করব।

টেলিফোন ছেড়ে দেবার পর বায়রন অরুণ শ্রীবাস্তবের জুপিটার গ্যারাজের মালিকের কাছে এবং তার কাছে লেখা দুটি চিঠি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করল। না তার মনে আর কোন সন্দেহ নেই। এই দুই চিঠির হাতের লেখা একই ব্যক্তির। অরুণ শ্রীবাস্তব তার কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিল। আমার বান্ধবী বিপদে পড়েছেন। আপনি ওকে রক্ষা করুন। এদিকে অরুণ শ্রীবাস্তব লিলি কাপুরের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রিবাস করেছে। কী করে লিলি অরুণ শ্রীবাস্তবকে চিনতে পারল? অরুণ শ্রীবাস্তব দিল্লীতে থাকে বোম্বাইতে নয়। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তব তার কাছে চিঠি লিখে স্বীকার করেছিল, আমি গত একমাস ধরে বোম্বাইতে আছি। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। যদি অরুণ শ্রীবাস্তবের এই কথা সত্যি হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে লিলির অরুণ শ্রীবাস্তবের আলাপ

পরিচয় হয়েছে, গভীর হৃদ্যতা হয়েছে এবং পরে তারা দুজনে একসঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রি কাটিয়েছে। লিলির তুখোর বুদ্ধি। হোটেলের 'চেক ইন' করবার সময় রেজিস্ট্রারে নাম সই করেছে মিঃ এ্যান্ড মিসেস বায়রন ঘাউস। অর্থাৎ বায়রনকে তার ফাঁদে জড়াবার চেষ্টা করেছে। হয়ত লিলি এর আগেই প্লাজা হোটেল ভালো করে চেনে। তাই এই হোটেলে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল।

এই ধরণের বহু চিন্তা ভাবনা করে বায়রনের মাথা গরম হল। এবার একটা ডবল স্কচ খেয়ে মাথা ঠান্ডা করল। এমনি সময় তার টেলিফোন বেজে উঠল।

বায়রন, আমি সুধাকর নাদকারনী কথা বলছি। আজ সকালে দিল্লী থেকে মাধবন শংকর আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। বললেন তোমার নাকি কিছু প্রয়োজনীয় খবরের দরকার। বল কী ধরনের খবর তোমার দরকার।

সুধাকর নাদকারনী আই. বী-র বোম্বাই শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর। বায়রনের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করে থাকে।

ভাই, সুধাকর তুমি আমাকে সাহায্য করবে। সরকারি সাহায্য নয়, ব্যক্তিগত সাহায্য চাই বয়রনের অনুরোধের কণ্ঠে সুধাকর নাদকারনীকে বলল।

হয়ত এই মিষ্টি অনুরোধে সুধাকর নাদকারনীর মন ভিজল। জিজ্ঞেস করল বলো আমি তোমার কী করতে পারি? কোন মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার। না কোন ক্রিমিন্যালের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার।

না দুটোর একটাও নয়। আমি কিছু খবর চাই। বায়রন নাদকারনীকে বলল। এ খবরগুলি আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জানি, আজ সকালে মাধবন শংকর আমাকে বলেছিলেন তুমি একটা লোক সম্বন্ধে তদন্ত করছ এবং তার অতীত সম্বন্ধে কিছু খবর দরকার। তাই নয় কী? এবার লোকটির নাম কী বল এবং উনি কোথায় থাকেন? অরবিন্দ নাদকারনী প্রশ্নগুলি একসঙ্গে করল?

লোকটির নাম হল অরুণ শ্রীবাস্তব। বর্তমানে দিল্লীতে থাকেন। খুব সম্ভবত সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। তবে আমার তার জীবন ইতিহাস জানবার ইচ্ছে নেই। আমি তার অতীত জীবনী জানতে চাই। অনেক পুরনো খবর প্রায় বছর দশেক আগের ঘটনা···বায়রন সুধাকর নাদকারনীকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

শোন, নাদকারনী, দশ বছর আগে বোম্বাই'র শহরতলী 'কল্যাণ' শহরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক বাহিনী মজুত ছিল। এরা এইখানে 'গেড়িলা যুদ্ধের' প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এই অরুণ শ্রীবাস্তবও ছিল।

কিছুদিন আগে অরুণ শ্রীবাস্তব আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কারণ ঐ সময়ে আমি বোম্বাইতে ছিলাম না। তিনিও খুব ব্যস্ত ছিলেন। কারণ একটা সরকারি কাজে তাকে হঠাৎ জার্মানীতে যেতে হয়েছে। কিন্তু যাবার আগে তিনি আমার কাছ

কে কী চান তার পুরো ফিরিস্তি দিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু আমার সেক্রেটারী ভুল করে ঐ চিঠি আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তু কী। আমি জানি।

অরুণ শ্রীবাস্তব আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তার এক বান্ধবী বিপদে পড়েছেন। এই বান্ধবী কে, কী তার নাম আমি জানি না। তবে এইটুকু জানি যে দশবছর আগে মেয়েটিও কল্যাণ শহরে থাকতো। খুব সম্ভবত ঐখানে তাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তাদের হৃদ্যতা বেশ গভীর হয়েছিল। এই ভদ্রমহিলা এখন কোথায় আছেন আমার জানা আবশ্যক। অতএব তুমি যদি আমাকে অরুণ শ্রীবাস্তবের 'কল্যাণ' শহরে থাকাকালীন তার হালহদিশ আমাকে দাও, এবং মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু খবর দিতে পার তাহলে আমার তদন্তের কাজে কিছু সুবিধা হবে।

সুধাকর নাদকারনী মন দিয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনল। প্রথমে কোনো জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সুধাকর নাদকারনী জবাব দিল। তার গলায় স্বরে কোন উত্তেজনা ছিল না।

তুমি যে অনুরোধ করেছ সেই অনুরোধ রক্ষা করা এমন কঠিন কাজ হবে না। তবে এতদিনের পুরন খবর। অতএব পুরন ফাইল ঘেঁটে দেখতে হবে। এছাড়া তোমার এই অরুণ শ্রীবাস্তব সৈন্যবাহিনীর একজন বড়ো অফিসার। ব্রিগেডিয়ার। এ খবর আজ সকালে আমাকে মাধবন শংকর টেলিফোন দিয়েছেন। তাই দশ বছর আগে 'কল্যাণে' তিনি যখন পোস্টেড ছিলেন, তখন তার কাজকর্মের পুরো বিবরণী ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের কাছে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া আমাদের এমন একজন আর্মি অফিসার খুঁজে বার করতে হবে যিনি ঐ সময়ে অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে কল্যাণে পোস্টেড ছিলেন। তিনি হয়ত কিছু খবর দিতে পারবেন। আমাকে দুটো দিন সময় দাও। আমি সমস্ত খবর সংগ্রহ করে তোমাকে জানাব। সুধাকর এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর বায়রন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। বায়রন সুধাকর নাদকারনীকে এই প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ জানাল।

ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই বায়রন। আমাকে মাধবন শংকর অনুরোধ করেছেন তোমাকে যেন সর্বপ্রকার সাহায্য করা হয়। অতএব তোমাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। সুধাকর ভাট টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

এবার বায়রন 'মিড নাইট বারে'র বারম্যান এবং করিম ভাইর ডান হাত লোটনকে টেলিফোন করল।

বায়রন সাহেব আপনি টেলিফোন করেছেন? ভালোই হল। নইলে আমিই আপনাকে টেলিফোন করতাম···লোটনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার রেশ ছিল।

কী খবর? লোটন? তুমি এত উত্তেজিত হয়েছ কেন? বায়রণ বুঝতে পারল লোটন নিশ্চয় কোন মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছে।

খবর আছে বায়রন সাহেব কাল মিয়া-বিবি দুজনেই এই বারে এসেছিলেন।

অবশ্য এক সঙ্গে নয় এবং দুজনেই তাস খেলেছিলেন। বিনোদ পাহেব বেশ কিছু টাকা হারবার পর আমার কাজ থেকে পাঁচশো টাকা ধার করেন। অবশ্য এর পর তিনি আর তাস খেলেননি। তবে আমার বারে বসে মদ গিললেন। মদের ঘোরে তিনি আপনাকে অনেক গালিগালাজ করলেন। বললেন আপনি ওর বউকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কবছেন।

তুমি কোন চিন্তা কর না লোটন। এই পাঁচশো টাকা আমিই ফেরৎ দেব। আর এই খবরের জন্যে ধন্যবাদ…

কিন্তু বায়রন তার কথা শেষ করবার আগেই লোটন বলে উঠল : না বায়রন সাহেব আর একটা বড়ো খবর আছে। মিয়া চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বিবি এসেছিলেন। তার চোখে মুখে বিশেষ উত্তেজনার ভাব ছিল। তিনি বসেই করিম ভাই-এর সঙ্গে দেখা করলেন। আমি কী সন্দেহ করছি জানেন বায়রন সাহেব। বিবি জুয়ো খেলবার টাকার জন্যে করিমভাই-এর কাছে গিয়েছিলেন। অবশ্য করিমভাই কোন বিশেষ কারণ না থাকলে কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবার পাত্র নয়…

বায়রন কিছুক্ষণ চুপ করে শোনবার পর জিজ্ঞেস করল : লোটন, করিমভাই কী কারণে মিসেস কাপুরকে টাকা দিয়েছিলেন বলতে পার ?

কাল একবার টাকা ধার দেননি, দু'বার দিয়েছেন। প্রথমবার প্রায় ঘণ্টা দুইয়েক খেলবার পর মিসেস কাপুর প্রায় দশ হাজার টাকা হেরেছিলেন। কিন্তু তাসের খেলায় আগের বাজি জিতবার জন্যে মিসেস মরীয়া হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আবার করিমভাই-এর সঙ্গে দেখা করেন। দ্বিতীয়বারও তিনি তাস খেলায় জিততে পারেন নি। কিন্তু আমি কী সন্দেহ করছি জানেন বায়রন সাহেব ? এই বিবির সঙ্গে করিমভাই কোন গোপন ষড়যন্ত্র করেছেন। আসলে তিনি ঐ নতুন খেলোয়ার পুরুষোত্তমদাস জানকীদাসকে বধ করবার চেষ্টা করছেন।

তোমার কথাগুলি আরো একটু পরিস্কার করে বল লোটন বায়রনেরও জানবার উৎকণ্ঠা বেড়েছিল।

শুনুন বায়রন সাহেব, আজ মাস দুই থেকে পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস এই জুয়োর আসরে আসছেন। ওর পরিচয় কী কেউ জানে না। হয়ত করিমভাই এবং মিসেস জানেন। পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস কে ? কী তার আসল পেশা। আমাকে করিমভাই শুধু বলছেন লোটন, এই পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস বেশ রইস আদমী। দেখছিস না উনি না প্রতিরাত্রেই দশ-পাঁচ হাজার হারছেন। টাকার প্রতি তার কোন মায়া মমতা নেই। তবে একটা কথা বলব বায়রন সাহেব। আমাদের মিসেসের সঙ্গে পুরুষোত্তমদাস জানকীদাসের একটু প্রেম ভালোবাসা আছে।

তুমি কী করে বুঝলে লোটন ? বায়রন এবার মনে মনে লোটনকে ধন্যবাদ জানাল। সত্যি আজ লোটন তাকে কিছু প্রয়োজনীয় খবর দিয়েছে।

আরে প্রেম-ভালবাসার কাজ কারবার বুঝতে লোটনের কোন অসুবিধে হয় না।

নইলে 'মিডনাইট' বারে ও নাইট ক্লাবে এতদিন কাজ করছি কেন? মেয়েছেলের চোখ দেখলেই প্রেম-ভালোবাসর কথা বুঝতে পারি। মিসেস কাপুর এবং পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস যে ভাবে কথাবার্তা বলেন, এবং ওদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারি যে ওদের ভেতর একটা প্রেম-ভালোবাসা জমে উঠেছে। তবে আপনি তো জানেন বায়রন সাহেব আমাদের মিসেস এক গভীর জলের মাছ। ওকে প্রেমের ফাঁদে আটকান সহজ কাজ নয়। হয়ত তিনি এই পুরুষোত্তমদাস জানকীদাসের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার অভিনয় করছেন। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, মিসেস কেন প্রেমের-ভালোবাসার অভিনয় করছেন? আমার মনে হয় এই প্রেম ভালোবাসার পেছনে করিমভাই জিজিভাই-এর হাত আছে। তিনিই পর্দার আড়াল থেকে দাঁড় টানছেন···। এরা দুজনেই পুরুষোত্তমদাস জানকীদাসকে কোন ষড়যন্ত্র চক্রান্তে ফেলবার চেষ্টা করছেন। তাই করিমভাই বিনা আপত্তিতে মিসেসকে জুয়ো খেলবার টাকা দিচ্ছেন। হয়ত করিমভাই পুরুষোত্তমদাস জানকীদাসকে তার জুয়োর আসরে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন এবং এর জন্য তিনি সুন্দরী মিসেস কাপুরকে তার কাজে ব্যবহার করছেন। কিংবা পুরুষোত্তম জানকীদাস কী দাবার চাল দিচ্ছেন কে জানে?

বায়রনের কাছে লোটনের খবরগুলি মূল্যবান ছিল। লোটন বলেছে স্যার মিসেস কাপুর এক গভীর জলের মাছ। ওকে প্রেমের ফাঁদে আটকানো সহজ কাজ নয়। তিনি প্রেম ভালোবাসার অভিনয় করছেন।

লোটন সত্যি কথা বলেছে যে লিলি কাপুর অভিনয় করছেন। পুনার শালিমার হোটেলে লিলি তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে। লিলি কেন তার নামে বাজারে অপবাদ রটাচ্ছে তার কারণ বায়রন খুঁজে পেল না।

লোটন তোমাকে এই খবরগুলির জন্যে ধন্যবাদ। খবরগুলি হয়ত আমার কাজে লাগবে। যাক এবার আমি তোমাকে টেলিফোন করেছি কেন জান?

বলুন আপনার কী সেবা করতে পারি? লোটন জিজ্ঞেস করল।

শোন আলবেলাকে আমার দরকার। তুমি আলবেলাকে বলবে যে আমি কাল দুপুরে শেরটনের সুইমিং পুলের কাছে তার সঙ্গে দেখা করব। পরে দুজনে এক সঙ্গে লাঞ্চ খাবো। লোটন জানাল আজই আলবেলাকে এই খবর দেব। বায়রন সাহেব এই আলবেলা আপনার নাম শুনলেই পাগল যায়। আমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করছিল লোটন, বায়রন সাহেব কোথায় বলতে পারিস? আমি ওকে অভয় দিয়ে বলেছি বায়রন সাহেব বোম্বাইতে আছেন। তোমাকে কিছু না বলে তিনি বোম্বাই-এর মায়া ত্যাগ করবেন না।

বায়রন বলল ঠিক বলেছ। আলবেলাকে বল কাল একটার সময় ঐ সুইমিং পুলের কাছে যেন থাকে।

আমার কোন ভুল হবে না বায়রন সাহেব লোটন বায়রনকে আশ্বাস দিয়ে বলল।

পরের দিন। দুপুর একটা সুইমিং পুলের কাছে পরীর মেলা বসে গিয়েছিল। ঐ পরীদের দিকে তাকালেই জীবনের তৃষ্ণা মিটে যায়। অধিকাংশ

সুন্দরীরা বিকিনি সুইমিং স্যুট পরে বসেছিল। কার কার বয় ফ্রেন্ড তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে বসে জিন টনিকে ব্লাডি মেরী কিংবা বিয়ার খাচ্ছিল। কেউ বা বয় ফ্রেন্ডের প্রতীক্ষায় বসে ছিল। বায়রন ঠিক একটার আগেই সুইমিং পুলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

বায়রনকে দেখা মাত্র পরীদের মধ্যে এক গুঞ্জন কানে উঠল। সবার মুখে শোনা গেল বায়রন।

বায়রন একবার সুইমিং পুলের চারদিকে তাকাল। আলবেলা কোথায় ?

কিন্তু তাকে দেখা মাত্র আর একটি সুন্দরী মেয়ে গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল। মেয়েটি এমন একটি সুইমিং কস্টুম পরেছিল যে তার দেহে কিছু ছিল না বললেই চলে।

হ্যালো শবনম, বায়রন মিষ্টি হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল। সেই মিষ্টি হাসি যা দিয়ে বায়রন অনেক নারীর হৃদয় জয় করেছিল।

মেয়েটির নাম শবনম। মাই ডিয়ার বায়রন, সত্যি আমি তোমার উপর বড্ডো রেগে গেছি···শবনমের কণ্ঠে কিছুটা আবদার কিছুটা নালিশের সুর ছিল।

কেন ডার্লিং ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

তুমি অন্যায় করেছ আবার আমাকে ডার্লিং বলতে তোমার একটু লজ্জা করে না।

না, কিন্তু তুমি আমার উপর কেন রেগেছো তার কারণ তো আমাকে বলনি। বায়রন তার গলার স্বর মিষ্টি ও মধুর করবার চেষ্টা করল। মেয়েরা রেগে গেলে কী করে তাদের শান্ত করতে হয় বায়রন তার কৌশল জানত।

এই সেদিন তুমি আর আমি তাজ হোটেলে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম···সেদিনকার কথা মনে পড়ে···শবনম তার গলার স্বর মিষ্টি করবার চেষ্টা করল।

ডার্লিং তোমাকে কী সহজে ভুলতে পারি ? নিশ্চয় সেদিন তাজ হোটেলে বসে আমরা দুজনে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম। এ কথা আমার বিলক্ষণ মনে আছে···বায়রন তার গলার স্বর এমন মিঠি ও মধুর করল যেন শবনমের রাগ পড়ে যায়।

হ্যাঁ, লাঞ্চ খাবার পর তুমি কী করেছিলে মনে আছে ? শবনম আবার নালিশের সুরে বলল।

ঠিক মনে পড়ছেনা। তুমি যদি আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও··· তাহলে কৃতার্থ হব।

শোন ঠিক আইসক্রীম খাবার সময় তুমি টেলিফোনের নাম করে টেবিল থেকে উঠে গেলে। তারপর আর লাঞ্চের টেবিলে ফিরে এলে না। এমন কী পরে আমাকে টেলিফোন করে বললে না তুমি কোথায় এবং হঠাৎ কেন টেবিল থেকে উঠে চলে গেলে। এর পর আমি রাগ করব না কেন বলতে পার ?

নিশ্চয় তুমি রাগ করতে পার। তবে আমি কিন্তু লাঞ্চের বিল এবং ওয়েটারের বকশিস দিয়ে গিয়েছিলাম। আসল কথা কি জান ডিয়ার, আমাদের জীবন এমন ; যে আগে আমাদের কাজ পরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন কিংবা বলতে পার এই প্রেম

ভালোবাসা সবই আমাদের কাজের একটা অঙ্গ একটা মুখোশ। আসলে কাজটি প্রধান এবং প্রেম ভালোবাসা হল এডিশনাল ম্যাথমেটিক্স। এডিশনাল ম্যাথমেটিক্সে তুমি পাশ করতে পার কিংবা নাও করতে পার। আমি দেখছি তোমার কাছে এই এডিশনাল ম্যাথমেটিক্সে ফেল করে গেছি। বায়রন শবনমের রাগ কমাবার চেষ্টা এবং তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কারণ বায়রন আড়চোখে দেখছিল যে আলবেলা দূরে থেকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখছিল। শবনমের পরে আলবেলার সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা কী মধুর হবে সেইটে আন্দাজ অনুমান করতে বায়রনের কোন অসুবিধে হল না। মেয়েদের যা হিংসুটে মন। ইতিমধ্যে বায়রন দেখতে পেল সুইমিং পুল থেকে আর একটি মেয়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি সুন্দরী নাম শিরীন। হঠাৎ বায়রনের মনে পড়ল গত সপ্তাহে শিরীনকে বলেছিল তাকে নিয়ে মিডনাইট ক্লাবে যাবে। কিন্তু বায়রন তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি। এবার শিরীন যদি এসে তাকে পাকড়াও করে তাহলে আজ আর আলবেলার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না কিংবা দেখা হলেও আলবেলা তার সঙ্গে কথা বলবে কিনা সন্দেহ আছে। অতএব বায়রন শবনমকে কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

শোন শবনম, আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্য করব।···কী করে? শবনম কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

তোমাকে সামনের সপ্তাহে মিডনাইট বার ও নাইট ক্লাবে নিয়ে যাব। বায়রন শবনমকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

কবে এবং কখন? শবনম প্রশ্ন করল।

ঠিক বলেছ, কবে এবং কখন? লাঞ্চ না ডিনার? যাক যাই করি না কেন এবার কিন্তু এডিশনাল ম্যাথমেটিক্সে ফেল করব না। শোন ডার্লিং আজ আমার একটা জরুরী কাজ আছে। তাই আগামী সপ্তাহে তুমি আমাকে টেলিফোন কর।

আমি বলব কবে এবং কখন তোমাকে নিয়ে বেরুব···বায়রন শবনমকে।

কিন্তু বায়রন তোমার ঐ সেক্রেটারী ভারী দুষ্টু মেয়ে। উহু দুষ্টু মেয়ে বলব না, হিংসুটে তোমার দপ্তরে টেলিফোন করলেই বলে তুমি দপ্তরে নেই। কখন এবং কবে ফিরবে বলতে চায় না। এছাড়া তোমার ফ্ল্যাটের টেলিফোন নম্বর কিংবা ঠিকানাও দিতে চায় না···অতএব তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কী করে করব? শবনমের এই প্রশ্নে চিন্তার উৎকণ্ঠার রেশ ছিল।

চিন্তা করনা ডার্লিং। আগামী সপ্তাহে আমি দপ্তরেই থাকব। টেলিফোনে আমার সেক্রেটারী জবাব দেবেনা। আমিই তোমার সঙ্গে কথা বলব··বায়রন এই কথা বলে দেখতে পেল শিরীন সুইমিং পুল থেকে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এক্ষুনি বিপদ কাটান দরকার। কারণ সুইমিং পুলের এক প্রান্তে আলবেলা তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল এবং লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

বায়রন শবনম ও শিরীনকে কাটিয়ে আলবেলার কাছে গেল।

আজ আলবেলাকে সত্যি সুন্দরী দেখাচ্ছিল। 'সেক্স' তার দেহের প্রতি অঙ্গে টইটুম্বুর করছিল। আলবেলাকে অর্ধনগ্ন বেশে দেখে বায়রন শিস দিয়ে উঠল।

সুইটি মাই হার্ট বায়রন গলার স্বর খুবই মিষ্টি করল। তার মিহি গলার স্বরে আলবেলার মন ভিজল না, সত্যি তুমি ভারী দুষ্টু বায়রন। তুমি ইচ্ছে করেই এই সুইমিং পুলে আজকের দেখা সাক্ষাৎ-এর বন্দোবস্ত করেছে। কারণ তাহলে তুমি তোমার পুরন বান্ধবীদের, না, বলব তোমার অসংখ্য প্রেমিকাদের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাবে। ঐ যে সুইমিং পুলের গেটের কাছে যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে কথা বলছিল কী নাম তার? এবং ঐ মেয়েটি তোমার ক নম্বর প্রেমিকা?

বায়রন হাসল। বায়রন মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবার সময় কখনও তার মেজাজ হারায় না। তাই মেয়েরা প্রথমে তার উপর রাগ করলেও একটু বাদে তাদের রাগ পড়ে যায়। সত্যি সুইটি, তুমি যে কী বল? আমি কী তোমাকে ছাড়া অন্য কারু কথা ভাবি কিংবা তাদের সঙ্গে প্রেম করি তুমি ছাড়া আমার কোন প্রেমিকা নেই। বায়রন আলবেলাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

এবার আলবেলার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

ডলি সিনহা সিনেমার সুপারস্টার অর্থাৎ ইনগ্রিড বার্গম্যান কিংবা নার্গিস হবার আশায় এবং লোভে তার নাম পরিবর্তন করে আলবেলা রেখেছিল যখন তখন সে কখনই ভাবেনি যে চিত্র জগতে নয়, নাইট ক্লাবের সুপার স্টার অর্থাৎ মার্লিন মনরো হয়েই তাকে থাকতে হবে। কারণ এই ডলি সিনহা সত্যি দেখতে সুন্দরী লোভনীয়, আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু তার অভিনয় করবার পারদর্শিতা ছিল কিনা তার বিচারের দায়িত্ব ছিল প্রযোজক পরিচালকের হাতে। কিছুদিন নতুন নাম নিয়ে চিত্রজগতে অভিনয় করবার আশায় ডলি সিনহা পরিচালক এবং প্রযোজকদের অনেক দাবী, আব্দার, হুকুম সহ্য করেছিল। ডলি সিনহা বুঝেছিল যে বোম্বাই চিত্র জগতে ইজ্জত দেওয়া সহজ কিন্তু অভিনেত্রী হওয়া কঠিন। কিন্তু একবার যখন এ পথে নেমেছে তখন তার ফিরে যাবার পথ ছিল না। ডলি সিনহা এবার আলবেলা ছদ্মনাম নিয়ে মিডনাইট নাইট ক্লাবের ড্যান্সার এবং হোস্টেসের কাজ করতে লাগল। এইখানেই বায়রনের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। বেশ কিছুদিনের পর তাদের বন্ধুত্ব হয় এবং প্রয়োজনে বায়রন আলবেলাকে তার তদন্তের কাজে ব্যবহার করত। অবশ্যি এর জন্যে পারিশ্রমিক দিত।

আলবেলার চরিত্রের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা হল যে পাঁচ মিনিট আলাপ আলোচনার পর সে প্রেমে পড়ে যেত। বিশেষ করে বায়রনের প্রতি তার দুর্বলতা সবচাইতে বেশি ছিল। বায়রন তাকে যে কাজ করতে বলত, সেই কাজ করতে আলবেলা কোনদিন সংকোচ দ্বিধা কিংবা ইতস্তত বোধ করেনি। কিন্তু মেয়েদের মন, কিন্তু অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে বায়রনকে কথা বলতে দেখলে তার মনেও হিংসা হত। আজও শবনমের সঙ্গে বায়রনকে কথা বলতে দেখে আলবেলার মনে হিংসে হল।

কী খাবে বল ?

জিনটনিক। দেখতে পাচ্ছো আমি জিনটনিক খাচ্ছি। আমি ড্রিংকস পাল্টাতে চাইনা, আলবেলার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর ছিল।

বায়রন বেয়ারাকে ডেকে একটা জিনটনিক এবং একটা ব্লাডি মেরীর অর্ডার দিল। বেয়ারাকে আরো বলল: একটু বাদে তারা দুজনে সুইমিং পুলের কাছেই লাঞ্চ খাবে।

ড্রিংকস এল।

বায়রন আলবেলার অভিমান ভাঙাবার জন্যে একটা মুক্তোর হার বের করে বলল: তুমি যে কী বল শেরী এই দেখ তোমাকে কত ভালোবাসি। তোমার জন্যে একটা মুক্তোর মালা নিয়ে এসেছি। বলতে পার তোমার জন্যেই এই বিশেষ উপহার।

অবশ্য বায়রন মিথ্যে কথা বলছিল। মেয়েদের মন খুশি করবার জন্যে বায়রন বেশ কিছু মুক্তোর এবং অন্যান্য প্রেজেন্ট কিনে রেখেছিল। যখনই প্রয়োজন হত তখনই সে মেয়েদের এই সব প্রেজেন্ট দিত। হার দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আলবেলার মন ভিজে গেল।

তুমি সত্যি কথা বলছ বায়রন।

আলবাৎ। তোমাকে ছাড়া আর কাকে ভালোবাসব বল। তোমার সঙ্গে আমার কত দিনের পুরন বন্ধুত্ব। তাই নয় কী? বায়রন দেখতে পেল আলবেলা এই মুক্তোর হারটি সযত্নে নেড়ে চেড়ে দেখছে।

আলবেলা বায়রনকে সংশোধন করে বলল: প্রায় ছ বছর যাবৎ আমরা একে অন্যকে চিনি। আমাদের মধ্যে কত গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু তোমার হৃদয়ে কী প্রেম ভালোবাসা নেই। বায়রন একবার সবার কাছে কেন জোর গলায় বল না যে আমি আলবেলাকে ভালোবাসি। না এর পরিবর্তে আজ এ মেয়ে কাল অমুক মেয়ের সঙ্গে তুমি ঘোরাফেরা কর।

নো, ডিয়ার, তুমি আমার ডার্লিং। যখনই হাতে সময় পাই তখন তোমার কাছে ছুটে চলে আসি। বায়রন আলবেলাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। পরে বলল, এবার বল হার তোমার পছন্দ হয়েছে ?

কিন্তু আলবেলা এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। শুধু বলল বায়রন আমার মনে হয় তুমি মেয়েদের অস্ত্রের মত ব্যবহার কর। যখন যাকে তোমার যে কাজের জন্যে দরকার হয় তখন তুমি তাকে নিয়ে লাঞ্চ ডিনার খাও, কিছু প্রেজেন্ট দাও··· এবার বল আমাকে আজ হঠাৎ দরকার হল কেন ?

বায়রন বুঝতে পারল যে আলবেলার রাগ পড়েনি। এবার সে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বলল এবার তোমার জন্যে কী লাঞ্চের অর্ডার দেব বল। য়ুরোপীয়ান না দিশি ?

না বাপু, আমার য়ুরোপীয়ান লাঞ্চ খাবার কোন ইচ্ছে নেই। এছাড়া এতক্ষণ

দেরী করে আমার বড় তো খিদে পেয়েছে। আমার পেটে খিদে থাকলে আমি কোন চিন্তা ভাবনা করতে পারি না।

বায়রন ওয়েটারকে ডেকে দিশি লাঞ্চের তানদুরী চিকেন, মাটন, বিরিয়ানী চিকেন কোর্মা, ভেজিটেবল সাইড ডিস এবং আইসক্রীমের অর্ডার দিল। অবশ্য আমার জন্যে একটা ডবল ক্লাব স্যাণ্ডউইচ স্যালাড উইথ লেমন। এবং খাবারের সঙ্গে একটা শ্যাম্পাইনের বোতল নিয়ে এসো। মোয়ে শাঁন্দ।

আলবেলা খাবারের মেনু এবং বিশেষ করে শ্যাম্পাইনের অর্ডার দেখে বিস্মিত হল। কী ব্যাপার বায়রন, আজ তুমি এত উদার কেন। আমাকে শ্যাম্পাইন খাওয়াচ্ছ? হঠাৎ তোমার এই মতিভ্রম হল কেন বল তো?

না ডার্লিং, এ আমার মতিভ্রম নয়। আজ আমাদের ছ বছরের বন্ধুত্বকে সেলিব্রেট করছি।

উহু যখনই তুমি আমাকে কোন প্রেজেণ্ট দাও, শেরটন কিংবা তাজে লাঞ্চ ডিনার খেতে নেমন্তন্ন কর, তখনই আমি বুঝতে পারি যে তোমার এ প্রেম সোহাগের পেছনে কোন মতলব, বলতে পারো উদ্দেশ্য আছে। অবশ্যি আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করব·· কিন্তু এবার যদি তোমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বল তাহলে তুমি আমাকে অনেক চিন্তা ভাবনার হাত থেকে রেহাই দেবে।

বায়রন আলবেলার কথার জবাব দেবার আগে ওয়েটারকে বলল: আমাদের দুজনের জন্যে একটা হুইস্কি অন দি রক্‌স। অবশ্যি আমার গ্লাস হবে হুইস্কি ফোর ফিংগার, অর্থাৎ ডবল ডবল স্কচ।

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে গেল। একটু বাদে লাঞ্চ নিয়ে এল। এবার বায়রন আলবেলাকে জিজ্ঞেস করল: ডার্লিং তুমি আমার বিজনেস পার্টন্যার বিনোদ কাপুরকে চেনো?

বিনোদ কাপুরের নাম শুনে আলবেলার চোখে মুখে বিরক্তির রেশ ফুটে উঠল। বেশ জোর গলায় বলল: সত্যি বায়রন তুমি একেবারে মানুষ চিনতে পার না। নইলে ঐ লোকটাকে তোমার বিজনেস পার্টনার কর। কী আছে ঐ লোকটার? না, আমি বিনোদ কাপুরকে একেবারেই দেখতে পারি না। ওকে দেখলেই আমার কী মনে হয় জানো? ঘেন্না হয়। আমি তাকে দুচোখে দেখতে পারি না। লোকটাকে আমি ভদ্রলোক বলব না।

বায়রন এবার আলবেলার হাত দুটি টেনে তার বুকের নিয়ে গেল। ডার্লিং তুমি ঠিক বলেছ? আমারও এই বিনোদ কাপুরকে একেবারে পছন্দ হয় না। লোকটা আমাকে বেশ বিরক্ত করছে এবং বলতে পার, আমার জীবনে অশান্তি এনেছে।

আলবেলা বায়রনের হাতের স্পর্শ পেয়ে উত্তেজিত হল। তুমি ঠিক বলেছ বায়রন, লোকটা ইতর অভদ্র।

বেশ এবার বল বিনোদের সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছিল।

দুদিন আগে। মিডনাইট বার অ্যান্ড নাইট ক্লাবে এসেছিল। আমার টেবিলে এসে বসল। ভেবেছিলাম শ্যাম্পাইনের অর্ডার দেবে। ওয়েটারকে বলল: দুটো বিয়ার নিয়ে এসো। এমন কী হুইস্কীরও অর্ডার দিল না। তারপর বউকে গালমন্দ করতে লাগল। এবার আলবেলা গলার স্বর নিচু করে বলল: আচ্ছা বলতো বউর সঙ্গে ওর কী ঝগড়া বিবাদ চলছে নাকি? বউকে অসভ্য ইতর ভাষায় গালমন্দো করল। আমি ওর ঘর সংসারের খবর রাখি না কিন্তু ওর বউ, কী জানি তার নাম, লিলি কাপুর, ওকে আমার ভারী পছন্দ। চমৎকার দেখতে। যেন একেবারে ডানাকাটা পরী। এমন সুন্দর মেয়ে কী খারাপ চরিত্রের হতে পারে? তুমি বলনা বায়রন সুন্দরী মেয়েরা কী খারাপ চরিত্রের হয়?

সুন্দরী মানে এই ডানাকাটা পরী, বলতে তুমি কী বলতে চাও? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

সুন্দরী ডানাকাটা পরী মানে পরীর মত দেখতে। যার দেহে সৌন্দর্য এবং 'সেক্স' জড়িয়ে আছে।

এবার বল বিনোদ তার বউকে নিয়ে কী বলেছিল?

অবাক হয়ে আলবেলা বায়রনের মুখের দিকে তাকাল। হয়ত বায়রনের প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারল না। তুমি হঠাৎ একথা জানতে চাইছ কেন? আলবেলার প্রশ্নে ছিল কৌতূহল।

তাহলে তোমাকে সব কথা খুলে বলা দরকার। তোমার এই ডানাকাটা পরী মানে বিনোদের স্ত্রী তার স্বামী এবং আমার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে ··এই বলে বায়রন শ্যাম্পাইনের বোতল খুলে আলবেলার গ্লাসে এবং নিজের গ্লাসে শ্যাম্পাইন ঢালল। চীয়ার্স বায়রন শ্যাম্পাইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল। আলবেলাও এক চুমুকে শ্যাম্পাইনের গ্লাস শেষ করে বায়রনের দিকে গ্লাসটি এগিয়ে দিল। বায়রন আবার তার গ্লাসে শ্যাম্পাইন ঢালল।

সত্যি বায়রন এই শেরটনের সুইমিং পুলের লাঞ্চ, শ্যাম্পাইন, গয়না প্রেজেন্ট, এসব যেন আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এবার বল তুমি আমার প্রতি এত সোহাগ দেখাচ্ছো কেন? উহুঁ, বায়রন তুমি বিনা উদ্দেশে কোন কিছু কর না।

তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। বায়রন তার শ্যাম্পাইনের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল।

দাঁড়াও, লিলি কাপুরের কথাটা বলি। লিলি কাপুর আমাকে একদিন বলেছিল তার স্বামীকে সে ডিভোর্স করতে চায়। কারণ বিনোদ তার স্বামী হবার উপযুক্ত নয়। হয়ত এই ডিভোর্স পাবার জন্যে বিনোদের স্ত্রী·· কথা বলতে বলতে আলবেলা থেমে গেল এবং কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হল। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল। তারপর বলল হ্যাঁ লিলিও তার স্বামীকে দুচোখে দেখতে পারেনা! ভাবছে কী করে স্বামীকে ডিভোর্স করা যায়? অবশ্য কোর্টে গিয়ে নালিশ করলে এই ডিভোর্স পাবার জন্যে তার একজন বিবাদী দরকার হবে।

অর্থাৎ এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যেন বিনোদ কোর্টের কাছে গিয়ে বলে, হুজুর আমার স্ত্রী'র একজন প্রেমিক আছে। আমাকে ডিভোর্স দিন। কোর্ট তার আর্জি মঞ্জুর করবে।

সত্যি আলবেলা তুমি বুদ্ধিমতী। তোমার এত বুদ্ধি থাকতেও ফিল্ম ডিরেক্টররা কেন তোমাকে ফিল্মে অভিনয় করবার সুযোগ দিল না ভেবে পাই না, এই বলে বায়রন আলবেলার গ্লাসে আরো খানিকটা শ্যাম্পাইন ঢালল।

আলবেলা মৃদু আপত্তির সুরে বলল ঃ ডার্লিং আমার কিন্তু একটু নেশা হচ্ছে। হবে না কেন বল? প্রথমে জিন টনিক তারপর স্কচ অন দি রকস্। তারপর মোয়ে শাঁজদ শ্যাম্পাইন। না, বায়রন তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগে। আই লাভ ইউ। রিয়েলি, জেনুইন লাভ মানে আমার প্রেমে কোন খাঁদ নেই। নির্ভেজাল প্রেম। কথা বলতে বলতে আলবেলা একটু থেমে গেল। তারপর আবার বলতে লাগল ঃ আচ্ছা তুমি কী বলছিলে? বিনোদ তার স্ত্রী সম্বন্ধে কী বলেছিল? অনেক কিছু, শুধু বউকে গালমন্দো করল না। তোমাকে অসভ্য ইতর ভাষায় গালমন্দো করেছিল। তার এই ব্যবহার আমার একেবারে ভালো লাগেনি। বউকে সে যা খুশি বলুক কিন্তু তোমাকে গালিগালাজ করল কেন? বলছিল সে তোমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। তুমি নাকি ওর বউর সঙ্গে গোপনে প্রেম করছ। তুমি ওর সংসারে আগুন দেবার চেষ্টা করছ।

শুধু এই কথা বলেছিল? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

না, বিনোদ প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি যে তুমি ওর বউকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করছ। ভেবেছিল ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছ। হয়ত স্বামীর মনে একটু হিংসা মানে জেলাসি সৃষ্টি করবার জন্যেই এই প্রেমের অভিনয় করছ। কিন্তু সেদিন বিনোদের কথাবার্তা বলবার ঢং দেখে বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটি সিরিয়াস, অনেকদূর গড়িয়েছে। একেবারে ছেলেখেলা নয়। ডার্লিং সত্যি তুমি যদি বিনোদের বউয়ের সঙ্গে গোপনে প্রেম করে থাকো তাহলে সাবধানে থেকো। কারণ বিনোদ প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করতে পারে। বলা যায় না তোমাকে খুন করতে পারে।

তুমি চিন্তা করনা আলবেলা। আমি বিনোদের বউর সঙ্গে প্রেম করছি না এবং আমাকে নিয়ে তোমার কোন চিন্তা ভাবনা করবার দরকার নেই...এবার আমার একটা কথার জবাব দাও।

কী কথা? আলবেলার এই জবাবে নেশার আভাস পাওয়া গেল।

আলবেলা জানি তুমি বিনোদকে পছন্দ কর না, কিংবা তাকে ভালোবাসো না। কিন্তু তোমার প্রতি বিনোদের কী কোন দুর্বলতা নেই।

আলবেলা কী জানি ভাবল। বলল ঃ দাঁড়াও, তোমার এই প্রশ্নের জবাব একটু চিন্তাভাবনা করে দিতে হবে। তুমি কী বলছিলে? বিনোদের আমার প্রতি কোন দুর্বলতা আছে কিনা? সত্যি এতদিন আমি কিন্তু কখনও ভাবিনি বিনোদ আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। এবার তুমিই আমাকে কথাটা মনে করিয়ে দিলে।

হ্যাঁ, আমার মনে হয় বিনোদ আমাকে চায়। বলতে পার ভালোবাসে। তবে তার এই প্রেম কতটা গভীর জানি না। সাধারণত যখন তার কোন মদের নেশা থাকে না কিংবা জুয়ো খেলায় হারে না তখন বিনোদ যদি আমাকে দেখতে পায় তাহলে সে আমার সঙ্গে মিষ্টি প্রেমের সুরে কথা বলে। দুচারটে সুখদুঃখের গল্প করতে চায়। হয়ত আমার সঙ্গে প্রেম করাই তার ইচ্ছা। কিন্তু কখনই মুখ ফুটে প্রেম নিবেদন করেনি।

তুমি ওর সঙ্গে প্রেম করবার কোন চেষ্টা করনি? বায়রন কৌতূহলের সঙ্গেই এই প্রশ্ন করল।

তুমি আমাকে কী ভেবেছ বল তো? আলবেলা রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল। বলেছি তো বিনোদকে আমার একেবারে পছন্দ হয় না। প্রেম করা তো দূরের কথা। কোনদিন আমাকে লাঞ্চ ডিনারে নিমন্ত্রন্ন করেনি। এছাড়া কোন প্রেজেন্ট দেয়নি। মেয়েদের মন খুশি করতে হলে তাদের কখনও কখনও কিছু প্রেজেন্ট দিতে হয়, সিনেমায় নিয়ে যেতে হয়, এবং লাঞ্চ ডিনারে নেমন্তন্ন করতে হয়।

বল বায়রন. আমি কী দেখতে খারাপ। আমার দেহে কী কোন সেক্স নেই। আমি কি সুন্দরী নই···আলবেলা শেষের কথাগুলিতে জোর দিয়ে বলল।

কী যে বল আলবেলা। তোমাকে দেখলে যে কোন পুরুষ তোমার কাছে ভোমরার মত ছুটে আসবে। এবার তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করছি। মন দিয়ে আমার প্রস্তাব শোন। যদি আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে পার তাহলে তোমার ইনাম মিলবে পাঁচ হাজার টাকা।

তুমি সত্যি কথা বলছ বায়রন। রসিকতা করছ না তো? আলবেলার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের সুর ছিল।

কী যে বল। এই নাও আড়াই হাজার টাকা অ্যাডভান্স পেমেণ্ট। বাকী আড়াই হাজার কাজ শেষ করবার পর পাবে, বায়রন পাঁচশো টাকার পাঁচ খানা নোট আলবেলার হাতে তুলে দিল।

এবার তোমার কাজটা কী একটু খুলে বল। অর্থাৎ কী করলে আমি বাকী আড়াই হাজার টাকা পাব?···আনন্দে খুশিতে টগবগ হয়ে আলবেলা জিজ্ঞেস করল। সত্যি বায়রন, তুমি একেবারে ডার্লিং, তোমার মন যে এত উদার এবং তুমি যে আমাকে ভালবাসো তার প্রমাণ আজ পেলাম। এবার তোমার কী কাজ করতে হবে আমাকে ব্যাখ্যা করে বল।

শোন, তোমাকে বিনোদ কাপুরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে···। তোমার এই প্রেম ভালোবাসা এত নিখুঁত হবে যেন বিনোদ বুঝতে না পারে তুমি শুধু তার সঙ্গে অভিনয় করছ। কারণ এই প্রেম ভালোবাসার সময় হয়তো বিনোদের মন দুর্বল হবে। ঐ সময়ে তুমি তার মনের সব কথা জানবার চেষ্টা করবে··। প্রয়োজন হলে তুমি তাকে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ তোমার ফ্ল্যাটে গেলে বিনোদ নিশ্চিন্ত মনে তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবে। আমি বিনোদের মনের কথা জানতে চাই। বায়রন আলবেলাকে কী কাজ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলল।

সত্যি এই কাজটি সহজ নয়। তুমি জান বায়রন আমি যদি কারো সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করি, কিছুদিন পরে ঐ অভিনয় বাস্তব হয়। অর্থাৎ আমি তার প্রেমে পড়ি এবং আমার মনের দুর্বলতা প্রেমিকের কাছে বলে ফেলি। তাই আমার ভয় হয় এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হবে?

বলি কী হবে। হয়ত বিনোদ তার স্ত্রীকে ডিভার্স দেবে।

কিন্তু ডিভোর্স পাবার জন্যে একটা কারণ দরকার হয়। কিংবা বিবাদীর প্রয়োজন হবে। বলি এই ডিভোর্স কেসের বিবাদী কে হবে? আলবেলা বেশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

আমি ছাড়া কে হতে পায়? বিনোদ ভাবছে আমি ওর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছি ...বায়রন জবাব দিল।

কিন্তু কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই অভিযোগ সত্যি। প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করলে কোর্ট বিশ্বাস করবে কেন? আলবেলা তার মনের কৌতূহল প্রকাশ না করে পারল না।

প্রমাণ, হ্যাঁ আলবেলা তুমি সত্যি কথা বলেছ। কিন্তু আইন-আদালতের কাছে প্রমাণ এমন একটা জিনিস যাকে আদৌ বাস্তব কিংবা সত্যি কথা বলা যায় না। আসল কথা আমাদের কোর্টের জজেরা সাধারণত যে কোন মুখরোচক কাহিনী শুনলে তারা অবাস্তব কাহিনীকেও সত্যি এবং বাস্তব বলে ধরে নেন। যে কোন প্রমাণ পেশ করলেই হল।

আলবেলা কী জানি ভাবল। তারপর বলল, এবার আমার কাছে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার হয়েছে? আমি বুঝতে পেরেছি তোমাকে কে এই ডিভোর্স কেসে বিবাদী করবার চেষ্টা করছে।

কে? বায়রন জানবার ঔৎসুক্য দেখাল।

লিলি কাপুর। কারণ মিসেস কাপুর আমাকে বলেছিলেন তিনি বিনোদের হাত থেকে ছাড়া পেতে চান। আর এই ব্যাপারে তুমি ওকে সাহায্য করতে পার ..অর্থাৎ তুমি যদি এই ডিভোর্স কেসে বিবাদী হও, তাহলে কোর্ট সহজেই এই ডিভোর্স দেবেন। কারণ আমি একথাও জানি মিসেস কাপুর, তোমাকে পছন্দ করেন এবং চান।

সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী আলবেলা। এত সহজে তুমি যে আমার মনের কথা বুঝবে ভাবিনি। এবার আমার কাজের কথা বল? আমি যা ভাবছি করতে পারবে?

পারব না কেন ডার্লিং। তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি সব কাজ করতে পারব। সেই কাজ যতই দুঃসাধ্যকর হক না কেন। তুমি জেনে রাখ তোমার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার গলার স্বর মিষ্টি করে আলবেলা বলল আই লাভ ইউ ডার্লিং। সত্যি তুমি ছাড়া আমার জীবনে কেউ নেই। তুমি যা বলবে তাই করব। বিনোদকে আমি প্রেম দরিয়ায় ডোবাব এবং তার মনের কথা জেনে নেব। শুধু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ ? বায়রন জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

অতি সহজ কাজ। একটা কলম আর চেক বই থাকলেই হল। তুমি বাকী আড়াই হাজারের চেক লিখে রাখ।

বায়রন আলবেলাকে ধন্যবাদ জানাল। বলল বিনোদের পেট থেকে খবরগুলি বার করতে পারলেই সব খবর আমাকে টেলিফোন করে জানাবে। না দপ্তরে টেলিফোন কর না। আমার ফ্ল্যাটের প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর তোমাকে দিচ্ছি। সাধারণত এই নম্বর আমি কাউকে দিই না। কিন্তু তুমি আমার 'লাভার', তোমাকে আমার প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর দেব না তো কাকে দেব। একটা কাগজে বায়রন তার প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর লিখে দিল।

একটু বাদে ওয়েটার লাঞ্চের এবং ড্রিংকসের বিল নিয়ে এল।

মোট দু হাজার টাকার বিল হয়েছিল।

বিলে টাকার অঙ্ক দেখে আলবেলা শুধু অস্ফুট ধ্বনি করে বলল, 'গুড লর্ডস' ! সত্যি বায়রন তুমি একেবারে প্রিন্স আগা খাঁন।

শেরটনে লাঞ্চ শেষ করে বায়রন তার দপ্তরে যখন ফিরে এল তখন বিকেল চারটে।

নিজের দপ্তরে বসে বায়রন গত চারদিনের ঘটনাগুলি নিয়ে আবার রোমন্থন করতে শুরু করল। পুনাতে যাবার পর বায়রন প্রথমে জানতে পেরেছিল যে বিনোদ মদ খাচ্ছে এবং দপ্তরে কাজ করতে আসছে না। বিভিন্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর রিপোর্টগুলি তৈরি করেনি ? কিন্তু তারপর বায়রন আরো অনেক ঘটনা জানতে পেরেছি,: বায়রনের মনে হয়েছে, এইসব ঘটনার পেছনে আরো অনেক রহস্য জড়িয়ে আছে। লিলি কেন বিনোদের কাছ থেকে ডিভোর্স চায়। শুধু কী বায়রনকে পাবার জন্যে। না এই ডিভোর্স চাইবার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে। বায়রনের ইচ্ছা হল একবার বিনোদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে মন খুলে সব কথা বলে। নইলে লিলি হয়ত তার স্বামীর মনকে আরো বিষাক্ত করে তুলবে।

বায়রনের চিন্তায় বাধা পড়ল। ইন্টারকমে মিরিয়াম বলল স্যার, মেহতা ডিটেকটিভ এজেন্সির ইন্সপেক্টর অরবিন্দ পারেখ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ? আপনি ওকে আজ বিকেল চারটার সময়,দেখা করতে বলেছিলেন। একটু বাদে অরবিন্দ পারেখ তার ঘরে ঢুকল। বয়স বেশি নয়। হয়ত সাতাশ-আঠাশ হবে। দেখলেই মনে হয় অরবিন্দ পারেখ একজন স্পোর্টসম্যান।

অরবিন্দ পারেখ ঘরে ঢুকেই বলল স্যার আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন। সাধারণত ডিটেকটিভ এজেন্সী এবং সরকারি দপ্তরে বায়রনের যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাই পারেখ বায়রনকে সম্মান করে কথা বলতে লাগল।

কফি না হুইস্কি ? বায়রন অরবিন্দ পারেখকে জিজ্ঞেস করল।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে হুইস্কী দিন স্যার।

আরে আমার আপত্তি থাকবে কেন বল। তবে এখনও সন্ধ্যা তো হয়নি ভাই, তোমাকে এই প্রশ্ন করলাম।

এই বলে বায়রন দুটো গ্লাসে হুইস্কী ঢাললো। বলাই বাহুল্য তার হুইস্কি ছিল ভাল স্কচ।

শোন অরবিন্দ তোমাকে স্মরণ করেছি তার কারণ বলছি। আমার পার্টনার বিনোদ কাপুর তোমাকে ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স এবং 'নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কিছু কেসের তদন্ত করবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন? কেসগুলি নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই···

নিশ্চয় স্যার। বলুন আপনি কী জানতে চান? সব কেসগুলির তদন্ত রিপোর্ট তো আমি পাঠিয়েছি। মিরিয়াম আমাকে বলল রিপোর্টগুলি সবই কোম্পানীতে পেঁছে দেওয়া হয়েছে।

বিনোদ তোমাকে এই কাজের দায়িত্ব কবে দিয়েছিলেন? বায়রন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। আমাকে উনি বললেন আপনি বোম্বাই-এর বাইরে। কবে ফিরবেন কেউ জানে না। মিঃ কাপুরও তার ব্যক্তিগত কিছু কাজে ব্যস্ত আছেন। তাই উনি আমাকে অনুরোধ করলেন রিপোর্টগুলি তৈরি দিতে। অবশ্য এই রিপোর্টগুলি তৈরি করবার জন্য উনি আমাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছেন। রিপোর্টগুলি তৈরি করতে অবশ্য বেশি সময় নিইনি।

বায়রন মন দিয়ে অরবিন্দ পারেখের কথাগুলি শুনল! প্রথমে কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

তোমাকে আরও একটা প্রশ্ন করব? যখন বিনোদ এই রিপোর্টগুলি তৈরি করতে বলল তখন ওর মনের অবস্থা কী রকম ছিল? অর্থাৎ উনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না মদের নেশায় ছিলেন।

এবার জবাব দেবার সময় অরবিন্দ পারেখ একটু হাসল। বলল আমার সঙ্গে উনি যখন কথাবার্তা বলছিলেন তখন অবশ্য উনি নেশা করেন নি। তবে বাজারে একটা গুজব আছে আজকাল উনি বড্ডো মদ খাচ্ছেন।

এছাড়া বিনোদ তোমাকে আর কিছু করতে বলেছিলেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল?

এবার জবাব দিতে অরবিন্দ পারেখ বেশ কিছু সময় নিল। স্যার একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না। বিনোদ কাপুর আপনাকে বড্ডো গালমন্দো করছিলেন। দেখতে পেলাম আপনার উপর উনি বড্ডো রেগেছেন। উনি আমাকে বললেন বোম্বাই শহরের আন্ধেরীর কাছে 'প্লাজা হোটেল' নামে একটি ছোট হোটেল আছে। উনি খবর পেয়েছেন যে আপনি নাকি ঐ হোটেলে কিছুদিন আগে ওর বউকে নিয়ে রাত কাটিয়েছেন।

আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন ঐ প্লাজা হোটেল নিয়ে তদন্ত করে দেখি বাজারের এই গুজব সত্যি কিনা? অর্থাৎ ওনার মিসেস আপনার সঙ্গে ঐ প্লাজা হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন কিনা?

তুমি কী করলে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

না, স্যার ঐ ধরনের তদন্ত করা আমার লাইন নয়। আমি তাই স্পষ্ট বলে দিলাম, মাপ করবেন স্যার আমি এই ধরনের পুলিশের কাজ করি না। আপনি অন্য কাউকে এই তদন্তের কাজ দিতে পারেন। আমার জবাব শুনে উনি চুপ করে রইলেন।

তোমার এই খবরগুলির জন্যে ধন্যবাদ : বায়রন বলল।

অরবিন্দ পারেখ চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মিরিয়াম তার বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল।

কোন জরুরী কাজ কিছু আছে? বায়রন মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করল।

নো স্যার। শুধু রীনা কাপাডিয়া আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন। জানতে চাইছিলেন আপনি কী বোম্বাইতে আছেন। বললেন উনি অনেকদিন আপনার দেখা পান নি। আমি অবশ্যি বলে দিয়েছি আপনি কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের বাইরে গেছেন। কোথায় আমি জানি না।

থ্যাংকস মিরিয়াম! তোমার এই সহযোগিতার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। তুমি জানো কাকে কখন কী ধরনের জবাব দিতে হবে। আচ্ছা গুড নাইট অ্যান্ড সুইট ড্রিম।

গুড নাইট স্যার। মিরিয়াম মিষ্টি গলায় বলে চলে গেল।

বায়রন হেঁটেই তার নরিম্যান পয়েন্টের ফ্ল্যাটে চলে গেল।

তার চিঠির বক্সে একটি চিঠি ছিল। খামের উপরে ভারত সরকারের সীল ছিল। চিঠিখানা আই বীর ডিরেক্টর সুধাকর নাদকারনী লিখেছে। নিশ্চয় আই বী দপ্তরের কোন সাইকেল পিয়ন এসে চিঠিখানা তার চিঠির বাক্সে রেখে গেছে। বায়রন মনে মনে সুধাকর নাদকারনীকে ধন্যবাদ জানাল। নাদকারানীর কাছ থেকে এত শিগ্গির জবাব পাবার আশা সে করেনি। নাদকারনী তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল।

প্রিয় বায়রন

কাল তোমার কাছ থেকে টেলিফোন পাবার পর মাধবন শংকর আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কাছ থেকে আমি কোন টেলিফোন পেয়েছি কিনা কিংবা তুমি আমার সঙ্গে দেখা করেছ কিনা? কথা প্রসঙ্গে মাধবন শংকর আমাকে বললেন, অরুণ শ্রীবাস্তব, বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সে, অর্থাৎ দিল্লীতে ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ জি-টু সেকশনে কাজ করেন।

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কিছু ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং সৈন্যবাহিনীর সৈন্য কল্যাণ শহরে প্লেন থেকে প্যারাসুট দিয়ে লাফ দেবার ট্রেনিং নিচ্ছিল। অরুণ শ্রীবাস্তব ছিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। এই সময়ে তিনি ছিলেন 'মেজর' এবং ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি হেডকোয়ার্টার্সে ব্রিগেডিয়ারের পদে কাজ করছেন। আগামী মাসে তিনি হবেন মেজর জেনারেল।

কল্যাণ শহরে যে সব সৈন্য বাহিনী এই প্যারাস্যুট ট্রেনিং নিচ্ছিল তাদের থাকবার এবং ট্রেনিং দেবার অফিসের জন্যে একটি বড় বাড়ির প্রয়োজন ছিল। এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে এই বাড়ি খুঁজে বার করবার দায়িত্ব ছিল অরুণ শ্রীবাস্তবের উপর। তিনি অনেক চেষ্টা করে একটি বড় বাড়ির সন্ধান পান। কিন্তু বাড়ির মালিক, এক ভদ্রমহিলা, সহজে এই বাড়ি সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দিতে রাজি ছিলেন না।

প্যারাস্যুট ট্রেনিং বাহিনীর একজন ট্রেনি অফিসার উইং কমাণ্ডার দীপক খান্না এই বাড়ি ভাড়া করা এবং অরুণ শ্রীবাস্তবের সম্বন্ধে কিছু খবর আমাকে দিয়েছেন। দীপক খান্না সদ্য হালে বিমান বাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তিনি বোম্বাইতে আছেন। যদি তুমি এই বিষয়ে আরো কিছু খবর চাও, তাহলে দীপক খান্নার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। তিনি হয়ত তোমার বিবিধ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন। দীপক খান্নার বর্তমান বাড়ির ঠিকানা হল ৭/১ লিংক রোড, সান্টাক্রুজ।

দীপক খান্না বলেছেন যে বাড়ির মালিকের বয়স খুব বেশি ছিল না। হয়ত পঁচিশ ছাব্বিশ। ভদ্রমহিলা শুধু সুন্দরী ছিলেন না, তিনি ছিলেন হালচাল কায়দাদুরস্ত একজন স্মার্ট ভদ্রমহিলা। এই বাড়ির মালিককে ভদ্রমহিলা বলছি কারণ ঐ সময়ে তিনি বিবাহিতা ছিলেন। আমরা অবশ্যি দুবছর পরে 'কল্যাণ' থেকে চলে আসি তখন বাজারে একটি গুজব শুনেছিলাম যে ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এবং কল্যাণ শহরে ঐ বড় বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। শুনেছিলাম তার একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি তার বাপের কাছে থাকে। বর্তমানে মেয়েটির বয়স বছর দশেক বেশি হবে না। কিন্তু আমরা ঐ মেয়েটিকে 'কল্যাণ' শহরে দেখিনি।

দীপক খান্না আরো বলেছেন, অনেক চেষ্টা করে অরুণ শ্রীবাস্তব ঐ বাড়িটি সৈন্য বাহিনীর জন্যে সংগ্রহ করেন। বাড়ির মালিকের কাছেই একটি ছোট বাড়ি ছিল। বাড়ির নাম ছিল 'গোধুলিয়া' ভদ্রমহিলা বড় বাড়িটি সৈন্যবাহিনীর কাছে ভাড়া দেবার পর ঐ 'গোধুলিয়া' বাড়িতে থাকতেন। দীপক খান্না বলেছেন ভদ্রমহিলা এখনও ঐ বাড়িতে আছেন তবে তার বান্দ্রায় একটি ফ্ল্যাট আছে। প্রতি সপ্তাহে তিনি একবার ঐ ফ্ল্যাটে থাকেন।'

এই বাড়ি ভাড়া করা নিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে অরুণ শ্রীবাস্তবের পরিচয় হয়, এবং পরে তাদের বন্ধুত্বও হয়েছিল। এই বন্ধুত্ব কতটা গাঢ় এবং দৃঢ় হয়েছিল তার জবাব আমি দিতে পারব না···হয়ত এই ব্যাপারে দীপক খান্না আরো আলোকপাত করতে পারবেন। তবে দীপক খান্নার সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে সৈন্য এবং বিমানবাহিনীর ট্রেনিং অফিসারদের মধ্যে অরুণ শ্রীবাস্তব বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন তাদের বক্তব্য ছিল শ্রীবাস্তব সজ্জন, অমায়িক ভদ্রলোক। অতএব তার ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ কোন কানাঘুষো করেনি।

আমি জানি না এই সব অসংলগ্ন, টুকরো সংবাদ তোমার তদন্তে কোন কাজে লাগবে কিনা ? তবে আমার মনে হয় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্যে তোমার একবার দীপক খান্নার সঙ্গে দেখা করা দরকার। তাহলে তুমি হয়ত যে সব খবর জানতে চাও, তা জানতে পারবে। দীপক খান্নাকে তুমি লাঞ্চে নেমন্তন্ন করো এবং যদি এক বোতল শ্যাম্পাইন খাওয়াতে পার তাহলে দীপক খান্না অতি সহজেই তার মুখ খুলবেন। ইতি

সুধাকর নাদকারনী

পুনশ্চ, আমি দীপক খান্নাকে বলেছি যে তুমি হয়ত এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। যদি কর তাহলে আমার নাম ব্যবহার করতে পার।

বায়রন সুধাকর নাদকারনীর চিঠিখানা দু'-তিনবার পড়ল। কিন্তু তার আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় খবর দরকার। অতএব দীপক খান্নার সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বায়রন দীপক খান্নার লিঙ্ক রোডের ঠিকানায় একটি চিঠি দিল। চিঠিতে লিখল আমি কে হয়ত আপনার বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। সুধাকর নাদকারনী নিশ্চয় আপনার কাছে আমার পরিচয় এবং আমি কী চাই তার আভাস দিয়েছেন। যাক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আপনার সঙ্গে একবার দেখাসাক্ষাৎ হওয়া দরকার। যদি আপনার কোন অসুবিধে না থাকে তাহলে পরশু জুহু বীচ হোটেলে লাঞ্চের জন্যে আপনার প্রতীক্ষা করব। চিঠিখানা পোস্ট করবার পর বায়রন তার ফ্ল্যাটে এসে একটি গ্লাসে ডবল হুইস্কি ঢালল। নিজের রেস্তোরাঁ ছোকরা বাচ্চুকে ডেকে বলল একটা ক্লাব স্যাণ্ডউইচ এবং অনিয়ন স্যুপ নিয়ো এসো।

ক্লাব স্যাণ্ডউইচ এবং অনিয়ন স্যুপ বায়রনের প্রিয় লাঞ্চ এবং ডিনার। হুইস্কি গলায় ঢালবার পর বায়রনের দেহের ক্লান্তি চলে গেল। এবার সে ভাবতে শুরু করল এর পর তার কী কর্তব্য। কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়ল।

টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে আলবেলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আলবেলার কথা থেকে বায়রন বুঝতে পারল যে দু চার পেগ হুইস্কি তার পেটে পড়েছে।

বায়রন ডারলিং, শোন তুমি যে খবর চাইছ তার বেশ কিছু খবর আমি সংগ্রহ করেছি। এবার বল বাকী আড়াই হাজার টাকা পাবো ?

তুমি কী খবর সংগ্রহ করেছ এবং সেই খবর আমি চাই কিনা তা বিচার করে বলব তোমাকে বাকী আড়াই হাজার টাকা দেওয়া উচিৎ কিনা ? বায়রন এই বলে তার হুইস্কির গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিল। এবার বল বিনোদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

বিনোদ এখন অবধি ক্লাব কিংবা বারে আসেনি। তবে তার বউ লিলি কাপুর

সন্ধ্যা সাতটার সময় বারে এসেছিল। ঐ সময়ে বারে বেশি লোক ছিল না। আমি, লোটন এবং আরো দু চারজন মাত্র খদ্দের ছিলাম।

লিলি এই সময়ে কেন বারে এসেছিল? স্বামীর খোঁজে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

হয়ত। কিন্তু হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় বারে আসবার কারণ আমি জানি না। সাধারণত লিলি আমার সঙ্গে বেশি কথা বলে না। কিন্তু আজ যেচেই আমার সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করল। বলতে পার মেয়েলি গল্প···

বায়রন জানবার কৌতূহল চাপতে পারল না। উৎসুক স্বরে জিজ্ঞেস করল আলোচনার বিষয় কী জানতে পারি?

লিলি অধিকাংশ সময় স্বামীর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেছিল। অনেক কথা। বলল বিনোদ কাপুরকে তার একেবারেই পছন্দ হয় না। বিনোদ তার স্বামী হবার উপযুক্ত নয়। অতএব লিলি বিনোদের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে। ডিভোর্স চায়।

লিলি তোমার নাম জড়িয়ে অনেক কথা বলল। বলল বিনোদ লিলিকে এবং তোমাকে সন্দেহ করছে? বলছে তোমাদের দুজনের গোপন প্রেমের খবর বিনোদ জানতে পেরেছে। বিনোদ এর প্রতিশোধ নিতে চায়। কী ধরনের প্রতিশোধ বিনোদ নেবে লিলি বলতে পারল না।

জান বায়রন লিলি যখন এই সব কথা বলছিল তখন তাকে উত্তেজিত মনে হল।

লিলি বলল জানো আলবেলা আমি ভাবছি বিনোদকে নিয়ে কী করব?

অর্থাৎ ডিভোর্সের কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঠিক বলেছ। আমার মনে হয় কী বিনোদ আগে এই প্রেমের খবরে উত্তেজিত হয়েছিল, এখন তার মনের উত্তেজনা অনেকটা কমে গেছে।

আদৌ বিনোদ এই ডিভোর্সের ব্যাপারে আর এগোবে কিনা, একথা লিলি স্পষ্ট করে বলতে পারল না।

বিনোদ কোথায়? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

সেই কথাই তোমাকে বলছি। লিলি বলল বিনোদ কোথায় আছে এবং রাত এগারটা-বারোটার সময় কোথায় থাকবে আমি জানি। কিন্তু আমি ঐখানে গিয়ে বিনোদকে বিরক্ত করতে চাই না।

কোথায় থাকবে? আলবেলা লিলিকে জিজ্ঞেস করল। এই প্রশ্নের জবাব দিতে লিলি একটু সময় নিল। পরে আমাকে লিলি বলল, আলবেলা বিনোদ রাত এগারটা-বারোটায় সময় কোথায় থাকবে আমি জানি। শোন, হর্নম্যান সার্কেলের মন আমুর নামে একটি ছোট প্রাইভেট ক্লাব আছে। প্রাইভেট ক্লাব বলেই অনেক রাত অবধি ওখানে মদ পাওয়া যাবে। ঐ প্রাইভেট ক্লাবের মালিক ক্লাবের ঠিক পেছনেই থাকেন। ওখানেই তার অফিস এবং থাকবার ফ্ল্যাট, পরে আমি যখন

লিলিকে বললাম হর্নিম্যান সার্কেলে মন আমার নামে কোন প্রাইভেট ক্লাব আছে বলে জানি না। আমি অনেক দিন ধরে নাইট ক্লাবের সঙ্গে জড়িত আছি। বোম্বাই-এর কোন তল্লাটে কোন নাইট ক্লাব, কোন প্রাইভেট ক্লাব আছে আমি জানি। কোনদিন শুনিনি হর্নিম্যান সার্কেলে এক প্রাইভেট ক্লাব আছে এবং ক্লাব রাত বারোটা অবধি খোলা থাকে। আমার এই প্রশ্নের খুব সন্তোষ-জনক জবাব লিলি দিল না। বলল আমিও এর আগে শুনিনি। তবে আমি শুধু জানি রাত বারোটার সময়, এই 'মন আমার' প্রাইভেট ক্লাবে গিয়ে বিনোদ ক্লাবের মালিকের সঙ্গে দেখা করবে। ক্লাবের মালিকের সঙ্গে তার কিছু প্রয়োজনীয় কাজ আছে। কী ধরনের কাজ লিলি আমাকে বলতে পারল না কিংবা বলতে চাইল না। তুমি জান বায়রন লিলি সহজ পাত্রী নয়। কখনও কারু কাছে মন খুলে কোন কথা বলে না। আমার তো মনে হয় লিলি এক গভীর জলের মাছ। কিন্তু আজ তাকে বেশ উত্তেজিত দেখলাম। হয়ত সেই কারণে আমার কাছে অনেক কথা বলল?

বায়রন মন দিয়ে আলবেলার কথাগুলি শুনল। আলবেলা বেশ কিছু প্রয়োজনীয় খবর দিয়েছে।

বায়রনও বিনোদের সঙ্গে একবার দেখা করে মন খুলে কথা বলতে চায়। বিনোদ এত নাটক করছে কেন? লিলির প্রচারিত গুজবে কেন সে কান দিচ্ছে? এসব বিষয় নিয়ে একবার কথা বলা আবশ্যক।

তাহলে তুমি বলছ বিনোদ আজ রাত্রে হর্নিম্যান সার্কেলে মন আমার প্রাইভেট ক্লাবে গিয়ে ক্লাবের মালিকের সঙ্গে দেখা করবে। তার সঙ্গে লিলি ঐ ক্লাবে যাবে না?

না যাবে না, এই কথা লিলি আমাকে বেশ জোর গলায় স্পষ্ট করে বলল। তবে লিলি আমাকে আরো একটা প্রয়োজনীয় খবর দিল। বলল, বিনোদ তাকে বলেছে কাল দুপুর নাগাদ বিনোদ দপ্তরে যাবে, এবং তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। অবশ্যি বিনোদ যদি দপ্তরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে তাহলে লিলিও ঐ আলাপ আলোচনার সময় উপস্থিত থাকবে।

অর্থাৎ বিনোদ যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় কিংবা ভেঙে পড়ে, বায়রন নিচু গলায় এই কথাগুলি বলল।

উহু আমার কী মনে হয় জানো ঐ আলাপ-আলোচনায় লিলি হয়ত আরো বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে। বলতে পার আগুনে পেট্রোল ঢালবে। আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। হালে নজর করেছি লিলি তোমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। অথচ কিছুদিন আগে ওর মুখে বায়রন ঘাউসের নাম ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না।

বায়রন মন দিয়ে আলবেলার কথাগুলি শুনল। পরে জিজ্ঞেস করল: আর কোন নতুন খবর আছে?

ডার্লিং বায়রন তোমাকে এত খবর দিলাম এর পরেও তুমি বলছ কিনা আর কোন নতুন খবর আছে ? সত্যিই তোমাকে নিয়ে পারা যায় না···আলবেলার এই মন্তব্যে অভিমানের সুর ছিল।

বর্তমানে এই খবর দিয়ে কাজ চালিয়ে দেব। কিন্তু মনে রেখো, তোমার শিকার হল বিনোদ কাপুর। ওর ওর মুখ থেকে যেমনি করে হোক খবর বার করবার চেষ্টা কর।

আলবেলা বলল, এই নিয়ে তুমি কোন চিন্তা ভাবনা কর না। মোট কথা আমার বাকী আড়াই হাজার টাকার চেক কেটে রাখো। শোন, আমি যদি কোন কাজ করবার কথা দিই তাহলে সেই কাজ আমি করেই ছাড়ব। আর তোমার বেলায় তো কথাই নেই গুডবাই বায়রন।

গুড বাই···

বায়রন ভেবেছিল ঘুমতে যাবে। কিন্তু আলবেলার কাছে খবর পাবার পর তার মনে কিছু কৌতূহল, কিছু প্রশ্ন জাগল। আলবেলা সত্যি কথা বলেছে। লিলি হল গভীর জলের মাছ। সে বড় কারু কাছে মন খুলে কথা বলে না, কিন্তু আজ আলবেলার কাছে এতগুলি খবর দিল কেন। প্রথমত বলল যে আজ রাত বারোটার সময় বিনোদ মন আমুর ক্লাবের কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, কিন্তু কেন ? অবশ্যি লিলি এই দেখাসাক্ষাৎ-এর কারণ বলতে পারেনি। পরে বলল ঃ কাল দুপুরে বিনোদ তার সঙ্গে দেখা করতে দপ্তরে আসবে। ঐ আলাপ-আলোচনার সময় লিলিও উপস্থিত থাকবে। কী কারণে ? বায়রন এই মুহূর্তে কোন কারণ ব্যাখ্যা করে বলতে পারল না।

বায়রন ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল একবার হর্নিম্যান সার্কেল ঘুরেই দেখা আসা যাক না। কারণ সে দেখতে চায় বিনোদ ওখানে কী করছে। নরীম্যান পয়েণ্ট থেকে হর্নিম্যান সার্কেল বেশি দূরে নয়। অনেক ভেবে বাযরন তার নতুন ফিয়াট গাড়ি বের করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বায়রন হর্নিম্যান সার্কেলে এসে পৌঁছুল। হর্নিম্যান সার্কেল অফিস এলাকা। এখানে মন আমুর নামে কোন প্রাইভেট ক্লাব থাকেতে পারে একথা বায়রন বিশ্বাস করতে চায়নি। আলবেলা সত্যি কথাই বলেছে ঃ আমি নাইট ক্লাবে কাজ করি। বোম্বাইয়ের কোথায় নাইট ক্লাব, কোথায় প্রাইভেট ক্লাব আছে সবই আমার নখদর্পণে। হর্নিম্যান সার্কেলে মন আমুর নামে কোন প্রাইভেট ক্লাব নেই। লিলি মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু কেন।

বায়রন হর্নিম্যান সার্কেলের কাছে এসে গাড়ি রাখল এবং গাড়ি থেকে বেরুল। তারপর হেঁটে মন আমুর ক্লাব খুজতে লাগল।

রাত বারোটা। হর্নিম্যান সার্কেল নীরব নির্জন। অবশ্যি ফুটপাতে কিছু লোক শুয়ে আছে। রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে শুধু তাদের নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বায়রনের মনে হল দূরে একটা গাড়ি এসে থামল। অন্ধকারে

দেখতে পেল তিনটি লোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর মনে হল ঐ তিনটি লোক যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমে তাদের পদধ্বনি দ্রুত হল। বায়রনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে লোকগুলি তার দিকে এগিয়ে আসছে। বায়রন বিপদের আশংকা করল। রাত বারোটার সময় তার অপরিচিত কারু সঙ্গে মারপিট করবার কোন ইচ্ছে নেই।

বায়রন এবার তার গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়ি প্রথমে ফ্লোরা ফাউণ্টেন, পরে চার্চ গেটের দিকে রওনা দিল। বায়রন দেখতে পেলে যে একটা গাড়ি তারই পেছনে পেছনে আসছে। খুবই জোরেই গাড়িটা এগিয়ে আসছে। বায়রন তার গাড়ির এক্সিলিটারে চাপ দিল। গাড়ি হাওয়ার বেগে ছুটে চলল। তার গাড়ি চার্চগেট পার হয়ে মেরিন ড্রাইভের দিকে গেল। পেছনের গাড়িও তার পেছনে পেছনে আসছিল। কী করবে বায়রন। গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরালে নরীম্যান পয়েণ্টে দুই মিনিটে পেঁছিনু যাবে। কিন্তু বায়রন তার গাড়ি ডান দিকে ঘোরাল! মেরিন ড্রাইভ · গাড়ি হাওয়ার বেগে ছুটে চলল। কেম্পস কর্নারের দিকে। মনে মনে ঠিক করল চোডার রোড পার হয়ে সোজা মহালক্ষ্মীর দিকে যাবে।

পেছনের গাড়ি কিছুক্ষনের মধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়াল। দু একবার তার গাড়িতে ধাক্কা দিল। বায়রন তার স্টিয়ারিং-এর ব্যালান্স রাখতে পারল না। চৌপাট্টির কাছে গাড়ি ফুটপাথে উঠে পড়ল। এ্যাকসিডেণ্ট···

তারপর দুঘণ্টা কী হয়েছিল বায়রন বলতে পারবে না। তার মনে হল যে সে জ্ঞান হারিয়েছিল।

যখন সে চোখ তুলে তাকাল দেখতে পেল এক পুলিশ কনস্টেবল এসে তার কাছে দাঁড়িয়েছে।

কী হয়েছিল বলুন? মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ব্যালান্স রাখতে পারেন নি। চলুন আপনাকে থানায় নিয়ে যাব।

কিন্তু পুলিশ কনস্টেবল তার নোট বই খুলে গাড়ির নম্বর টুকবার আগেই বায়রন তার গাড়িতে স্টার্ট দিল। পুলিশ প্রথমে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু সে বায়রনকে ধরতে পারলনা। বায়রন তার আগেই সোডা কেম্পস কর্নারের কাছে পেঁছে গেছে?

বায়রন পরে গাড়ি ঘুড়িয়ে নরীম্যান পয়েণ্টে চলে এল। আসবার সময় বায়রন অন্য রাস্তা দিয়ে তার ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল। তার পুলিশ কনস্টেবলের হাতে পড়বার কোন ইচ্ছে ছিল না। বায়রন বাড়িতে এসে দুটো ডবল স্কচ খেয়ে সোজা ঘুমুতে গেল। অন্য কোন বিষয় নিয়ে তার চিন্তা করবার শক্তি ছিল না।

পরের দিন বায়রনের যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় দুপুর বারোটা। বায়রন বিছানা থেকে উঠবার চেষ্টা করল কিন্তু মনে হল শরীরে জোর নেই। হঠাৎ তার গত রাত্রে মোটর রেসের কথা মনে পড়ল। হর্নিম্যান সার্কেল থেকে তার পেছনে একটা গাড়ি বরাবর চৌপাট্টি অবধি এসেছিল। চৌপাট্টি কাছে এসে পেছনের গাড়ি

বেশ কয়েকবার তার গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য বায়রন বাঁ দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছিল। গত রাত্রে মস্তো বড়ো একটা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে ?

কে তার পেছু নিয়েছিল ? গত রাত্রের ঘটনা নিয়ে আর একটু তদন্ত করা দরকার।

হঠাৎ বায়রনের মনে পড়ল যে আজ সে দীপক খান্নাকে জুহু বীচের বার রেস্তোরাঁয় লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছে। সুধাকর নাদকারনী তাকে লিখে জানিয়েছিল দীপক খান্না অরুণ শ্রীবাস্তবের পরিচিত এবং দশ বছর আগে এরা দুজনে এক সঙ্গে বোম্বাই'র শহরতলি কল্যাণে ছিল। তুমি যদি এই অরুণ শ্রীবাস্তবের কল্যাণে থাকাকালীন তার জীবন পঞ্জিকা জানতে চাও তাহলে দীপক খান্নাকে জিজ্ঞেস কর। লাঞ্চে নেমন্তন্ন কর, শ্যাম্পাইন খেতে দাও এবং পেটে শ্যাম্পাইন গেলেই দীপক খান্না তার মুখ খুলবেন। নাদকারনীর এই উপদেশ অনুযায়ী বায়রন দীপক খান্নাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিল ? অতএব ইচ্ছা থাকলেও বায়রনের বিছানায় শুয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। তার ফ্ল্যাট থেকে জুহু বীচ প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। অবশ্যি রাস্তায় কোন ভীড় না থাকলে। ঠিক একটার সময় অরুণ সাজ এ্যান্ড স্যান্ড রেস্তোরাঁয় এসে পৌঁছুল। একটু বাদেই দীপক খান্নাও এলেন। হোটেলের রিসেপশনিস্টকে বায়রনের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্র একজন বেয়ারা তাকে বায়রনের কাছে নিয়ে এল।

বায়রন ঘাউস ?

হ্যাঁ···

আমার নাম এয়ার কমোডোর দীপক খান্না। অবশ্যি বর্তমানে শুধু দীপক খান্না। অবশ্যি আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি।

বায়রনের জানবার কৌতূহল হল দীপদ খান্না তার নাম কার কাছে শুনতে পেয়েছে। দীপক খান্না জোর গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, আরে মশায় আমাদের বন্ধু সুধাকর নাদকারনী আপনার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন আপনি একটি বিশেষ তদন্তের কাজে হয়ত আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। তাই আমি জানতাম আপনি আমার সঙ্গে আজ না হয় কাল যোগাযোগ করবেন। বলুন, আমি আপনার কী করতে পারি ?

বায়রন মিষ্টি হাসি হেসে বলল, এয়ার কমোডোর, কাজের কথা পরে হবে। প্রথমে বলুন, আপনি লাঞ্চের আগে কী অ্যাপিটাইজার খাবেন না হুইস্কি বা অন্য কিছু।

আমি রামের ভক্ত। হুইস্কি, জিন, বিয়ার আমার পেটে সয়না। ওসব খেলে আমার শরীর খারাপ হয়।

বায়রন ওয়েটারকে ডেকে একটা ডবল স্কচ এবং একটা রাম এবং পরে মেনু দেখে দুজনে মিলে লাঞ্চের অর্ডার দিল। ড্রিংকস আসবার পর দীপক খান্না বেশ খানিকটা

রাম তার গলায় ঢাললেন। পরে একটা পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ গলাটা ভিজল। বুঝলেন মিঃ ঘাউস দীর্ঘকাল এয়ারফোর্সে কাজ করে একটা বদ অভ্যাসহয়ে গেছে। কোন সিরিয়াস আলোচনা করবার আগে রাম খেয়ে শরীর তাজা করে নিই। এবার বলুন আপনি কী জানতে চান? সুধাকর নাদকারনী বলেছিল আপনি একটা গোপন তদন্ত করছেন। এই তদন্তে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি তাহলে খুশি হব।

বায়রন তার হুইস্কির প্লাসে চুমুক দিল। পরে বলল, অরুণ শ্রীবাস্তব বলে কাউকে চেনো?

নামটা আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়, দীপক খান্না আবার তার রামের প্লাসে লম্বা চুমুক দিলেন। প্লাসটি শেষ করে বায়রনকে জিজ্ঞেস করল: ক্যান হ্যাভ এনাদার। সত্যিই রাম পেলে আমি অন্য সব কথা ভুলে যাই।

নিশ্চয় একটা কেন, আপনি খুশি মত ড্রিংকসের অর্ডার দেবেন। বায়রন বেয়ারাকে ডেকে রাম এবং হুইস্কির অর্ডার দিল। পরে বলল: মিঃ খান্না, আপনার পুরান স্মৃতিশক্তিকে ঝালাই করুন। দশ বছর আগে আপনার কী এই শ্রীবাস্তবের সঙ্গে বোম্বাই'র শহরতলি কল্যাণে দেখা হয়েছিল।

বায়রনের প্রশ্ন শুনে দীপক খান্না হাসলেন। বললেন: ও আপনি মেজর শ্রীবাস্তবের কথা বলছেন। হ্যাঁ আমি অরুণ শ্রীবাস্তবকে চিনতাম। শুধু চিনতাম বললে ভুল হবে কিছুটা বন্ধুত্বও হয়েছিল। অবশ্য ১৯৭২-এর পর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমিও বিমান বাহিনী থেকে রিটায়ার করেছি। এবং শুনেছি শ্রীবাস্তব এখন ব্রিগেডিয়ার হয়েছে এবং আর্মি'র জিটুর অর্থাৎ ইনটেলিজেন্সে কাজ করেছেন।

আমি এই অরুণ শ্রীবাস্তব সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। কেন জানতে চাই তার কারণও আপনাকে খুলে বলছি। কিছুদিন আগে অরুণ শ্রীবাস্তব আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বোম্বাইতে এসেছিলেন। ঐ সময়ে আমি বোম্বাইর বাইরে ছিলাম। আমাদের দেখা হয়নি কিন্তু শ্রীবাস্তব আমাকে একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই কাজগুলি করবার আগে আমার এই শ্রীবাস্তব এবং তাঁর এই 'কল্যাণ' শহরের থাকাকালীন জীবনযাত্রার কিছু আভাস চাই···

আমি যা জানি তা আপনাকে খুলেই বলব···দীপক খান্না বললেন। ইতিমধ্যে বেয়ারা লাঞ্চ নিয়ে এসেছিল। বায়রন দীপক খান্নার প্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখল তার রামের প্লাস প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। বেয়ারাকে আবার রামের এবং হুইস্কির অর্ডার দিয়ে বায়রন দীপক খান্নাকে বলল: লেট আস হ্যাভ আওয়ার লাঞ্চ।

থ্যাংক ইউ বায়রন, এবার বলুন আমার এই কাহিনী কোথা থেকে শুরু করব। হ্যাঁ এবার 'কল্যাণ' শহরে থাকাকালীন যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল তার কিছু বিবরণী আপনাকে দেব। উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল বলে মনে হয় না। তবু আমার পুরন দিনের কিছু কথা আপনাকে বলব।

হয়ত জানতে চাইবেন আমরা কেন এই 'কল্যাণ' শহরে গিয়ে সৈন্যবাহিনীর শিবির করেছিলাম। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর কিছু সৈন্যদের 'প্যারাসুট' করে কী করে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়তে হয় তার জন্যে এক ট্রেনিং ক্যাম্প 'কল্যাণে' খোলা হয়েছিল। আমি ছিলাম সহকারি ট্রেনিং অফিসার। আপনার অরুণ শ্রীবাস্তব ছিলেন এই সৈন্যবাহিনীর সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড এবং কম্যাণ্ডের প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল তার দায়িত্ব। এই ট্রেনিং ক্যাম্প খুলবার জন্যে আমাদের 'কল্যাণ' শহরে কিছু ছোট বড়ো বাড়ির দরকার ছিল। কিন্তু বাড়ি চাইলেই তো সহজে পাওয়া যায় না। কারণ ভাল বাড়ি কেউ সরকারকে দিতে চায় না বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীকে। সবার অভিযোগ যে সৈন্যবাহিনী বাড়ির যত্ন করে না।

অরুণ শ্রীবাস্তব অনেক কষ্টে ট্রেনিং ক্যাম্প এবং স্কুল খুলবার জন্যে একটা ভাল বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির মালিক ভাড়া দিতে রাজি ছিলেন না। বাড়ির মালিক ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। তার বয়স বেশি ছিল না। দশ বছর আগে হয়ত তার বয়স ছিল চব্বিশ পঁচিশ দেখতে সুন্দরী। বাজারে একটা গুজব শুনেছিলাম, এই ভদ্রমহিলা বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তার বিয়ে বেশিদিন টেঁকেনি। প্রায় তিন বছর পরে নাকি এই বিয়ে ভেঙে যায়।

ভদ্রমহিলার নাম কী আপনার মনে আছে? বায়রন প্রশ্ন করল।

রামের গ্লাসে চুমুক দিয়ে দীপক খান্না বললেনঃ মনে থাকবে না কেন? বললাম তো ঐ ভদ্রমহিলা দেখতে সুন্দরী ছিলেন। তারপর একাই থাকতেন। কাজেই আমাদের সৈন্যবাহিনীর অনেকেরই দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেছিলেন?

অনেকেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া আমাদের ক্যাম্পে কোন পার্টি কিংবা নাচ-গান হৈ-হল্লা হলে আমরা এই ভদ্রমহিলাকে ক্যাম্পে নেমন্তন্ন করতাম। ভদ্রমহিলাও বিনা দ্বিধায় এবং অসংকোচে আমাদের ক্যাম্পে আসতেন।

অবশ্যি প্রথমে তিনি ক্যাম্পে আসতে একটু দ্বিধা সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তবই ওকে আমাদের ক্যাম্পে ডেকে আনতে শুরু করলেন। বাড়ি ভাড়া দেবার পর এই ভদ্রমহিলা আমাদের সবার সঙ্গে বিশেষ করে অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন।

প্রায়ই অরুণ শ্রীবাস্তবকে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেলামেশা এবং সকাল বিকেলে দুজনকে এক সঙ্গে বেড়াতে দেখা যেত। কিছুদিন পরে আমরা গুজব শুনতে পেলাম অরুণ শ্রীবাস্তব এই ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিয়ে হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ বলতে পারব না…

দীপক খান্না কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। পরে বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন এই সময়টা আমাদের বেশ ভালোই কেটেছিল। ক্যাম্পে হৈ-হল্লা, নাচ গান করে আমাদের সময় কাটত। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তব খুব বেশি এই সব নাচ গানে যোগ দেয়নি।

লাঞ্চ খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বায়রন এবার মনোপল শ্যাম্পাইনের অর্ডার দিল। বলল মিঃ খান্না, লেট আস সেলিব্রেট···শ্যাম্পাইন। বায়রন শ্যাম্পাইনের বোতলের ছিপি খুলল। দীপক খান্নাকে বলল: আপনি আমাকে অনেক মূল্যবান খবর দিয়েছেন। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এতক্ষণ আমি অন্ধকারে ছিলাম। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আলোকের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু আপনি আমাকে হয়ত আরো দুটি মূল্যবান খবর দিতে পারবেন। প্রথমত এই ভদ্রমহিলার নাম কি আপনার মনে আছে এবং কোথায় গেলে তার সন্ধান পেতে পারি?

দীপক খান্নাকে এই খবর দুটি দিতে বেশি সময় নিলেন না। বললেন: এই ভদ্রমহিলার বিবাহিত নাম ছিল রমলা চাওলা। বিয়ের আগে তার নাম ছিল রমলা সাকসেনা। শুনেছিলাম মিঃ চাওলা দিল্লীর একজন বড় ব্যবসায়ী এবং প্রচুর সম্পত্তির মালিক। কল্যাণ শহরের ঐ বাড়ির মালিক ছিলেন মিঃ চাওলা। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হল: রমলা চাওলা আজ দু বছর হল কল্যাণ শহর ছেড়ে বোম্বাই-এর ৪৫/২ পালি হিলে বাস করছেন। বেশিদিন নয় প্রায় এক মাস আগে তার সঙ্গে আমার হঠাৎ সিনেমা হলে দেখা হয়েছিল। মিসেস চাওলার সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন। মিসেস চাওলা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম আমার স্পষ্ট মনে নেই। খুব সম্ভবত জানকী দাসপাণ্ডে। এই নাম সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে যে সঠিক নাও হতে পারে।

এবার শ্যাম্পাইনের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে দীপক খান্না নিচু গলায় বলতে লাগলেন: আমার কী মনে হয় জানেন মিঃ বায়রন? আমাদের এই রমলা চাওলা হয়ত এই জানকী দাসপাণ্ডের প্রেমে পড়েছেন এবং বিয়ে করবেন। ওদের কথাবার্তা শুনে তাই মনে হল। যদি অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আপনার দেখা হয় কিংবা আপনার রিপোর্টে এই খবরটা লিখে দেবেন যে জানকী দাসপাণ্ডে এই রমলা চাওলাকে হাত করেছেন। অরুণ শ্রীবাস্তবের চাওলাকে বিয়ে করবার সম্ভাবনা নেই। তার আশা তিনি ছেড়ে দিতে পারেন।

নিশ্চয় আমি অরুণ শ্রীবাস্তকে এই খবর দেব। অবশ্যি এই খবর পেলে শ্রীবাস্তব খুশি হবেন না জানি। কিন্তু সত্যি ঘটনা তার জানা দরকার।

লাঞ্চ শেষ হবার পর দীপক খান্না চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যদি আরো কোনো খবরের দরকার হয় জানাবেন? এই বান্দা সব রকম খবর দিতে প্রস্তুত।

পরের দিন ভোর সকালে বায়রন রমলা চাওলার পালি হিলের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। ফ্ল্যাট বাড়ি, নিচে দরোয়ানের থেকে খোঁজ নিতে হল রমলা চাওলা কোন তলায় থাকেন। এই ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে বায়রনের কোন অসুবিধে হল না। বায়রন দু তলায় মিসেস চাওলার ফ্ল্যাটে পেঁছে বেল টিপল। একটু বাদে একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। বায়রনের মনে হল মেয়েটি খুব সম্ভবত মিসেস চাওলার ঝি···।

কি দরকার ? মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল বায়রনকে দেখে সে একেবারেই খুশি হয়নি।

মিসেস রমলা চাওলা বাড়িতে আছেন ? বলবেন : আমি অরুণ শ্রীবাস্তবের বন্ধু, তার কাছ থেকে এসেছি।

মেয়েটি বেশ খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বায়রনের দিকে তাকিয়ে রইল। সন্দেহের চাউনি। তারপর বলল : একটু অপেক্ষা করুন···দেখি উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা ?

একটু বাদে ঝি এসে বলল : আপনি এসে ড্রয়িং রুমে বসুন। মিসেস চাওলা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

বায়রন ড্রয়িং রুমে এসে বসল। বেশ হাল ফ্যাশানে কায়দাদুরস্ত সাজান ঘর। পুরু দামী কার্পেট···। একদিকে এক গুচ্ছ ফুল সাজান আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা সামনের একটি ছোট টেবিল। টেবিলের কাঠ বর্মী জ মেহগনী। বেশ বড়ো একটা ঝালর বাতি। এ হয়ত ইজিপশিয়ান। দেয়ালে কিছু ছবি টাঙান আছে।

বায়রন যখন ঘরের আসবাবপত্র ছবি কার্পেট বাতিগুলো দেখছিল তখন তখন তার অজ্ঞাতসারে মিসেস রমলা চাওলা এসে ঘরে ঢুকলেন।

- গুড মর্নিং মিঃ বায়রন ঘাউস। শুনলাম আপনি অরুণ শ্রীবাস্তবের বন্ধু। অতএব আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার। কারণ কোন এক সময়ে অরুণ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, খুব মিষ্টি গলায় রমলা চাওলা এই কথাগুলি বায়রনকে বলে তাকাল। রুপের ডালি। বায়রনও তার দিকে তাকাল—বায়রনের মনে হল স্বর্গ থেকে কোন পরী এসে যেন তার সামনে এসে দাড়িয়েছে। বয়স কত হবে। বায়রন কোন দিনই মেয়েদের বয়স নিয়ে বাছবিচার করেনি। কিন্তু মিসেস রমলা চাওলাকে দেখলে মনে হয় তার বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। ভুল বলেছেন দীপক খান্না। বয়স কখনই পঁয়ত্রিশ হতে পারে না। বায়রন লক্ষ্য করল মিসেস চাওলার সাজসজ্জায় কোন জমকালো কিংবা চাকচিক্য নেই। শুধু একটি জিনিস তার নজর এড়াল না। মিসেস রমলা চাওলা অনেক দামী মূল্যোবান গহনা পরেছেন। বিশেষ করে তার গলার রুবির এবং হাতের ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট বায়রনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রুবিগুলি যে দামী বুঝতে পারল।

আপনি ঐ চেয়ারে আরাম করে বসুন···। বলুন আপনি এবার কী খাবেন ? চা কফি না কোন কোল্ড ড্রিংকস। আমি অবশ্য বাড়িতে কোন মদ রাখি না। রমলা চাওলা কণ্ঠস্বর মৃদু গলায় কথাগুলি বললেন।

আমার জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না মিসেস চাওলা। কফি হলেই চলবে, বায়রন এই জবাব দেবার সময় সজাগ চোখে লক্ষ্য করে দেখল মিসেস চাওলা সুন্দরী বটে কিন্তু তার একটা গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব আছে। যা পুরুষের মনে দাগ কাটে। বায়রন জানত এই ধরনের মহিলারা হঠাৎ কৌকের মাথায় কিছু করেন

না। চিন্তা ভাবনা করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হয়ত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কিংবা আদৌ অরুণ শ্রীবাস্তব তার স্বামী হবার উপযুক্ত কিনা এই ভেবেই তিনি অরুণ শ্রীবাস্তবের বিয়ে করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। কিন্তু দীপক খান্না তাকে বলেছিল অরুণ শ্রীবাস্তব গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। ঠাট্টা ফাজলামো, কিংবা আজে-বাজে রসিকতা একেবারেই পছন্দ করেন না। বরং রমলা চাওলা নাচ গান, হৈ হল্লা পছন্দ করেন এবং 'কল্যাণ' সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্পে সৈন্যদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন এবং ক্যাম্পের প্রতি উৎসবে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। তাহলে কী রমলা চাওলা অন্য কোন কারণে অরুণ শ্রীবাস্তবের বিবাহের প্রস্তাবকে অস্বীকার করেছিলেন? সেই কারণটি কী জানা প্রয়োজন।

বায়রন প্রথমেই একটা মিথ্যে কথা বলল: অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে যে তার আদৌ দেখা হয়নি সেই কথা যে চেপে গেল। বরং বলল: কিছুদিন আগে অরুণ সরকারি কাজে জর্মানীতে গেছে। এবার বড্ডো তাড়াহুড়োয় ছিল। হয়ত সেই কারণে আপনার সঙ্গে আর দেখা করতে পারেনি। আমাকে বলল: আমার যদি কখনও সময় হয় তাহলে আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করে বলি যে এবার বোম্বাইতে থাকাকালীন সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি, তার জন্যে দুঃখিত।

মিসেস রমলা চাওলা মৃদু হেসে বললেন: আপনি আমার কুশল সংবাদ জানবার জন্যে এত কষ্ট করে এসেছেন। এর জন্যে ধন্যবাদ। অবশ্যি দুমাস আগে আমার সঙ্গে অরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখন অবশ্যি অরুণ আমাকে বলেনি যে শিগ্গিরই তাকে সরকারি কাজ জর্মানীতে যেতে হবে।

আপনি কী অনেকদিন ধরে এই ফ্ল্যাটে আছেন? এ পল্লী ছিল নির্জন। একা ফ্ল্যাটে থাকতে আপনার অসুবিধে কিংবা ভয় করে না।

রমলা চাওলা হেসে বললেন: একা থাকা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। লোক-জনের সঙ্গে মেলামেশা করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আজকাল একা থাকি, আমার একা থাকতে অসুবিধে হয় না কিংবা ভয় করে না। অবশ্যি আমার যদি সঙ্গীর প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধু বান্ধবদের ডিনার লাঞ্চে নেমন্তন্ন করি।

মাথা নাড়ল। না, আলাপ আলোচনা মোটেই জমছেনা। বায়রন যেন আলোচনা করবার বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ মিসেস চাওলার সঙ্গে আলাপআলোচনা করে তার মনের কথা জানতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বায়রন আজ রমলা চাওলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্যি বায়রনের নিরাশ হবার আর একটি কারণ ছিল যে মিসেস চাওলা শুধু প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। নিজের থেকে কিছু বলছেন না কিংবা জিজ্ঞেস করছেন না। এবার বায়রন ঠিক করল তাকে কিছুটা বিপদের ঝুকি নিতে হবে। অরুণ শ্রীবাস্তব রমলা চাওলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কেন মিসেস চাওলা এই বিয়ে করতে রাজি হননি। এই অরাজি হবার কী কোন নেপথ্য কারণ আছে? বায়রন ঠিক

করল এই প্রশ্ন মিসেস চাওলাকে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নটি রূঢ় বটে তবে এই প্রশ্নের জবাব জানা দরকার।

মিসেস চাওলা আমাকে মাপ করবেন। একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করে পারলাম না। আমাকে অরুণ শ্রীবাস্তব বলেছিল যে সে আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু আপনি তাকে বিয়ে করতে রাজি হননি। বন্ধু হিসেবেই বলছি যে আমি কখনই ভাবতে পারিনি এবং এখনও ভাবতে পারছি না অরুণ বিয়ে করে ঘরসংসার করতে পারবে না, আমার মনে হয় না অরুণ আপনার উপযুক্ত স্বামী হতে পারে না কিংবা পারতনা।

মিসেস বায়রনের কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু জবাব দিতে সময় নিলেন। কিছুক্ষণ বায়রনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিসেস চাওলার এই চাউনি বায়রনকে অপ্রস্তুত করল।

পরে একটু গম্ভীর গলায় মিসেস রমলা চাওলা জিজ্ঞেস করলেন ঃ মিঃ ঘাউস আপনাকে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। রমলা চাওলার এই কথায় বেশ বিরক্তির সুর ছিল।

নিশ্চয় বলুন, আপনি কী বলতে চান? আপনার সব কৌতূহলের জবাব দেবার চেষ্টা করব।

আচ্ছা মিঃ ঘাউস আপনার আজকে আমার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য কিংবা কারণ কী জানতে পারি? বিশেষ করে আপনি যখন আমার বিশেষ পরিচিত ন'ন। আপনি কী এখানে কোন ব্যক্তিগত কারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, না আমার সঙ্গে দেখা করবার অন্য কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে। কিংবা বলুন আপনি কী আপনার বন্ধুর জন্যে পাত্রী দেখতে এসেছেন? আপনার মত একজন অপরিচিত লোকের কাছ থেকে আমি এই ধরনের প্রশ্ন শুনতে পাব আশা করিনি।

বায়রন অপ্রস্তুত বোধ করল না। যদিও মিসেস চাওলার এই কথাগুলিতে রূঢ়তার আভাস ছিল। বায়রন দেখতে পেল মিসেস রমলা চাওলার মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, মিসেস চাওলা বায়রনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। হয়ত বায়রনকে তিনি যাচাই করছেন। বায়রন বলল ঃ কিছু মনে করবেন না, মিসেস চাওলা, আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই নেই। তাই এই ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা আমার উচিৎ হয়নি। এ ছাড়া আপনার এখানে আসবার আগে আমি অনেক কিছু অবাস্তব বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমি আমার বন্ধু অরুণ শ্রীবাস্তবের কথা নিয়েই মশগুল ছিলাম। পরে ভাবলাম অরুণ যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল একবার তার সঙ্গে আলাপ করে দেখাই যাক না।

আপনি কী এই ভাবে বিভিন্ন মেয়েদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আলাপ করবার চেষ্টা করেন? না আমার সঙ্গে অন্য কোন কারণে দেখা করতে এসেছিলেন। যাক এবার দেখা ও আলাপ হয়ে গেল। আর কিছু বলবার আছে?

যদি আপনি আমাকে পাত্রী হিসেবে দেখতে এসে থাকেন তাহলে বলব আপনার এই যাত্রা ব্যর্থ হয়েছে। মিসেস চাওলা বেশ রুক্ষ স্বরে জবাব দিলেন।

বায়রন অবশ্যি এই কর্কশকণ্ঠ শুনে ঘাবড়াল না। বরং গলার স্বরকে শান্ত করেই বলল: মিসেস চাওলা আপনাকে এইভাবে বিরক্ত করবার জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত।

বললাম তো আপনার সঙ্গে দেখা করবার অন্য কোন গোপন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। অরুণ শ্রীবাস্তব আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে দেখবার জন্যে বিশেষ কৌতূহল হয়েছিল। তাই আজ আপনার বাড়িতে এসে ধর্ণা দিয়েছি। আমি অরুণকে অনেকদিন ধরে চিনি। আমি সব সময়েই ভাবতাম অরুণ ধীর, শান্ত, এবং একলা জীবন কাটায়। আমি জানি অনেক সময় জীবনের এই নির্জনতাকে দূর করবার জন্যে অরুণ অন্যের সঙ্গ চায়। অরুণ বিয়ে করলে তাহলে তার স্ত্রীর কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। কারণ যদিও আমি কখনই ভাবিনি অরুণ কারু উপযুক্ত স্বামী হতে পারবে কিন্তু আপনাকে দেখবার পর মনে হচ্ছে অরুণ আপনার আইডিয়াল 'হাজব্যান্ড' হবে। অরুণের মুখে শুনেছিলাম যে দশ বছর আছে আপনারা দুজনে যখন 'কল্যাণে' ছিলেন তখন আপনাদের দুজনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয়েছিল। আপনারা দুজনে সকাল বিকাল বেড়াতে যেতেন, ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। আমি জানতাম অরুণ যদি আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে থাকে, এবং সেই প্রস্তাব যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে সে মনে দুঃখ পাবে, এই সব কথা চিন্তাভাবনা করেই আমি ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার মনোভাব জানা উচিৎ।

আপনি কী আপনার বন্ধুর জন্যে সুপারিশ করতে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন হয়ত আমি আমার মত পরিবর্তন করব, তাই নয় কী? মিসেস চাওলা গম্ভীর গলায় প্রশ্নগুলি করলেন।

ধরুন যদি আপনার এই যুক্তি সত্যি হয় তাহলে আপনি কী জবাব দেবেন? বায়রন এই প্রশ্ন করে মিসেস রমলা চাওলার মুখের দিকে তাকাল।

এবার মিসেস চাওলা মৃদু হেসে বললেন: তাহলে বলব আপনি বন্ধুর জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করতে এসেছেন। হয়ত আপনার বন্ধুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি এত চিন্তিত ছিলেন যে আপনি কষ্ট করে আমার কাছে এসেছেন যেন আমি আপনার বন্ধুকে বিয়ে করতে রাজি হই। কেন আপনার এই চেষ্টাকে ব্যর্থ বলব, কারণ আপনার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার অরুণ শ্রীবাস্তবও আমার কাছে এই বিয়ের প্রস্তাব করে নিরাশ হয়েছেন। এবার আপনাকে একটি রূঢ় সত্যি কথা বলা দরকার। বলব, আপনি একজন বুদ্ধিহীন অহংকারী ব্যক্তি। আমার বাড়িতে এসে এই সব কথা বলা আপনার ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যাকে আপনার বন্ধু রাজি করাতে পারেন নি, আপনি কোন স্পর্ধায় তার কাছে এই সুপারিশ করতে এসেছেন।

বায়রন চুপ করে শুনল। মনে মনে বলল:

মিসেস চাওলা যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। তার আপত্তি করবার যথেষ্ট কারণও আছে। প্রকাশ্যে বলল : কিছু মনে করবেন না। মিসেস চাওলা আপনি যাকে স্পর্ধা কিংবা ঔদ্ধত্যের চিহ্ন বলে অভিযোগ করেছেন আমি একে অহংকার কিংবা ঔদ্ধত্য বলব না। কারণ আমার পেশা এমনি রকমের যে এই রকম রূঢ় জবাব আমাকে নিরাশ করে না।

মিসেস চাওলা অহলে আপনাকে সত্যি কথা এবং সব কথাই খুলে বলা দরকার। বায়রন বলতে লাগল। আপনার বেশি সময় আমি নিতে চাই না। তবে আমি কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি সেই কথা খুলে বলা দরকার। আমার আসল পেশা হল, তদন্ত করা ইংরাজিতে যাকে বলেন 'ইনভেস্টিগেশন'। অর্থাৎ আমি হলাম 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ।' আপনি অরুণ শ্রীবাস্তবকে বিয়ে না করলেও আমি কোন আপত্তি করব না কিংবা তাকে বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ করব না। আমি আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম শুধু এক উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমত আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছিলাম, আপনাকে জানতে এসেছিলাম এবং আপনার সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্যে।

রমলা চাওলা মন দিয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনলেন। পরে একটু হেসে বললেন : দেখুন, মিঃ ঘাউস আপনি আমার কাছে স্পষ্ট যে কথা বলেছেন তার জন্যে আমি আপনার প্রশংসা করি। বলতে পারেন আমি ডিটেকটিভ, ইনভেস্টিগেটর বায়রন ঘাউসকে—অরুণ শ্রীবাস্তবের বন্ধু বায়রন ঘাউসের চাইতে বেশি পছন্দ করি। কারণ আমি জানি আপনার কাজে ইনভেস্টিগেশনে একটা উত্তেজনা আছে। এবার আপনাকে বলছি, আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হন কিংবা অরুণ শ্রীবাস্তবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'ন আমি আপনার সুপারিশ অনুযায়ী অরুণ শ্রীবাস্তবকে বিয়ে করব না। এ হল আমার শেষ কথা।

আমার সব কথা এখনও খুলে বলিনি মিসেস চাওলা। বায়রন আবার বলতে লাগল। হয়ত আমার পুরো বক্তব্য যদি আপনি মন দিয়ে শোনেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করবেন না। শুনুন, অরুণ শ্রীবাস্তব কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তখন আমি বম্বেতে ছিলাম না। বম্বে ফিরে আসবার পর আমার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। কারণ হঠাৎ একটা জরুরী কাজে অরুণ জার্মানীতে গেছে।

যাবার আগে অরুণ আমার কাছে এক দীর্ঘ লম্বা চিঠি লিখে গেছে। কারণ কোন একটা ব্যাপারে অরুণ বিশেষ চিন্তিত ছিল। অরুণ আমাকে লিখেছিল এক ভদ্রমহিলাকে আমি ভালোবাসি। তার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাকে বিয়ে করতে রাজি হন নি। এই ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বিশেষ চিন্তিত। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। অরুণ এই ব্যাপারে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। এবং তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন আমি তাকে সাহায্য করি এবং প্রয়োজন হলে আপনার বিপদে আপদে আপনার পাশে এসে দাঁড়াই। একটানা কথাগুলো বলে বায়রন একটু থামল, পরে আড়চোখে

তাকিয়ে দেখল মিসেস রমলা চাওলা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েছেন। হয়ত বায়রনের কথাগুলি তার মনে কোন রেখাপাত করেনি। অতএব আপনি বুঝতেই পারছেন আমি কেন আপনাকে বিরক্ত করছি। বলতে পারেন আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। বায়রন আবার কিছুক্ষণের জন্যে থামল।

মিসেস রমলা চাওলা প্রথমে কোন মন্তব্য করলেন না। পরে বললেন ঃ আপনার এই সৎ অভিপ্রায়ের জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু মিঃ ঘাউস এই ব্যাপার নিয়ে আপনি কোন চিন্তাভাবনা করবেন না। কারণ আমার কারুর সাহায্যর দরকার নেই। অরুণ শ্রীবাস্তব আপনাকে কেন এই ধরনের কাজের দায়িত্ব দিয়েছে তার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি অরুণকে বলবেন আমি ভালই আছি এবং আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই। অবশ্যি আপনি কষ্ট করে এসেছেন। এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া আপনার গালগল্প শুনে আজ আমি আনন্দ পেলাম।

বায়রন মৃদু হেসে বলল ঃ শুধু আনন্দ পেলেন? আর কিছু নয়। পরে বলল ঃ আপনাকে ধন্যবাদ। তবে আগেই বলেছি আমার কর্তব্য আমি করে যাব। এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব। এবং সমস্ত ঘটনার একটি ফিরিস্তি আপনাকে দেব।

আবার মিসেস রমলা চাওলা হাসলেন। বললেন ঃ তার কোন দরকার হবে না। কারণ আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে না। আমি কোন বিপদে পড়িনি এবং আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কোন চিন্তাভাবনা করবেন না। আপনি এসেছেন, আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আপনি বিদায় নিতে পারেন।

মিসেস চাওলা এবার তার ঝিকে ডাকলেন। বললেন ঃ মিঃ ঘাউস এবার চলে যাবেন। তুমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো। নমস্কার মিঃ ঘাউস।

বায়রন মিসেস চাওলার শেষ কথাগুলি শুনে দমে গেল না। বরং হেসে বলল ঃ শুনলে হয়ত আপনি বিরক্ত কিংবা অবাকও হবেন, কারণ আমি জানি আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। গুড ইভনিং মিসেস চাওলা।

বায়রন চলে গেল।

শেরটনের বারে বসে বায়রন গত দুদিনের ঘটনাগুলি নিয়ে ভাবছিল। প্রথমেই তার বিনোদ কাপুরের কথা মনে হল। কেন তার পেছনে গুন্ডা লাগিয়েছিল তার কোন সঠিক কারণ খুঁজে পেল না। বিনোদকে সে ভাল করে চেনে। বিনোদ তাকে খুন করবার চেষ্টা করবে একথা বায়রন ভাবতে পারল না কিংবা চাইল না। সত্যিই গত কয়েকদিন বিনোদের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কাজকর্ম দেখে বায়রনের মনে হল এই ধরনের কাজ বিনোদ কখনই করতে পারে না। ড্রয়ার ভেঙে ক্যাশ টাকা এবং চিঠি নিয়ে যাওয়া কিংবা তার পেছনে গুন্ডা লেলিয়ে দেওয়া সবই তার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হল। হয়ত বিনোদ আজকাল অত্যধিক মদ খেতে শুরু করেছে। বিনোদের চরিত্রের এই পরিবর্তনের জন্যে দায়ী কে? তার স্ত্রী লিলি কাপুর।

এবার তার অরুণ শ্রীবাস্তবের মনে হল। অরুণ রমলা চাওলাকে ভালবাসত এবং হয়ত এখনও ভালবাসে। সে মিসেস চাওলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মিসেস চাওলা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তব নেতিবাচক জবাব শুনেও দমে যায়নি। বায়রনকে পয়সা দিয়ে নিযুক্ত করেছে মিসেস চাওলার বিপদআপদে সাহায্য করার জন্য। এই কাজের জন্যে তিনি বায়রনের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক রেখে গেছে। অবশ্যি বায়রন সেই টাকা তার হাতে পায়নি…

আর একটি ব্যাপারে বায়রনের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অরুণ শ্রীবাস্তব যদি মিসেস রমলা চাওলাকে ভালবাসে তাহলে সে কেন প্লাজা হোটেলে লিলি কাপুরের সঙ্গে রাত কাটাল? অরুণ শ্রীবাস্তবের এই সব পদক্ষেপ এবং কাজ তার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হল। লিলির সঙ্গে অরুণ শ্রীবাস্তবের আলাপ পরিচয় কোথায় এবং কী করে হল? নিজের মনেই স্বীকার করল বায়রন, লিলি কাপুর তিলোত্তমা সুন্দরী এবং এই দেহসৌন্দর্যের লোভে পড়েই হয়ত অরুণ শ্রীবাস্তব লিলির সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তব যে এই রকম একটা হীন কাজ করতে পারবে তার মন একথা বিশ্বাস করতে চাইল না। নিশ্চয় এই রাত্রিবাসের পেছনে অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ আছে।

রমলা চাওলা। আজ রমলা চাওলাকে দেখে বায়রনের মনে সত্যিই ধাঁধা লেগেছিল। বায়রন তার জীবন অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে কিন্তু রমলার দেহসৌন্দর্য তার কাছে অভিনব এবং চোখ ধাঁধানো মনে হল। এছাড়া রমলা চাওলার হাবভাব, চালচলনে একটা বৈশিষ্ট্য এবং আভিজাত্য আছে। রমলা চাওলা সাধারণ মেয়েদের মত নয়।

কিন্তু রমলা চাওলা মিসেস অর্থাৎ বিবাহিতা। এই মিস্টার চাওলা মানে রমলার স্বামীর নাম কী, কী তার পেশা এবং কেন তিনি রমলাকে ডিভোর্স করলেন। এইসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার।

অতএব বায়রন ভাবল তাকে রমলার অতীত জীবন নিয়ে ঘাটতে হবে। জানতে হবে রমলার চাওলার জীবনী।

এইসব কথা চিন্তা ভাবনা করে বায়রনের মনে হল সত্যিই জীবন এক বিচিত্র ধাঁধা তার প্রতি পদে রয়েছে কৌতূহল ও বিস্ময়। কিছুদিন আগেও সে ভাবতে পারেনি যে একদিন তার জীবন এই বিনোদ কাপুর তার স্ত্রী লিলি কাপুর, অরুণ শ্রীবাস্তব এবং খুব সম্ভবত মিসেস রমলা চাওলার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বায়রনের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে এই সমস্যার সমাধান করতে এইসব বিস্ময়কর কৌতূহলের জবাব পেতে কোন অসুবিধে কিংবা দেরী হবে না। প্রথমত লিলি কাপুর বাজারে গুজব রটিয়েছে যে প্লাজা হোটেলে বায়রন তার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছে। এই মিথ্যে কথা প্রমাণ করতে এবার তার কোন অসুবিধে হবেনা। এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারলে হয়ত লিলি

পৌঁছিয়ে যাবে এবং দেখতে পাবে যে তার মিথ্যে অভিযোগে কাজ হচ্ছে না। হয়ত বিনোদও বুঝতে পারবে যে তার মনে হিংসা হবার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে লিলির মনের ভুল ধারণা ভেঙে কোন লাভ হবে না। আরও কিছুদিন যাক। তখন বায়রন তার জাল গোটাবে এবং লিলির প্রসারিত গুজবকে মিথ্যে বলে প্রমাণ করবে। এবার দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

বায়রন শেরটনের বার কাউন্টারে গেল। বারম্যান আব্দুল তার বহুদিনের পরিচিত। শুধু তার সঙ্গে নয় বায়রন জানত যে বিনোদ ও তার স্ত্রীর সঙ্গেও আব্দুলের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কারণ বিনোদই আব্দুলকে শেরটন বারেই চাকরি দিয়েছিল।

কেমন আছ আব্দুল? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

স্যার আপনি কখন এলেন? কী খাচ্ছেন? হুইস্কি সোডা? শেষ হয়েছে? অনেকগুলি প্রশ্ন আব্দুল একসঙ্গে করল।

এক ডবল স্কচ আব্দুল।

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে আব্দুল গ্লাসটি বায়রনের হাতে তুলে দিল। বায়রন জিজ্ঞেস করল: তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আব্দুল তুমি কোন প্রশ্ন করতে চাও?

হ্যাঁ স্যার। তিনদিন আগে আপনাকে বারে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে দুচারটে বিষয় নিয়ে কয়েকটা কথা বলব? কিন্তু সময় পেলাম না। কারণ আমি দেখলাম আপনি ব্যস্ত। বড্ডো তাড়াহুড়োয় বার থেকে চলে গেলেন। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। বায়রন হেসে বলল: আব্দুল আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকি। তবে তুমি যদি এসে কথা বল, তাহলে আমি সময় করে নেব। বল এবার তোমার সমস্যা কি?

আমি জানি স্যার আপনার হাতে সময় কম। কারণ ঐদিন আপনি বার থেকে চলে যাবার পর মিসেস কাপুর এখানে এসেছিলেন। আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

মিসেস লিলি কাপুর? বায়রনের এই প্রশ্নে ঔৎসুক্য ছিল।

হ্যাঁ উনি জিজ্ঞেস করলেন আপনি এই বারে এসেছিলেন কিনা এবং নিয়মিত আসেন কিনা? এছাড়া আপনি কখন বার থেকে চলে গেছেন। এমনি ধরনের অনেক ছোট প্রশ্ন করেছিলেন।

উনি কী বারে অনেকক্ষণ বসেছিলেন?

মোটেই না স্যার। কারণ ঐ সময়ে ওনার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, ওরা কিছুক্ষণ থেকে পরে রেস্তোরাঁয় চলে যায়।

আব্দুলের কথা শেষ হবার আগেই বায়রন জিজ্ঞেস করল, আর একজন ভদ্রলোক? বায়রনের এই প্রশ্নে কিছুটা কৌতূহল এবং কিছুটা আগ্রহের সুর ছিল। লিলির সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে এই লোকটি কে তার জানা দরকার। বায়রন জানত লিলির বন্ধুর অভাব নেই। তবে কী তার নতুন বন্ধু জুটেছে।

আপনি কী ঐ ভদ্রলোককে চেনেন না স্যার ? উনি প্রায়ই এই রেস্তোরাঁ বারে আসেন। তবে মিসেস কাপুরের সঙ্গে নয়। অন্য আর একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে। আমাকে মিসেস কাপুর ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওর নাম হল জানকীদাস পাণ্ডে। এ ছাড়া আর একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে প্রায়ই এখানে আসেন। ওর নাম কী! দাঁড়ান বলছি, আব্দুল তাড়াতাড়ি তার বার টেবিলের কাছে গেল। পরে ড্রয়ার খুলে একটি ছোট নোট বই বের করে বলল ঃ ওর নাম হল মিসেস রমলা চাওলা। এই ভদ্রমহিলা ভারী সুন্দরী। দেখলেই ওদের মনে হয় দুজনের সঙ্গে খুব ভাব। আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, মিঃ পাণ্ডে মিসেস চাওলাকে ভালোবাসেন। ওদের আলাপ-আলোচনা শুনলে মনে হয় ওরা স্বামী স্ত্রী হবেন।

তুমি এত কথা জানল কী করে ?

বায়রন আব্দুলের কথা শোনবার পর এই প্রশ্ন করল। আব্দুলের কাছে এই খবর পাবার পর তার মনে আরো বহু চিন্তা এসে জড়ো হল।

আব্দুল হাসল। বলল স্যার শেরটনের বারে কাজ করি এবং এই বারের কোন কোনে কী ঘটছে তার খবর রাখব না, কী যে বলেন আপনি ? শুনেছি জানকীদাস পাণ্ডে রইস আদমী—মহালক্ষ্মীর রেস কোর্সে তার দুটো ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে। কারণ মিঃ পাণ্ডে নিজেই আমাদের রেস্তোরাঁর ওয়েটার হীরালালকে বলেছে রেসকোর্সে যদি বাজি রাখতে চাও তাহলে আমাকে বল।

আব্দুলের শেষের কথাগুলি বায়রনের কানে গেল না। কারণ সে লিলি কাপুরকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল। দুটো প্রশ্ন তার জাগল। লিলি জানকীদাস পাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এত ঘোরাফেরা করছে কেন ? এই জানকীদাস পাণ্ডে লোকটি কে ? আব্দুলের কথা সত্যি হলে জানকীদাস পাণ্ডের বান্ধবী হলেন রমলা চাওলা। বায়রনের মনে হল এই নাটকের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সে যেন একটা যোগ্যসূত্র খুঁজে পাচ্ছে। কারণ যদি জানকীদাস পাণ্ডে রমলা চাওলার হবু স্বামী হন, তাহলে লিলি কাপুর এই জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গেও ঘোরাফেরা করছে কেন ? অবশ্যি বায়রন জানে যে লিলির বিবাহিত পুরুষদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আছে। লিলি বলত বিবাহিত পুরুষদের আমি ভালোবাসি। কারণ তাদের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে।

আব্দুলের কথা শোনবার পর বায়রন বুঝতে পারল লিলি কেন আব্দুলকে প্রশ্ন করেছিল—বায়রন কী শেরটনের বারে এসেছিল এবং এসে থাকলে সে কখন চলে গেছে ? কারণ এই প্রশ্নের জবাব পাবার পর লিলি হয়ত নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল বায়রন তাহলে জানকীদাস পাণ্ডে এবং লিলিকে এই শেরটনের বারে দেখতে পাবে না। তার মনে হল কোন এক বিশেষ কারণে লিলি বায়রনের সঙ্গে জানকীদাস পাণ্ডের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়না। লিলির এই অনিচ্ছার পেছনে কোন গূঢ় কারণ কিংবা অভিসন্ধি আছে। এই সব বিষয় নিয়ে একটু ভালো

করে তদন্ত করা দরকার। এছাড়া জানকীদাস পাণ্ডে এবং অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে লিলির কী সম্পর্ক এইটে নিয়ে খোঁজ করা দরকার।

বায়রন আব্দুলের কথার কোন জবাব দিল না। বলল—আব্দুল তোমার এই খবরগুলির জন্যে ধন্যবাদ। হয়ত খবরগুলি আমার কাজে লাগবে। আর তোমার অন্য সমস্যা নিয়ে পরে আলোচনা করব।

বায়রন শেরটনের বার থেকে বেরিয়ে টেলিফোন বুথে চলে এল। সেখান থেকে সে আলবেলাকে তার বাড়িতে টেলিফোন করল।

টেলিফোনে বায়রনের কণ্ঠস্বর এবং তার নাম শুনে আলবেলা বিশেষ উত্তেজিত হল।

বায়রন—ও মাই ডার্লিং, সুইট ড্রিম···। তুমি যে আমাকে টেলিফোন করবে ভাবতেই পারিনি। বল হঠাৎ টেলিফোন করলে কেন? আমি কী করতে পারি?

শোন আলবেলা, তুমি বাড়িতেই থাকো। আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে আসছি। আমার কাজ আছে?

আমার ফ্ল্যাটে আসবে? আমার মনে হচ্ছে আমার ভাগ্য খুলেছে··

বায়রন আলবেলার কথায় কোন জবাব দিল না। গাড়ি করে সোজা আলবেলার বাড়িতে চলে এল। এর আগেও বায়রন কাজে-অকাজে আলবেলার বাড়িতে এসেছিল। অবশ্যি অধিকাংশ সময় সে রাত্রি বেলায় এসেছিল।

আলবেলা বোম্বাই সেণ্ট্রালের কাছে আজিয়ারি লেনে একটি ফ্ল্যাটে থাকত। এই আজিয়ারি লেন অতি সরু গলি। বায়রন ঐ গলিতে গাড়ি নিয়ে ঢুকল না। বড়ো রাস্তার উপর গাড়ি রেখে আলবেলার ফ্ল্যাটে ঢুকল। আলবেলা বায়রনকে দেখে বিশেষ উত্তেজিত হল। তারপর বায়রনকে জড়িয়ে এক লম্বা চুমু খেয়ে বলল—মাই সুইট ডার্লিং, তুমি যে এই সময়ে আমার ফ্ল্যাটে আসবে ভাবতেই পারিনি। আজ এই উপলক্ষে সেলিব্রেট করা যাক। জান বায়রন তোমার টাকা দিয়ে একটা ড্রাই মনোপল শ্যাম্পাইন কিনেছিলাম। সেই বোতল খোলা যাক।

বায়রন আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু আপত্তি করবার সময় পেলনা। কারণ আলবেলার কাছ থেকে লম্বা চুমু খাবার পর বায়রন প্রথমে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। আলবেলা যে তাকে এত সাদর অভ্যর্থনা জানাবে ভাবতে পারেনি ··

আলবেলা একটা জাপানী কিমানো পরেছিল। তার চোখমুখে কোন মেকআপ ছিলনা। কিন্তু তবু বায়রনের মনে হল আলবেলা সুন্দরী। বিশেষ করে তার চোখ দুটি। কিন্তু বায়রন আজ আলবেলার রূপ নিয়ে বিচার করতে আসেনি কিংবা তার প্রেম করবর সময়ও ছিলনা।

আলবেলা শ্যাম্পাইনের বোতল খুলে দুটি গ্লাসে শ্যাম্পাইন ঢালল।

ডার্লিং চীয়ার্স টু ইউ······

বায়রন মৃদু কণ্ঠে বলল—চীয়ার্স টু ইউ···

এবার আলবেলা বায়রনের কাছে এগিয়ে এসে বলল তুমি কেন আজ

আমার ফ্ল্যাটে এসেছ আমি জানি? লোটন বলেছিল তুমি আমাকে কখনই ভুলবেনা।

আমাকে নিশ্চয় তুমি দেখতে এসেছ।

বায়রন বলল—উঁহু আলবেলা তোমার অনুমান ভুল। আমি তোমার কাছে কয়েকটা খবর জানতে এসেছি—

তোমার প্রশ্ন কী আমি জানি। তুমি প্রশ্ন করবে আমার সঙ্গে বিনোদ কাপুরের দেখা হয়েছে কিনা? এই প্রশ্নের জবাব তোমাকে নিরাশ করব। বিনোদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কবে হবে বলতে পারছিনা। বিনোদ বেশ কিছুদিন মিডনাইট বার এবং নাইট ক্লাবে আসছে না। শুনেছি বিনোদ আজকাল অন্য একটা বার নাইট ক্লাবে যায়। খুব সম্ভব হর্নিম্যান সার্কেলের মন আমুর ক্লাবে?

বায়রন আলবেলার জবার শুনে কিছুটা নিরাশ হল বটে কিন্তু সে তার মনের নৈরাশ্যের কোন আভাস আলবেলাকে বুঝতে দিল না।

বেশ এবার লিলির কী খবর বল? লোটন বলেছিল লিলি কাল মিডনাইট ক্লাব বারে গিয়েছিল এবং তোমার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ গল্পগুজব করেছিল। তুমি কী লিলির মনের কোন পরিবর্তন কিংবা মনে কোন উত্তেজনা দেখতে পেলে।

আলবেলা তার শ্যাম্পাইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল: সত্যি তোমার কী হয়েছে বলতো? সব সময়েই তুমি লিলি কাপুরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছ। লিলি কী করছে, কী ভাবছে কার সঙ্গে মেলামেশা করছে? সত্যিই তোমাকে নিয়ে পারিনে বাপু। লিলি ছাড়া বোম্বাইতে কী আর কোন সুন্দরী মেয়ে নেই। আমরা আছি কেন?

এই কথাগুলি বলেই আলবেলা মৃদু হেসে আবার বলতে লাগল: জান তো বায়রন মেয়েদের মন কি রকম হিংসুটে হয়। আমিও মনের হিংসা চাপতে পারিনি। তাই তোমাকে অনেকগুলি আজেবাজে কথা বলে ফেললাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি আমাকে একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়েছ। অর্থাৎ বিনোদ এবং তার স্ত্রীর সম্বন্ধে সব খবরাখবর তোমাকে দিতে হবে। এবার তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। কাল লিলি মিডনাইট ক্লাব ও বারে এসেছিল। মনে হয় প্রথম কিছুক্ষণ সে তাস খেলেছিল। তাস খেলায় জিতেছিল কিনা বলতে পারব না। তুমি জানো লিলি হল এক গভীর জলের মাছ। ওর মনের কথা তুমি সহজে বুঝতে পারবেনা। ওর ডান হাত কি করছে বাঁ হাত জানেনা। এমন কি ডান হাতও জানে কিনা, এইটে হল বড়ো প্রশ্নের ব্যাপার।

আবার আলবেলা তার শ্যাম্পাইনের গ্লাসে চুমুক দিল। পরে বলল, লিলি তাস খেলা ছেড়ে আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে নিচে চলে এল! বললাম তো তার জুয়ো খেলার ভাগ্য ছিল না। হয়ত কিছু টাকা হারবার পর সে আমার কাছে বসে তার মনের সুখ দুঃখের কথা বলল।

বায়রন বিস্ময়ের সুরে বলল : তুমি কি বলছ লিলি তোমার সঙ্গে বসে সুখদুঃখের কথা বলল।

হ্যাঁ। ঐ সময়ে ক্লাবের বারে আমি একাই ছিলাম। আমি লিলিকে বিশেষ চিন্তিত দেখলাম।

লিলি চিন্তিত! তুমি আমাকে হাসালে আলবেলা। আমি ভাবতেও পারিনা লিলি কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।

জানি না লিলি আদৌ চিন্তিত ছিল, না আমার সঙ্গে নাটক করছিল? এই কারণেই তোমাকে বললাম লিলি অতি উঁচু দরের অভিনত্রী। ওর মনের ইচ্ছার কথা কাউকে জানতে দেয় না। হয়ত লিলি আন্দাজ করেছিল তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে। হয়ত তুমি আমার সাহায্য নিয়ে বিনোদকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছ। লিলি জানতে চেষ্টা করছিল এই ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন সাহায্য করছি কিনা—কিংবা খবর দিয়েছি কিনা।

তারপর? বায়রন একটি ছোট প্রশ্ন করল। তুমি এর কী জবাব দিলে?

আলবেলা কিছুক্ষণ বায়রনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগল : লিলি বলল : জান আলবেলা আমার বিনোদের জন্যে ভারী চিন্তাভাবনা হচ্ছে। আমার মনে হয় বিনোদের মাথা খারাপ হয়েছে। এই অবস্থায় সে কখন এবং কাকে যে কী করবে, বলতে পারব না। লোক খুন করতেও দ্বিধা বোধ করবে না।

এর জবাবে তুমি কী বললে? বায়রন আলবেলাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, বিনোদ তোমার স্বামী। তাকে তুমি বোঝাও নইলে সে একটা বিশ্রী কান্ড করে বসবে। এর জবাবে লিলি বলল : বিনোদ কোথায় আমি জানিনা। তবে পরে লিলি বলেছিল যে বিনোদ হয়ত মন আমুর ক্লাবে আছে! এই মন আমুর ক্লাবের কথা এর আগেই তোমাকে বলেছি। ঐ ক্লাবে বিনোদ কী করছে? আমি লিলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। এর জবাবে লিলি বলল : ওখানে একজন লোকের সঙ্গে তার রাত বারোটার সময় দেখা করবার কথা আছে। বেশ তুমি ঐখানে গিয়ে বিনোদের সঙ্গে কথা বল। কারণ তুমি বলছ বিনোদ রেগে গেছে। এবং রাগলে পর বিনোদ কী করে বসে একথা হলপ করে বলতে পারবে না। লিলি বলল : না আলবেলা আমি ঐ ক্লাবে গিয়ে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে চাইনে। কারণ বাজারে এই মন আমুর ক্লাবের খুব বেশি সুনাম নেই। হয়ত বিনোদ পছন্দ করবেনা যে আমি ঐ ধরনের ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলি। বিনোদ চায় আমি বাড়িতে বসে নিভৃতে এসব বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করি এবং আমিও ভাবছি তাই করব। লিলি আমাকে এই কথাগুলি বলেছিল।

বায়রন মন দিয়ে আলবেলার কথা শুনল পরে এক চুমুকে শ্যাম্পাইনের গ্লাস শেষ করল। বলল : আচ্ছা আলবেলা কাল তুমি আমাকে বলেছিলে যে তোমার সঙ্গে লিলি যখন কথাবার্তা বলছিলে তখন সে বেশ উত্তেজিত ছিল। কেন উত্তেজিত ছিল তার কোন কারণ বলতে পার?

আলবেলা এই প্রশ্নের জবাব দিতে বেশ খানিকটা সময় নিল। কী জানি ভাবল। পরে বলল : আমি আজ দু বছর ধরে লিলিকে চিনি। আমি কোনদিন তাকে উত্তেজিত দেখিনি। কারণ লিলি সাধারণত ধীর শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু কাল লিলির সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর আমার মনে হয় লিলি পাল্টেছে। কারণ তার চেহারা এবং কথাবার্তা বলবার ঢং ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণত কোন প্রশ্ন করবার আগেই লিলি তোমার মনের কথা জেনে তার জবাব দিত। কিন্তু কাল তাকে দেখে মনে হল লিলি কোন প্রশ্নের জবাব যেন হারিয়ে ফেলেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম লিলি নিশ্চয় প্রচুর মদ খেয়েছে। কিন্তু লিলি তো খুব বেশি ড্রিংক করে না। তাহলে অসংলগ্ন কথা বলছিল, তার কথাবার্তা শুনে মনে হল লিলি আমাকে সন্দেহ করেছে। আমি যে তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছি কিংবা তোমাকে সব কথা বলছি এ কথা হয়ত লিলি বুঝতে পেরেছে। সে এমন কিছু দেখেছে কিংবা শুনেছে যে তার মনকে চঞ্চল করেছে এবং উত্তেজিত হয়েছে।

মোদ্দা কথা লিলি তোমাকে বলেছিল যে তার স্বামী বিনোদ কাপুর রাত বারোটায় সময় হর্নিম্যান সার্কেলের মন আমুর ক্লাবে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। লিলি হয়ত ভেবেছে আমি ঐ সময়ে মন আমুর নাইট ক্লাবে উপস্থিত থাকব। শুধু তাই নয়, লিলি সন্দেহ করেছে তুমি আমাকে সব খবর দিচ্ছ।

আলবেলা একটু ভেবে বলল, হয়ত তোমার আন্দাজ ঠিক। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা রুমাল বের করে মুখ মুছল। পরে বলল : বায়রন আমি জানি তুমি আমার কথায় একেবারেই গুরুত্ব দাও না। তবু আমি তোমাকে সাবধান করে বলছি : সতর্ক হও। লিলিব কথাবার্তা শুনে মনে হল সে তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়। হয়ত তোমাকে এমন বিপদে ফেলবে যে ঐ বিপদের হাত থেকে তুমি সহজে বেড়িয়ে আসতে পারবে না। লিলি আজকাল তোমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। এছাড়া লিলির কথা শুনে মনে হল বিনোদ দরকার হলে তোমাকে খুন করতে দ্বিধা বোধ করবে না।

বায়রন আলবেলার কথা শুনে হাসল। বলল : তোমার এই দুশ্চিন্তার জন্যে ধন্যবাদ। লিলি আমার জন্যে বিপদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে, এ কথা আমার অজানা নেই। এই বলে বায়রন আলবেলার ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে এল।

নিজের ফ্ল্যাটে এসে বায়রন একটা ডবল স্কচ গ্লাসে ঢালল। গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে বসল।

প্রথমে তার রমলা চাওলার কথা মনে হল। সুন্দরী, রূপসী রমলা চাওলা। কিন্তু তিনি ডিভোর্সী। তার সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর বায়রনের মনে হল মিসেস রমলা চাওলা বেশ কঠিন পাত্রী। সহজে মাথা নত কিংবা হার স্বীকার করবেন না। আজকের এই আলাপ আলোচনার পর সে আরো বুঝতে পেরেছিল রমলা চাওলা বিপদকে ভয় করে না। আর একটা কথা তার মনে হল যে মিসেস

চাওলা তার সঙ্গে অরুণ শ্রীবাস্তবের সম্পর্ক কিংবা তাদের বিয়ের কথা নিয়ে কারু সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চান না।

এবার তার অরুণ শ্রীবাস্তবের কথা এবং তার দীর্ঘলম্বা চিঠির কথা মনে হল। অরুণ শ্রীবাস্তব সমস্ত ঘটনার ফিরিস্তি দিয়ে তাকে যে চিঠি লিখেছিল। বায়রন সেই চিঠি পড়বার সুযোগ পায়নি। বিনোদ সেই চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছে এবং অরুণের দেওয়া টাকা চুরি করে নিয়েছে। অরুণ একেবারে বোকা মুর্খ নয়। কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ না থাকলে অরুণ শ্রীবাস্তব এত সহজে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি হল কেন? পঁচিশ হাজার কম টাকা নয়। এবং এই টাকা সে শুধু শুধু খরচ করবার পাত্র নয়। অরুণ শ্রীবাস্তব মিসেস রমলা চাওলার বন্ধু। কিন্তু মিসেস চাওলার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার পর বায়রনের মনে হল মিসেস চাওলা হয়ত কিছু কথা কিংবা অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার কিছু অংশ লুকোবার চেষ্টা করছেন। হয়ত অরুণ শ্রীবাস্তব বায়রনের হাতে এই কেস তুলে দিয়ে তার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছেন। কিংবা মিসেস চাওলা বিশেষ বিপদে পড়েছেন। কী সেই বিপদ? নিশ্চয় কেউ মিসেস চাওলাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছেন। আজকাল তো মেয়েদের আকচার ব্ল্যাকমেল করা হয়ে থাকে। মিসেস চাওলার মত সুন্দরী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাকে যদি ব্ল্যাকমেল করা হয়, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

টেলিফোন বেজে উঠল।

মিরিয়ামের টেলিফোন।

মিরিয়াম বলল: মিঃ বিনোদ কাপুর টেলিফোন করেছিলেন। বললেন তিনি আজই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিশেষ জরুরী কিছু কথা আছে। দুজনের স্বার্থের জন্যে এই দেখা এবং আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার। তিনি আরো বললেন যে আজ রাত দশটার সময় তিনি আপনার সঙ্গে এই অফিসে এসে দেখা করবেন।

বিনোদের এই প্রস্তাব বায়রনকে খুশি করল। সময় এবং স্থানও তার মনোঃপুত হয়েছে। বিনোদের সঙ্গে মন খুলে আলাপ আলোচনা একান্ত আবশ্যক। হয়ত বিনোদ তার ভুল বুঝতে পেরেছে। এবার বিনোদের সঙ্গে তার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

ভেরীগুড। আমি ঠিক রাত দশটার সময় দপ্তরে উপস্থিত থাকব। আর কোন খবর আছে?

হ্যাঁ, মিঃ কাপুর আরো বললেন আজকের এই আলাপ আলোচনার সময় মিসেস কাপুরও উপস্থিত থাকবেন।

আর কিছু বলেছেন? তাকে কি টেলিফোন করে জানাতে হবে যে আমি তার প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছি।

না, তবে তিনি ধরেই নিয়েছেন আপনি এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করবেন।

মিরিয়ামের সঙ্গে কথা বলবার পর বায়রন আবার গ্লাসে ডবল স্কচ ঢালল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বায়রন ভাবল ইতিমধ্যে হয়ত বিনোদ প্লাজা হোটেলে গিয়ে তার স্ত্রী এবং তাকে জড়িয়ে বাজারে যে গুজব রটেছিল তার সত্যতা যাচাই করে নিয়েছে। এবার তার জুপিটার গ্যারাজের মালিকের কাছে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠির এবং যে চিঠি অরুণ শ্রীবাস্তব তার ফ্ল্যাটে রেখে গিয়েছিল সেই দুটির কথা মনে পড়ল। দুটি চিঠিই একই হাতের লেখা চিঠি। এই দুটি চিঠি দেখবার পর বিনোদের মনে হয়ত আর কোন সন্দেহ থাকবেনা যে লিলির সঙ্গে হোটেলে ঐ রাত্রে অরুণ শ্রীবাস্তব কাটিয়েছিল, বায়রন নয়।

বায়রন ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দশটার সময় বিনোদ এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দপ্তরে দেখা করতে হবে। একবার স্নান করে নেওয়া দরকার। স্নানের শেষে বায়রন আবার একটি ডবল স্কচ নিয়ে বসল। প্রথমে যার ছবি তার মনে হল তিনি হলেন রমলা চাওলা। সত্যিই এই মিসেস চাওলা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

রাত দশটার কিছু আগে বায়রন গিয়ে তার দপ্তরে পৌঁছুল। দপ্তর নির্জন। কেউ ছিল না। মিরিয়ামের টেবিলে একগুচ্ছ চিঠি পড়েছিল। কিন্তু আজ তার চিঠি পড়বার এবং দেখবার সময় কিংবা ধৈর্য ছিল না। বায়রন ভাবছিল কখন লিলি এবং তার স্বামী দপ্তরে আলোচনার জন্যে এসে হাজির হবে। রাত প্রায় পৌনে এগারটার সময় দপ্তরে টেলিফোন বেজে উঠল। বায়রন টেলিফোন ধরল।

হ্যালো বায়রন, গলা শুনে বায়রনের বুঝতে অসুবিধে হল না, টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে লিলি কথা বলছে। কেমন আছ?

হঠাৎ এই প্রশ্ন করছ?

কৌতূহলের কণ্ঠে বায়রন জিজ্ঞেস করল।

আমি অবাক হইনি। তবে আমার গলার স্বর শুনে নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছ গুণ্ডারা আমার কোন শারীরিক ক্ষতি করতে পারেনি। আমি ভেবেছিলাম যে আজ বিনোদ গতরাত্রের ঘটনা নিয়ে আমার কাছে মাপ চাইতে আসবে। অবশ্য গতরাত্রে হয়ত বিনোদ মদের ঘোরেই আমার পেছু গুণ্ডা লাগিয়েছিল। তাই আমি আদৌ এ নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করিনি।

মাপ চাইবার ইচ্ছেই বিনোদের ছিল। কিন্তু বিনোদ আমাকে বলল: তার হাতে দু-তিনটে জরুরী কাজ আছে। কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার দেখা করা আবশ্যক। তাই রাত দশটার এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারল না। তবে তুমি যদি ঠিক রাত বারোটার সময় মন আমুর ক্লাবে আসতে পার তাহলে নিশ্চয় ওখানে বিনোদের দেখা পাবে।

বায়রনের গত রাত্রের ঘটনা এবং বিনোদের পোষা গুণ্ডারা যে তার পেছু মোটর গাড়ি করে ধাওয়া করেছিল সেই কথাগুলি মনে পড়ল। আজ বিনোদের কি মতলব?

এবার প্রশ্ন হল বায়রন মন আমুর ক্লাবে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কি

যাবে কিনা ? হয়ত বিনোদ তার জন্যে আর একটা ফাঁদ পেতেছে ? লিলি এবং বিনোদের পক্ষেই সবই সম্ভব ? কী করবে বায়রন ?

মন আমুর ক্লাব ঠিক কোথায় আমি জানি না। গত রাত্রে আমি ঐ ক্লাব খুঁজে পাইনি। তাই শেষ পর্যন্ত অত ঝামেলায় পড়লাম বায়রন জবাব দিল।

বাঃ রে দুনিয়াশুদ্ধ সবাই জানে এই মন আমুর ক্লাব কোথায় ? আর তুমি জান না। মন দিয়ে শোন, আমি তোমাকে এই ক্লাবের সঠিক ঠিকানা দিচ্ছি··· শোন, মন আমুর ক্লাব বেশ অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্লাব। হর্নিম্যান সার্কেল থেকে এই রাস্তা বেড়িয়ে গেছে। ঐ রাস্তা দিয়ে একটু হেঁটে যাও। কিছুদূর গেলেই দেখবে একটা দরজার সামনে নিয়ন বাতি জ্বলছে। ঐটি হল মন আমুর ক্লাব। আর শোন এই ক্লাবে ঢুকবার পেছন দিকে আর একটি দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে ক্লাবে এবং ক্লাবের সেক্রেটারীর ঘরে যেতে পারবে। সামনের গেট বন্ধ থাকলে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকো।

বায়রন কোন চিন্তা ভাবনা না করেই বলল ঃ তুমি কোন চিন্তা কর না। আমি ঠিক রাত বারোটার সময় ওখানে গিয়ে হাজির হব। আজ মন আমুর ক্লাব খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধে হবে না···বায়রন এই বলে টেলিফোন ছেড়ে দিল।

তার মনে হল সত্যি লিলি এবং তার স্বামী বিনোদ এক বিচিত্র বিস্ময়কর খেলা খেলছে। তাদের এই লুকোচুরি খেলার কী উদ্দেশ্য বায়রন সহজে বুঝে উঠতে পারলাম না। গত শনিবার যদি পুনার রেসকোর্সে ইউরেকা জেনারেল এ্যান্ড ফায়ার ইন্সিওরেন্সের বিদ্যা দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা না হত, এবং বিদ্য যদি বায়রনকে বাজারের গুজবের কথা না বলতো তাহলে আজকের এই ঘটনার কী পরিণতি হত বায়রন ঐ মুহূর্তে তার কোন বিচার করতে পারল না।

হঠাৎ কী মনে করে বায়রন মিরিয়ামকে টেলিফোন করল। মিরিয়াম, গত শনিবার আমার দপ্তরে কী ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলি কী স্মরণ করতে পারবে ? তুমি দপ্তরে যাবার পর যা যা ঘটেছিল সব কিছু আমি জানতে চাই। অতি সাধারণ ছোট নগণ্য বিষয়ও বাদ দিওনা।

বেশ, আমি দপ্তরে পৌঁছুবার পর যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার পুরো ফিরিস্তি আপনাকে দিচ্ছি।

এই বলে মিরিয়াম কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল। হয়ত সে ঘটনাগুলি মনে করবার চেষ্টা করছিল।

আমি সকাল ন'টার সময় দপ্তরে গিয়ে পৌঁছুই। প্রথমে চিঠির বাক্স খুলে চিঠি সংগ্রহ করি। কোন প্রয়োজনীয় চিঠি ছিল না। আমি ভেবেছিলাম হয় আপনি কিংবা বিনোদ কাপুর একবার দপ্তরে আসবেন···কিন্তু আপনারা কেউ আসেন নি।

প্রায় দশটার সময় মিসেস কাপুর আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। প্রায় সাড়ে দশটার সময় অরুণ শ্রীবাস্তব দপ্তরে এসেছিলেন। এর আগেও তিনি কয়েকবার দপ্তরে

টেলিফোন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আপনার সঙ্গে কী করে যোগা-যোগ করা যাবে।

অরুণ শ্রীবাস্তব আমার সঙ্গে প্রায় মিনিট দশেক কথা বলেছিলেন। আলোচনার পর ঠিক হল যে তিনি তার বক্তব্য একটি চিঠিতে লিখে যাবেন। আমি তাকে কাগজ এবং এনভেলাপ দিয়েছিলাম।

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে তিনি তার বক্তব্য একটা চিঠিতে লিখলেন। পরে চিঠি একটি বড় এনভেলাপে ভরলেন। চিঠিখানা হাতে ধরে আমি বুঝতে পারলাম ঐ চিঠির সঙ্গে বোধহয় অন্য কোন কাগজ কিংবা ভারী মোটা দলিল ছিল। কারণ এনভেলাপ বেশ পুরু এবং ভারী ছিল।

অরুণ শ্রীবাস্তব চিঠিখানা আমার সামনেই বন্ধ করলেন। আমি চিঠির মুখ সীল করে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার সামনেই তিনি চিঠিখানা আপনার টেবিলের ডান দিকের দেরাজে রাখলেন। আমিও তার সামনেই দেরাজ চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। এবার তিনি আপনার ফ্ল্যাটের ঠিকানা চাইলেন। বললেন আর একখানা চিঠি লিখে তিনি আপনার ফ্ল্যাটে রেখে আসবেন। আমি তাকে ফ্ল্যাটের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম আপনি বোম্বাই ছাড়বার আগে একবার টেলিফোন করে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করতে পারেন।

মিরিয়াম একটানা কথা বলে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল।

তারপর কী হল ? বায়রন তার মনের কৌতূহল চাপতে পারল না। অরুণ শ্রীবাস্তব দপ্তর থেকে চলে যাবার পর আমি লাঞ্চে বাইরে গিয়েছিলাম···

মিরিয়াম তুমি ড্রয়ার খুলে চিঠিতে কী লেখা ছিল জানবার চেষ্টা করনি বায়রন জিজ্ঞেস করল।

আপনি কি বলছেন মিঃ ঘাউস—আজ একটানা সাতবছর ধরে আমি আপনার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছি। কিন্তু আমি কোনদিনই আপনার চিঠিপত্র খুলে পড়বার চেষ্টা করিনি···

না, না আমি এমনি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম·· কোন কিছু সিরিয়াসলি বলিনি। যাক তুমি আমাকে যে সব খবর দিলে তার জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ।

বায়রন টেলিফোন রেখে দিল। ঠোঁটে একটা সিগারেট পুরলো এবং গ্লাসে ডবল স্কচ ঢালল।

*　　　*　　　*

আজ লিলির বর্ণনা অনুযায়ী মন আমুর ক্লাব খুঁজে বার করতে তার কোন অসুবিধে হল না। হর্নিম্যান সার্কেল থেকে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে।

গাড়িতে বসে বায়রনের অনেক কিছু মনে হল। প্রথমে যখন সে লিলি এবং বিনোদের সমস্যা নিয়ে তদন্ত করতে শুরু করেছিল তখন একবারও তার মনে হয়নি যে এই বিনোদ লিলির দাম্পত্য কলহের প্রভাব আর একটি ঘটনার উপর পড়বে।

মিসেস রমলা চাওলার এবং অরুণ শ্রীবাস্তবের বিচিত্র বিস্ময়কর কাহিনীর সঙ্গে লিলি বিনোদের দাম্পত্য কলহের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে একথা তার আদৌ মনে হয়নি। কিন্তু আজ তার মনে হল এই দুই ঘটনার ভেতর একটা সম্পর্ক আছে। অরুণ শ্রীবাস্তবের তার বান্ধবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আর কিছুই নয়। মিসেস রমলা চাওলা স্থির করেছেন যে তিনি জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করবেন। হঠাৎ দীর্ঘদিন বাদে অরুণ শ্রীবাস্তবের বিয়ের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য মিসেস রমলা চাওলা কেন জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন সেই কারণ রহস্যজনক হলেও তাকে এই বিষয় নিয়ে তদন্ত করতে হবে।

এই জানকীদাস পাণ্ডে কে?

বায়রন এখনও তার অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। তবে শেরটনের আব্দুলের বক্তব্যানুযায়ী জানকীদাস পাণ্ডে বোম্বাইর বাসিন্দা নন। তিনি দিল্লীতে থাকেন। কিছুদিন হল তিনি বোম্বাইতে এসেছেন। তার রেস এবং জুয়ো খেলার প্রতি তীব্র আসক্তি আছে।

অরুণ শ্রীবাস্তব তার বান্ধবী এবং জানকীদাসের বিয়ের কথা কি জানেন? জানেন বলেই অরুণ শ্রীবাস্তব বায়রনকে চিঠি লিখে জানিয়েছেঃ দেখুন আমি মিসেস চাওলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত। আপনি যদি কোন প্রকারে আমার বান্ধবীকে সাহায্য করতে পারেন, অর্থাৎ তিনি জানতে পারেন তার সামনে একটা বিপদ রয়েছে তাহলে আমি বাধিত হব। অবশ্য মিসেস চাওলা সহজে আপনার যুক্তিকে স্বীকার করে নেবেন না। তার সামনে এমন কয়েকটি ঘটনা যদি দাঁড় করাতে পারেন যাতে তিনি বিশ্বাস করেন তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তাহলে আপনি আমার উপকার করবেন। অবশ্য অরুণ শ্রীবাস্তব এত বিস্তৃত করে তার বক্তব্যকে বায়রনের কাছে লিখে যাননি। তবে চিঠির ভাষা থেকে একথা বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি। কিংবা অরুণ শ্রীবাস্তব এই বিয়ের কথা শুনে হিংসা করছেন।

কিছুদিন আগে অরুণ শ্রীবাস্তব বোম্বাইতে এসেছিলেন। এখানে থাকাকালীন লিলি কাপুরের সঙ্গে একরাত্রি প্লাজা হোটেলে কাটিয়ে গেছেন। ঘটনাটি বিস্ময়কর। আর ঐ সময়ে তিনি কি রমলা চাওলার সঙ্গে দেখা করেছিলেন? তার কোন প্রমাণ বায়রন পায়নি···শুধু বায়রন জানে অরুণ শ্রীবাস্তব জানকীদাস পাণ্ডের খপ্পর থেকে যেন মিসেস চাওলা বেরিয়ে আসতে পারেন তার জন্য বায়রনের সাহায্য চেয়েছেন। শুধু কী সাধারণ হিংসা, ঈর্ষার প্রতিশোধ নেবার জন্যে অরুণ শ্রীবাস্তব বায়রনকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। অরুণ শ্রীবাস্তব সৈন্য-বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি, ব্রিগেডিয়ার শিগ্গির তার মেজর জেনারেল হবার সম্ভাবনা আছে। মনে হয়না তিনি নিশ্চয় কোন কাঁচা কাজ করবেন কিংবা করতে পারেন। অতএব নিশ্চিন্ত মনে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জানকীদাস পাণ্ডে এবং মিসেস রমলা চাওলার বিবাহের পেছনে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য আছে।

এই সব পাঁচমিশালী কথাবার্তা নিয়ে চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে বায়রনের নিজের

সমস্যার কথা মনে পড়ল। এই সমস্যা নিয়ে বিনোদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে বায়রন আজ মন আমুর ক্লাবে এসেছে।

একটু চিন্তাভাবনার পর বায়রন এই দুইটি সমস্যার ভেতর কোন যোগসূত্র খুঁজে পেলনা। কিন্তু হয়ত বায়রনের প্রাথমিক এই ধারণা ভুল। কারণ দুই ঘটনার মধ্যে একটি সম্পর্ক বায়রন খুঁজে পেল। অরুণ শ্রীবাস্তব তার দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক, লিলি কাপুরের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে একরাত্রি কাটিয়েছে। ঐ একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে এই দুইটি ঘটনা একেবারে পৃথক, বিভিন্ন নয়। এখন তার জানা দরকার প্লাজা হোটেলে অরুণ শ্রীবাস্তব ও লিলি কাপুরের এক রাত্রের সহবাসের প্রস্তাবটি প্রথমে কে করেছিল? লিলি কাপুর না অরুণ শ্রীবাস্তব? এই রহস্যভেদ করাবার জন্যেই আজ রাত্রে বায়রনের এই অভিযান। কারণ বিনোদের সঙ্গে একবার দেখা হলে সমস্ত রহস্য বেশ কিছুটা পরিষ্কার হবে।

আর একটা কথা ভেবে বায়রন অবাক হল। লিলি কী করে জানতে পারল যে মন আমুর ক্লাবে ঢুকবার জন্যে পেছনে আর একটি দরওয়াজা আছে!

হর্নিম্যান সার্কেলে গাড়ি রেখে বায়রন মন আমুর ক্লাবের দিকে হাঁটা দিল।

বোম্বাই, রাত প্রায় পৌনে বারোটা, শহর ক্লান্ত, বোম্বাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার ফুটপাথে কিছু লোক ঘুমিয়েছিল।

বায়রন মন আমুর ক্লাবের সামনে এসে দেখল যে ঢুকবার দরজা বন্ধ। এত শিগ্গির যে ক্লাব বন্ধ হয়ে যাবে বায়রন ভাবতে পারেনি···

তাহলে পেছনের গেট দিয়ে ঢোকা যাক। লিলি বলেছিল সামনের গেট বন্ধ থাকলে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকো।

ক্লাবের পেছনে এসে বায়রন গেটের সামনে পৌঁছল। গেট খোলাই ছিল। বায়রনের ক্লাবে ঢুকতে কোন অসুবিধে হল না।

ক্লাবের পেছনে ঢুকে বায়রন অবাক হল। তার মনে হল এটা ক্লাব ঘর নয়। কারণ পেছনের বড় হল ঘরটি এক গুদাম ঘর।

বহু পুরানো পরিত্যক্ত জিনিসে ভর্তি। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার যো নেই। কারণ সিঁড়ি পুরানো জিনিসে ভর্তি। এই বড় হল ঘরটি দিয়ে ক্লাবে ঢুকতে গেলে তাকে একটা দড়ি বেয়ে হল ঘরের অপর দিকে পৌঁছুতে হবে।

বায়রন আর কোন চিন্তাভাবনা করল না। একটা সিগারেট মুখে গুঁজে দড়ি বেয়ে হল ঘরের অপর দিকে রওনা দিল।

দড়ির মাঝখানে এসে বায়রন দেখল ঠিক তার পায়ের নিচে কতগুলি টিনের বাক্স রয়েছে। বায়রন বারুদের গন্ধ পেল। অন্ধকার তবু বায়রন যেন টিনের উপর কয়েকটি শব্দ পড়তে পারল। T. N. T. এক্সপ্লোজার সাবধান।

এই শব্দ কয়েকটি পড়বার পর বায়রন শংকিত হল। সর্বনাশ, তার মুখে রয়েছে সিগারেট। এই সিগারেটের ছাই যদি কোন প্রকারে ঐ বারুদের উপর গিয়ে পড়ে তাহলে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে। ক্লাবে আগুন ধরবে। বায়রন সাবধান

হল। পরে সে দড়ি বেয়ে হলঘরের অপর দিকে এল তখন দেখতে পেল এই হল ঘরের পেছনে একটা বড়ো বারান্দা। বারান্দায় আলো জ্বলছে। বারান্দার এক পাশে আর একটি ঘর। ঐ ঘরেও বাতি জ্বলছে।

বোম্বাই শহরের মধ্যিখানে যে এই ধরনের একটি ক্লাব থাকতে পারে বায়রন কখনই ভাবতে পারেনি।

বায়রন এবার বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগল। বারান্দার এক প্রান্তে একটি ছোট সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। তারপরেই ক্লাবের বড় বড় ঘর। ঐ ঘরগুলিতে বসে বেশ কিছু লোক গল্প গুজব করছে। হয়ত এরা ক্লাবের সদস্য। এবার বায়রনের কাছে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হল। ক্লাবের পেছনের দরজা দিয়ে সে ক্লাবের নিচের তলায় ঢুকেছে। অর্থাৎ যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'বেসমেণ্ট'।

বায়রন হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পেল। বারান্দার কাছে একটি টেলিফোন ছিল। একটানা বেশ কিছুক্ষন টেলিফোন বেজে গেল। বায়রন ইচ্ছে করেই ঐ টেলিফোন ধরল না। একটু পরে টেলিফোনের আওয়াজ বন্ধ হল। বায়রন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার জন্যে এগিয়ে গেল।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

এবার বায়রন টেলিফোনের রিসিভার তুলল। টেলিফোনের অপর প্রান্তে থেকে অতি পরিচিত মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। হ্যালো বায়রন, তুমি ঠিক সময়ে পেঁছে গেছ। যাক আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এর আগেও আমি দুবার টেলিফোন করে-ছিলাম। কিন্তু কেউ টেলিফোন ধরেনি···এই কণ্ঠস্বর ছিল লিলির।

লিলির কণ্ঠস্বর শুনে বায়রন অবাক হল না। এই রহস্যর নায়িকা যে লিলি এই কথা স্বীকার করে নিলে আজ রাত দুপুরে লিলির কণ্ঠস্বর শুনবার মধ্যে কোন বিস্ময় থাকতে পারে না।

বায়রন মনের বিস্ময় প্রকাশ করল না। অতি সাধারণ গলায় বলল: আমি ভেবেছিলাম তুমিও আজকের আলাপ আলোচনার সময় উপস্থিত থাকবে। তুমি এলে না কেন?

আমি দুঃখিত বায়রন। এই সময়টা আমি মিডনাইট ক্লাবে কাটাতে চাই। আমি চাই তুমি এবং বিনোদ একা নিভৃত নির্জনে কথাবার্তা বল। আমি উপস্থিত না থাকলে তোমরা মন খুলে কথা বলতে পারবে।

না তুমি উপস্থিত থাকলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারতাম এবং মনের আবর্জনা দূর হত। বায়রন জবাব দিল। থাক একেই বলে ভাগ্যর পরিহাস। কিন্তু আমি ক্লাবের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছি! পরে দেখলাম ক্লাবের বেসমেণ্টে ঢুকেছি। কিন্তু বিনোদ কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না···বায়রন সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল। বিনোদ যাবে নিশ্চয়···তুমি তো জানো বিনোদকে। দেরী করে যাওয়া তার অভ্যেস। আর একটা কথা। তুমি ক্লাবের পেছন দিয়ে ঢুকেছ কারণ রাত্রি এগারটার পর সদস্যদের সামনের গেট দিয়ে প্রবেশ নিষেধ পুলিশ হাঙ্গামা

করতে পারে। সবাই পেছনের গেট দিয়ে ঢোকে। তুমি ভুল করে বেসমেণ্টে ঢুকেছ। লিলি একটানা বলে গেল।

এবার বুঝতে পেরেছি সামনের গেট কেন বন্ধ থাকে—বায়রন জবাব দিল।

বেস্ট অব লাক বায়রন। এই বলে লিলি টেলিফোন ছেড়ে দিল। বায়রন এবার একটা সিগারেট ধরালো। ভাবতে লাগল লিলি এবার নতুন কী খেলা খেলছে? হঠাৎ মাঝরাত্রে টেলিফোন করা বায়রনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করল। সে সমস্ত ঘটনা খুব খুশি মনে গ্রহণ করতে পারল না।

কী করবে বায়রন? সে ঠিক করল উপরে ক্লাবের মেন হলে ঢোকা যাক। কিন্তু হঠাৎ বায়রন দেখতে পেল সিঁড়ির ঠিক উপরে অর্থাৎ ক্লাবের মেন হল ঘরের পেছনে আর একটি ঘরে বাতি জ্বলছে। দরজাও খোলা। তাহলে নিশ্চয় ঐ ঘরে কেউ আছে।

বায়রন মুখ থেকে সিগারেট ফেলে দিল এবং ঐ ঘরের দিকে এবার ঘরের কাছে এসে দরজাটি ঠেলে বায়রন ঘরে ঢুকল। বলা যায় দরজাটি খোলাই ছিল।

ঘরে ঢুকে ভেতরের দৃশ্য দেখে বায়রন স্তম্ভিত হল। বেশ কিছুক্ষণ তার কথা বলবার এবং চিন্তা করবার শক্তি হারাল। অসম্ভব অবিশ্বাস্য!

বায়রন দেখতে পেল একটি লোক টেবিলে মাথাগুজে বসে আছে। ও কী? না লোকটি জীবিত নয়, মৃত। দেখলে বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না লোকটিকে খুন করা হয়েছে।

বায়রন এবার মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল যে লোকটির মাথায় কেউ বড়ো ডাণ্ডা কিংবা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ঘাড়ের পেছনে একটি বড় ক্ষত। রক্ত চুইয়ে পড়ছে। লোকটির দেহে কোন প্রাণ নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে বায়রন যেন তার সংবিৎ ফিরে পেল। সে মৃতদেহের আরো কাছে এগিয়ে এল। মৃতদেহ দেখে বায়রন বিস্মিত হল। মৃত দেহ আর কারু নয়, তার বন্ধু এবং সহকর্মী বিনোদ কাপুরের। কে জানি বিনোদ কাপুরকে একটা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে।

বায়রন বিনোদের মৃতদেহ হাত দিয়ে দেখল।

বেশিক্ষন আগে বিনোদের মৃত্যু হয়নি। বিনোদের শরীর তখনও বেশ উষ্ণ। হয়ত কেউ বিনোদের উপর হামলা করেছিল এবং শক্ত একটা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল। সেই আঘাতে বিনোদ মারা গেছে। হয়ত বায়রন যখন হলঘর দিয়ে এই বারান্দায় পৌঁচেছিল। তখনই আততায়ী বিনোদকে হত্যা করে ক্লাবের সামনের গেট দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। কে জানে হয়ত আততায়ী ক্লাবের সামনের মেন হল ঘরে অনান্য সদস্যদের সঙ্গে কিংবা বারের কাউণ্টারে গিয়ে বসে আছে। ক্লাবের পেছন দিকটা নির্জন অন্ধকার হলে কী হবে? ক্লাবের সামনের দিকটা, বিশেষ করে সামনের হলঘর জমজমাট। সবাই ওখানে বসে গল্প করছে, মদ খাচ্ছে। হঠাৎ বায়রন দূর থেকে টাউন হলের বড় ঘড়ির আওয়াজ শুনতে পেল। রাত বারোটা···মার্ডার এ্যাট মিডনাইট।

বিনোদ তার সহকর্মী এবং বন্ধু ছিল। অনেক ব্যাপারে বায়রন বিনোদের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। কিন্তু যে কদিন বিনোদ তার সঙ্গে কাজ করেছিল বায়রন বিনোদকে অপছন্দ করেনি। তার কাজকর্মে আপত্তি করবার কোন কারণ খুঁজে পায়নি। আজ বিনোদের হত্যা তার মনে প্রচণ্ড আঘাত দিল। বায়রনের মনে দুঃখ পাবার আর একটি বড় কারণ হল যে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন বায়রনকে কেন্দ্র করে বিনোদ লিলির দাম্পত্য কলহ বেশ তীব্র হয়েছিল। বায়রন এই ভুল বোঝাবুঝির জন্যে দুঃখিত হয়েছিল কিন্তু সে বিনোদকে সত্যি কথা বলবার কোন সুযোগ পেল না।

বায়রন এবার ঘরে খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে লাগল। কোথাও যেন তার পায়ের কিংবা হাতের ছাপ না থাকে। তাই সে পা উঁচু পায়ের পাতা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

বায়রন এবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। দেখতে পেল পেছনের পেছনের বারান্দা থেকে আর একটি দরজা উপরে উঠে গেছে। এই সিঁড়ি দিয়ে সবার অজ্ঞাতসারে ক্লাব থেকে বেরুনো যায়। বায়রন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। দেখতে পেল আর অনেকগুলি ঘর। বাথরুম, বিলিয়ার্ড খেলার রুম, ছোট একটি বার, অফিসঘর। ঐ সব দেখলেই বোঝা যায় মন আমুর ক্লাব। একটি বড় ক্লাব এবং অনেক সদস্য আছে।

একটুখানি ঘোরাফেরা করবার পর বায়রন আবার বিনোদের ঘরে ফিরে এল। বিনোদের হাতে কিংবা চেয়ারে হাত দিল না। যে টেবিলে বিনোদ তার মাথা গুজে ছিল এবার বায়রন দেখতে পেল যে টেবিলের নিচে কী জানি পড়ে আছে। বায়রন মাথা নিচু করে জিনিসটি বের করে আনল এবং লাইটে তার চোখের সামনে তুলে ধরল। একটি দামী ব্রেসলেট, দামী রুবি এবং ডায়মণ্ড দিয়ে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বায়রন জহুরী নয়, কিন্তু রুবি এবং ডায়মণ্ড-গুলি দেখে বুঝতে পারল যে এই ব্রেসলেটের দাম তিন চার লাখ টাকার বেশি হবে।

বায়রন এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আসবার সময় রুমাল দিয়ে পায়ের জুতোর এবং হাতের চিহ্ন মুছে নিল। কারণ সকালে পুলিশ এসে হানা দেবে এবং পায়ের চিহ্ন আঙুলের চিহ্ন খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে।

রাস্তায় বেরিয়ে বায়রন আর দেরী করল করল না। হর্নিম্যান সার্কেলে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। তারপর সেখান থেকে ফ্লোরা ফাউণ্টেনের টেলিগ্রাফ অফিসে এসে পৌঁছুল। সেখানকার পাব্লিক টেলিফোন থেকে বায়রন পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে অফিসার ইন চার্জের কাছে টেলিফোন করল। টেলিফোনের রিসিভারের কাছে রুমাল দিয়ে আটকে নিল। হ্যালো শুনুন, আমি আপনাকে একটা খুনের খবর দিচ্ছি। বোম্বায়ের হর্নিম্যান সার্কেলের কাছে মন আমুর প্রাইভেট ক্লাব আছে। আপনারা ঐ ক্লাবের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলে নিচে

বেসমেণ্টের একটি ঘরে মৃতদেহটি পাবেন। আপনারা ঐ মৃতদেহ খুঁজে বার করবার জন্যে পুলিশ বাহিনী পাঠান।

পুলিশ ইনসপেক্টর উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কে বলছেন ?

আমার নাম আপনার কোন কাজে লাগবেনা। আপনি পুলিশ বাহিনী এক্ষুনি পাঠান। বায়রন টেলিফোন করে তার ফ্ল্যাটে চলে এল।

* * * *

পরের দিন প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বায়রনের ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠে সে স্নান করল এবং পরে নিচের রেস্তোরাঁ থেকে ব্রেকফাস্ট এনে খেলো। ব্রেকফাস্টের পর বায়রন তার দপ্তরে গেল।

মিরিয়াম বলল : বিশেষ কোন চিঠিপত্র নেই।

কেউ টেলিফোন করেছিলেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ দশ মিনিট আগে মিসেস কাপুর আপনার খোঁজ করছিলেন এবং জানতে চাইছিলেন আপনি কোথায় ? আমি এর জবাবে বলেছি আপনি কোথায় এবং কখন দপ্তরে আসবেন বলতে পারব না।

উনি কী বললেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

বললেন এক ঘণ্টা বাদে উনি আবার টেলিফোন করবেন।

দুঃখিত। আমি ঐ সময়ে দপ্তরে থাকব না।

মিস্ত্রী এসেছিল। আপনি 'নেমপ্লেট' অর্থাৎ বায়রন ঘাউস বিনোদ কাপুর প্লেট চেঞ্জ করে শুধু বায়রন ঘাউস প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং ইনভেস্টিগেটর করতে বলেছিলেন।

তাই কর মিরিয়াম। কারণ আজ থেকে বিনোদ বিদায় নিয়েছেন।

মানে! মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল। আমার কথা মানে কয়েকঘণ্টা বাদে জানতে পারবে। এবার আর একটা কথা শোন। আমি ঘণ্টা দুইয়েকের জন্যে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। অবশ্য বিকেল ছ'টার সময় ফ্ল্যাটে ফিরে আসব। ধর পুলিশ হয়ত তোমাকে টেলিফোন করবে এবং জানতে চাইবে আমি কোথায় আছি।

পুলিশ! মিরিয়ামের এই ছোট প্রশ্নে শুধু কৌতূহল ছিল না, বেশ উত্তেজনাও ছিল। আশা করি গুরুতর কিছু ঘটেনি।

হ্যাঁ, একটা গুরুতর ঘটনা হয়েছে। খুন হয়েছে। আমাদের সহকর্মী বন্ধু বিনোদ কাপুরকে কে জানি খুন করেছে। তার তো অনেক শত্রু হয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বায়রন বলল : আমি আশংকা করছি পুলিশ আমাকে খুনী বলে সন্দেহ করবে।

আপনাকে! মিরিয়াম যেন বায়রনের কথাগুলি বিশ্বাস করতে পারল না। তার উত্তেজিত গলার স্বর শুনে মনে হল সে যেন কোন আজগুবি, অলৌকিক কাহিনী শুনছে।

হ্যাঁ মিরিয়াম। আমি বিনোদকে যত অপছন্দ করি না কেন, তাকে খুন করবার

কোন ইচ্ছাই আমার মনে জাগেনি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব হবে এবং ঐ প্রমাণগুলি মিথ্যে বলে প্রমাণ করা খুব সহজ কাজ হবে না। বলতে পার আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অনেক বেশি গুরুতর হবে। যাক কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

*　　　*　　　*　　　*

দুপুর একটার সময় বায়রন লাঞ্চ খেতে শেরটন হোটেলে এল।

বারে সেদিন আব্দুল ছিল না। সেদিন ছিল আব্দুলের ছুটির দিন। তাই বারে একা বসে বায়রন একটা ডবল স্কচ খেল। আর সেই সঙ্গে তার গতানুগতিক লাঞ্চ, ডবল ক্লাব স্যান্ডউইচ এবং অনিয়ন সুপ।

বিকেলের ইভনিং নিউজ পত্রিকায় বিনোদ কাপুরের খুনের খবর বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। বায়রন খবরটি পড়ল। বিনোদ কোন এক সময়ে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিল। অতএব ইভনিং নিউজ প্রায় একপাতা বিনোদের জীবনী এবং এই খুনের বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করেছে। পুলিশ সন্দেহ করে যে বিনোদের কোন শত্রু তাকে খুন করেছে। বিনোদ দীর্ঘকাল পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছিল। অতএব ক্রাইম জগতে বিনোদের দুচারজন শত্রু থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বায়রন কাগজ থেকে আরো জানতে পারল বোম্বায়ের পুলিশের সি. আই. ডি. দপ্তরের এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী এবং তার সহকারী ইনসপেক্টর চৌগুলে এই কেসের তদন্ত করছেন। কাল বিনোদের ডেডবডি পোস্ট মর্টম করা হবে।

বিনোদ শেরটনের বার থেকে হোটেলের লবির একটা পাব্লিক টেলিফোনের কাছে এল। রমলা চাওলার সঙ্গে তার একবার কথা বলা দরকার। বিষয়টি জরুরী, হয়ত রমলা চাওলা তার সঙ্গে কথা বলতে কিংবা দেখা করতে চাইবেন না। কিন্তু বায়রন জানত তার হাতে তাসের তুরুপ আছে। সেই তুরুপ ব্যবহার করলে মিসেস রমলা চাওলা তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করতে পারবেন না।

মিসেস রমলা চাওলার পরিচায়িকা টেলিফোন ধরল।

আমি বায়রন ঘাউস কথা বলছি আমি মিসেস রমলা চাওলার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। ও কথাটা বিশেষ জরুরী। একটু বাদে মিসেস রমলা চাওলা টেলিফোন ধরলেন।

কী ব্যাপার মিস্টার ঘাউস। আপনি বারবার কেন আমাকে বিরক্ত করছেন বলুন তো? আপনার কী দরকার? বললেন এক জরুরী বিষয় নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। রমলা চাওলার কণ্ঠস্বর বেশ রুক্ষ ছিল।

আমার কথা বিশেষ গোপনীয় এবং জরুরী বলেই আমি আজ বিকেল তিনটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবো, বায়রন বলল।

আমার সঙ্গে? মিসেস রমলা চাওলার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস তাচ্ছিল্যের এবং

কিছুটা অবজ্ঞার সুর ছিল। বলুন তো আমি কেন আপনার সঙ্গে দেখা করব? দেখা করবার কোন বিশেষ কারণ আছে কি? গতবার আমাদের আলাপ-আলোচনা খুব বেশি ইণ্টারেস্টিং হয়নি।

এবার হলপ করে বলতে পারি যে আমাদের আলাপ আলোচনা খুবই ইণ্টারেস্টিং হবে। আর ইণ্টারেস্টিং হবে বলেই আমার কথাগুলি টেলিফোনে বলতে চাইনে। তাই ভাবছি নিজে এসে দেখা করে এই ইণ্টারেস্টিং ঘটনাগুলি আপনাকে বলব।

আপনি দেখছি বেশ অভদ্র। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় আপনার জানা নেই। হয়ত সভ্য জগতের আদবকায়দা আপনি শেখেন নি। বলুন, আমি কেন আপনার সঙ্গে দেখা করব? এবার মিসেস রমলা চাওলার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতার বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল।

শুনুন আমার সঙ্গে আপনার দেখা করা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেন কিংবা না বলেন আমার কিছু আসে যায় না। তবে আমি আপনার হারান ব্রেসলেটটি আপনাকে ফেরৎ দিতে চাই।

মিসেস রমলা এবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন। পরে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বলতে চাইছেন মিঃ ঘাউস?

আপনাকে তাহলে আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে বলছি। শুনুন, আমি পেশাগত ভাবে বোম্বাইয়ের বহু বড়ো ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত আছি। আমি এদের মূল্য যাচাই করে থাকি। গতবার আপনার সঙ্গে যখন দেখা করতে এসেছিলাম তখন আপনার বাঁ হাতে একটি বহুমূল্যের রুবি এবং ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট এবং গলায় একটি মূল্যবান হার দেখেছিলাম। ব্রেসলেটটি দেখেই বুঝতে পারলাম এই ব্রেসলেট বিদেশি, হয়ত জেনিভার কার্তিয়ার কোম্পানী তৈরি। প্রতি ডায়মণ্ড খুবই মূল্যবান। ডায়মণ্ডগুলি বর্মার আসল রুবি। আমি রুবি ভাল করে চিনি। জানেন তো অনেক সময় আসল রুবি ডায়মণ্ডের চাইতে বেশী মূল্যবান হয়। আমিও একথাও জানি যে কার্তিয়ার কোম্পানী যে গয়না তৈরি করেন অর্থাৎ ব্রেসলেট হোক কিংবা গলার হার হোক তার নমুনায় কিংবা অনুকরণে অন্য কোন গয়না তৈরি করা হয় না। আমার কাছে যে ব্রেসলেটটি আছে সেই ব্রেসলেট যে আপনার এই কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। আপনি জিজ্ঞেস করবেন আপনার ব্রেসলেট আমার হাতে এল কী করে? সেই রহস্যর কাহিনী টেলিফোনে বলব না। এবার শুনুন, আপনি যদি আপনার এই ব্রেসলেট ফেরৎ না চান, তাহলে ব্রেসলেটটি পুলিশের হাতে তুলে দেব, এবং আপনার নাম ঠিকানা পুলিশকে দিতে হবে। এবার বলুন, মিসেস চাওলা আপনি কী আপনার গয়না ফেরৎ চান, না এই ব্রেসলেট পুলিশের হাতে তুলে দেব?

আবার জবাব দিতে মিসেস চাওলা বেশ কিছুক্ষণ সময় নিলেন। হয়ত কী জবাব দেবেন এই নিয়ে ভাবলেন। পরে মৃদু নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন? বিকেল তিনটে?

হ্যাঁ বিকেল তিনটে বায়রন জবাব দিল।

*   *   *   *

এবার বোম্বাই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সি. আই. ডি. দপ্তরের এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী এবং তার সহকারী বৃন্দবন চোগুলের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার।

ইনসপেক্টর চোগুলে আজ দশবছর যাবৎ বোম্বাই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সি. আই. ডি. দপ্তরে কাজ করছেন। গোয়েন্দা বিভাগে তিনি কাজ করে আনন্দ পান। অবশ্যি সবাই অভিযোগ করেন চোগুলে হলেন এমন একজন পুলিশ কর্মচারী। যিনি নিয়মের বাইরে কাজ করেন না, বা করতে চান না। সেই নিয়ম যতই কঠিন, নির্দয় হোক না কেন? তার বেশভূষা, চালচলন সবই ছিল পুলিশ কর্মচারীর নিয়ম এবং কায়দাদুরস্ত। সময়মত দপ্তরে আসেন যদিও তার বাড়ি ফিরে যাবার কোন বাধাধরা সময় কিংবা নিয়ম নেই। সবই নির্ভর করে তার তদন্তের উপর। চোগুলে বলেন তিনি অপরাধের চাইতে অপরাধীদের উপর বেশি নজর দেন। কারণ তিনি বলেন অপরাধীদের জীবন ঘেঁটে তিনি অনেক বেশি আনন্দ এবং উত্তেজনা অনুভব করেন। এবং মানুষের চরিত্র জানা থাকলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা অনেক সহজ হয়।

চোগুলের একটি নেশা হল ক্রসওয়ার্ড পাজল সমাধান করা।

বিনোদ কাপুর হত্যার পরের দিন, চোগুলে তার দপ্তরে বসে ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমস্যা সমাধান করছিলেন। এমনি সময় এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী তাকে টেলিফোন করলেন। চোগুলে কী করছ? ক্রসওয়ার্ড পাজল! একবার আমার ঘরে এসো।

ইয়েস স্যর। চোগুলে ছোট জবাব দিল। রুস্তমজী পেস্তনজীরও সি. আই. ডি. দপ্তরে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। দশ বছর আগে তিনি ছিলেন বোম্বাই পুলিশের সি. আই. ডি. দপ্তরের ইনসপেক্টর। অপরাধী এবং অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে তার প্রচুর জ্ঞান ছিল এবং রাতের অন্ধকারে বোম্বাইয়ের আনাচে-কানাচে কী ঘটছে সবই তিনি দপ্তরে বসে বলে দিতে পারতেন। কমিশনার নীলাচল হার্ডিকার রুস্তমজী পেস্তনজী এবং ইনস্পেক্টর চোগুলেকে বিশেষ কিছুটা শ্রদ্ধার এবং কিছুটা স্নেহের চোখে দেখতেন।

চোগুলে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পেস্তনজীর ঘরে ঢোকা মাত্র পেস্তনজী তার সহকারীকে বললেন: এসো চোগুলে, বস, আমি তোমার ক্রসওয়ার্ড পাজল খেলায় বিরক্ত করলাম। তাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করি আজ কোন শব্দ নিয়ে তোমার সমস্যা হচ্ছিল।

চোগুলে একবার পেস্তনজীর মুখের দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন যখনই এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতে চান তখনই তিনি তাকে এই ধরনের প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে চোগুলে জানতেন।

বললেন স্যার আপনার সমস্যা কী? আমার সমস্যা আমি সমাধান করেছি। রাজে চোগলে। তুমি একজন সুযোগ্য করিতকর্মা পুলিশ ইনস্পেক্টর। যাক তুমি এই সি. আই. ডি. দপ্তরে কত বছর যাবৎ কাজ করছ? দশ-এগার বছর? তাহলে বোম্বাইর অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয় বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। শুধু অপরাধ জগৎ নয়, যারা এই অপরাধ জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে, অপরাধীরা ছাড়া যেমন বোম্বাইর বিভিন্ন সংবাদ পত্রের ক্রাইম রিপোর্টার তাদের অনেককে তুমি নিশ্চয় জান: এ দের মধ্যে একটি নাম তোমাকে বলব বিনোদ কাপুর। বছর দুই আগে বিনোদ কাপুর বোম্বাইর এক বড়ো সংবাদপত্রের ক্রাইম রিপোর্টার ছিলেন। কিন্তু অনেক বছর আগে তিনি বায়রন ঘাউস এ্যান্ড বিনোদ কাপুর ডিটেকটিভ ইনভেস্টিগেটর এজেন্সীর একজন পার্টনার হিসেবে কাজ করছিলেন। গতরাত্রে বোম্বাইর মন আমুর ক্লাবে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বলা যায় তাকে খুন করা হয়েছে। আজ তার ডেডবডির পোস্ট মর্টেম করা হবে। অবশ্য যেই ডাক্তার বিনোদ কাপুরের মৃতদেহ প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন তার বক্তব্য হল রাত বারোটার নাগাদ বিনোদকে কেউ হত্যা করেছে। এবার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা আমাদের কর্তব্য। আর একটা কথা। প্রায় রাত সাড়ে বারোটার সময়, অর্থাৎ বিনোদ হত্যার পর আধঘন্টা পরে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে টেলিফোনে এই খুনের খবর পায়। অফিসার অন ডিউটি বলেছেন যিনি টেলিফোন করেছিলেন তার গলার স্বর স্পষ্ট করে বোঝা যায় নি। খুব সম্ভবত তিনি টেলিফোনের রিসিভার রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। পুরনো টেকনিক, যেন কেউ গলার স্বর না বুঝতে পারে।

এবার তোমাকে আর কয়েকটা উল্লেখযোগ্য খবর দেব। বিনোদ কাপুর সাধারণ ও বিভিন্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ক্লেমের তদন্তের কাজ করতেন। ঐটে ছিল বায়রন ঘাউস এ্যান্ড বিনোদ কাপুর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সীর একটি বিশেষত্ব। আমি আধঘন্টা আগে ইউরেকা জেনারেল এ্যান্ড ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিদ্যা দেশপান্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। দেশপান্ডে আমাকে খবর দিয়েছেন সপ্তাহ তিন হল বিনোদ কাপুর তার দপ্তরের কাজকর্মে কোন মন দিচ্ছিলেন না। বাইরে জুহু বীচের কাছে এক হোটেলে বসে মদ গিলছিলেন। তার এই মদ গিলবার প্রধান কারণ হল বিনোদের সঙ্গে তার স্ত্রী লিলি কাপুরের একেবারেই বনিবনা হচ্ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়া বিবাদের একটি প্রধান কারণ হল বিনোদ কাপুরের বন্ধু এবং তার বিজনেস পার্টনার বায়রন ঘাউস। বায়রন ঘাউস হলেন বিনোদের বিজনেসের সিনিয়র পার্টনার। দেশপান্ডে আমাকে আরো খবর দিয়েছেন যে বায়রন প্রায় তিন সপ্তাহ আগে বিনোদের স্ত্রী লিলির সঙ্গে হোটেলে এক রাত্রি কাটিয়েছেন। বিনোদ এই খবর পাওয়া মাত্র অসম্ভব উত্তেজিত এবং রেগে গেছেন। তার রাগ এমন ছিল যে বিনোদ বায়রন ঘাউসকে খুন করতে প্রস্তুত ছিল।

তুমি নিশ্চয় মন আমুর ক্লাবের নাম শুনেছ। এই ক্লাব বোম্বাই সমাচার দপ্তরের কাছে। বড় অভিজাতসম্প্রদায়ের ক্লাব। গতরাত্রে ঐ ক্লাবের পেছনে একটি ছোট ঘরে বিনোদকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

বায়রনও গতরাত্রে ঐ ক্লাবে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। এর আগের রাত্রে ঐ ক্লাবে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ঐখানে তাদের আদৌ দেখা হয়েছিল কিনা জানি না।

আমরা বোম্বাই সেণ্ট্রাল থানার এক কনস্টেবলের কাছ থেকে খবর পেয়েছি যে পরশু রাত্রে বায়রন মেরিন ড্রাইভ দিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়েছিল। গাড়ি এত জোরে চালিয়েছিল যে সে চৌপাট্টির কাছে এ্যাকসিডেণ্ট করতে গিয়েছিল। গাড়ির নম্বর পুলিশ কনস্টেবল টুকে রেখেছিল।

আমরা আবার বিনোদ ও বায়রনের কাহিনীতে ফিরে আসব।

আমরা এখনও জানতে পারিনি বিনোদের বায়রনের সঙ্গে আদৌ দেখা হয়েছিল কিনা। এছাড়া আমরা খবর পেয়েছিলাম বিনোদ তার স্ত্রী লিলি কাপুরকে ডিভোর্স দেবার কথা নিয়ে ভাবছিল। এই ডিভোর্স কেসে বায়রন ঘাউসকে বিবাদী হিসেবে দাঁড় করাবার কথা ছিল। কারণ বিনোদের স্ত্রী লিলির সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করেছিল এবং তার সঙ্গে এক রাত্রে হোটেলে কাটিয়েছিল। বাজারের এই সব গুজব নিয়ে তদন্ত করা দরকার।

এবার তোমাকে বায়রন ঘাউস সম্বন্ধে দুচারটে কথা বলব। কারণ তোমার জানা উচিত এই বায়রন ঘাউস কে এবং কী তার পরিচয়? বায়রন ঘাউস একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইনভেস্টিগেটর। প্রায় সাত বছর আগে তিনি এই ডিটেকটিভ এজেন্সীর কাজ শুরু করেন এবং এই কয়েক বছরে তিনি বিভিন্ন মহলে, বিশেষ করে দিল্লীর সরকারি দপ্তরের কর্তাদের কাছে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

বায়রন ঘাউস তার ব্যক্তিগত জীবনে হলেন 'লেডিজ ম্যান'। বলতে পার ডন জুয়ান অথবা কাসানোভা। বোম্বাইর বিভিন্ন সমাজের এবং সিনেমা মহলের অনেক সুন্দরী সুন্দরী বিবাহিতা-অবিবাহিতা মহিলা বায়রনের প্রেমে অন্ধ। কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি এবং এই খবর আমাদের স্বয়ং দিল্লীর আই. বীর. ডিরেক্টর মাধবন শংকর দিয়েছেন যে বায়রন এই প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে একেবারে 'জাতে মাতাল তালে ঠিক'। অর্থাৎ তিনি প্রেমের অভিনয় করে মাত্র এবং তিনি তার তদন্তের কাজে একজন 'সুপারস্টার'। তাকে বলা যায় একেবারে জেমস বণ্ড। তার কাজকর্মে কোন ত্রুটি হয় না। আমি মাধবন শংকরের এই কথার পুরো সমর্থন করি। তার তদন্তের কাজ ত্রুটিহীন। আমার মনে হয় বায়রন তার পরিচিত মেয়েদের বিভিন্ন তদন্তের কাজে ব্যবহার করেন। এছাড়া বায়রন ঘাউস তার বান্ধবীদের স্পষ্টই বলেছেন তার জীবনে প্রেম হল একেবারে 'এডিশনাল ম্যাথেমেটিক্স' অর্থাৎ হলেও চলে না হলেও চলে।

বাক চৌগুলে আমি এই সব কথা বলে তোমার মনের উপর কিংবা তদন্তের

উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইনে। এই ফাইল নাও। এই ফাইলে বিনোদ কাপুর হত্যার পুরো কাহিনী পাবে।

চৌগুলে ফাইলটি হাতে নিয়ে বলল : আমার মনে হয় একবার বায়রন ঘাউসের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আমিও তাই মনে করি এবং আমার ধারণা এই তদন্তের ব্যাপারে বায়রন তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। কারণ যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ ও ঘটনা আমাদের ফাইলে লেখা আছে সেই ঘটনাগুলি বিশ্বাস করলে বলতে হবে যে বিনোদ কাপুরের হত্যার জন্যেই বায়রন ঘাউস দায়ী। বায়রনকে প্রমাণ করতে হবে যে তার সহকর্মী বিনোদ কাপুরের হত্যার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব বায়রন কী করবেন? তোমাকে আসল অপরাধী খুঁজে বার করতে সাহায্য করবেন। একাজ যদি উনি না করতে পারেন তাহলে ওকেই আমাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বায়রন ঘাউসের দপ্তরের নাম, ঠিকানা টেলিফোন ডিরেক্টরীতে পাবে। তবে শুনেছি দপ্তর চার্চগেট স্টেশনের কাছে। তার বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর আমি এই ফাইলে লিখে রেখেছি।

চৌগুলে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন : আপনি এই তদন্ত নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা করবেন না। একবার যখন আপনি এই কেসের তদন্তের দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তখন আমি যথাসাধ্য এর সমাধান করতে চেষ্টা করব।

আর একটা কথা। বায়রনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ওর কাছ থেকে কোন খবর পেলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার কোন আপত্তি নেই তো স্যার!

কী যে বল চৌগুলে। তোমার জন্যে আমার ঘরের দরজা সব সময়েই খোলা। এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জবাব দিলেন। চৌগুলে তার নিজের ঘরে চলে এলেন।

* * * *

প্রায় পোনে তিনটার সময় বায়রন বান্দ্রায় পালি হিলে গিয়ে পৌঁছুল। মিসেস রমলা চাওলার ফ্ল্যাটের দরজার গিয়ে বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস রমলা চাওলা দরজা খুলে দিলেন। বায়রন বুঝতে পারল মিসেস চাওলা তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন।

আজও বায়রন মনে মনে মিসেস রমলা চাওলার দেহ সৌন্দর্যের প্রশংসা করল। সত্যিই মিসেস চাওলা অপূর্ব সুন্দরী।

ভেতরে আসুন মিঃ ঘাউস। বায়রন ঘরে ঢুকল। মিসেস চাওলা তাকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল। বসুন মিঃ ঘাউস। এবার বলুন, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? দেখা করবার কোন নতুন কারণ আছে কী?

বায়রন তার পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটি সিগারেট নিয়ে বলল : আমি যদি সিগারেট খাই, আপনি আপত্তি করবেন না তো?

মোটেই না। মিসেস চাওলা জবাব দিলেন।

মিসেস চাওলা আজ আমি কোন ভনিতা করব না। আমার এখানে আসবার কারণ প্রথম থেকে স্পষ্ট করে বলব। তাই আপনার কাছে দু একটা ঘটনা বলব।

প্রথমত কাল সকালে আমি অরুণ শ্রীবাস্তবের পক্ষ হয়ে বলতে পারেন তার উকীল হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনার ব্যাপারে আমার এই উৎসাহের কারণ কী ছিল সেই কথাও আপনাকে জানিয়েছিলাম। কারণ অরুণ শ্রীবাস্তব বিশ্বাস করে যে আপনি এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং এর জন্যে তিনি গভীর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, আপনি যেন এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পান, সেই কাজের জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন এবং কিছু অগ্রিম পারিশ্রমিকও দিয়েছেন। আমার পেশা কী সেই কথাও আপনাকে জানিয়েছিলাম। যেহেতু আমি অরুণ শ্রীবাস্তবের নিমক খেয়েছি সেই কারণবশত কাল আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং আপনার বিপদের কথা আপনাকে বলেছিলাম।

কাল সকাল পর্যন্ত আপনার প্রতি আমার ছিল পেশাগত ইন্টারেস্ট। কিন্তু আজ আপনার কাছে আসবার আর একটি কারণ আছে। বলতে পারেন আপনার প্রতি আমার অন্য একটি ইন্টারেস্ট জন্মেছে। কী সেই কারণ, এবার বলছি।

এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে একটি ব্রেসলেট বের করল। ব্রেসলেটটি কাল রাত্রে বায়রন 'মন আমুর' ক্লাবে বিনোদকে যখানে হত্যা করা হয়েছিল, তারই টেবিলের নিচে খুঁজে পেয়েছিল। বায়রন এবার ব্রেসলেটটি মিসেস রমলা চাওলার চোখের সামনে তুলে ধরল। ব্রেসলেটের ডায়মন্ড এবং রুবিগুলি আলোয় ঝলমল করে উঠল।

সত্যিই ব্রেসলেটটি দামী মিসেস চাওলা এবং এই সম্পর্কে আপনার একথা আমি জানি। কারণ কাল সকালে আপনি যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন এই ব্রেসলেট আপনার বাঁ হাতে দেখেছিলাম।

অস্বীকার করবেন না এই ব্রেসলেট আপনার নয়। আগেই বলেছি আমি বোম্বাইর অনেক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ক্লায়েন্টদের গয়না জুয়েলারীর মূল্য যাচাই করা আমার পেশা, কারণ আমি হলাম ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এসেসর অর্থাৎ গয়না জুয়েলারীর ঠিক মূল্য নির্ধারণ করা। আমি জানি এই ব্রেসলেটের প্রতিটি পাথর ও রুবিগুলি মূল্যবান। হিসেব করলে বলব এই ব্রেসলেটের দাম তিন লাখ টাকা হবে।

আপনার বাঁ হাতে কাল এই ব্রেসলেট দেখেছি। এই ব্রেসলেটটি য়ুরোপের বিখ্যাত জুয়েলার ফার্ম 'কারতিয়ার' কোম্পানীর তৈরী। একমাত্র কারতিয়ার কোম্পানী এত মূল্যবান ডায়মন্ড রুবি দিয়ে ব্রেসলেট তৈরি করতে পারে। একথাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে কারতিয়ার কোম্পানী যে গয়না বানান, তার অনুকরণে অন্য কোন দ্বিতীয় গয়না বানান না। অতএব সারা দুনিয়ায় এই ব্রেসলেটের অনুকরণে দ্বিতীয় আর একটি ব্রেসলেট পাওয়া যাবে না।

এবার বলব আমার হাতে এই ব্রেসলেট এল কী করে? কারণ সকাল অবধি এই

ব্রেসলেট আপনার কাছে ছিল। কিন্তু তারপর কী করে যে এই ব্রেসলেট আমার কাছে এল? তাই বলব এখন।

শুনুন, কাল রাত্রে আমার ফার্মের এবং ব্যবসায়ের পার্টনার বিনোদ কাপুরের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। এই দেখা করবার স্থান ছিল বোম্বাই-এর মন আমুর ক্লাবে। আমি রাত বারোটার আগেই ঐ ক্লাবে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু ক্লাবের সামনের গেট বন্ধ ছিল। অতএব আমি ক্লাবের পেছনের গেট দিয়ে ঢুকেছিলাম। ভুলে আমি ক্লাবের বেসমেণ্টে চলে গিয়েছিলাম। এই বেসমেণ্টের শেষ প্রান্তে এক লম্বা কড়িডরের ঠিক সিঁড়ির কাছে একটি ঘর ছিল। আমি যখন ঐ ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ঐ কড়িডরের একটি টেলিফোন বেজে উঠল। আমি টেলিফোনের জবাব দিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি যে 'মন আমুর' ক্লাবে গিয়েছিলাম সেই কথাও অন্য কারো জানা না থাকলেও যিনি আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন তিনি জানেন। অতএব আমার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করা হয় আমি গতরাত বারোটার সময় মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিলাম তাহলে আমি কী সেই অভিযোগ অস্বীকার করতে পারব কি? খুব সম্ভব নয়। এই জন্যে, বলতে পারেন আমি শিগ্গিরই আমার বিপদের আশংকা করছি।

এবার দ্বিতীয় কথায় আসা যাক। কড়িডরের সিঁড়ির কাছের ঘরটিতে ঢুকে দেখলাম আমার বন্ধু এবং পার্টনার একটা টেবিলে মাথা গুঁজে বসে আছেন। একটু পরেই আমার ভুল বুঝতে পারলাম। বিনোদ শুধু মাথা গুঁজে বসে নেই। কে জানি বিনোদকে খুন করে টেবিলের উপর তার মাথাটি শুইয়ে রেখে চলে গেছে। অর্থাৎ বুঝবার উপায় নেই বিনোদকে খুন করা হয়েছে না সে ঘুমিয়ে আছে।

অবশ্যি আমি বুঝতে পেরেছিলাম বিনোদকে খুন করা হয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। ভাবতেই পারলাম না যে আমার বন্ধু সহকর্মীকে খুন করা হয়েছে।

পরে সংবিৎ ফিরে পাবার পর আমি ঘরের চারদিক ঘুরে দেখলাম। খুনী কী তার কোন নিশানা রেখে গেছে? হঠাৎ আমি আপনার এই ব্রেসলেটটি টেবিলের নিচে বিনোদের পায়ের কাছে দেখতে পেলাম। এই ব্রেসলেট পাওয়া হল আমার দ্বিতীয় বিস্ময়। প্রথম বিস্ময় ছিল বিনোদকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া।

এবার বায়রনের একটানা কাহিনীতে মিসেস রমলা চোপরা বাধা দিলেন। বললেন: আপনি চা খাবেন না কফি? ম্লান হাসল বায়রন।

বলল: চা কফির দরকার হবে না মিসেস চাওলা। প্রথমে আপনি আমার কাহিনী শুনুন, এই ব্রেসলেট ঘটনাস্থলে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অর্থাৎ বলতে পারব আমি ছাড়া আরো একজন ঘটনাস্থলে রাত বারোটার সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন হল ঐ তৃতীয় ব্যক্তি কে? এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে।

কেন? কৌতূহলী হয়ে মিসেস চাওলা জিজ্ঞেস করলেন।

কারণ বোম্বাইয়ের বাজারে সবাই জানে আমার পার্টনার বিনোদ কাপুরকে খুন করা হয়েছে। আজকের বিকেলের 'ইভনিং নিউজে' বেশ ফলাও করে সংবাদটি ছাপা হয়েছে। সাংবাদিকরা এই খুন নিয়ে তদন্ত করবে। কারণ কোন এক সময়ে বিনোদ সাংবাদিক ছিল। অতএব সংবাদপত্রের পুরো সহানুভূতি এবং সমর্থন বিনোদের প্রতি আছে। পুলিশ তো তদন্ত করবেই। সবাই জানতে পারবে আমার সঙ্গে বিনোদের ঝগড়া ছিল। সবাই তার স্ত্রী লিলি কাপুরকে গিয়ে তার স্বামীর এবং আমার সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন করবে। মিসেস কাপুর আমাকে দুই চোখে দেখতে পারেন না। কিছুদিন আগে তিনি আমাকে শাসিয়েছিলেন আমি শিগ্গিরই বিপদে পড়ব। আমি যে বেকায়দায় পড়েছি নিঃসন্দেহে বলা চলে। কাল রাত্রে বিনোদের মৃতদেহ আবিষ্কার করবার আগে মিসেস কাপুরই আমাকে 'মন আমুর' ক্লাবে টেলিফোন করেছিলেন, যে টেলিফোনের কথা আপনাকে আগেই বলেছি। মিসেস কাপুর পুলিশকে বলবেন যে, আমি তার প্রেমে পড়েছি এবং এই নিয়ে বিনোদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল। এই ঝগড়া বিবাদের সময় আমি নিশ্চয় রাগে অন্ধ হয়েছিলাম এবং বিনোদকে খুন করেছিলাম।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে বায়রন মিসেস রমলা চাওলার মুখের দিকে তাকাল। তারপর আবার বলতে লাগল: এরপর পুলিশ কাকে বিশ্বাস করবে বলুন? আমি যদি পুলিশ বাহিনীতে কাজ করতাম তাহলে আমিও এই সব কথা বিশ্বাস করতাম। কারণ খুনীকে খুঁজে বের করার এর চাইতে সহজ উপায় কী? অতএব পুলিশ আমাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে। এবং আমি যে খুনী এ কথা তারা বিশ্বাস করবে। অতএব আমি কী করব বলুন? পুলিশকে বলতে হবে এবং দেখাতে হবে তারা যেন আমার কথা বিশ্বাস করে যে আমি খুনী নই। কিন্তু পুলিশ বিশ্বাস করবেন ঘটনাস্থলে আমি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। পুলিশকে বলতে হবে যে আমি মৃত বিনোদের পায়ের নিচে এই ব্রেসলেট খুঁজে পেয়েছি এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ব্রেসলেট নিয়ে ঝগড়া বিবাদই বিনোদের মৃত্যুর কারণ। এই ব্রেসলেট খুবই দামী, এবং এর মূল্য কত বলুন? তিনলাখ না এর চাইতে বেশি। এখন যদি আমি পুলিশকে এই ব্রেসলেটের কথা বলি তাহলে তারা জানতে চাইবে এই ব্রেসলেটের মালিক কে? আর একটা কথা। এই ব্রেসলেট কী ইন্সিওর করেছিলেন?

খুবই মৃদুস্বরে মিসেস চাওলা ছোট জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

তাহলে পুলিশ অতি সহজেই জানতে পারবে এই ব্রেসলেটের মালিক কে? পুলিশ আরো জানতে পারবে যে এই ব্রেসলেটের মালিক হলেন আপনি। তারা জিজ্ঞেস করবে আপনি কবে এই ব্রেসলেট হারিয়ে যাবার খবর দিয়েছিলেন? দেননি? কেন? এই ধরণের অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে। আমি জানি কাল সকাল অবধি এই ব্রেসলেট আপনার কাছেই ছিল। কারণ ঐ সময়ে এই ব্রেসলেট আপনি পড়েছিলেন। তারপর কী হল? দুপুর এবং রাত বারোটার

মধ্যে ব্রেসলেট হাত বদল হল। না, হাত বদল হয়নি ? বলুন কী বলবেন ? নিশ্চয় এই ব্রেসলেট পালিহিল থেকে মন আমুর ক্লাবে হেঁটে যায় নি।

এবার মিসেস চাওলা তার মুখ খুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিঃ ঘাউস। বায়রন বাধা দিল।

বলল ঃ মিসেস চাওলা আপনি যদি আমার কাছে এই ব্রেসলেটের সব কথা খুলে বলেন, তাহলে নোংরা জল ঘাটিঘাটি অনেক কম হবে।

একটু চুপ করে থেকে মিসেস চাওলা বললেন ঃ ধরুন আমি যদি আপনার কাছে কোন কথা না বলি তাহলে আপনি আমাকে কোনো কথা বলতে বাধ্য করতে পারবেন না।

যাক আমি আপনার ব্রেসলেট ফেরৎ দিতে এসেছিলাম। এই বলে বায়রন ব্রেসলেটটি মিসেস চাওলার হাতে তুলে দিল।

বায়রন আবার বলতে লাগল ঃ মিসেস চাওলা এবার আপনি আমার বিপদের কথা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখুন। আমি যদি একথা পুলিশকে না বলি তাহলে পুলিশ শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করবে। অন্য কাউকে নয়। আমাকে খুনী বলে অভিযোগ করবার অনেক প্রমাণ পুলিশের কাছে আছে। প্রমাণ অবশ্য প্রত্যক্ষ না হতে পারে। এই ধরনের অবস্থা এবং সাক্ষ্য বিচার করে অনেক ব্যক্তিকে খুনের দায়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এবার ধরুন আমি যদি আপনাকে এই ব্রেসলেটটি ফেরৎ না দিতাম এবং পুলিশকে এই ব্রেসলেটের খবর দিতাম, তাহলে কী হত। পুলিশ আরো জোর কদমে তদন্ত শুরু করত। তাই নয় কী ? পুলিশ এই তৃতীয় ব্যক্তিকে সন্দেহ করত। এই তৃতীয় ব্যক্তিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করত। হয়ত তাহলে আমার বিপদের ফাঁড়া কিছুটা কাটত।

তাহলে আপনি কী বলতে চাইছেন মিঃ ঘাউস ? আপনি কী সন্দেহ করেন কাল রাত্রে আমি 'মন আমুর' ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম ?

মিসেস চাওলার জবাব শুনে বায়রন মৃদু হেসে বলল ঃ আমি অবশ্য কিছুই বলতে চাইছি না। আমি শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলাম আমি বিপদে পড়েছি। এবার আপনি যদি আমার কাছে মন খুলে সব কথা বলেন তাহলে আমার উপকার হবে। অবশ্য আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। হয়ত আপনিও এর পরিবর্তে আমাকে সাহায্য করবেন।

মিসেস চাওলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না, মিঃ ঘাউস। বিষয়টি নিয়ে আমাকে চিন্তা ভাবনা করবার জন্যে একটু সময় দিন।

বায়রন বলল ঃ বেশ তাহলে আপনি চিন্তা করুন ? আমি আপনার ব্রেসলেট ফেরৎ দিতে এসেছিলাম। ফেরৎ দিয়ে গেলাম। আমার ঠিকানা এবং ফ্ল্যাটের প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি। যদি কোন সময়ে আপনি আমার কাছে মন খুলে কথা বলতে চান, তবে আমাকে জানাবেন। আমি আপনার কাছে চলে আসব।

বায়রন বাইরে যাবার জন্যে হাঁটা দিল। মিসেস চাওলাও তার সঙ্গে এলেন।

হঠাৎ দরজার কাছে এসে মিসেস চাওলা বললেন মিঃ ঘাউস যদি এই ব্রেসলেট আপনার কাছে রাখলে আপনার কোন উপকার হয় তাহলে আপনি ব্রেসলেট আমাকে ফেরৎ দিচ্ছেন কেন ?

এর দুটো কারণ আছে মিসেস চাওলা। প্রথমত আমাকে অরুণ শ্রীবাস্তবের কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। অরুণ আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন আপনাকে সাহায্য করি। কারণ অরুণ আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করছে। কেন তার এই চিন্তা ভাবনা আমি জানিনা। যদি আমি ব্রেসলেট নিজের কাছে রাখি এবং পুলিশকে সব কথা খুলে বলি তাহলে আপনার বিপদ হবে। আমি পেশাগত স্বার্থে আপনার কোন অপকার করব না। এই হল একটি প্রধান কারণ।

মিসেস চাওলা বায়রনের কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার দ্বিতীয় কারণটি কী বলুন ?

এবার আমি অরুণ শ্রীবাস্তবের চিন্তার কিছু কিছু কারণ বুঝতে পেরেছি। প্রথমত আপনি হলেন অপূর্ব সুন্দরী ভদ্রমহিলা, এবং যে কোন পুরুষ আপনার প্রেমে পড়বে। হয়ত আমিও আপনার প্রেমে পড়তাম। যদি বলি এইটে হল এই ব্রেসলেট ফেরৎ দেবার প্রধান কারণ তাহলে কী বলবেন ? শুধু তাই নয়, আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার কাছে মন খুলে সব কথা বলবেন। হয়ত পুরো ঘটনার একটি বিবরণী আপনার কাছ থেকে পাব এবং সেই ঘটনাগুলি শুনতে পেলে এই খুনের রহস্যর অনেক সমাধান হবে।

পরে থেমে বায়রন বলল ঃ অবশ্যি মিসেস চাওলা, আপনি যদি কোন কথা আমার কাছে বলতে না চান, তাহলে আমি জোর করব না।

কেন মিঃ ঘাউস ? মিসেস চাওলা মিষ্টি নরম গলার এই প্রশ্ন করল।

হয়ত আমি জোর করলে আপনি কিছু কথা বলতেন। যাই হোক আপনি সমস্ত বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন।

পরে আমাকে সব জানাবেন। বায়রন চলে যাবার পর মিসেস রমলা চাওলা ভাবতে লাগলেন এর পর তিনি কী করবেন।

*   *   *

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসবার পর বাড়ির দরোয়ান তাকে বলল ঃ আপনার সেক্রেটারী আপনার জন্যে একটা ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর দিয়েছে। এই বলে দরোয়ান তার হাতে চিরকুট দিল। চিরকুটে লিলি কাপুরের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর লেখা ছিল।

আর কোন খবর আছে ? বায়রন দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করল।

মিঃ চৌগুলে নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বললেন আপনার সঙ্গে তার বিশেষ জরুরী একটা কাজ আছে ? অবশ্য তিনি বললেন পরে আপনাকে টেলিফোন করবেন।

বেশ তিনি যদি আবার টেলিফোন করেন তাহলে তাকে বল, যেন দশটা এগারটার

সময় টেলিফোন করেন। ঐ সময়ে আমি বাড়িতে থাকব। বায়রন দরোয়ানকে বলল।

বায়রন এবার চোগ্‌লেকে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। চোগ্‌লে যে বোম্বাই পুলিশের ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টর তা সে জানতো এবং বুঝতে পারল এবার থেকে পুলিশ তার পেছু লাগবে। হয়ত ইতিমধ্যে লিলি পুলিশকে বলেছে খুনের সময় বায়রন 'মন আমুর' ক্লাবে এবং বিনোদের সঙ্গে ছিল।

পুলিশ কী করবে বায়রনের অজানা ছিল না। প্রথমত খুনের উদ্দেশ্য কী খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে। পরে কখন এবং কী ভাবে খুন করা হল সেইটে জানবার চেষ্টা করবে। এর পর প্রমাণ সংগ্রহ করবে। সাধারণত পুলিশ খুনের কারণ এবং খুনের কী প্রতিক্রিয়া হবে সেই জানতে চাইবে।

এবার তার জানা দরকার লিলি পুলিশের কাছে কী বলেছে ? লিলি পুলিশকে বলতে পারে খুনের উদ্দেশ্য কী, এবং কখন কী ভাবে এই খুন করা হল। শুধু তাই নয় বায়রনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পুলিশকে সাহায্য করবে। লিলি পুলিশকে আরো বলবে যে বিনোদ এবং তার ডিভোর্স কেসে বিনোদ নিশ্চয় বায়রনকে বিবাদী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো ; এ ছাড়া বিনোদ বায়রনের বিরুদ্ধে তার উপর মারপিট করবার জন্যে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। হয়ত ঐ সব গুণ্ডারা বায়রনকে ধরে মারপিট করেছিল। পরে ওরা দুজনে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে মন আমুর ক্লাবে এক বৈঠকে আয়োজন বন্দোবস্ত করেছিল। বায়রন ঐ ক্লাবে পেঁাছেছিল এবং লিলির টেলিফোনে জবাবে বলেছিল যে বিনোদ তখনও ক্লাবে গিয়ে পেঁাছুয়নি। যদিও বিনোদ ঐ সময়ে ক্লাবে উপস্থিত ছিল। হয়ত এর মধ্যে বিনোদকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু বায়রন বিনোদের খুনের কথা কিছুই লিলিকে বলেনি। কোন সময়ে লিলি বায়রনকে টেলিফোন করেছিল সেই সময়ও লিলি পুলিশকে হয়ত দিয়েছে। না, এই সব প্রমাণ সহজে খণ্ডন করা যাবে না।

বায়রন লিলিকে টেলিফোন করল।

লিলি কী খবর। এবার কী করবে ? বায়রন জিজ্ঞেস করল। লিলি হাসল। বলল ঃ এর পরের চাল তুমি দেবে, আমি নয়।

হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ। আমি কী ভাবছি জান ?

কী ?

এই বিষয়টি মানে খুনের ব্যাপার নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা করা দরকার।

তুমি ঠিক বলেছ বায়রন। তোমার বুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশি হয়েছি। তোমাকে এখন সব রকম সাহায্য করা দরকার। নইলে সহজে বিপদ থেকে বেরুতে পারবে না। লিলি জবাব দিল।

বায়রন বলল ঃ হয়ত তুমি ঠিক কথা বলেছ। তবে আমি পুরোপুরি

তোমার এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিতে পারলাম না। সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী। কিন্তু তোমার মত বুদ্ধিমতী কখনও কখনও মারাত্মক ভুল করে। যাক্, তুমি কী সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর যে আমি বিনোদকে খুন করেছি।

কেন বিশ্বাস করব না। কারণ তোমার বিনোদকে খুন করবার অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত বিনোদের সঙ্গে তোমার কোন বনিবনা হচ্ছিল না। এছাড়া বিনোদ দুরাত্রি আগে চৌপাট্টির কাছে গুণ্ডাদের তোমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। অতএব এই নিয়ে তোমাদের দুজনের মধ্যে বচসা, ঝগড়া, বিবাদ হওয়া স্বাভাবিক। সবাই জানে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছ। অতএব একজন মেয়েকে নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, মারপিট এবং খুন হওয়া কী অস্বাভাবিক? লিলি সহজ গলায় কথাগুলি বলল?

এ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোন তর্ক-বিতর্ক করব না। কারণ মেয়েদের সঙ্গে কোন যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে তোমার মত মেয়ের সঙ্গে। বায়রনের এই জবাবে মেজাজের সুর ছিল।

যাক তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। পুলিশ তোমার কথা বিশ্বাস করবে কি না জানি না।

বায়রন বুঝতে পারল লিলির সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করা বৃথা। তাই সে বলল: লিলি, আমার মনে হয় এই বিষয় নিয়ে তোমার এবং আমার মধ্যে মুখোমুখি আলাপ-আলোচনা হওয়া দরকার। কখন তোমার দেখা পাব?

লিলি এর জবাব দিতে দেরী করল না। বলল: এক্ষুণি আমার ফ্ল্যাটে চলে এস।

বায়রন লিলির দাদারের ফ্ল্যাট খুব ভাল করেই চিনত। কারণ বিনোদের লিলির সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ শুরু হবার আগে প্রায়ই সে এই ফ্ল্যাটে এসেছে। বায়রন গাড়ি করে দাদারের দিকে রওনা দিল।

গাড়িতে বসে বায়রন ভাবতে লাগল এবার লিলি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? স্বীকার করল এই পর্যন্ত বুদ্ধির চালে লিলিই জয়লাভ করেছে। কারণ লিলি বায়রনকে বেকায়দায় এবং বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। তার জন্যে যথেষ্ট বিপদ সৃষ্টি করেছেও। কিন্তু এবার আলাপ-আলোচনায় লিলি কী পথ এবং নীতি অনুসরণ করে সেইটে বিচার করে বায়রন তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বায়রনকে অবশ্য স্বীকার করতে হল লিলি বোকা মেয়ে নয়। এবার লিলি হয়ত তাকে আরো বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। এই সব কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে বায়রনের হঠাৎ মনে হল আর তার একবার মন আমুর ক্লাবে যাওয়া দরকার। সেদিন রাত্রে ক্লাব ঘরগুলি ভাল করে দেখতে পারেনি। কিন্তু মন আমুর ক্লাবে বায়রনের ফিরে যাবার যথেষ্ট বিপদ আছে। হয়ত পুলিশ ঐ ক্লাবের উপর তীক্ষ্ণ কড়া নজর রাখছে। বায়রন পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না।

দাদারে লিলির ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে তার বেশি সময় নিল না। বায়রনকে দেখে লিলি খুশিই হল। কিন্তু বায়রন তার মুখের গাম্ভীর্য বজায় রাখল।

বায়রন তুমি আমার ফ্ল্যাটে এসেছ ? আমি ভাবতেই পারিনি তুমি আবার কোনদিন আমার ফ্ল্যাটে আসবে। এবার বল কী খাবে। চা কফি না তোমার ফেভারিট ড্রিংক ডাবল হুইস্কী। বিলেতি হুইস্কি আমার বাড়িতে নেই। আমি দিশি পিটার স্কট তোমাকে দিতে পারি।

বায়রন এর জবাবে বলল: আমি কোন স্ট্রং ড্রিংক চাই না। কফি হলেই চলবে।

লিলি তার জন্যে কফি বানিয়ে আনল।

বায়রন লিলির দিকে তাকাল। আজ তার মনে হল লিলি সত্যিই শুধু সুন্দরী নয়, সেক্সীও বটে। যে কোন পুরুষকে সে বশ করতে পারবে। হঠাৎ বায়রন তাকিয়ে দেখল লিলি একটি দামি ডায়মণ্ডের ব্রোচ এবং ডায়মণ্ডের আংটি পরেছে। এর আগে বহুবার বায়রন লিলিকে দেখেছে। কিন্তু কোনদিনই এই ডায়মণ্ডের ব্রোচ ও আংটি পড়তে দেখেনি। তার মনে প্রশ্ন জাগল লিলি এই দামি গয়না, অলংকার কোথায় পেল ? বায়রন তার মনের কৌতূহল চাপতে পারল না। জিজ্ঞেস করল: আজ তোমাকে এই প্রথম ডায়মণ্ডের ব্রোচ ও আংটি পড়তে দেখলাম। এত দামি গয়নাগুলি প্রেজেণ্ট পেয়েছ না কিনেছ ?

লিলি একবার হাত ঘুরিয়ে আংটিটা দেখল। জানো বায়রন আমি চিরকালই দামি গয়না পড়তে ভালবাসি। অবশ্যি এই গয়না প্রেজেণ্ট না কিনেছি এ হল একেবারে অবান্তর এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন। এর জবাব আমি দেব না।

কিন্তু হঠাৎ কেন জানি বায়রনের মনে হল এই দুইটি গয়না তার কাছে অপরিচিত নয়। এবার তার মনে পড়ল কোথায় কার কাছে এই গয়না দুটি দেখেছে।

বায়রন এবার বল, তুমি কী বলবে ? তোমার দাবার পরের চাল কী ? আমি জানি তুমি বিপদে পড়েছ। এতে আমি খুশিই হয়েছি। বিনোদকে খুন করা হয়েছে এবং এই খুনের জন্যে তুমিই দায়ী তাই নয় কী ? অস্বীকার কী করতে পারবে যে এই খুনের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

লিলি, বায়রন গম্ভীর গলায় জবাব দিল। কারু বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করলে সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। শুধু মুখে বললেই কাউকে আসামী বলে অভিযুক্ত করা যায় না।

বেশ, কিন্তু তোমার যে খুনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তার বহু প্রমাণ ও তথ্য আছে। পুলিশ আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাদের কাছে সব কথাই খুলেই বলেছি। এরপর আর বলতে পারবেনা পুলিশ তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পায়নি।

বেশ স্বীকার করলাম পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অনেক তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। কিন্তু আমি জানতে চাই আমাকে কেন দোষী বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

লিলি হাসল। মিষ্টি প্রলোভনীয় হাসি। এই হাসি দিয়ে লিলি অনেক পুরুষকে বশ করেছে। পরে বলল: তোমাকে কেন দোষী বলে অভিযুক্ত করা

হবে না বলতে পার। সবাই জানে প্রায় একমাস হল বিনোদের সঙ্গে তোমার কোন সম্ভাব ছিল না। এই ঝগড়া বিবাদের কারণ হলাম আমি…কারণ বাজারের সবাই বলছে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করছ। বিনোদ আমাদের এই প্রেম ভালোবাসাকে দুচোখে দেখতে পারেনি। এছাড়া বিনোদ প্লাজা হোটেলে গিয়ে খোঁজ নিয়েছে এবং হোটেলের রেজিস্ট্রার থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে তুমি এবং আমি একরাত্র ঐ হোটেলে কাটিয়েছি। এই কারণে বিনোদ ঠিক করেছিল যে সে ডিভোর্স কেস করলে ঐ কেসে তুমি হবে বিবাদী।

চমৎকার। এবার বল বাজারে এই প্লাজা হোটেলের রাত্রিবাস করবার কাহিনী এবং আমি যে তোমার সঙ্গে জোর করে প্রেম করবার চেষ্টা করছি এই গুজব কে সৃষ্টি করেছে এবং কে রটিয়েছে। তুমিই বাজারে এই গুজব রটিয়েছ এবং বিনোদকে উস্কে দিয়েছে। কিন্তু বিনোদ কী বাজারের এই গুজব সত্যি না মিথ্যে কিংবা গুজব কে রটিয়েছে এ কথা কী জানবার চেষ্টা করেছিল ?

লিলি ঘাড় নাড়ল। বলল ঃ বিনোদ এই গুজব সত্যি না মিথ্যে এই নিয়ে যাচাই করবার চেষ্টা করেছিল কিনা আমি বলতে পারব না ? তবে শুনেছি রাত্রিবাসের কাহিনী নিয়ে যাচাই করবার জন্যে সে নিজে প্লাজা হোটেলে গিয়েছিল কিংবা তার কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়েছিল।

বেশ প্লাজা হোটেলে গিয়ে বিনোদ কী প্রমাণ পেয়েছিল ? বায়রন তার কৌতূহল চাপতে পারল না।

ওখানে গিয়ে সে নিশ্চয় হোটেলের রেজিস্ট্রারে দেখেছে, তুমি এবং আমি একরাত্র ঐ হোটেলে কাটিয়েছি। কারণ হোটেলের রেজিস্ট্রারে আমাদের দুজনের নাম লেখা ছিল। লিলি জবাব দিল।

বায়রন ভেবে বলল ঃ সত্যি এ প্রমাণ প্রত্যক্ষ না হলেও আমার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাবার পক্ষে জোরাল। কিন্তু একটা খুনের অভিযোগে এই সব প্রমাণ কাজে দেবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যাক এর পর তোমার বক্তব্য কী শুনি ?

বেশ, এর পর বিনোদ কী করবে বল ? কোন সন্দেহ নেই এই তথ্য সংগ্রহ করবার পর বিনোদের রাগ বাড়বে বৈ কমবে না। বল কোন পুরুষ যদি জানতে পারে তার কোন বন্ধু তারই অজ্ঞাতসারে তার স্ত্রীকে নিয়ে প্রেম করছে তাহলে সে কী করবে ? স্বামী ডিভোর্স পাবার জন্যে উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করবে। কিন্তু চট করে বিনোদ তোমার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করতে চায়নি। কারণ বিনোদ তোমাকে ভয় পায়। তুমি মেজাজী, অসহিষ্ণু। এই কারণেই বিনোদ এত দিন তোমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়িয়েছে। তুমিও তার পেছু নিয়েছিলে এবং 'মন আমুর' ক্লাব অবধি তার সন্ধানে গিয়েছিলে, অবশ্য আমিও এখনও সঠিক কারণ জানি না, তুমি কেন ঐ ক্লাবে গিয়েছিলে ? অবশ্য প্রথম দিন তুমি বেশি সুবিধে করতে পারনি। কারণ বিনোদের কিছু বন্ধু তোমার পিছু ধাওয়া করেছিল। তুমি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিনোদ নিজে আমাকে এসব কথা বলেছে।

পরের দিন বিনোদ তোমার সঙ্গে অফিসে দেখা করবার জন্যে সময় ঠিক করল। বিনোদ আমাকেও ওখানে উপস্থিত থাকতে বলল। কেন জানি না, বিনোদ আমাকে পরে টেলিফোন করে বলল যে তার পক্ষে অফিসে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যেন তোমাকে টেলিফোন করে বলি যে রাত্রি বারোটার সময় সে 'মন আমুর' ক্লাবে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। বিনোদ আমাকে বলেছিল ঃ তোমার সঙ্গে তার দেখা করা একান্ত আবশ্যক।

তুমি এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার ঠিক বিবরণী দিয়েছ। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার নয়। যদিও তুমি ঠিক করেছিলে যে অফিসে বিনোদ যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন তুমিও ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু যখন মন আমুর ক্লাবে আমাদের বৈঠকের আয়োজন হল তুমি ঠিক করলে ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকবে না। এর কারণ কী জানতে পারি ?

না, আমি ঠিক করেছিলাম ঐ বৈঠকে আমার উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় হবে না। কিন্তু তুমি ক্লাবে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। কারণ ঐ রাত্রি আমি তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলাম। পরে একটু শয়তানের হাসি হেসে লিলি বলল কিন্তু বায়রন ঐ রাত্রে তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছিলে।

মিছে কথা বলেছিলাম। কী মিছে কথা বলেছিলাম শুনি ? আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বায়রন এই প্রশ্ন করে লিলির মুখের দিকে তাকাক।

তুমি বললে বিনোদ ঐ সময়ে ক্লাবে যায়নি। তাই নয় কী ? তোমার মুখে এই খবর শুনে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। কারণ এ ছাড়া বিনোদ তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খুবই আগ্রহী ছিল। যাক এখন আমরা জানি বিনোদ ক্লাবে নির্ধারিত সময়ে গিয়েছিল। এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও তুমি এই খবর আমাকে দাওনি কেন ? আমি জানি সেই রাত্রে কী ঘটেছিল। হয়ত তুমি রেগে গিয়েছিলে। কারণ আমরা সবাই তোমার রাগ, মেজাজের কথা জানি। তুমি হয়ত রাগের মাথায় একটা অস্ত্র দিয়ে বিনোদের মাথায় আঘাত করেছিলে। অবশ্যি তুমি আমাকে এই খবরের কিছুই ঘুণাক্ষরেও বলনি। আমি এই কথাগুলি পুলিশকে গুছিয়ে বলেছি। আমি জানি পুলিশ এ সব কথা বিশ্বাস করেছে।

লিলিকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বায়রন বলল ঃ তুমি গল্প বলবার কায়দা-কানুন জান। হয়ত তোমার এই কাহিনী পুলিশ বিশ্বাস করেছে। তবে তোমার গল্প পুরোপুরি সত্যি না হলেও আংশিক সত্যি। এ ছাড়া গতকালকার এই খুনের পর আমি কিছুটা ভয় পেয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে বায়রন আবার জিজ্ঞেস করল ঃ পুলিশের কাছে আর কিছু বলেছ কি ?

ওদের কাছে সব সত্যি কথাই বলেছি। কোন কথাই বানিয়ে বলিনি কিংবা লুকোবার চেষ্টা করিনি। আমি পুলিশকে আভাস দিয়েছি রাত বারোটার পর তোমাদের দুজনের জন্যে আমার ভারী চিন্তা হয়েছিল। আমার মনে হল তোমরা

হয়ত ঝগড়া বিবাদ করছ। তোমার রুক্ষ মেজাজ। এ ছাড়া বিনোদও প্রতিহিংসা নেবার মতলবে ছিল। এই সব কথা ভেবে আমি বিপদের আশংকা করেছিলাম। তাই রাত বারোটার সময় আমি 'মন আমুর' ক্লাবে তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম এবং তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম।

বায়রন এই কথার কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

তুমি কী করলে? লিলি আবার বলতে শুরু করল। তুমি প্রশ্নের জবাবে বললে বিনোদ ঐ সময় পর্যন্ত 'মন আমুর' ক্লাবে যায়নি। কিন্তু তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে। কারণ ডাক্তার এবং পুলিশ বলছে রাত বারোটার আগেই বিনোদের মৃত্যু হয়েছে। আর ঐ সময়েই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম।

আর কিছু বলবে? বায়রন বেশ ভারিক্কী গলায় জিজ্ঞেস করল।

এর চাইতে আর বেশি কী বলব? হয়ত পুলিশের কাছে এর বেশি কিছু বলবার দরকার ছিল না।

বায়রন কিছুক্ষন চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, এবার আমি জানতে চাই তুমি আমাকে এ সব কথা শোনাচ্ছ কেন? কারণ তুমি জান পুলিশও আমাকে এই কাহিনী শোনাবে এবং এই নিয়ে হাজার প্রশ্ন করবে। হয়ত পুলিশ আমাকে থানায় নিয়ে জেরা করবে।

তোমাকে এখন পর্যন্ত পুলিশ কোন প্রশ্ন করেনি, লিলি জানবার ইচ্ছে প্রকাশ করল।

এখনও করেনি, কারণ হয়ত পুলিশ এখনও আমাকে খুঁজে বার করতে পারেনি। বায়রন ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

লিলি কিছুক্ষণ বায়রনের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বলল: আচ্ছা বায়রন তুমিই বল, তুমি কী কোন বিপদের আশংকা কর না। তুমি কী স্বীকার কর না তুমি বিপদে পড়েছ। এই নিয়ে কী তোমার মনে কোন ভয়ডর নেই। হতে পারে তোমার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষ্য কিংবা প্রমাণ নেই কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে সেই প্রমাণের ভিত্তিতে জুরী এবং জজসাহেব তোমাকে সাজা দিতে পারবেন। ধর যদি জুরীরা তোমাকে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দেন তবু সমাজে পরিচিত মহলে সবাই বলাবলি করবে বায়রন ঘাউন খুনী···তাই নয় কি।

হতে পারে তুমি যা বলছ তার কিছুটা সত্যি। কিন্তু এই সব অবান্তর কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ আছে? কী হবে এতে? বায়রন এই প্রশ্ন না করে পারল না। এসে বলল: লিলি এবার বায়রনের কাছে এগিয়ে পরে গলার স্বর মিষ্টি করে বলল—বায়রন, ডার্লিং একবার আমার দিকে তাকাও। তোমার কী কী একবারও আমাকে কাছে পাবার ইচ্ছে নেই। তুমি কেন এত কঠোর হচ্ছ? তোমায় কতবার বলেছি আমি তোমাকে ভালবাসি···যদিও অনেক পুরুষ আমাকে পাবার

জন্যে লালায়িত। অথচ তুমি আমাকে উপেক্ষা করছ। কেন, জানতে পারি কি? ইচ্ছে করলে আমরা দুজনে পালিয়ে যেতে পারি...

তুমি একজন অভিজ্ঞ কৌশলী অভিনেত্রী। আমাকে ধরবার জন্যে তুমি যে চক্রান্ত করেছ, তারপর তোমাকে নিয়ে কোথাও গেলে আমি তোমার হাত থেকে রেহাই পাব জানিনা। বায়রনের কণ্ঠস্বরে ভালোবাসার আভাস ছিল না।

বেশ তোমাকে তাহলে আরো কয়েকটা কথা বলা দরকার। প্রথমত তোমাকে যে সব কথা বলেছি এই সব কথাই আমি পুলিশকে বলেছি। হয়ত তাদের কাছে ইচ্ছে করলে আরো কিছু বলতে পারি...কিংবা সেইসব কথা বলতে পারি যে পুলিশ তোমাকে আর বিরক্ত করবে না...। অবশ্যি আমি কী করি না করি সবই আমার ইচ্ছা এবং মর্জির উপর নির্ভর করছে।

অর্থাৎ তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পার। তাই নয় কী? এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমাকে অবিশ্যি উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। এই মূল্য কী হবে? এই মূল্য কী হবে আমি জানি...

বেশ এই মূল্য দে'য়া কী তোমার পক্ষে কঠিন। জান আজ বোম্বাই শহরের কত পুরুষ আমাকে চাইছে। আমি দেখতে সুন্দরী কুৎসিত নই...

কিন্তু আমার কাছে তুমি কুৎসিত-এর থেকেও কদর্য। কারণ বাইরের সৌন্দর্য মেয়েদের সুন্দরী করে না। হৃদয়ের সৌন্দর্য হল মেয়েদের প্রকৃত রূপ।

বায়রনের এই জবাব শুনে লিলির মুখ রক্তিম হল?...রাগে তার শরীর কাঁপতে লাগল। বায়রনের কাছ থেকে এই ধরনের কর্কশ জবাব সে আশা করেনি। বেশ আমার সম্বন্ধে যদি এই তোমার ধারণা হয় তাহলে তোমাকে বলব তুমি নিজেই এই বিপদের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসবার চেষ্টা কর। আমি তোমাকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করব না। তুমি কোন প্রকার সাজা পেলেও আমি কষ্ট কিংবা দুঃখ পাব না। কারণ আমি জানি পুলিশ তোমার বিরুদ্ধে যে সব তথ্য-প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছে এই সব তথ্য দিয়ে তোমাকে কঠোর সাজা বলতে পার ফাঁসি কাঠে ঝোলান যায়।

এ নিয়ে তুমি কোন চিন্তা কর না লিলি। পুলিশ যদি আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে, তাহলে তারা নিশ্চয় সব প্রমাণ তথ্য আদালতে পেশ করবে। দোষীকে সাজা দেওয়া হল পুলিশের কাজ। স্বীকার করি এ পর্যন্ত যে সব তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে কোন প্রমাণই আমার অনুকূলে নয়। হয়ত পুলিশ প্রমাণ করবে আমিই দোষী এবং আমাকে শাস্তি দেবে। হয়ত ফাঁসিও হতে পারে।

জুরীরা কিন্তু এসব প্রমাণ শুনলে একেবারেই খুশি হবেন না। লিলির মুখে ক্রূঢ়, শয়তানের হাসির রেখা দেখা গেল।

আমি জানি জুরীরা বিশ্বাস করবে, আমি মন আমুর ক্লাবে গতরাত্রে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বিনোদের তুমুল ঝগড়া বিবাদ হয়। আমি রাগের মাথায় বিনোদকে একটা অস্ত্র দিয়ে খুন করি।

তুমি ঠিক বলেছ ? ' লিলির মুখের দুষ্টু হাসির রেখা তখনও মিলিয়ে যায়নি। তারা বিশ্বাস করবে তুমি বিনোদকে খুন করবে।

এবার বায়রন লিলির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বোঝা গেল বায়রন তার রাগ চাপবার চেষ্টা করছে। সত্যি লিলি তুমি যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে তখন তোমাকে আরো সুন্দরী দেখাবে। হয়ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তুমি বিনোদের মৃত্যুতে শোকে চোখের জল ফেলবে। বলবে তুমি বিনোদের প্রতি অন্যায় অবিচার করেছ। এখন তুমি তোমার ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছ এবং কোর্টের কাছে সত্যি কথা বলছ যেন দোষী সাজা পায়। না, তুমি স্টেজে এবং সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চমৎকার অভিনয় করতে পারবে এবং তোমার সেই অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে জুরীরা আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, তাই নয় কী ?

লিলির মুখ কঠোর হল। বলল : বায়রন তাহলে বলছি তুমি যেন কঠোর সাজা পাও তার সব চেষ্টাই আমি করব।

ঠিক আছে। আমি তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে এসেছিলাম, আমার সে কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। অতএব আমি চললাম। আবার দেখা হবে। যদি কোনদিন ফাঁসির দড়ি আমার গলায় ঝোলে তাহলে আমি তোমার কথাই চিন্তা করব। গুড নাইট লিলি। আশা করি তোমার ময়না পাখি মারা যাবে।

বায়রন চলে গেল। লিলি দুম দরে দরজা বন্ধ করে দিল।

*   *   *   *

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকবার আগে বায়রন একটি লোককে পায়চারী করতে দেখল। এই অপরিচিত লোকটিকে তার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। বোম্বাই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে।

মিঃ বায়রন ঘাউস ? চৌগুলে বায়রনের কাছে এসে বললেন।

ঠিক ধরেছেন। আপনি মিঃ চৌগুলে ? আমার ফ্ল্যাটের দরোয়ান বলছিল আপনি আমার খোঁজ করছেন।

হ্যাঁ আমি ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে। আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই মিঃ ঘাউস। আমি এর আগেও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছি। অফিসে এবং বাড়িতে।

দুঃখিত। আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। চলুন আমার ফ্ল্যাটে। ওখানে বসেই কথাবার্তা বলা যাক, বায়রন মৃদু হেসে বলল।

নিজের ঘরে এসে বায়রন চৌগুলেকে জিজ্ঞেস করল : ইন্‌সপেক্টর আপনাকে চা কিংবা কফি কিছু দেব ? অবশ্যি আমি নিজে একটা ডবল স্কচ খাবো।

মিঃ ঘাউস, আমি চা কফি, কিছুই খাব না। কারণ আমি 'অন ডিউটি'।

বায়রন নিজের জন্যে একটা ডবল স্কচ নিল। তারপর চৌগুলেকে জিজ্ঞেস করল : বলুন, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

চৌগুলে একবার তীক্ষ্ণ বাজপাখির দৃষ্টি নিয়ে বায়রনের মুখের দিকে তাকাল।

অসম্ভব, বায়রন কোন খুন করতে পারে না। কারণ চৌগুলের মস্তো বড়ো অহংকার হল, সে কারু মুখ দেখেই বলতে পারে লোকটি দোষী না নির্দোষী। এতদিন সে এই বড়াই করে এসেছে। বায়রনকে দেখেই প্রথম দর্শনে মনে হল লোকটি নির্দোষ। এবার চৌগুলে তার প্রশ্ন শুরু করলেন। কিন্তু তার আগে একটু ছোট ভূমিকা করে বললেন ঃ মিঃ ঘাউস, আমি বিনোদ কাপুরের খুন নিয়ে তদন্ত করছি। আপনি জানেন মিঃ কাপুরকে গতরাত্রে প্রায় বারোটা নাগাদ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ডাক্তারের রায় হল তাকে খুন করা হয়েছে। সাধারণত কেউ খুন হলে আমরা খুনীর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করি। আজ সকালে আমরা মিসেস কাপুরকে জেরা করেছি। এবং মিসেস কাপুর বলেছেন আপনি গতরাত্রে 'মন আমুর' ক্লাবে বিনোদ কাপুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঐখানে মিঃ কাপুরের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা ছিল। তাই নয় কী মিঃ ঘাউস ?

ঠিক বলেছেন—বায়রন তার হুইস্কীর গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল।

মিসেস কাপুর আরো বলেছেন আপনি তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি এই দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। কারণ হয়ত তিনি গোলমালের আশংকা করেছিলেন। অতএব ঠিক বারোটার সময় তিনি 'মন আমুর' ক্লাবে টেলিফোন করেছিলেন এবং ওর ধারণা উনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অবশ্য আমরা এখনও ঠিক বলতে পারছিনা আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কিনা ? কারণ টেলিফোনে অনেক সময়ে গলা শনাক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। হয়ত মিসেস কাপুর ভুল অনুমান করেছেন।

বায়রন একটু গম্ভীর গলায় জবাব দিল, এ নিয়ে আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না, মিঃ চৌগুলে মিসেস কাপুর গতরাত্রে হয়ত বারোটা নাগাদ কিংবা তার দু'চার মিনিট পরেই হবে ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ঐ সময়ে আমি ক্লাবের পেছনের এক বারান্দায় ছিলাম। সাধারণত রাত বারোটার কিছু আগে ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ক্লাবের সামনের দিকে দরজা বন্ধ করে দেন। তাই আমাকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল এবং আমি ভুল করে ক্লাবের 'বেসমেন্ট' চলে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে যখন আমি একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে ক্লাবের হল ঘরে আসছিলাম তখন দরজার সামনে একটি টেলিফোন বাজতে দেখলাম। প্রথমবার যখন বাজল তখন আমি টেলিফোন ধরিনি। দ্বিতীয়বার বাজবার পর আমি লিলি কাপুরের গলা শুনতে পেলাম। লিলি আমাকে জিজ্ঞেস করল বিনোদ কোথায় ? আমার মনে হল বারান্দায় এবং তার আগে পাশের কোন ঘরে লোকজন ছিল না। বিনোদকে আমি দেখতে পাই নি এবং সে যে আদৌ ক্লাবে এসেছে এই খবর আমার জানা ছিল না। এই কথাই আমি লিলি কাপুরকে বলেছিলাম।

এবার চৌগুলে বলল ঃ ঐ সময়ে বিনোদ এসে ক্লাবে পৌঁছেছিল কারণ আমরা জানি যে ইতিমধ্যে বিনোদকে হত্যা করা হয়েছিল। তাই নয় কী মিঃ ঘাউস ?

নিশ্চয় বিনোদ কিছুক্ষণ আগে ক্লাবে এসে পেঁীছেছিল। শুধু বিনোদ কেন, হত্যাকারী অর্থাৎ এক অজ্ঞাত ব্যক্তিও ঐ সময়ে ক্লাবে এসে পেঁীছেছিল এবং আমি বিনোদের সঙ্গে দেখা করবার আগেই সে নিশ্চয় বিনোদের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল।

আমি যখন ক্লাবে গিয়ে পেঁীছুলাম বারান্দার সিঁড়ির পাশে অর্থাৎ যে ঘরে বিনোদকে হত্যা করা হয়েছিল সেইখানে কোন আলো দেখতে পাইনি। পরে মিসেস কাপুরের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলবার পর যখন বিনোদের ঘরে ঢুকলাম তখন ঘরে আলো দেখতে পেয়েছিলাম।

তার মানে আপনি দুবার বিনোদ কাপুরের ঘরে ঢুকেছিলেন। একবার যখন ঘরে বাতি ছিল না, দ্বিতীয় বার যখন ঘরে বাতি ছিল চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

উহুঁ, প্রথমবার আমি ঘরে ঢুকিনি। কিন্তু আমি যখন লিলি কাপুরের সঙ্গে কথা বলে ঐ ঘরে ঢুকেছিলাম তখন নিশ্চয় কেউ ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

ঐ ঘরে কেউ ঢুকলে বারান্দা থেকে দেখা যায় না। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি আপনি যখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন তখন কেউ যদি ঘরে ঢোকে তাহলে কী আপনি তাকে দেখতে পাবেন? চৌগুলে এই প্রশ্ন করে বায়রনের মুখের দিকে তাকালেন। চৌগুলে ধুরন্ধর, বুদ্ধিমান পুলিশ ইনস্পেক্টর। জেরা এবং তদন্তের কাজ করে তিনি হাত পাকিয়েছেন। তিনি প্রতিটি প্রশ্ন করে বায়রনের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। লোকের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে পুলিশ কী কৌশল অবলম্বন করে বায়রনের একেবারে অজানা ছিল না। তাই চৌগুলের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেবার সময় সে বেশ সতর্ক ছিল। কী ধরনের জবাব এবং জবাব দেবার সময় তার হাবভাব ভঙ্গীর প্রতি সে নজর রাখত।

না, বারান্দায় যেখানে টেলিফোন আছে সেখান থেকে যে ঘরে বিনোদকে হত্যা করা হয়েছিল সেই ঘরটিতে কেউ ঢুকলে তাকে দেখা যায় না। আমার মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ আমি যখন টেলিফোনে কথা বলছিলাম তখন নিশ্চয় কেউ বিনোদের ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

অর্থাৎ মিঃ ঘাউস, আপনি যখন ক্লাবের পেছনে ঢুকেছিলেন এবং বেসমেন্টের বারান্দা দিয়ে হেঁটে উপরে যাচ্ছিলেন তখন নিশ্চয় কেউ অর্থাৎ এক তৃতীয় ব্যক্তি, বিনোদের সঙ্গে ছিল? হয়ত ঐ সময়ে বিনোদের মৃত্যু হয়েছিল। তাই নয় কী?

হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ চৌগুলে বায়রন জবাব দিল।

আপনি এর আগে কোনদিন ঐ মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিলেন? আপনি কেন ক্লাবের পেছনের দরজা দিয়ে ক্লাবে ঢুকেছিলেন? চৌগুলে এই প্রশ্ন করে বায়রনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন।

কারণ ক্লাবের সামনের দরজা বন্ধ ছিল? আমি শুনেছিলাম যে ক্লাবের সামনের দরজা বন্ধ থাকলে আমি যেন ক্লাবের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকি। আমি কোনদিন

ঐ ক্লাবে যাইনি। তবে পরশু দিন বিনোদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে 'মন আমুর' ক্লাবের সন্ধান বেড়িয়ে ছিলাম। আমি ক্লাব খুঁজে পাইনি।

অর্থাৎ বিনোদ কাপুরের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি। তাই নয় কী?

না, বায়রন ছোট এবং স্পষ্ট জবাব দিল।

মিঃ ঘাউস, আমরা শুনেছি যে পরশু দিন আপনি যখন ক্লাবে বিনোদ কাপুরের সন্ধানে গিয়েছিলেন তখন রাস্তায় আপনি কিছু হাঙ্গামায় পড়েছিলেন?

হ্যাঁ আমি ক্লাব খুঁজে না পাবার পর আমার ফ্ল্যাটে ফিরে আসবার চেষ্টা করছিলাম। আপনি জানেন 'নরীম্যান পয়েণ্ট' থেকে হর্নিম্যান সার্কেল বোম্বাই সমাচার খুব বেশি দূরে নয়। তাই গাড়ি করে ফ্লোরা ফাউণ্টেন পৌঁছুবা মাত্র দেখতে পেলাম একটা গাড়ি আমার পেছনে পেছনে আসছে। ঐ রাত্রে একটা গাড়িকে আমার পেছনে আসতে দেখে আমার মনে সন্দেহ হল। আমি অবশ্যি কোন ভয় পাইনি। ওদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি মেরিন ড্রাইভ নিউ মেরিন লাইন দিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালাতে লাগলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের গাড়িও খুব স্পীডে আসতে লাগল। চৌপাট্টির কাছে এসে পেছনের গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। অবশ্যি আমি গাড়ির ড্রাইভার এবং অন্য আরোহীদের ভাল করে দেখতে পাইনি। ঐ গাড়িটা এসে আমাকে ধাক্কা মারল। আমি স্টিয়ারিং ঘুড়িয়ে আমার গাড়ি রাস্তার ফুটপাথে তুললাম। এমনি সময় একজন পুলিশ কনস্টেবল আমার কাছে এসে পৌঁছুল। লোকগুলি পালিয়ে গেল? কিন্তু কনস্টেবল কিছু বলবার আগেই আমি গাড়ি ঘুরিয়ে আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম।

ঐ গাড়ির আরোহীদের মধ্যে মিঃ কাপুর কী ছিলেন?

বললাম তো আমি ঐ গাড়ির ড্রাইভার কিংবা আরোহীদের খুব ভাল করে দেখতে পাইনি। আরোহীদের মধ্যে বিনোদ হয়ত থাকতে পারত, তবে আমার মনে হয় না বিনোদ ঐ গাড়িতে ছিল।

কেন? কৌতূহলী হয়ে ইনস্পেক্টর চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

দেখুন মিঃ চৌগুলে আমি বিনোদকে ভাল করে চিনি। কারণ সে ছিল আমার বিজনেস পার্টনার এবং বন্ধু। বিনোদ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকলে সে কখনই এমনি ধরনের নোংরামি করত না। যদি মদও খেয়ে থাকত তাহলেও বলব সে আমার পেছু গুন্ডা লাগাত না।

অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, চৌগুলের কথা শেষ হবার আগে বায়রন বলল: মিঃ চৌগুলে আমি জানি আমি বিপদে পড়েছি। তাই হাজার রকমের প্রশ্ন এসে আমার মনে জড়ো হয়। আপনি কী ভাবছেন আমি জানি। আপনার ধারণা আমার সঙ্গে বিনোদের ঝগড়া বিবাদ ছিল। পরশুদিন আমি যখন মন আমুর ক্লাব থেকে ফিরে আসছিলাম তখন বিনোদ আমার পেছু গুন্ডা লাগিয়েছিল এবং আমাকে ধোলাই দেবার চেষ্টা করছিল। তারপর গতরাত্রে আমি তার সঙ্গে 'মন আমুর' ক্লাবে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং আজ সকালে অর্থাৎ বলতে পারেন আজ

শেষ রাত্রে বিনোদকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। অতএব বিনোদের এই খুনের সঙ্গে আমার নিশ্চয় কোন সম্পর্ক আছে। তাই নয় কী ইন্সপেক্টর ?

চৌগুলে বিস্মিত হয়ে বায়রনের মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন : আপনি কী বলতে চাইছেন মিঃ ঘাউস ? আপনার এ সব কথা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়।

আমি আপনাকে তেমন কিছু বলতে চাইছি না। সত্যি কথা বলছি ইন্সপেক্টর চৌগুলে। আপনার কাছ থেকে কোন খবর লুকোবার চেষ্টা করছি না। ইচ্ছে থাকলে খবর লুকোবার চেষ্টা করতে পারতাম। হয়ত আপনার প্রশ্নের জবাব না দিতেও পারতাম। কিন্তু করিনি। সব কিছু সরল মনে সত্যি কথা বলেছি। এবার আপনি বলুন এই কেস সম্বন্ধে মানে বিনোদের খুন সম্বন্ধে আপনার কী মত ? আপনার কথা শুনবার পর আমি বলতে হয়তো পারব, আপনি এই তদন্তে ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন কি না ?

ইন্সপেক্টর চৌগুলের মুখ গম্ভীর হল। তিনি ভাবলেন বায়রন তাকে ফাঁদে ধরবার জন্যে জাল পেতেছে। তাই বায়রনের প্রশ্নকে এড়াবার চেষ্টা করলেন। বললেন : আমি এখনও সমস্ত কেসটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখিনি! কোন কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবার আগে আমি সমস্ত ঘটনা ভালো করে জানতে চাই এবং বর্তমানে আমি শুধু সব ঘটনা জানবার চেষ্টা করছি। ঘটনাগুলি জানবার পর আমি কেসটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখব।

ইন্সপেক্টর চৌগুলে এই কথা বলে একটু হাসলেন। পরে আবার বায়রনকে জিজ্ঞেস করলেন : মিঃ ঘাউস, আমি বাজারে কিছু গুজব শুনেছি। এই গুজব সত্যি না মিথ্যা তার জবাব আপনি দেবেন। কারণ এই গুজব অনেকেই শুনেছেন। আমি শুনেছি আপনার এবং মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে একটা নিবিড় প্রেমঘটিত সম্পর্ক ছিল। ইউরেকা জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিদ্যা দেশপাণ্ডে নিজে আমাকে এই সব গুজবের কথা বলেছেন।

বাজারের অনেকেই এই গুজব বিশ্বাস করেন। কারণ বিনোদের স্ত্রী লিলি কাপুর নিজে এই সব গুজবের কাহিনী সত্যি বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয় মিসেস কাপুর আরো বলেছেন আপনি এবং মিসেস কাপুর প্লাজা হোটেলে এক রাত্রে স্বামী-স্ত্রী'র পরিচয় দিয়ে কাটিয়েছিলেন। পরে বিনোদ যখন তার এই সব কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কাহিনী শুনতে পেলেন তিনি নাকি রেগে গিয়েছিলেন।

আমরা শুনেছি বাজারের এই সব গুজব কাহিনী শুনবার পর বিনোদ তার দপ্তরের কাজকর্ম করতে অবহেলা করত। বাইরে জুহু বীচের এক হোটেলে বসে মদ খেত। শুধু তাই নয়। আমরা আরো শুনেছি বিনোদ কোর্টে ডিভোর্স কেস করবার জন্যে প্ল্যান করছিলেন। এবং ঐ ডিভোর্স কেসে আপনি হতেন বিবাদী। মিঃ ঘাউস আপনি কী বাজারের এই সব গুজব শুনেছিলেন।

হ্যাঁ, বায়রন ছোট জবাব দিয়ে হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল।

এবার পরশু রাত্রের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। পরশু রাত্রে বিনোদ মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে দেখা করতে আপনিও ঐ ক্লাবে গিয়েছিলেন। তাই নয় কী মিঃ ঘাউস?

আপনি কোন ভুল অনুমান করেননি। বায়রন জবাব দিল।

চৌগুলে আবার বলতে শুরু করলেন: তার পরের দিন বিনোদ কাপুর আপনার দপ্তরে রিকেলে দেখা করবার জন্যে সময় ঠিক করলেন। কিন্তু পরে জানালেন যে তিনি ঐ সময়ে আপনার অফিসে যেতে পারবেন না। বিনোদ কাপুর তার স্ত্রীকে টেলিফোন করলেন। এর পরে ঠিক করলেন আপনার এবং মিসেস কাপুরের সঙ্গে মন আমুর ক্লাবে রাত বারোটার সময় দেখা করবেন। তাই নয় কী। কিন্তু মিসেস কাপুর 'মন আমুর' ক্লাবে গেলেন না। কারণ তিনি আপনি এবং বিনোদ কাপুর মধ্যে একটা ঝগড়া বিবাদের আশংকা করেছিলেন। তিনি তার ফ্ল্যাটেই থেকে গেলেন।

এবার চৌগুলে সন্দেহের চোখে বায়রনের দিকে বললেন: এই সমস্ত ঘটনা পর পর সাজালে আমরা দেখতে পাব এই কেস আপনার বিপক্ষে। এবার বলুন, আপনি কী বলবেন মিঃ ঘাউস?

না, একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব আমি খুঁজে পাচ্ছি না। পরশু দিন যখন বিনোদ 'মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিল এবং আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল, তখন বিনোদ জানত না আমি আদৌ ওর কথানুযায়ী ওখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব। আমি নিজেই জানতাম না যে আমি ওর ওখানে যাব। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে, আমি আচমকা ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কেন দেখা হল না তার কারণও বলেছি।

আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা হল যে প্রথম রাত্রে আমাকে মারধোর করবার প্ল্যান করে পরের রাত্রে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করা। বিনোদ কী করে ভাবতে পারল আমি ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব? বায়রন জিজ্ঞেস করল?

না মিঃ ঘাউস, এই সব ঘটনার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দেব না। আমি কী ভাবি, কী না ভাবি বর্তমানের জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, আমি শুধু আপনার মুখ থেকে পুরো সত্যি ঘটনাগুলি জানতে চাই। অবশ্যি যদি পুলিশের কাছে কিছু না বলতে চান, তাহলে আমি আপনাকে কিছু বলতে বাধ্য করব না। আপনি যদি কোন বিবৃতি দেবার আগে কার সঙ্গে শলা পরামর্শ, মানে উকীলের সঙ্গে আলোচনা চান, তাহলে আপনি পরামর্শ করতে পারেন। আগে কিন্তু আপনি প্রশ্ন করছিলেন এই কেস সম্বন্ধে আমি কী ভাবি। আমার মনে হয় আপনার এই প্রশ্ন নেহাৎ অবান্তর··

না ইনসপেক্টর চৌগুলে আমি পুলিশের কাছে কোন বিবৃতি দেব না এবং

অন্য কার পরামর্শ নেবার দরকারও আমার নেই। কিন্তু তবু আপনাকে দু চারটে কথা বলব। আপনি এইগুলি নিয়ে চিন্তা করে দেখবেন।

আমি বিনোদকে খুন করেছি এই অভিযোগ হয়ত অনেকেই স্বীকার করে নেবেন। কারণ যে সব তথ্য এবং প্রমাণ পুলিশের কাছে আছে সেই থেকে আপনাদের প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না যে আমিই খুনী। বাজারে বিনোদের স্ত্রী এবং আমাকে দিয়ে যে গুজব রটেছে আমি যে লিলি কাপুরের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে প্লাজা হোটেলে রাত্রি কাটিয়েছি। বিনোদ আমাকে ধোলাই দেবার জন্যে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। আমি পরে বিনোদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিলাম এবং বিনোদের স্ত্রী গোলমালের আশংকা করে ঐ ক্লাবে যায়নি এই হল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। পরে আমি বিনোদকে খুন করেছিলাম…

এসব সত্যিই আমার কাছে রূপকথার কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যে সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঐই অভিযোগ করা হয়েছে সেই তথ্য দুর্বল এবং ভিত্তিহীন। মানে আপনি যাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিংবা নিশ্চিত প্রমাণ বলে মেনে নিচ্ছেন নয় সেইগুলি মিথ্যের উপর সাজান হয়েছে।

এবার চোগুলে অবাক হলেন। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন আপনার এই যুক্তিকে একটু ব্যাখ্যা করে বলুন আপনি এই সব তথ্য এবং প্রমাণগুলি কেন দুর্বল এবং ভুল বলছেন।

বায়রন তার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল। প্রথমেই অরুণ শ্রীবাস্তব সংক্রান্ত ঘটনা সংক্ষেপে জানাল।

বেশ তাহলে মন দিয়ে আমার যুক্তিগুলি শুনুন। প্রথমত আমি স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে লিলি কাপুরের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রি কাটাই নি। এই কথা প্রমাণ করবার মত তথ্য আমার কাছে আছে। মিসেস কাপুর বাজারে এই নোংরা গুজব ছড়াবার আগে বেশ পরিকল্পনা করেই কাজ শুরু করেছিলেন এবং হোটেলে মিঃ বায়রন ঘাউস এ্যান্ড মিসেস লিলি ঘাউস পরিচয় দিয়ে হোটেলের রেজিস্ট্রারে নাম লিখিয়েছিলেন। তিনি বেশ রাত্রি করে ঐ হোটেলে একাই গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে হোটলে রাত্রির বেল বয়ই একমাত্র উপস্থিত ছিল। আমার ধারণা হল এই প্লাজা হোটেল মিসেস কাপুরের কাছে একেবারে অপরিচিত স্থান ছিল না এবং হোটেলে কী কাজ কারবার হয় লিলি কাপুর জানতেন। মিসেস কাপুর বেল বয়কে বললেন যে তার স্বামী একটু জরুরী কাজে আটকা পড়েছেন। তিনি একটু পরে আসবেন। নিজের রুমে যাবার পর মিসেস কাপুর বেল বয়কে টেলিফোন করে বললেন যে তিনি চা খেতে চান। চা পাওয়া যাবে কী? এত রাত্রে হোটেলের রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতএব বেল নিজেই চা বানাতে চলে গেল। এই বেল বয়ের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ যে সময়ে বেল বয় চা তৈরি করছিল ঐ সময়ে তার স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। এবং রিসেপশনে কাউকে না দেখে স্বামী সোজা

লিলি কাপুরের ঘরে চলে গেলেন। উপরে উঠে দেখলেন লিলি তার জন্যে বারান্দায় প্রতীক্ষা করছে। এই তথাকথিত স্বামীটির পরিচয় আমি জানি⋯। ইন্সপেক্টর আপনি আমার এই কাহিনী বিশ্বাস করছেন ?

না, আমার মন এইসব কাহিনী বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ আপনার এই কথাগুলি এবং যুক্তি যদি সত্যি হয় তাহলে আমার তদন্তের মোড় ঘোরাতে হবে এবং প্রচুর খাটতে হবে। কিন্তু যাইহোক না কেন, আপনার এই কাহিনী শুনতে আমার ভারী ভাল লাগছে ⋯ এবার মিসেস কাপুর এবং তার স্বামী সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।

শুনি ঠিক ছিল মিসেস লিলি কাপুর পরের দিন ভোরে নিজেই হোটেলের বিল চুকাতে রিসেপশনিস্টের কাছে যাবেন এবং এই অবসরে তার স্বামী সবার অজ্ঞাতসারে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবেন। অর্থাৎ কেউ লিলি কাপুরের এই স্বামীকে চোখে দেখতে পাবেন না। হয়ত এই নিয়ম মাফিক এই কাজ হলে সব উৎরে যেত। কারণ তাহলে কারু মনে সন্দেহ থাকত না যে ঐ রাত্রে বায়রন ঘাউস মিসেস লিলি কাপুরের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন।

আপনার এই যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না মিঃ ঘাউস। চৌগুলে ধীরে শান্ত গলায় এই মন্তব্য করলেন।

উহুঁ, মিসেস কাপুরের যে প্ল্যান সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হল না। কারণ তার এই স্বামী এমন কাণ্ড করে বসলেন যে মিসেস কাপুরের প্ল্যান অর্থাৎ যা করবেন ভেবেছিলেন সব ভেস্তে গেল। মিসেস কাপুরের এই স্বামী অর্থাৎ মিঃ বায়রন ঘাউস আগের রাত্রে তার নিজের গাড়ি প্লাজা হোটেলের বাইরে পার্ক করেছিল। কিন্তু গাড়িতে ফিরবার তেল-মবিল কিছুই ছিল না এবং গাড়ি সার্ভিস করবার প্রয়োজন ছিল। হোটেলের কাছেই ছিল জুপিটার মোটর গ্যারাজ। স্বামী ভদ্রলোক একটি চিরকুটে গ্যারাজের মালিকের কাছে এক চিঠি লিখে তার প্রয়োজনের কথা জানালেন। পরে আমি সমস্ত ঘটনা নিয়ে তদন্ত করবার জন্য ছদ্মনাম নিয়ে প্লাজা হোটেলে গিয়েছিলাম এবং ঐখানে গিয়ে এই গাড়ি সার্ভিসের কথা জানতে পারলাম। জুপিটার মোটর গ্যারাজের মালিক মোহনলাল আমাকে এই স্বামীর হাতের লেখা চিরকুট দেখালেন। চিরকুট এখন আমার কাছেই আছে। এবং ঐ চিরকুটের হাতের লেখা এবং যে ভদ্রলোক অর্থাৎ আমার ফ্ল্যাটে এসে তার প্রয়োজন নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করে একটা চিঠি লিখে গিয়েছিলেন ঐ দুইটি একই হাতের লেখা চিঠি। এই ভদ্রলোক কে আমি জানি। আপনি গ্যারেজের কাছে লেখা এই চিরকুট এবং আমার কাছে ভদ্রলোকের লেখা চিঠির হাতের লেখা মিলিয়ে দেখুন।

এই বলে বায়রন দুইটি লেখা চিঠি ইন্সপেক্টর চৌগুলের হাতে তুলে দিলেন। ইন্সপেক্টর মিলিয়ে দেখুন, দুইটি হাতের লেখা। আপনাদের হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট নিশ্চয় বলতে পারবেন যে এই দুটি হাতের লেখা

এক কিনা ? তারা যদি আমার এই যুক্তিকে সমর্থন করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কোন ভিত্তিই নেই। সব সাজানো কাহিনী।

চোগুলে চিঠি দুটি হাতে নিয়ে হাতের লেখা মেলালেন। পরে বললেন মিসেস কাপুর তাহলে আপনার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র করছেন। কিন্তু আমি জানতে চাই কেন ?

আপনি ঠিক বলেছেন। সামান্য ভুল না করলে মিসেস কাপুর, প্লাজা হোটেলে ওর সঙ্গে রাত্রিবাস করবার যে গুজব রটিয়েছেন, তার সেই প্ল্যান সফল হত। আমি জুপিটার গ্যারাজের মালিক এবং হোটেলের বেল বয়কে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাতে পারি এবং প্রমাণ করতে পারি যে আমি যা বলেছি সব সত্যি।

ইন্‌সপেক্টর চোগুলে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন মিঃ ঘাউস, ধরুন আপনি আমার কাছে যে বিবৃতি দিলেন সেই বিবৃতির কাঠামোয় যদি একটা বিবৃতি পুলিশের কাছে দেন তাহলে আমাদের তদন্তের কাজে অনেক সুবিধে হবে। তাহলে আমরা মিসেস কাপুরকে এই নিয়ে প্রশ্ন করতে পারি।

না তাহলে কোন ফল হবে না, ইন্‌সপেক্টর। মিসেস কাপুরকে আমি সজাগ এবং সতর্ক করে দিতে চাইনে। আপনি বিনোদ কাপুরের খুনীকে ধরবার চেষ্টা করছেন। আমিও জানতে চাই আমার বন্ধু সহকর্মীকে কে খুন করেছে। আমি খুনীকে সনাক্ত করতে চাই। আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা যদি খুনীর অনুসন্ধান করি তাহলে আমরা নিশ্চয় খুনীকে খুঁজে পাব। না, এই মুহূর্তে আমরা মিসেস কাপুরকে জেরা করে কিছু জানতে পারব না এবং তাকে জেরা করবার কোন দরকার নেই। বরং তিনি যতই ভাবেন যে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তাহলেই তদন্তের সুবিধে হবে।

আপনি কেন এখনই মিসেস কাপুরকে জেরা করতে চান না, তার কোন সঠিক কারণ দিতে পারেন ? চোগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

নিশ্চয়, আমি কেন এখনই মিসেস কাপুরকে কিছু বলতে চাইনা তার কিছু নেপথ্য কারণ আছে। কয়েকটি কারণ হল, যে মিসেস কাপুর তার স্বামীকে বলেছিলেন যে আমি তার সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রি কাটিয়েছি। জানিনা বিনোদ কাপুর তার স্ত্রীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলেন কিনা ? কারণ আমি খবর পেয়েছি যে বিনোদ কাপুর নবজীবনের পরিচিত ইনভেস্টিগেটরকে অনুরোধ করেছিলেন যদি তিনি প্লাজা হোটেলে গিয়ে এই বিষয়ে একটু তদন্ত করেন। এই ইনভেস্টিগেটর বিনোদ কাপুরের অনুরোধ রাখেন নি, কারণ তিনি বলেছিলেন এই ধরনের তদন্ত করা তার পেশা নয়। অতএব এরপর বিনোদ কাপুর কী করতে পারেন ?

হয়ত বিনোদ কাপুর নিজেই প্লাজা হোটেলে গিয়ে তদন্ত করেছিলেন।

চোগুলো মন্তব্য করলেন।

আপনি ঠিক বলেছেন ইন্সপেকটর। এবং আমার ধারণা যে বিনোদ প্লাজা হোটেলে গিয়ে নিজেই তদন্ত করেছিলেন এবং এই তদন্ত করে তিনি জানতে পারেন যে তার স্ত্রী তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন। অর্থাৎ সেই রাত্রে যে ভদ্রলোক মিসেস কাপুরের সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছিলেন সেই ব্যক্তি আমি নই। এর পর বিনোদ কাপুর কী করতে পারেন? তিনি অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এবার চৌগুলে একটু চিন্তা করলেন। পরে বললেনঃ তাহলে আপনার পেছনে গুন্ডা লেলিয়ে দেয়া কিংবা এ্যাকসিডেন্ট করে আপনার জীবনের ক্ষতি করা বিনোদ কাপুরের কাজ নয়। বরং তার বিস্ময়কর ব্যবহারের জন্যে অপরাধ স্বীকার চাওয়াই হবে যুক্তিসঙ্গত কাজ।

এক্সাক্টলি। আমরা এখনও জানিনা যে তিনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন? আপনি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। হয়ত আমার সঙ্গে দেখা হলে বিনোদ তার জন্যে আমার কাছে মাপ চাইত। এছাড়া আমি বিশ্বাস করতে পারছি না বিনোদ আমাকে ধোলাই দেবার জন্যে গুন্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। একথা আমার চিন্তাশক্তির বাইরে। আমি আরোও বিশ্বাস করিনা যে প্রথম দিন বিনোদ কাপুর মন আমুর ক্লাবে তার সঙ্গে আমার দেখা করবার কোন আয়োজন বন্দোবস্ত করেছিল। হয়ত সে ক্লাবে উপস্থিত ছিল না কিংবা যদিও উপস্থিত থাকে তবে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নয়। অন্য কার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে হয়ত ক্লাবে গিয়েছিল।

আপনি বলতে চাইছেন যে বিনোদ কাপুর এক দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই ঐ ক্লাবে নিয়েছিলেন। ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি কে বলতে পারেন? তাহলে কী তিনি খুনীর সঙ্গে দেখা করবার আয়োজন বন্দোবস্ত করেছিলেন?

হতে পারে অসম্ভব কিছু নয়। আমার হিসেবে তাই মনে হয়। কারণ আমি সর্বপ্রথম এই মন আমুর ক্লাবের কথা শুনি অন্য আর একটি মেয়ের কাছ থেকে—বায়রন বলল ঃ

মেয়েটি কে? চৌগুলে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মেয়েটির নাম আলবেলা। মেয়েটি মিড নাইট ক্লাবে বারের হোস্টেস। আলবেলা আমাকে বলেছিল যে বিনোদ কাপুর ঐ রাত্রে মন আমুর ক্লাবে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করবে? বায়রন ধীর শান্ত গলায় জবাব দিল।

আলবেলা এই খবর কার কাছ থেকে পেল? কে তাকে এই খবর দিয়েছিল? ইনসপেক্টর চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

মিসেস লিলি কাপুর, বায়রন মৃদু হেসে জবাব দিল।

সত্যি মিঃ ঘাউস আমি যতই আপনার কাহিনী শুনছি ততোই আমার পুরো ঘটনা জানবার আগ্রহ বাড়ছে। এছাড়া মিসেস লিলি কাপুরের চরিত্র আমার কাছে বেশ একটু বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে। আমি জানতাম যে প্রথম দিন বিনোদ

আমার সঙ্গে আমার দপ্তরে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। বিনোদ লিলিকে ঐ আলোচনার সময় উপস্থিত থাকতে বলেছিল। কারণ বিনোদ সমস্ত ঘটনার একটি চূড়ান্ত মীমাংসা করতে চেয়েছিল। তবে হয়ত তার স্ত্রীর কার্যকলাপ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ ছিল কিনা এই নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি বিনোদ ইতিমধ্যে প্রমাণ পেয়েছিল যে প্লাজা হোটেলে যে ভদ্রলোক লিলির সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিল সেই ভদ্রলোক আমি নই। এই সত্যি কথা জানবার পর বিনোদ তার স্ত্রীর সঙ্গে চূড়ান্ত মোকাবিলা আমার সামনেই করতে চেয়েছিল। তাই সে দপ্তরে আমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। হয়ত কেউ তাকে আমার সঙ্গে দপ্তরে এসে কথা বলতে বাধা দিয়েছিল, কিংবা 'মন আমুর' ক্লাবে তার অন্য কার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল. অবিশ্যি এই দেখা না করা আমার কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে···অন্তত এই সব কারণেই আমি বর্তমানে মিসেস কাপুরকে নিয়ে কোন ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত হবে না বলে মনে করি···

মিঃ ঘাউস, আপনি বিশেষ নিপুণভাবে মিসেস্ কাপুরের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

বায়রণ হাসল। বলল ঃ কেন জানিনা মিসেস কাপুর কোন বিশেষ কারণে আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। মনে হয় আমার ক্ষতি করবার একমাত্র কারণ হল যে আমি লিলির প্রতি কোন আগ্রহ দেখাই···

তাহলে আপনি কী বলতে চাইছেন মিঃ ঘাউস? আপনি বলতে চান যে মিসেস কাপুর তার স্বামীকে হত্যা করবার পেছনে ছিল এবং এই হত্যার এমন আয়োজন বন্দোবস্ত করেছিল যেন খুন করবার সমস্ত দায়িত্ব এবং অপরাধ আপনার ঘাড়ে চাপান হয়···ইনস্পেক্টর চৌগুলে বেশ গম্ভীর গলায় এই মন্তব্য করলেন।

না, আপনার এই যুক্তি ঠিক নয়। তবে হয়ত সে সময় এবং পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছিল কিংবা আমাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তার হাতের মুঠোয় করে স্বামীর মৃত্যু চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে লিলি আজ বিনোদের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আমার মনে হয় যদি খুনের দিন বিনোদ আমার সঙ্গে লিলির সামনেই প্লাজা হোটেলের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পেত তাহলে সে নিশ্চয় তার তার স্ত্রীর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইত। লিলিও কোন অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন হতে চায়নি। তাই খুনের দিন লিলি মন আমুর ক্লাবে উপস্থিত থাকতে চাননি।

ইনসপেক্টর চৌগুলে বললেন মিঃ ঘাউস আপনি যে সব বিশ্লেষণ এবং যুক্তিপূর্ণ তথ্য আমার সামনে তুলে ধরলেন তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমি প্লাজা হোটেলে এবং জুপিটার মোটর গ্যারাজে গিয়ে তদন্ত করব। কারণ আমাদের জানা দরকার ঐ রাত্রে মিসেস লিলি কাপুরের রাত্রের সঙ্গী কে ছিল? আরো প্রয়োজন বিনোদ কাপুর প্লাজা হোটেলে আদৌ গিয়ে কোন তদন্ত অনুসন্ধান করেছিলেন কিনা? যদি বিনোদ কাপুর সত্যি সত্যি প্লাজা হোটেলে গিয়ে

তদন্ত করে জানতে পেরে থাকেন ঐ রাত্রে তার স্ত্রীর সঙ্গী অন্য আর একজন পুরুষ ছিল এবং মোটর গ্যারাজ বলে ছিল যে তার কাছে ঐ ভদ্রলোকের গাড়ি সার্ভিস করতে পাঠান হয়েছিল, তাহলে সমস্ত ঘটনার অর্থাৎ কেসের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

আপনি খুব যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করেছেন ইনস্পেক্টর। এদিকে আমি নিজেও এই ঘটনার আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব। আপনার তদন্ত থেকে যদি প্রমাণিত হয় আমি সত্যি কথা বলছি তাহলে এই তদন্ত আরো সহজ সরল হবে। পরে আমি এবং আপনি এই খুনের রহস্য নিয়ে আপনার সঙ্গে আবার আলোচনা করব। হয়ত ইতিমধ্যে আমি কিছু প্রয়োজনীয় খবর যোগাড় করতে পারব।

আপনি খুব যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করেছেন মিঃ ঘাউস। তবে যাবার আগে আর একটা প্রশ্ন করব। আপনি বলেছেন যে মিসেস কাপুরের সঙ্গে যে ভদ্রলোক প্লাজা হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন এবং আপনার কাছে যে ভদ্রলোক তার একটি সমস্যার সমাধান নিয়ে তদন্ত করতে অনুরোধ করেছিলেন, একই ব্যক্তি। বেশ এই ভদ্রলোককে কোথায় গেলে দেখা পাব···চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি বর্তমানে এদেশে নেই। জার্মানীতে একটা কাজে গিয়েছেন। তবে আমি জানি ঐ ভদ্রলোক কোন প্রকারেই এই খুনের সঙ্গে জড়িত নন। তিনি আদৌ খুনের বিষয়ে কিছু জানেন না বায়রন জবাব দিল।

মিঃ ঘাউস, যতদিন আমাদের এই তদন্ত শেষ না হয় আশা করি আপনি বোম্বাইর বাইরে যাবেন না। চৌগুলে জিজ্ঞেস করলেন।

হয়ত আমি শহরের বাইরে যেতে পারি। কারণ বিনোদ কাপুরের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে এই শহরের বাইরে কিছু কাজ আছে। তবে শহরের বাইরে গেলে আপনাকে জানাব। দেশের বাইরে অবশ্য যাব না। বায়রন চৌগুলেকে আশ্বাস দিয়ে বললেন। যাক প্লাজা হোটেলের তদন্তের ফলাফল জানতে পারলে বিশেষ খুশি হব। আপনি যদি ঐ তদন্তের পর আমাকে টেলিফোন করেন তাহলে আমি গিয়ে দেখা করব।

এবার আর একটা প্রশ্ন করব মিঃ ইনস্পেক্টর। আপনি আমার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। এর পর আপনি কী মনে করতে পারেন আমি বিনোদকে খুন করেছি ?

চৌগুলে উঠে প্রায় দরজার কাছে গিয়েছিলেন। বায়রনের এই প্রশ্ন শুনে তিনি পেছনে তাকিয়ে বললেনঃ আমার মনে হয় না। তবে এর সঠিক জবাব দেবার মত তথ্য এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি।

চৌগুলে বায়রনের ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে এলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিনোদ কাপুর হত্যার মামলা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক হবে। ইনস্পেক্টর চৌগুলে অনেকদিন ধরে বম্বের সি. আই. ডি. দপ্তরে কাজ করেছেন। এর আগে এত

ইণ্টারেস্টিং কেস নিয়ে তিনি কখনও তদন্ত করেন নি। আবার ভাবলেন বায়রন মিসেস লিলি কাপুর সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন সেই কথাগুলি যদি সত্যি হয় তাহলে মিসেস লিলি কাপুর এক বিচিত্র মহিলা। তদন্ত করে দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ?

* * * *

পরের দিন বায়রনের ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল প্রায় এগারটা। স্নান করবার পর বায়রন তার ব্রেকফাস্ট খেল। ব্ল্যাক কফি এবং দুটো টোস্ট বায়রন খাবার পর তার এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করল।

প্রথম বায়রন ইনসপেক্টর চোগুলেকে নিয়ে ভাবতে লাগল। বায়রন বুঝতে পেরেছিল চোগুলে এবার কী করবেন। তার করবার একটিমাত্র পথ খোলা ছিল। চোগুলে হয়ত লিলি কাপুরকে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন। কারণ আজ অবধি লিলি কাপুর যতগুলি দাবার চাল দিয়েছে সবগুলিই সফল হয়েছে। অতএব লিলি সম্বন্ধে আরো কিছু খবর জানা দরকার। মিসেস রমলা চাওলার কথা মনে হল। এই নাটকে এখন পর্যন্ত মিসেস চাওলা কোন উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন নি। তিনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিংবা নাটকে তার ভুমিকা কী হবে। এখন পর্যন্ত সঠিক করে বলা যায় না। হয়ত মিসেস চাওলা শিগ্গিরই তার মুখোশ খুলবেন এবং স্পষ্ট, পরিষ্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তখন মিসেস চাওলাকে আরো ভাল করে চেনা যাবে। এখন নয়।

এবার তার একজনের নাম মনে হল। বায়রন এতদিন এই চরিত্রটিকে নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনাই করে নি। কিন্তু তার মনে হল এই নতুন চরিত্রকে এবং এই নাটকে তার ভুমিকাকে তুচ্ছ করা উচিৎ হবে না। এই চরিত্রটি হল জানকীদাস পাণ্ডে, যার সঙ্গে মিসেস রমলা চাওলা প্রায়ই শেরটনের বার এবং রেস্তোরাঁয় যান। শুধু তাই নয় এই জানকীদাস পাণ্ডেকে সম্প্রতি লিলি কাপুরের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

বায়রন ভেবে অবাক হল লিলি কাপুর এক রাত কাটিয়েছে অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। আবার লাঞ্চ ডিনার খাচ্ছে জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে ? সমস্ত ব্যাপারটি অর্থাৎ লিলির বিভিন্ন পদক্ষেপ তার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হল। অবশ্যি বর্তমানে বায়রনের প্রধান চিন্তা হল এর পর তার কী করা উচিত ?

হঠাৎ আবার তার ইনসপেক্টর চোগুলের কথা মনে হল। বায়রন স্বীকার করল যে ইনসপেক্টর চোগুলেকে অতি সাধারণ পুলিশ ইনসপেক্টর বলে তুচ্ছ করা উচিৎ হবে না। ইনসপেক্টর চোগুলে বুদ্ধিমান এবং তার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।

বায়রনের চিন্তায় বাধা পড়ল। বাড়ির দরোয়ান এসে বলল ঃ স্যার একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। উনি নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

তার নাম বলেছেন ? বায়রন নাম জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

দরোয়ান বলল : ওনার নাম আলবেলা। এর আগেও উনি দু'চারবার আপনার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। এবার আপানাকে না জিজ্ঞেস করে ওকে উপরে উঠতে দিইনি।

নিয়ে এস, বায়রন দরোয়নকে বলল।

একটু বাদে আলবেলা লিফট করে বায়রনের ফ্ল্যাটে চলে।

কী হয়েছে বায়রন বলো তো? তোমার দরোয়ান আমাকে উপরে উঠতে দিতে চায় না। বলে তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কাউকে উঠতে দেবেনা। আলবেলা নালিশের সুরে বলল।

বেচারার দোষ কী বল? বিনোদ হত্যার পর আমার দরোয়ান আমার সিকিউরিটি সম্বন্ধে সতর্ক হয়েছে। কিন্তু তোমার কী ব্যাপার বলো তো? তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি বেশ উত্তেজিত। যাক প্রথমে বল তুমি কী খাবে? কফি না কোন বিদেশী লিকার? ক্রেম দ্য মান্থ!

বেশ তাই নিয়ে এসো। আলবেলা ছোট জবাব দিল।

বায়রন ছোট লোকেরর গ্লাসে কিছুটা ক্রেম দ্য মান্থ ঢেলে আলবেলাকে দিল। পরে জিজ্ঞেস করল, এবার তোমার মনের এই উত্তেজনার কারণ কী বল?

উত্তেজিত হব না কেন বল। এতদিন ধরে মিডনাইট ক্লাব বারে কাজ করছি পুলিশ আমাকে নিয়ে কোনদিন টানা হ্যাঁচড়া করেনি। কিন্তু গতরাত্রে পুলিশ এসে করিমভাইকে জিজাভাইকে আমার সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন করেছে। সেই থেকে করিমভাই আমাকে যাচ্ছেতাই অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেছে। বলে আজ পর্যন্ত পুলিশ নাকি ওর ক্লাবের কোন ছেলেমেয়ে কর্মচারিদের নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি। পুলিশ মিডানাইট ক্লাবে আসা মানে ক্লাবের দুর্নাম এবং ভাল খদ্দেররা নাকি ভবিষ্যতে আর ক্লাবে আসবেন না। আমাকে করিমভাই যেই গালিগালাজ করতে শুরু করল, আমিও রাগের মাথায় করিমভাইকে দুটো থাপ্পড় মারলাম। পরে ওখান থেকে ইস্তাফা দিয়ে চলে এসেছি...। ভবিষ্যৎ-এ আর কোলাবার দিকে যাব না...

যাক যদি তুমি মিডনাইট ক্লাবের চাকুরী ছেড়ে থাক এবং ভবিষ্যৎ যদি তুমি কোলাবার না যাও, তাহলে তোমার মাইনে পত্তরের কী হবে? বায়রন আলবেলার মনের উত্তেজনা দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করছিল।

তুমি আমাকে কী ভাব বায়রন? আমি একেবারে কচি খুকী নই। করিমভাই আমার দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়েছে।

এবার শুনি পুলিশ মিডনাইট ক্লাব বারে গিয়ে খোঁজখবর করছিল কেন? পুরো ঘটনা বল? বায়রন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

শোন, আজ দশটার সময় আমি মিডনাইট ক্লাব বারে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম করিমভাই জিজাভাই খুব উত্তেজিত হয়ে ক্লাবের হলঘরে পায়চারী করছেন। কী ব্যাপার? আমাকে দেখবার পর করিমভাই

আরো জোরে চিৎকার করতে লাগলেন এবং এবং আমাকে অসভ্য ইতর ভাষায় গালি-গালাজ করতে লাগলেন। করিমভাই বললেন আমি নাকি বাজে রাস্তার মেয়ে। নইলে পুলিশ আমাকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করবে কেন? ঐ ক্লাবের অন্য মেয়েদের নিয়ে তো তারা হাঙ্গামা করছে না। পরে শুনতে পেলাম বোম্বাই পুলিশের সি. আই. ডি. দপ্তরের চীফ ইনসপেক্টর মিডনাইট ক্লাবে সকালে এসেছিলেন এবং আমার খোঁজ করছিলেন।

কেন খোঁজ করছিলেন জান?

বায়রন জিজ্ঞেস করল।

কী করে বলব আমি তো অন্যায় কোন কাজ করিনি···আলবেলা জবাব দিল। অবশ্যি পুলিশ জিজ্ঞেস করছিল আমি বিনোদ কাপুর এবং মিসেস লিলি কাপুরকে চিনি কিনা? আমি কেন ক্লাবের সবাই ওদের দুজনকে চেনে। বিশেষ করে লিলি কাপুর তো করিমভাই জিজিভাইর অতি কাছের লোক। আমি কী জানি না, ক্লাবের কত লোক ওদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে কত কানাঘুষো করে। আচ্ছা বায়রন তুমি এই বিনোদ এবং লিলি কাপুর সম্বন্ধে পুলিশকে কিছু বলনি তো? নইলে পুলিশ মিডনাইট ক্লাবে এলো কী করে?

তুমি পাগল হয়েছ আলবেলা? আমি পুলিশকে মিডনাইট ক্লাবে এবং তোমার সন্ধানে ওখানে পাঠাব কেন? বিশেষ করে, ভুলে যেওনা, বিনোদ কাপুর কোন এক সময়ে আমার বিজনেস পার্টনার ছিল। বায়রন আলবেলাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

এবার আলবেলার চিন্তা করবার পালা। সত্যিই পুলিশ কী করে জানতে পারল আমি বিনোদ ও লিলিকে চিনি। তাহলে পুলিশ কী আমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর করছে? তুমি আমায় চিন্তায় ফেললে বায়রন।

আচ্ছা, ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর কী তোমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিল? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

না, করিমভাই আমাকে বোম্বাই পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সের ঠিকানা দিয়ে বললেন, আমি যেন অতি অবশ্যি আজই গিয়ে ডিটেকটিভ পুলিশ ইনস্পেক্টর চৌগুলের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি ওখানে গিয়েছিলাম এবং ওখান থেকেই তোমার ফ্ল্যাটে সোজা চলে আসছি।

এবার বল চৌগুলে তোমার সঙ্গে কী কথা বললেন? আবার বায়রন জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

আমার তো চৌগুলের সঙ্গে কথা বলে মনে হল না যে এই লোকটা পুলিশ ইনস্পেক্টর। ওকে দেখে আমার কী মনে হল জানো? এই চৌগুলে হলেন একজন ইন্সিওরেন্স এজেন্ট। আমার সঙ্গে কী মিষ্টি ব্যবহার করলেন: চা খাওয়ালেন, তারপর আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন, আলবেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

লোকটার বয়স যদি কম হত তাহলে আমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতাম। প্রেম করবার চেষ্টা করতাম না, এমন কথা হলফ করে বলব না।

বায়রন হেসে বলল ঃ বায়রন এই চৌগুলে একেবারে সাধাসিদে কচি খোকা নয়। মুখে মিষ্টি, কাজে শক্ত।

বারে একথা আমি জানব না। তাই চৌগুলে আমাকে যে সব প্রশ্ন করলেন আমি তার সত্যি সত্যি জবাব দিলাম…

কী সত্যি কথা বললে? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

ইন্‌সপেক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনদিন আগে বায়রন কি মন আমুর ক্লাবে বিনোদ কাপুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, বলুন মিস আলবেলা আপনি কী বায়রন ঘাউসের মন আমুর ক্লাবে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু খবর জানেন?

তুমি এর কী জবাব দিলে? বায়রন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কী জবাব দেব বল? সত্যি কথা বললাম। বললাম তুমি বিনোদ কাপুরকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করছ। ভাবছিলে বিনোদকে কী করে শান্ত করা যায়? কারন তোমাদের দুজনের মধ্যে সদ্ভাব ছিলনা বললেই চলে। আমি বললাম বিনোদের স্ত্রী লিলি কাপুর একদিন মিডনাইট ক্লাবে এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে বিনোদ মন আমুর ক্লাবে যাবে…পরে লিলি কাপুর যে খবর আমাকে দিয়েছিলেন সেই খবর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম…

ইনসপেক্টর এই খবর শুনে তোমাকে কী বললেন?

তিনি আমাকে বিনোদ কাপুর সম্বন্ধে আরো অনেক প্রশ্ন করলেন। বিনোদকে আমি কতদিন ধরে চিনি…তার সঙ্গে আমার কোন হৃদ্যতা ছিল কিনা? আমি যা জানতাম তাই বললাম। বললাম আমি বিনোদকে দুতিন বছর যাবৎ চিনি…আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু প্রেম ভালবাসা ছিলনা।

তিনি কী তোমাকে লিলি কাপুর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেছিলেন? বায়রন আলবেলাকে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, শুধু লিলি কাপুর সম্বন্ধে নয়, পুলিশ ইনসপেক্টর তোমার সম্বন্ধে আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। অর্থাৎ তুমি কী ধরনের লোক। বাজারে গুজব আছে তুমি হলে 'লেডীজ ম্যান'। এই কথার মানে কি আমি জানি? ক্লাবের মেয়েরা তোমার সম্বন্ধে কী জানে? তুমি কি করিমভাই জিজিভাইকে চিনতে? তুমি কি মিডনাইট ক্লাবে নিয়মিতভাবে যেতে? ওখানে গিয়ে কী করতে? এই ধরনের বহু প্রশ্ন পুলিশ ইনসপেক্টর করলেন। অবশ্যি ইনসপেক্টর এমন মিষ্টি মধুর স্বরে আমাকে এই সব প্রশ্ন করলেন যে আমি তার কোন প্রশ্নকে এড়াতে পারলাম না। যা জানতাম তার চাইতে অনেক বেশি বলে ফেলেছি। সত্যিই বায়রন এই লোকটি যদি পুলিশ ইনসপেক্টর না হতেন, তাহলে আমি নিশ্চয় ওর সঙ্গে প্রেম করতাম।

বায়রন আলবেলার কথা শুনে মৃদু হাসল। বলল ঃ বেশ তারপর কী হল?

কী আর হবে? পুলিশ ইনসপেক্টর খবরগুলির জন্যে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর আমার নাম ঠিকানা লিখলেন। বললেন দরকার হলে আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সত্যিই বায়রন আমি ভাবতেই পারি না একজন পুলিশ ইনসপেক্টরকে 'বয় ফ্রেন্ড' করতে পারব। করতে পারলে হোয়াট এ থ্রীল, হোয়াট এন এডভেঞ্চার···! আলবেলা একটানা কথা বলে ক্রেম দ্য মান্থের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল। পরে বায়রনকে জিজ্ঞেস করল বায়রন মিডনাইট ক্লাবে বারের চাকুরী তো গেল। এখন আমার অন্যত্র একটা চাকুরী যোগাড় করে দাও?

তুমি চিন্তা কর না আলবেলা। করিমভাই জিজিভাই-এর ক্লাবে তোমার মত হোস্টেস্ দরকার। অতএব তিনি আবার তোমাকে ঐ ক্লাবে ফেরৎ নেবেন। যাক এবার আমার একটা কথা শোন। তুমি কী আমার একটা কাজ করতে পারবে? অবিশ্যি এই কাজে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না···তবে আমি প্রথমেই তোমাকে বলছি এই কাজ অবশ্যি বিনোদ এবং লিলি কাপুর সংক্রান্ত। তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না···একাজে তোমার কোন বিপদ হবে না···

নিশ্চয় করব বায়রন। বল কী করতে হবে? আলবেলা জিজ্ঞেস করল।

শোন আলবেলা তোমাকে এর আগে যে বাকি আড়াই হাজার টাকা দেব বলেছিলাম সেই টাকা তুমি পাবে। বরং আমার এই নতুন কাজ করে দিতে পারলে আরও দু হাজার টাকা তোমাকে দেব···

আরো দু হাজার টাকা? তুমি ঠাট্টা করছ না তো বায়রন···

বায়রন ঘাউস কখনও কাজ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। শোন এবার তোমাকে কী করতে হবে।

বান্দ্রায় কার্টার রোডের কাছে ইভনিং ক্লাব নামে একটি 'বার-কফি'র দোকান আছে। বান্দ্রা-সান্টা ক্রুজ-এর অনেক বড় বড় কর্তারা এই বার-কফি হাউসে যান। এই বারের মালিকের নাম হল মুকুন্দ ঘাটকে। মালিকের দুর্বলতা হল তিনি বড্ড বেশি কথা বলেন। বিশেষ করে তোমার মতন একজন সুন্দরী মেয়ে দেখলে উনি অনেক কথা বলতে শুরু করবেন। তুমি এই মালিকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে। আমি খবর পেয়েছি এই বারে জানকীদাস পান্ডে নামে এক ভদ্রলোক নিয়মিত ভাবে যান। তোমার কাজ হবে এই জানকীদাস পান্ডে কোথায় থাকেন এবং তার টেলিফোন নম্বর কী জানা? যদি জানকীদাস পান্ডের নম্বর পাও তো তার সঙ্গে কথা বল। বল তুমি হলে লিলি কাপুরের বিশেষ বন্ধু। লিলি জানকীদাসের কাছে একটি জরুরী খবর পাঠিয়েছে। তুমি এই খবরটি জানকীদাস পান্ডেকে মুখোমুখি দিতে চাও। কবে, কোথায় এবং কখন তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে জানতে চাইবে। হয়ত জানকীদাস পান্ডে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন! কোথায় দেখা করবেন তার ঠিকানাও তিনি বলে দেবেন। দেখা হলে বলবে যে লিলি তোমার মারফৎ একটি জরুরী খবর জানকীদাসকে পাঠিয়েছে। লিলি বলতে বলেছে বোম্বাই-এর হালচাল গরম হয়ে উঠেছে। অবস্থা সুবিধের নয়। তিনি জানকী-

দাসকে বিব্রত করতে পারেন না। অতএব লিলি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে চান। অবিশ্যি যাওয়া সম্ভব হবে যদি জানকীদাস তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন।

তারপর? আলবেলা জিজ্ঞেস করল।

তারপর আর কিছুই নয়। আমি জানি জানকীদাস পাণ্ডে এবার কী করবেন। তিনি লিলির বোম্বাই-এর যাবার জন্যে তোমাকে কিছু টাকা দেবেন···তিনি যদি এই টাকা এবং লিলির জন্যে অন্য কোন খবর দেন তাহলে সেই টাকা এবং খবর নিয়ে সোজা এখানে আমার কাছে চলে আসবে? তারপর কী করতে হবে, পরে তোমাকে বলব···

বেশ, বায়রন তুমি ঠিক বলতো এই কাজ করতে গেলে আমি কোন গোলমালে পড়ব না আলবেলা ভীতু গলায় প্রশ্ন করল।

তুমি চিন্তা কর না আলবেলা। কাজটা সহজ। তুমি কোন বিপদে পড়বে না একথা আমি তোমাকে হলফ করে বলতে পারি। আর বিপদে পড়লে আমি তো তোমার পেছনে আছি। বায়রন আলবেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

এবার আলবেলা উঠে দাড়াল। বায়রনের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল: ও ডার্লিং আই লাভ ইউ। কিস্ মী···

বায়রন আলবেলাকে চুমু খাওয়ার আগেই আলবেলা তাকে জড়িয়ে ধরে লম্বা চুমু খেল। তারপর বলতে লাগল সত্যি বায়রন ইউ আর এ লেডীজ ম্যান। তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলে না। তোমার জন্যে আমিও যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। এই বলে আলবেলা কিছুক্ষণের জন্যে থামল। পরে আবার বলতে লাগল আমি বোম্বাই-এর কোন ফিল্মে কাজ করলে অভিনয় করবার জন্যে এর চাইতে বড় পার্ট পেতাম কিনা সন্দেহ। আই লাইক এডভেঞ্চার, থ্রীল। বায়রন তোমার প্রতিটি কথায় এবং কাজের নির্দেশে প্রচুর থ্রীল আছে। আই লাইক ইট।

আলবেলা চলে গেল।

বায়রন এবার মেহতা ডিটেকটিভ এজেন্সীর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার অরবিন্দ পারেখের কাছে টেলিফোন করল।

পারেখ কেমন আছ?

ভালই আছি স্যার। কিন্তু খবর তো আমাদের কাছে নয়, খবর আপনাদের কাছে। এই যে সেদিন আপনার পার্টনার বিনোদ কাপুরকে মন আমুর ক্লাবে খুন করা হল এই খবর কী ছোট খবর? অরবিন্দ পারেখ বলল।

শোন পারেখ আজ বিকেলে তুমি কী করছ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

এমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আপনার কী কিছু করতে হবে? অরবিন্দ পারেখ জিজ্ঞেস করল।

না, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। তুমি কী একবার বিকেল ছটার সময় শেরটনের বারে আসতে পারবে?

নিশ্চয় স্যার। আমি ঠিক বিকেল ছটায় শেরটনের বারে উপস্থিত থাকব। অরবিন্দ পারেখ বলল।

বারম্যান আব্দুল আমার পরিচিত। তুমি গিয়ে ওর কাছে আমার নাম কর এবং তোমার যা খাবার ইচ্ছে হয় অর্ডার দিও। কারণ যদি কোন কারণে আমার শেরটনে পৌঁছুতে দেরী হয়, তাই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম। বায়রন এই বলে টেলিফোন ছেড়ে দিল।

ইনসপেক্টর চৌগুলে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজীর ঘরে ঢুকলেন। রুস্তমজী ক্রসওয়ার্ড পাজল করেছিলেন। আজকের পাজল সত্যিই একটু জটিল। একটি শব্দের অর্থ রুস্তমজী পেস্তনজী সমাধান করতে পারছেন না।

চৌগুলেকে দেখে তিনি ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমস্যা সমাধান বন্ধ করলেন। বললেনঃ বল চৌগুলে তোমার তদন্ত কতদূর এগোল? চৌগুলে জবাব দিল স্যার এই কেস ভারী ইণ্টারেস্টিং। প্রথমত খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে তদন্ত করেছিলাম। কারণ জানতে চেয়েছিলাম এই বিনোদ কাপুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্য কী? যদি আমরা কেসের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ভাবনা এবং বিচার করবার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাব যে বায়রন ঘাউস তার বন্ধু এবং বিজনেস পার্টনার বিনোদ কাপুরকে হত্যা করবার একটি কারণ যাকে বলা যায় আছে। বায়রন ঘাউস বিনোদ কাপুরের স্ত্রী লিলি কাপুরকে নিয়ে প্লাজা হোটেলে এক রাত্রি কাটিয়েছিল। অন্তত বাজারে এই গুজব রটেছিল। কারণ সবাই বলে এবং মিসেস কাপুরও স্বীকার করেছেন যে তিনি বায়রন ঘাউসকে ভালোবাসেন এবং বিনোদ কাপুরকে ডিভোর্স করতে চান। বাজারের এই গুজব নিয়ে লিলি কাপুরের কোন লজ্জা বা ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং আমার মনে হয় হয় বাজারের এই গুজবে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন। বাজারের এই গুজবের কথা বিনোদ কাপুরের কানেও গিয়েছিল।

উত্তেজিত হয়ে বিনোদ কাপুর বায়রনকে মন আমুর ক্লাবে দেখা করতে বলে। বায়রন গিয়েছিল এবং সেইখানে বিনোদ কাপুরের কিছু পোষা ভাড়া করা লোক বায়রনকে ধোলাই দেবার চেষ্টা করে।

রুস্তমজী পেস্তনজী ইনসপেক্টর চৌগুলের কাহিনী মন দিয়ে শুনলেন। পরে ছোট একটি মন্তব্য করলেন, তুমি বলতে চাইছ, বায়রন এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই পরের দিন আবার মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিল।

এক্সাক্টলি। বায়রন ক্লাবে গিয়েছিল কারণ বিনোদই তাকে ক্লাবে গিয়ে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। কেন বিনোদ বায়রনকে ক্লাবে দেখা করতে বলেছিল তার সঠিক কারণ বলতে পারব না। খুব সম্ভবত আগের রাত্রির ঘটনা নিয়ে সে বায়রনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে চেয়েছিল।

বায়রন ঠিক রাত বারোটার আগে মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিল। এই সময়ে লিলি কাপুর মন আমুর ক্লাবে টেলিফোন করেছিল। বায়রন এই টেলিফোন ধরেছিল। লিলির ঐ রাত্রে বিনোদ বায়রনের আলোচনার সময় ঐখানে উপস্থিত থাকবার কথা ছিল। কিন্তু লিলি বায়রনকে বলে যে হয়ত ক্লাবে দুজনের আলোচনা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হতে পারে। এই ঝগড়া বিবাদ ও গোলমালের আশংকা করে লিলি ঐ রাত্রে মন আমুর ক্লাবে যায় নি। তারপর বায়রনের বক্তব্য অনুযায়ী সে একটা ঘরে তার বন্ধু ও সহকর্মী বিনোদ কাপুরের মৃতদেহ দেখতে পেল। বিনোদকে কে জানি হত্যা করেছে।

চৌগুলে দম নেবার জন্যে কিছুক্ষণ থামলেন।

এই ঘটনা থেকে তোমার কী মনে হয়? এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী জিজ্ঞেস করলেন।

আমার মনে হয় এই ঘটনার পেছনে অন্য কোন রহস্য আছে যা আমরা জানি না। কারণ যে ভাবে এই ঘটনা পুলিশের কাছে বলা হয়েছে, সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে বায়রনকে দোষী বলা যায় না।

অর্থাৎ পুলিশকে যে কথা বলা হয়েছে সেই ঘটনাগুলি তোমার মনঃপুত নয়।

আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। আর একটা কথা। আমাদের জানা দরকার লিলি কাপুর ও বায়রনের প্লাজা হোটেলের থাকা নিয়ে বাজারে যে গুজব রটেছিল, সেই গুজব আদৌ সত্যি কিনা? না, ইচ্ছে করেই বাজারে এই গুজব রটান হয়েছে। এবং রটান হয়ে থাকলে কেন বাজারে এই গুজব রটান হয়েছে?

এই গুজব সম্বন্ধে বায়রন আমাকে যে বিবৃতি দিয়েছে আমি সেই কাহিনী বিশ্বাস করি। তার বক্তব্য হল যে তার লিলি কাপুরের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত কাটানর কাহিনী সম্পূর্ণ সাজান। বলা দরকার স্যার এই প্লাজা হোটেলে রাত কাটাবার কাহিনীকে ভিত্তি করে এই গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে এবং যদি তাই হয় তবে এই ঘটনা বিনোদের হত্যার একটি প্রধান কারণ। এবার প্রশ্ন হল লিলি কাপুর তার নিজের চরিত্র সম্বন্ধে এই দুর্নাম বাজারে রটালেন কেন? চৌগুলে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল।

তুমি কী বলতে চাইছ চৌগুলে? বায়রন এই গুজব অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে লিলির সঙ্গে যে প্লাজা হোটেলে রাত কাটায়নি। রুস্তমজী পেস্তনজী মন্তব্য করলেন। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে মিসেস কাপুর কেন ইচ্ছে করে এই গুজব রটালেন তার কারণ জানতে পেরেছ?

না। তবে বায়রন যে সত্যি কথা বলেছে তার একটি প্রমাণ আমাদের দিয়েছে। আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে বায়রন কোন মিথ্যে কথা বলেছে। কারণ বায়রন নিজে প্লাজা হোটেলে গিয়ে এই রাত কাটাবার গুজব নিয়ে তদন্ত করেছে। বায়রন আমাদের বলেছে যে লিলি কাপুর প্লাজা হোটেলের ঘটনাকে তৈরি করবার জন্যে বেশ বুদ্ধির খেলা খেলেছিলেন। প্রথমত

লাল কাপুর একাই হোটেলে চেক ইন করেছিলেন। পরে যে লোকটি লিলির সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল তিনি হোটেলে অনেক রাত্রিতে চেক ইন করেছিলেন। সে সময়ে হোটেলের কেউ তাকে দেখতে পায়নি। এমন কী বেল বয়ও অনুপস্থিত ছিল। পরের দিন এই লোকটি আবার হোটেল থেকে সবার অজ্ঞাতসারে চলে গিয়েছিল।

লিলি কাপুর চেক্ ইন করবার সময় হোটেলের রেজিস্ট্রারে তাদের নাম লিখেছিলেন মিঃ বায়রন ঘাউস এবং মিসেস লিলি ঘাউস। অতএব এই যে লোকটি সবার অজ্ঞাতসারে হোটেল থেকে বেড়িয়ে গেল সেই লোকটির আসল পরিচয় কেউ জানতে পারল না। কিন্তু বায়রনের বক্তব্য অনুযায়ী এবং সে আমাকে তার প্রমাণ দিয়েছে যে লোকটি চলে যাবার সময় এক মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এই লোকটি এক মোটর গাড়ি করে রাত্রিবেলা হোটেলে এসেছিলেন। পরের দিন ফিরে যাবার সময় গাড়ি সার্ভিস করবার জন্যে সামনের এক মোটর গ্যারাজের কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন। বায়রন এই গ্যারাজের কাছে লোকটির লেখা চিঠি আমাদের দেখিয়েছেন। ঐ চিঠির হাতের লেখা বায়রনের নয়। অতএব অন্য কেউ লিলি কাপুরের সঙ্গে হোটেলে রাত কাটিয়ে ছিলেন। প্রশ্ন হল এই 'দ্বিতীয় ব্যক্তি' কে?

রুস্তমজী পেস্তনজী মন দিয়ে চৌগুলের কাহিনী শুনলেন। পরে শুধু একটি ছোট মন্তব্য করলেন: দ্যাট ইজ ভেরী ইন্টারেস্টিং।'

হ্যাঁ স্যার, বায়রন আমাদের কাছে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির হদিশ দিয়েছেন। তার বক্তব্য হল এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছুদিন আগে তার বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা সমধান করবার জন্যে বায়রনের কাছে এসেছিলেন এবং বায়রনের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ঐ চিঠি হাতের লেখার সঙ্গে গ্যারাজের মালিকের কাছে যে চিঠি লেখা হয়েছিল সেই হাতের লেখা মিলিয়ে দেখেছি। দুটো হাতের লেখা একই লোকের হ্যাণ্ড রাইটিং। এই ওর মত।

চৌগুলে, যদি বায়রনের এই কথা সত্যি হয় তাহলে বলতে লিলি কাপুরের এই গুজব সৃষ্টি একেবারে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এর অন্য কোন মতলব আছে। নিশ্চয় মিসেস কাপুর বায়রনকে বিপদে ফেলবার জন্যে এই গুজব ছড়িয়েছিলেন।

আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। মিসেস কাপুর কোন কারণবশত, তার স্বামীর কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। তিনি কেন এই মিথ্যে কথা বলেছিলেন? আমার মনে হয় বিনোদ কাপুর ও বায়রনের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্যে লিলি কাপুর এই গুজব বাজারে ছড়িয়েছিলেন। আর একটা কথা বলব স্যার। বায়রন প্রথম দিন জানত না যে বিনোদ কাপুর মন আমুর ক্লাবে যাবে। লিলি কাপুর তার তার স্বামীর ক্লাবে যাবার কথা মিডনাইট ক্লাব ও বারের একটি মেয়ের কাছে বলেছিল। এই মেয়েটির নাম আলবেলা।

আলবেলা আমাদের বলেছে যে বিনোদ কাপুরের মন আমুর ক্লাবে যাবার কথা সে লিলির কাছে জেনেছিল।

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার বললেনঃ আশ্চর্য, এই হত্যার পেছনে যে এত কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা আছে আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি…

চৌগুলে বলল, স্যার বায়রনের দৃঢ় ধারণা প্রথম দিন রাত্রে যে গুণ্ডারা তাকে মারধোর করবার চেষ্টা করেছিল তার পেছনে বিনোদের কোন হাত ছিল না। এই মারপিট করবার পেছনে অন্য কারো হাত ছিল।

তাহলে তোমার প্ল্যান কী? কী করবে বল?

আমি ভাবছি প্লাজা হোটেলে গিয়ে তদন্ত করব কার কথা সত্যি? লিলির না বায়রনের? কারণ বায়রনের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে যে বিনোদের হত্যাকারী বায়রন নয়। আমার মনে হয় বায়রন আমাদের কাছে সত্যি কথা বলেছে। কারণ যদিও সবাই বায়রনকে খুনী বলে অভিযোগ করেছে তবু বায়রনের চলাফেরা থেকে মনে হয় না, কোন খুনী এত সহজভাবে জীবনযাপন করতে পারে। বায়রন খুনী নয় এবং আমার মনে হয় বায়রন অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেই এই খুনের তদন্ত করছে। এই তদন্তের ব্যাপারে বায়রন পুলিশকে পরোক্ষভাবে ব্যবহার করছে।

চৌগুলে তুমি এই কেসের তদন্তকারী অফিসার। বায়রন তোমাকে ব্যবহার করতে পারে আমি ভাবতেই পারি না।

আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এই কেসের সমাধান আমি অলরেডী করে ফেলেছি। আমার মনে হয় আগামী সপ্তাহে এর রিপোর্ট আপনাকে দিতে পারব।

দ্যাটস ভেরী গুড চৌগুলে, ভেরী গুড এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বললেন।

চৌগুলে খুশি মন নিয়ে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারের ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন।

বিকেল পাঁচটার সময় বায়রনের ফ্ল্যাটের টেলিফোন বেজে উঠল।

বায়রন টেলিফোন ধরল।

টেলিফোন করছেন মিসেস রমলা চাওলা।

মিঃ ঘাউস আমি ভাবছি একবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই মিসেস চাওলার গলার স্বর গম্ভীর ছিল।

আপনার এই প্রস্তাব শুনে খুশি হলাম মিসেস চাওলা। আমি ভাবছি আপনি হঠাৎ আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন কেন? আপনি কী আমার কাছে সব সত্যি কথা খুলে বলতে রাজি আছেন?

আমি সব সময়েই সত্যি কথা বলি মিঃ ঘাউস…। সত্যি কথা বলা আমার শিক্ষা…

বেশ মিসেস চাওলা, আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমি আপনার জন্যে আমার ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করব। আগেই দেখা করতে পারতাম কিন্তু আমি এক্ষুনি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য এই সময় যদি আপনার পক্ষে সুবিধেজনক না হয়…

না, বরং ওই সময় আমার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি রাত সাতটার সময় আপনার ফ্ল্যাটে যাব···মিসেস রমলা চাওলা টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

বায়রন শেরটন বারে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে বারম্যান আব্দুল বলল, স্যার আপনার গেস্ট অপেক্ষা করছে।

মেহতা ডিটেকটিভ এজেন্সীর অরবিন্দ পারেখ বারের এক কোণে একটি হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসেছিল বায়রন তার কাছে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পারেখ উঠে দাঁড়াল।

বসো পারেখ। তোমার সঙ্গে কয়েকটি জরুরী কথা আছে বায়রন বলল। তারপর একটা ডবল স্কচের অর্ডার দিল।

আমি জানি স্যার আপনি কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। বিনোদ কাপুর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয় কিছু জানতে চান···। বাজারে সবাই বলছে বিনোদ ইচ্ছে করে মারা গেছে। বলা যায় সুইসাইড···

সুইসাইড? বায়রন অরবিন্দ পারেখের কথা শুনে হাসল। তারপর বলল, সুইসাইড। হ্যাঁ তোমরা বলতে পার ওর মৃত্যু সুইসাইড। তবে পুলিশ বলছে সুইসাইড নয়, এ হল মার্ডার। মার্ডার এ্যাট মিডনাইট। আমারও মনে হয় পুলিশের সন্দেহ ভুল নয়। বিনোদকে খুন করা হয়েছে।

অরবিন্দ পারেখ চুপ করে কী জানি ভাবল। পরে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, হয়ত আপনি যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন। তবে বাজারের কিছু কিছু লোক বলছে এই খুনের সঙ্গে আপনি জড়িয়ে আছেন। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না· তাই বলেছিলাম বিনোদ কাপুর নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছে।

তুমি একথা বলছ কেন?

বায়রন জিজ্ঞেস করল।

কারণ বিনোদ ছিল এক দুর্বল চরিত্রের লোক। কারো বিরুদ্ধে লড়াই করার কিংবা প্রতিবাদ করবার সাহস তার ছিল না। মাথা ঠাণ্ডা করেও কোন কাজ করতে পারত না। সব কিছুই অতিরঞ্জিত করে দেখত··· এছাড়া বিনোদ অন্যর কথায় বেশি কান দিত।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ বিনোদ তার স্ত্রী আই মীন লিলি কাপুরের কথায় বেশি কান দিত।

হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি তার উপর স্ত্রীর প্রভাব বেশ ছিল।

বায়রন এবার মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল আচ্ছা পারেখ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। তোমার মনে আছে কিছুদিন আগে বিনোদ তোমাকে অনুরোধ করছিল যেন তুমি প্লাজা হোটেলে গিয়ে কোন বিষয় নিয়ে একটা তদন্ত কর। কিন্তু তুমি করনি।

হ্যাঁ স্যার আমি তাকে স্পষ্ট বলেছিলাম ডিভোর্স কেস কিংবা কার বউ কার সঙ্গে পালিয়ে গেল সেই নিয়ে তদন্ত করা আমার কাজ নয়। ইচ্ছে করলে

আপনি অনুপম রায়নাকে একাজের জন্যে নিযুক্ত করতে পারেন। এই ধরনের কাজে অনুপম রায়না খুবই উপযুক্ত…

তুমি অনুপম রায়নার টেলিফোন নম্বর জান ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

অরবিন্দ পারেখ তার ডাইরি থেকে অনুপম রায়নার টেলিফোন নম্বর বায়রনকে দিল। পরে বায়রন শেরটন হোটেলের টেলিফোন বুথ থেকে অনুপম রায়নাকে টেলিফোন করল এবং জিজ্ঞেস করল, তুমি কী কখনও আমার সহকর্মী বিনোদ কাপুরের অনুরোধে প্লাজা হোটেলে গিয়ে কোন তদন্ত করেছিলে ?

মিঃ ঘাউস, আমি তদন্ত করেছিলাম বটে তবে ঐ তদন্ত ছিল খুবই গোপনীয়। আমার ক্লায়েন্টের কোন কেসের বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা করতে চাইনে··তবে বলতে পারি উনি আমাকে প্লাজা হোটেলের এক মহিলার গেস্ট সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন। আগেই বলেছি এই তদন্ত ছিল অতি গোপনীয়…। তাই এসম্বন্ধে আপনাকে আর কিছু বলতে পারব না…

বায়রন বুঝতে পারল অনুপন রায়না তার মুখ খুলবে না…

বায়রন তার ফ্ল্যাটে ফিরে এল। ঠিক রাত সাতটার সময় মিসেস রমলা চাওলা তার ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপলেন।

– আসুন মিসেস চাওলা আপনাকে কষ্ট করে আমার ফ্ল্যাটে আসতে বলার জন্য দুঃখিত এই বলে বায়রন মিসেস চাওলাকে সোফায় বসতে বলল।

মিঃ ঘাউস আমি শুধু একটা ছোট অনুরোধ করতে এসেছি। আপনি আমার ভবিষ্যতের জন্যে কোন চিন্তাভাবনা করবেন না। আমি নিজেব ভালোমন্দ নিজেই বিচার করতে পারব এবং আমাকে কী করতে হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমার আছে মিসেস চাওলা কথাগুলি বেশ গম্ভীর গলায় বললেন।

বায়রন মিসেস চাওলার জবাব শুনে মনের বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বলল ঃ আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কথাটা যদি আর একটু খুলে বলেন··

দেখুন আপনার বন্ধু অরুণ শ্রীবাস্তব এবং আপনি আমার বিপদ সম্বন্ধে যে চিন্তা প্রকাশ করেছেন তার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মনে মনে হয় অরুণ শুধু শুধু ভাবছে আমি মাকড়সার জালে পড়েছি। এ শুধু কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ছাড়া মিঃ ঘাউস, আপনি আমার জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করছেন এবং ভবিষ্যতে কষ্ট স্বীকার করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে আর কষ্ট স্বীকার করতে হবে না, এ ছাড়া অরুণ শ্রীবাস্তবও এদেশে নেই। অতএব আমার মনে হয় এই বিষয়টি নিয়ে আর নাড়াচাড়া না করাই ভাল। মিসেস চাওলা বেশ গম্ভীর গলায় বললেন…। তাছাড়া যে ব্যাপারটি নিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করছেন ঐ বিষয়টি আমার কাছে একেবারেই সিরিয়াস নয়।

এবার বায়রনের প্রশ্ন করবার পালা। বায়রন জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল ঃ মিসেস চাওলা, এবার আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্নগুলির জবাব পেলে আমার, মনের কৌতূহল মিটবে। প্রথমত আপনি বলুন···আপনি আমাদের কথায় কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন না? কেন? আপনি বলছেন যে ব্যাপারটি একেবারেই 'সিরিয়াস' নয়। হঠাৎ এই চিন্তাভাবনা আপনার হল কেন?

মিসেস চাওলা মৃদু হাসলেন। বায়রনের মনে হল এটা আভিজাত্য এবং অহংকারের হাসি। পরে বললেন ঃ দেখুন পুরুষরা যখন কোন নারীব প্রেমে পড়ে তখন তারা সমস্ত দুনিয়াকে রঙিন চোখ দিয়ে এই ভালবাসাকে অতিরঞ্জিত করে।

আমার আজ পর্যন্ত প্রেম করবার কিংবা কাউকে ভালবাসার সুযোগ হয়নি। তাই আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব না। এবার বলুন ভালবাসাকে অতিরঞ্জিত করে কে দেখছে? অরুণ শ্রীবাস্তব?

আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ ঘাউস। আমাকে স্বীকার করতে হবে অরুণ শ্রীবাস্তবের চরিত্রের মধ্যে একটা বিশেষত্ব হল যে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করবার কায়দা-কানুন তার খুব বেশি রপ্ত নয়। তার মেয়ে বান্ধবী নেই বললেই চলে। আমি প্রথম যখন তাকে কল্যাণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ট্রেনিং স্কুলে দেখেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল, অরুণ নিঃসঙ্গ। পরে প্রায়ই অরুণ এবং আমি একসঙ্গে সকাল বিকেল বেড়াতে যেতাম। কিন্তু কিছুদিন পরে উপলব্ধি করলাম অরুণ আমার প্রেমে পড়েছে। আমি চিন্তিত হলাম। যদিও আমি অরুণকে শ্রদ্ধা করতাম, এবং হয়ত কিছুটা ভালোও বাসতাম, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম করবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। এই ছিল আমার চিন্তা করবার প্রধান কারণ।

মিসেস চাওলা আপনি অরুণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন সেই মন্তব্য আমি বুঝতে পারে কিন্তু অরুণ কী চরিত্রের লোক সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা হয়ত আমার চাইতে বেশি যুক্তিসঙ্গত। বায়রন জবাব দিল।

মিসেস চাওলা আবার কী জানি ভাবলেন। পরে বললেন মিঃ ঘাউস, পরে সেদিন বাধ্য হয়ে অরুণকে বলতে হল যে আমরা দুজনে বন্ধু হতে পারি কিন্তু প্রেমিক, প্রেমিকা কখনই নয়।

এর জবাবে অরুণ কী আপনাকে কিছু বলেছিল? বায়রন প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, অরুণ বুঝতে পারল আমি কী বলতে চাই। অর্থাৎ আমরা দুজন একে অন্যর বন্ধু হব প্রেমিক প্রেমিকা নয়। অরুণ আমার এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিল।

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেল? অরুণ শ্রীবাস্তব কোথায় আছে তার কোন হদিস আমি পাইনি কিংবা রাখিনি···। কিন্তু কয়েকমাস আগে অরুণ হঠাৎ আমার পালি হিলের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হল। লোকমুখে সে হয়ত শুনতে পেয়েছিল যে আমি জানকীদাস পান্ডেকে বিয়ে করব। এই খবর অরুণকে বিশেষ বিচলিত করেছিল। তার এই বিচলিত হবার কারণ আমি জানিনা। হয়ত এই খবর শুনে অরুণের মনে

কিছুটা হিংসা হয়েছিল। তার কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম অনুণ জানকীদাসকে দুচোখে দেখতে পারে না। সে জানকীদাসের অনেক নিন্দা করল। আমি অবশ্যি ঐ নিন্দা এবং সমালোচনায় কান দিইনি। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম কি অরুণের মনের হিংসা ছিল ঐ সমালোচনার কারণ।

বায়রন বেশ মন দিয়ে মিসেস চাওলার কথাগুলি শুনল। একটু পরে জিগ্যেস করল ঃ আচ্ছা মিসেস চাওলা অরুণ কী কখনও বলেছিল কেন সে জানকীদাসকে পছন্দ করে না।

মিঃ ঘাউস এই সহজ কথাটি বুঝে নিতে আপনার এত সময় লাগছে। আসল কথা যদি কোন পুরুষ কোন রমণীর প্রেমে পরে তাহলে তার মনে প্রেম-ভালোবাসার সঙ্গে আর একটি জিনিস সৃষ্টি হয় এবং সেই জিনিসটি হল হিংসা, আমরা মনে হয় অরুণেরও মনে হিংসা জেগেছিল।

বায়রন এর কোন জবাব ছিল না। শুধু বেশ কিছুক্ষণ মিসেস চাওলার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মিসেস চাওলা অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বলুন মিঃ ঘাউস আপনি কী ভাবছেন ?

ভাববার বিশেষ কিছু নেই মিসেস চাওলা। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম অরুণ আপনাকে কেন ভালোবেসেছিল। এবার বুঝতে পারি অরুণের আপনাকে ভালোবাসার যথেষ্ট কারণ ছিল। এর মধ্যে একটি কারণ হল আপনি দেখতে সুন্দরী। হয়ত এই কারণেই অরুণ চায়নি আপনি অন্য কাউকে বিয়ে করুন। অন্যকে মানে, এই জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করলে অরুণ আপনাকে আর কখনই পাবার আশা করতে পারত না। আচ্ছা এবার আর একটা কথার জবাব দিন। আপনি অরুণ শ্রীবাস্তবের আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন।

মিসেস চাওলা দু সেকেণ্ডের জন্যে কী জানি ভাবলেন। আমার মনে হয় অরুণের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে মাইনে পাওয়া ছাড়া তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছু ছিল। এ ছাড়া অরুণ টাকা পয়সা খরচ করতে কোন কার্পণ্য করত না, তবে খরচের ব্যাপারে তাকে বেহিশেবী বলাও ঠিক হবে না।

বায়রন মৃদু হাসল : একটু ভেবে বলল ঃ মিসেস চাওলা আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি কোন বিপদের আশংকা করেন না। অরুণ যা বলেছে কিংবা আমি যা বলছি সবই আপনার কাছে রঙিন কল্পনা ? বরং আপনি মনে করেন পাণ্ডেকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অরুণ জানকীদাস পাণ্ডেকে হিংসা করে। এই সব কারণে আপনি মনে করেন যে আমি শুধু শুধু সময়ের অপচয় করছি। তাই নয় কি ?

আপনি ঠিক কথা বলেছেন মিঃ ঘাউস। মিসেস চাওলা ছোট্ট জবাব দিলেন।

বায়রন মিসেস চাওলার জবাব চুপ করে শুনল। কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে

বলল, মাপ করবেন মিসেস চাওলা আমার মনে হয় না আপনি আমার কাছে সত্যি কথা বলছেন ? হয়তো আপনি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

মিঃ ঘাউস আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন বা না করুন তাতে কিছু আসে যায় না। আমি এসব কথা আপনাকে বলছি কারণ আমি চাইনা আপনি এক আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়ান। হয়ত আমার এই অনুরোধে কান দিলে আপনার পরিশ্রম বেশ কিছু লাঘব হত।

এবার বায়রন পাল্টা জবাব দিতে বেশি সময় নিল না, বলল ; আমি আগেই বলেছি মিসেস চাওলা আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি আমার কাছ থেকে সত্যিকথা গোপন করবার চেষ্টা করছেন, আমি জানি আপনি আমার কাছে কেন ছুটে এসেছেন ? আপনি চাননা আমি সত্যের সন্ধান করি কিংবা অরুণ আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব পালন করি। কারণ আপনার বক্তব্য হল আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার নাক গলান অনুচিত হবে।

অরুণ শ্রীবাস্তব পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য বোধ করতেন না কিন্তু তাকে খরচপত্রের ব্যাপারে উচ্ছৃংখল বলাও অনুচিত হবে। আপনার একথা যদি আমি স্বীকার করে নিই, তাহলে বলতে হবে অরুণ শ্রীবাস্তব বেশ চিন্তা ভাবনা করেই আমাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এই কাজের জন্যে আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছেন। পয়সা জলে ফেলবার পাত্র তিনি নয়। তাই নয় কী মিসেস চাওলা ? না, শ্রীবাস্তব পয়সা জলে ফেলেনি··· । কারণ শুধুমাত্র আপনার কথা চিন্তা ভাবনা করেই অরুণ শ্রীবাস্তব এই তদন্তের দায়িত্ব আমাকে দেননি। আমার মনে হয় এই সমস্ত ঘটনার পেছনে আরো অনেক গোপন রহস্য আছে যা খুঁজে বার করা আবশ্যক। এবং শ্রীবাস্তব ঐ রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান। আপনি একথা স্বীকার করবেন না, তাই আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে এই গোপন রহস্য আমি খুঁজে বার করবই।

মিসেস রমলা চাওলা বায়রনের কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু একবার অগ্নিদৃষ্টিতে বায়রনের দিকে তাকালেন।

মিসেস চাওলা আমার মনে হয় আমাদের দুজনের মন খুলে কথা বলা দরকার। যাতে আমরা একে অন্যকে ভাল করে চিনতে পারি, বুঝতে পারি। আপনার সঙ্গে এই স্বল্প আলাপ পরিচয়ের পর আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কী কারণে অরুণ শ্রীবাস্তবকে আকৃষ্ট করেছিলেন। কারণ আপনার পুরুষদের আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা আছে। আমি আরো বলব অরুণ যে কারণে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সেই কারণেই আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন আমাদের কাছ থেকে কথা গোপন করবার চেষ্টা করছেন। কারণ অতি সহজ। কারণ আপনি উপলব্ধি করেছেন আপনি কী বিপদে পড়েছেন। এই বিপদের কথা চিন্তা করেই আপনি মুখ বন্ধ করেছেন। কারণ আপনি হয়ত ভাবছেন যে মুখ খুললে আপনার হয়ত আরো বিপদে বাড়বে। তাই নয় কি মিসেস চাওলা ?

আমি আগেই বলেছি মিঃ ঘাউস, আপনি আমার ব্যাপার নিয়ে কি ভাবেন কিংবা চিন্তা করেন এই নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনা এবার মিসেস চাওলার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল।

তাহলে আমি বলব আপনি মস্তো বড়ো ভুল করছেন। কারণ আমি আপনাকে যা বলছি কিংবা এই ব্যাপার নিয়ে যা বলব সেইটে নিয়ে আপনি যদি চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আপনার উপকার হবে। হয়ত আপনি আসন্ন বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবেন। আর একটা বলব। আপনার মনে আছে যে দুদিন আগে আমি আপনাকে আপনার ব্রেসলেট ফেরৎ দিয়েছিলাম। এই ব্রেসলেটের সঙ্গে একটি ডায়মণ্ডের ব্রোচও ছিল। কারণ প্রথমদিন যখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেই দিন ঐ ডায়মণ্ডের ব্রোচও আপনি পরেছিলেন। ঐ ব্রোচ ছিল ব্রেস-লেটের সেটের একটি অংশ। কারণ ঐ ব্রোচও কারতিয়ার তৈরী করেছিল। ডায়মণ্ডগুলি এমন নিখুঁতভাবে কাটা হয়েছে যে দেখলেই বোঝা যায় এ হল পাকা-জহুরীর কাজ। এই ব্রোচের দাম কত হবে? হাজার পঞ্চাশেক কিংবা এক লাখ। কিন্তু আমি জানি ঐ ব্রোচটি আপনার কাছে আজ নেই। ঐ ডায়মণ্ডের ব্রোচটি আমি আর একটি মেয়েকে পরতে দেখেছি। এবার বলুন, ঐ ব্রোচ কি আপনি স্বইচ্ছায় অন্য কাউকে পরতে দিয়েছিলেন?

বায়রন একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, তিনদিন আগে বিনোদ কাপুরকে হত্যা করা হয়েছে, এই খুন কে করেছে আমি জানি না—কিন্তু জানা দরকার। এই খুনের তদন্ত করা একান্ত আবশ্যক, কারণ বিভিন্ন কারণবশত এই খুনের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে পড়েছে। তাই নিজের নাম এই খুনের অপবাদ থেকে মুক্ত করা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। খুনের সময় আপনার ব্রেসলেটটি মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। ঐখানে আপনার ব্রেসলেট পাওয়া গেল কী করে? এই খুনের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ছিল? ইচ্ছে করলে আমি আপনার জন্যে বিপদ সৃষ্টি করতে পারতাম। কারণ পুলিশের হাতে এই ব্রেসলেটটি তুলে দিলেই তারা এই ব্রেসলেটটি নিয়ে আপনাকে হাজার প্রশ্ন করত। আপনাকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি খুনের সময় ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন? কিন্তু আমি আপনার জন্যে কোন বিপদ হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইনি। কারণ অরুণ শ্রীবাস্তব আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন আমি আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করি। এ কাজ করবার জন্যে তিনি আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। যদি আপনি সত্যি কথা না বলেন তাহলে এই রহস্য সমাধান করা খুব সহজ কাজ নয়। আর একটা কথা বলুন! ঐ ডায়মণ্ডের ব্রোচ অপর মেয়েটির কাছে গেল কি করে? আপনি কি আদৌ অপর মেয়েটিকে চেনেন? কিংবা আপনার ব্রেসলেট মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে পাওয়া গেল কেন? নিশ্চয় ব্রেসলেট পায়ে হেঁটে মন আমুর ক্লাবে যায়নি। এবার আমার কাছে সত্যি কথা বলুন মিসেস চাওলা।

এই ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না··· বেশ জোর-গলায় মিসেস চাওলা জবাব দিলেন।

বায়রন রুক্ষ হাসি হাসল। বলল ঃ মিসেস চাওলা আপনার রাগের কারণ আমি জানি। আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার এখানে এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাই নয় কি ? হয়ত এর জন্যে আপনি রেগে গেছেন। কিন্তু আমি জানি একদিন না একদিন আপনাকে সত্যি কথা খুলে বলতে হবে। আপনি যত শিগ্গির এই সত্য কথা আমাকে খুলে বলেন ততোই মঙ্গল এবং ততো শিগ্গির আমরা সমস্ত রহস্যর কুলকিনারা করতে পারব। যদি কখনো আপনি মন খুলে আমাকে সব কথা বলতে চান তাহলে আমার ফ্ল্যাটের টেলিফোন নম্বর আপনার জানা আছে। আপনি একবার আমাকে টেলিফোন করবেন। আমি নিজেই আপনার পালি হিলের ফ্ল্যাটে চলে আসব···

এবার মিসেস রমলা চাওলা বেশ রাগের সঙ্গে জবাব দিলেন। বললেন—মিঃ ঘাউস, আপনাকে বহুবার বলেছি আপনি বৃথা সময় এবং শক্তির অপচয় করছেন। আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনার কাছে আমার আর কিছু বলবার নেই—এই বলে মিসেস চাওলা উঠে দাঁড়ালেন।

বেশ মিসেস চাওলা, গুডনাইট। কিন্তু আপনি এখান থেকে বিদায় নেবার আগে আপনাকে আবার অনুরোধ করব কোন কথা গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। যদি আপনি আপমার মত পরিবর্তন করেন তাহলে একটা টেলিফোন করবেন··· আমি চলে আসব···।

মিসেস চাওলা বায়রনের কথার কোন জবাব দিলেন না। গটগট করে দরজার বাইরে চলে গেলেন।

রমলা চাওলা চলে যাবার পর বায়রন লিলি কাপুরকে টেলিফোন করল। হ্যালো লিলি, আমি বায়রন বলছি···কেমন আছ ?

আবার লিলির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ডার্লিং বায়রন, সত্যি আজ তোমার গলা এত মিষ্টি মধুর শোনাচ্ছে কেন ?

বল জীবন কি রকম কাটছে। মিষ্টি, মধুর না বিরক্তির।

আমার জীবন খারাপ কাটছে না যদিও এই জীবনে কোন উত্তেজনা নেই। অবশ্য এ নিয়ে আমি কোন চিন্তাভাবনা করছিনে—বরং আমার মনে হয় তোমারই জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার···টেলিফোনে আবার লিলির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তুমি এরকম কথা বলছ কেন ? তোমার কথার কোন মানে বুঝতে পারছি না···

আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলবার জন্যে তোমার বাড়িতে আসছি। আমার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনতে পেলে তুমি নিশ্চয় তোমার জীবন নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবে। এ ছাড়া আর কিছু কথা তোমাকে বলব। তুমি যদি বুদ্ধিমতী মেয়ে হও, তাহলে তোমার উচিৎ হবে বোম্বাই শহর থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। কারণ

এ শহরে থাকলে তুমি বিপদে পড়বে। যত শিগ্গির তুমি যেতে পার ততোই তোমার মঙ্গল হবে। আমার মনে হয় তোমার আজ রাত্রে বোম্বাইয়ের বাইরে চলে যাওয়া উচিৎ...

তুমি এসব কথা কি বলছ বায়রন ? লিলি প্রায় চিৎকার করে বলল।

আমি তোমাকে বিপদের সংকেত দিচ্ছি...বায়রন জবাব দিল।

* * *

লিলি বায়রনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। লিলি অবশ্য মেক আপ ছাড়াই ছিল তবু তাকে সুন্দরী দেখাচ্ছিল। বহুবার বায়রনের মনে হয়েছে লিলি সুন্দরী এবং তার দেহ ভর্তি যৌবন। লিলি যদি আরো একটু সংযত জীবন যাপন করত তাহলে হয়ত তার বিবাহিত জীবন অনেক সুখের হত।

কি ব্যাপার বলোতো বায়রন ? আমাকে টেলিফোনে ভয় দেখাচ্ছিলে কেন ? বলছিলে আমি যেন আজ রাত্রিরে বোম্বাইয়ের বাইরে চলে যাই। নইলে আমি বিপদে পড়ব। তোমার এসব কথার মানে বুঝতে পারছিনে, এই বলে লিলি বায়রনকে কফি তৈরি করে দিল।

বায়রন কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল ঃ লিলি টেলিফোনে আমি তোমাকে ভয় দেখাবার কোন চেষ্টা করিনি। তুমি যেন বিপদে না পড় তারই চেষ্টা করছিলাম। কারণ হয়ত তুমি এখন বুঝতে পারনি, তোমার আসন্ন বিপদ কি এবং এই বিপদ কত গুরুতর। তাই টেলিফোনে বলেছি যদি তুমি কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের বাইরে থাক, তাহলে তোমার কোন অমঙ্গল হবে না।

তুমি একথা বলছ কেন ? লিলি জিজ্ঞেস করল। এবার প্রশ্ন করবার সময় তার মুখ বেশ গম্ভীর হল।

কারণ তুমি জান এই খুনের তদন্ত করছেন বোম্বাইয়ের সি-আই-ডি পুলিশের ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর চৌগুলে। চৌগুলে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তুমি চৌগুলের কাছে এক বিবৃতি দিয়েছ। আমি জানি চৌগুলে তোমার বিবৃতি নিয়ে তার সত্যি মিথ্যা যাচাই করছে। এই বলে বায়রন কফির পেয়ালায় লম্বা চুমুক দিয়ে শেষ করল। তারপর লিলিকে বলল, লিলি ক্যান আই হ্যাভ এ ডবল স্কচ অন দি রক্স।

লিলি বায়রনের কাছে হুইস্কির বোতল, গ্লাস এবং বরফ রেখে দিল। বায়রন একটা বড়ো রকমের হুইস্কি গ্লাসে ঢালল। পরে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল ঃ তোমাকে আমি ভয় দেখাচ্ছি না লিলি, কারণ তোমাকে ভয় দেখাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু তোমাকে কতকগুলি ঘটনা বলছি। সেই ঘটনাগুলি খুব প্রীতিকর নয়। এবার সেই ঘটনাগুলি কী তোমাকে তার কিছু আভাস দিচ্ছি। ইনসপেক্টর চৌগুলে তোমার কাছ থেকে বিবৃতি নেবার পর আমার সঙ্গেও দেখা করতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তার দেখা করবার প্রধান কারণ হল আমাকে বিনোদের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা হয়েছে। যাই হক আমি ইনসপেক্টর চৌগুলের

কাছে সত্যি কথা বলেছি এবং তুমি পুলিশের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছ সেই বিবৃতি হল মিথ্যে। কোন বিবৃতি সত্যি, কোন বিবৃতি মিথ্যে সেই কথা চোগুলের বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না। এই বিবৃতি সত্যি মিথ্যা যাচাই করার পর পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা বেশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হবে। তারপর নিশ্চয় ইনসপেক্টর চোগুলে চুপ করে বসে থাকবেন না তাই নয় কি লিলি ?

লিলি বিস্মিত শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলঃ তুমি এসব হেঁয়ালী কথা আমাকে বলছ কেন। হেঁয়ালী ছেড়ে তোমার কথা সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত করে বল।

শোন তোমাকে সব কথাই খুলে বলছি। তুমি প্লাজা হোটেলে গিয়ে যখন এক রাত কাটিয়েছিলে তখন ঐখানে আমি তোমার শয্যাসঙ্গী ছিলাম না। যিনি তোমার সঙ্গে একরাত কাটিয়েছিলেন তার নাম হল অরুণ শ্রীবাস্তব। এই ঘটনা আমি জানি কারণ অরুণ শ্রীবাস্তব বোম্বাই ছেড়ে চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি কারণ ঐ সময়ে আমি বোম্বাইতে ছিলাম না। অরুণ শ্রীবাস্তব একটি কেসের তদন্ত করবার জন্য আমার সাহায্য চেয়ে দীর্ঘ এক চিঠি লিখে গিয়েছিলেন। চিঠিখানা আমার অফিসের দপ্তরে ছিল...

বায়রন তার কথা শেষ করবার আগে লিলি বিদ্রূপ ব্যঙ্গের কণ্ঠে বললঃ তারপর ? আমাকে এসব কথা বলবার কী মানে ?

বলবার কারণ এখুনি তোমাকে খুলে বলছি। অরুণ শ্রীবাস্তব পরে আমার ফ্ল্যাটে বসে আর একটি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন আমি যেন তার অনুরোধ রক্ষা করি এবং তার জীবনের একটি বড়ো সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করি। এই চিঠিখানা আমার কাছে আছে।

এবার অরুণ শ্রীবাস্তব এবং তুমি কি ভুল করেছিলে সেই কথা তোমাকে বলছি। অরুণ শ্রীবাস্তব যখন প্লাজা হোটেলে তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল তখন চেক ইন এবং চেক আউট করবার সময় কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

তিনি ইচ্ছে করে কারু কাছে দেখা দেননি এবং তুমিও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলে হোটেলের কেউ যেন অরুণ শ্রীবাস্তবকে দেখতে না পায়। কারণ তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়ান। অরুণ শ্রীবাস্তব নিজের গাড়ি করে হোটেলে এসেছিলেন। কিন্তু ফেরবার জন্যে গাড়িতে কোন তেল, মবিল ছিল না। এ ছাড়া গাড়িটা সার্ভিস করার দরকারও ছিল। হোটেলের কাছে জুপিটার মোটর গ্যারাজ ছিল। অরুণ শ্রীবাস্তব গাড়িতে কি কি কাজ করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে গ্যারাজের মালিক মোহনলালের কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন এবং ঐ চিঠি গাড়ির চাবি তুমি হোটেলের বেল বয়ের মাধ্যমে জুপিটার মোটর গ্যারাজে পাঠিয়েছিলে। আমি গ্যারাজের মালিকের কাছ থেকে ঐ চিঠিখানা উদ্ধার করেছি।

তোমার এই সব রামায়ণ মহাভারত শোনাবার কারণ কী একটু খুলে বলবে:
বেশ অধৈর্য হয়ে লিলি জিজ্ঞেস করল।

এ কাহিনী রামায়ণ মহাভারত নয়। এ হল এক চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের কাহিনী
আর এমনিভাবে ঐ ষড়যন্ত্র করা হয়েছে যেন এই খুনের মামলায় আমি প্রধা
আসামী হই। থাক্ এবার শোন তোমার সঙ্গে যে অরুণ শ্রীবাস্তব হোটেলে রাত্রিবা
করেছিল আর গ্যারাজের মালিকের কাছে লেখা চিঠি এবং আমার ফ্ল্যাটে এসে
অরুণ শ্রীবাস্তব আমাকে চিঠি লিখেছিল দুটোর হাতের লেখা চিঠি।

·· এরপর হয়ত আর বলবার প্রয়োজন হবে না যে ঐ রাত্রে আমি তোমার স
রাত্রিবাস করিনি··· তোমার শয্যাসঙ্গী ছিল আমরাই ক্লায়েন্ট অরুণ শ্রীবাস্তব
অরুণ শ্রীবাস্তব কেন তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তোমার ফাঁদে পা দিয়েছিল তার সঠি
কারণ আমি এখনও বলতে পারব না। আমি নিজে প্লাজা হোটেলে গিয়ে এ
এর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেছি এবং ঐ দুটো চিঠি ইনস্পেক্টর চৌগুলে
দিয়েছি। চৌগুলে এই চিঠি দুটোর সঙ্গে অন্যান্য তথ্যগুলি নিয়ে দু একদিনের মধ্যে
প্লাজা হোটেলে যাবেন এবং নিজেই সরজমিনে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবেন। প
পুলিশের হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টের কাছে ঐ দুটো চিঠি পেশ করা হবে
তখন প্রমাণ হবে লিলি তুমি আমার নামে মিথ্যা গুজব রটিয়েছ। পুলিশকে
ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছ; না এর চাইতেও গুরুতর অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে
করা যায় অবশ্য।

·· বায়রনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লিলি আর্তনাদ করে উঠল, বলল
সত্যিই আমি কখনই ভাবিনি যে তুমি অরুণ শ্রীবাস্তবকে সনাক্ত করতে পারবে

বায়রন মুচকি হেসে বললো।

জড়ানো গলা নিয়ে লিলি জিজ্ঞেস করল: আর কি গুরুতর অভিযোগ তু
করবে শুনি?

তার হিসেব তুমি নিজেই করতে পার। প্রথমত তুমি বাজারে যে গুজব রটিয়ে
সেই গুজব মিথ্যা, ভিত্তিহীন। তাই নয় কি? তুমি কি এ কথা অস্বীকার করবে
তারপর আমার নামে অভিযোগ করা হল যে আমি বিনোদের সঙ্গে ঝগড়া বিবা
করতে মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিলাম এবং বিনোদের ভাড়া করা গুন্ডারা আমাকে
মার দেবার চেষ্টা করেছিল। পরের দিনও আমি অরুণের সঙ্গে বোঝাপড়া করবা
জন্যে মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিলাম। আর ঐ সময়ে আমার বিনোদের সঙ্গে ঝগড়া
বিবাদ হয় তারই ফলে আমি বিনোদকে খুন করেছি।

হ্যাঁ এই সমস্ত ঘটনা হয়ত প্রমাণ করবে যে বিনোদের খুনী হল
আমি। কিন্তু যখন প্রমাণ হবে যে প্লাজা হোটেলে আমি তোমার সঙ্গে রাত্রি কাটাই
এবং তুমি বাজারে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে গুজব রটিয়েছ, এই মিথ্যে কথা ব
বিনোদকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছ এবং আমার এবং বিনোদের ম
ঝগড়া বিবাদের মূল কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তখন পুলিশ বুঝতে পার

যে বিনোদ কাপুরের খুনের পেছনে তোমার স্পষ্ট হাত আছে কিংবা বলা যায় তুমি এই সব গোলামাল সৃষ্টি করেছ। এবার হয়ত তোমার আসন্ন বিপদের কথা তুমি বুঝতে পারবে। এর পর পুলিশ তোমাকেই সন্দেহ করবে এবং তোমাকে জেরা করবে...

তুমি সত্যি সত্যি বলছ যে আমি শিগ্‌গিরই বিপদে পড়ব এবং আমাকে সন্দেহ করবে...লিলির কণ্ঠে ভয়ের আভাস ছিল।

আমি যে সব কথাগুলি তোমাকে বললাম সেই কথাগুলি ভাল করে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে আমার কথা সত্যি না মিথ্যে। না, লিলি আমি তোমাকে কোন ভয় দেখাবার চেষ্টা করছি না, কয়েকটি বাস্তব সত্যি ঘটনা শুধু তোমার তোমার চোখের সামনে তুলে ধরছি। অন্ধ হয়ো না, ভাল করে সমস্ত ঘটনার বিচার করে দেখ।

এবার পুলিশ ইনসপেক্টর তোমাকে জেরা করবে এবং তোমার মুখ থেকে সত্য কথা বের করবার চেষ্টা করবে। কারণ এর পর আমার চাইতে পুলিশ তোমাকেই বেশি সন্দেহ করবে।

লিলি ক্ষীণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল। বলল পুলিশ আমাকে সন্দেহ করবার যুক্তিপূর্ণ কোন কারণ খুঁজে পাবেনা। তারা জানে খুনের সময় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না, তুমিই ওখানে উপস্থিত ছিলে। আমি প্রমাণ করতে পারব ঐ রাত বারোটার সময় আমি আমার বাড়িতে ছিলাম এবং আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবও আমার সঙ্গে ছিল। এ ছাড়া তুমি নিজেও পুলিশকে বলেছ রাত বারোটার কিছু আগে আমি তোমাকে মন আমুর হোটেলে বাইরে থেকে টেলিফোন করেছিলাম।

তুমি যা বলেছ সব সত্যি কথা। তবু তুমি পুলিশের সন্দেহ এড়াতে পারবেনা। পুলিশ বিশ্বাস করবে যে এই খুনের চক্রান্তে তুমিও জড়িয়ে আছ। যদি এই সময়ে অরুণ শ্রীবাস্তব বম্বাইতে থাকত তাহলে পুলিশ তাকে সন্দেহ করত। পুলিশের তাকে সন্দেহ করবার কারণ হল অরুণ শ্রীবাস্তব তোমার সঙ্গে এক রাত হোটেলে কাটিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অরুণ শ্রীবাস্তব জর্মানীতে গিয়েছে অতএব তাঁকে তারা সন্দেহ করবে না। তারা আসল খুনীকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। এবং পুলিশ জানতে পারবে যে এই খুনীকে তুমি জান এবং খুব সম্ভবত সদ্য হালে তার সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

তুমি এ সব কথা কী বলছ আমি এখনও স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না। লিলি ক্ষীণ কণ্ঠে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার চেষ্টা করল। বোঝা গেল বায়রন যে কথাগুলি তাকে বলেছে সেই কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করলেও মনে মনে লিলি বেশ কিছুটা ভয় পেয়েছে।

না লিলি, আমি তোমাকে কী বলছি তুমি সব কথাই স্পষ্ট, করে বুঝতে পেরেছ। এবার একটা কথা তুমি আমাকে বল? সত্যি কথা বল, কথা গোপন

করবার চেষ্টা কোরনা। তুমি কী জানতে তোমার স্বামীকে খুন করবার একটি প্ল্যান করা হয়েছিল। কেন এই খুনের চক্রান্ত করা হয়েছিল তার কারণ কী তুমি জানতে?

না, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না, বিনোদকে কে খুন করেছে আমি জানি না এবং তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। লিলি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল।

বায়রন কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল। তার মনে হল হয়ত লিলি সত্যি কথাই বলেছে। পরে জিজ্ঞেস করল কিন্তু তুমি বিলক্ষণ জান, আমি বিনোদকে খুন করি নি।

লিলি কোন জবাব দিল না, চুপ করে রইল।

লিলি, আমার মনে হয় বিনোদের খুনের সঙ্গে হয়ত তোমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তুমি অনেক জটিল ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলে এবং সেই মাকড়সার জাল থেকে তোমার বেরিয়ে আসা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু তুমি যদি এসব গোপন তথ্য পুলিশকে না বল তাহলে পুলিশ নিশ্চয় তোমাকে সন্দেহ করবে এবং বিশ্বাস করবে যে এই খুনের চক্রান্তে তোমারও হাত ছিল। কারণ তুমি জান আইনের চোখে যদি দুটি লোক একটি অপরাধগর্হিত কাজের চক্রান্ত করে তাহলে আসল অপরাধী যেই হোক না, দুজনকেই অপরাধের জন্যে সাজা ভোগ করতে হবে। বরং পুলিশ বিশ্বাস করবে তুমিই খুনীকে তোমার স্বামীকে খুন করবার জন্যে উত্তেজিত করেছিলে এবং আসল দোষী হলে তুমি···এরা তোমাকেও তোমার স্বামীকে হত্যা করবার জন্যে চার্জশিট দেবে।

এসব কথার মানে কি বল? লিলি এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিল। তাই এবার ধীর শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

বেশ তাহলে আমার কথা শোন। এসব কথা তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। যদিও তুমি বিনোদকে দুচোখে দেখতে পারতে না, তবু আমি জানি এবং বাজারের সবাই জানে বিনোদ তোমাকে ভালবাসতো।

আমার সঙ্গেও বিনোদের বেশ হৃদ্যতা ছিল। তুমি যদি বিনোদের জীবনকে দুর্বিসহ করে না তুলতে তাহলে বিনোদের জীবন আরও সুখের হত এবং বিনোদ কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করত এবং বিনোদের মৃত্যুও হত না।

কিন্তু তুমি বিনোদকে সুখী করবার চেষ্টা করনি। কেন করনি তার প্রধান কারণ হল তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তোমার অর্থ লোভ এবং জীবনকে উপভোগ করবার চেষ্টা। অবশ্য আমি জানি তুমি ঘটনাচক্রে এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ কিন্তু পুলিশ তোমার বিরুদ্ধে কোন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেনা। তোমাকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে শুধু একজন?

কে? লিলি জানবার কৌতূহল প্রকাশ করল।

আমি। কারণ এই ঘটনার পটভূমিকা এবং আসল প্রকৃত ঘটনা কী আমি জানি। আমি যে-কথা জানি কিংবা আন্দাজ করতে পারি সে-কথা হয়ত

তুমি জাননা কিংবা আন্দাজ করতে পারনা কিংবা পারবেনা। দু একদিনের মধ্যে আমরা বিনোদ হত্যার পুরো ঘটনা জানতে পারব। যাইহোক তোমার জন্যে দুটি বিকল্প আছে…হয় তুমি আমার নির্দেশানুযায়ী আজ রাত্রেই বোম্বাই শহর থেকে চলে যাবে এবং আমি যে জায়গায় তোমাকে যেতে বলব সেইখানে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে থাকব। যদি তুমি আমার এই নির্দেশ না শোন, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে ইন্সপেক্টর চৌগুলেকে সব কথা খুলে বলতে হবে। এবার চৌগুলের কাছে খুনের পুরো বিবরণী, তার কারণ, এবং খুনী কে এবং তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক সেই কথাও আমাকে বলতে হবে। বল তুমি কোন বিকল্প পছন্দ কর ?

তুমি চৌগুলেকে কী বলবে ? লিলি জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

কী বলব তার কোন আভাস আমি তোমাকে দিতে চাই না। কারণ পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমার আলাপ ,আলোচনা হবে গোপনীয়। বাইরের কারু একথা জানবার কোন অধিকার নেই। তোমারও জানবার কোন অধিকার নেই। আমি শুধু তোমাকে এই খুনের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি কারণ হাজার হ'ক তুমি আমার প্রাক্তন সহকর্মী এবং বন্ধুর স্ত্রী। তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাও আমার কাজ। আমি চাইনা তুমি আর কারু কাছে কোন কথা বল। কারণ তুমি মুখ খুললেই তোমাকে বাঁচাবার যে প্ল্যান করেছি সেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

সত্যি বায়রন এতক্ষণ ধরে তুমি আমাকে যে সব কথাগুলি বললে তার কিছুই আমার মাথায় ষাচ্ছেনা…। তুমি আমাকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে এসব কথা বলছ কেন ? তুমি কেন বলছ যদি আমি নিজের জীবন বাঁচাতে চাই তাহলে আমাকে বোম্বাই শহরের বাইরে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে…

বুদ্ধি খরচ কর লিলি। কাল ইন্সপেক্টর চৌগুলে প্লাজা হোটেলের ঘটনার তদন্ত শেষ করে আমার কাছে আসবেন। তুমি যে বিনোদের কাছে, পুলিশের কাছে মিছে কথা বলেছ তার প্রমাণও তিনি পাবেন। তখন তোমার অবস্থা কী হবে বলতে পার ? কারণ আমি জানি এরপর থেকে পুলিশ তোমাকে নিয়ে টানা হ্যাঁচরা করবে এবং তখন তুমি জানতে পারবে পুলিশের কাছে মিছে কথা বললে কী সাজা পেতে হয় ? সেই সাজা কত কঠিন, কষ্টের, কল্পনা করা যায়না…। চৌগুলে প্লাজা হোটেলে অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তোমার রাত কাটান নিয়ে তদন্ত করবেন। তোমার সঙ্গে অরুণ শ্রীবাস্তবের কী সম্পর্ক সেই কথাও জানতে চাইবেন। আর একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। চৌগুলে অতি কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান ইন্সপেক্টর। খুনের তদন্ত করে তিনি বোম্বাই পুলিশ বিভাগে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন এবং তিনি এই খুনের রহস্য আবিষ্কার করবেনই। এবার বল তুমি কী করবে ?

লিলি চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল : কী করব ভেবে পাচ্ছিনা। তোমার সব কথা শুনবার পর আমার মাথা আরো গুলিয়ে যাচ্ছে…

হ্যাঁ, এই বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার পাবার একমাত্র সহজ পথ হল কিছু দিনের জন্য বোম্বাইয়ের বাইরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা। আমরা বলতে পারব স্বামীর মৃত্যুর শোক কাটাবার জন্যে তুমি বোম্বাইয়ের বাইরে গিয়েছ। কোথায় গিয়েছ, আমরা জানি না। হয়ত ইতিমধ্যে চৌগুলে এই তদন্তের অন্যান্য সাক্ষীদের কাছ থেকে পুরো ঘটনা জানবার চেষ্টা করবেন। আমার কাছেও আসবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন আমি এই খুনের বিষয় কী জানি? কারণ ইন্সপেক্টর চৌগুলে জানেন, তুমি যেখানেই যাওনা কেন তুমি পুলিশের জাল থেকে সহজে বেরুতে পারবে না। যে কোন সময়ে এবং যে কোন জায়গা থেকে তিনি তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবেন...কারণ তোমার মত সুন্দরী অপ্সরা মেয়ে বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না। এবার আমি কী করতে চাই শোন। আমি চাই না, দু তিন দিনের মধ্যে চৌগুলে এসে তোমাকে জেরা করুক। তাই তোমাকে শহরের বাইরে যেতে বলছি। নইলে পুলিশ যখন বিনোদের খুনীকে গ্রেপ্তার করবে তখন তোমাকেও খুনীর সাহায্যকারী বলে গ্রেপ্তার করবে।

বায়রনের এই কথা শুনবার পর লিলি চেয়ারে বসে পড়ল। সে যেন তার দেহের সমস্ত ভার হারিয়েছিল এবং চেহারাও বিবর্ণ হয়েছিল।

তুমি ঠাট্টা করছ না তো বায়রন? সত্যি কথা বলছ? বায়রন লিলির কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারল লিলি তার কথা শুনে ভয় পেয়েছে।

না, আমি সত্যি কথা বলছি। প্রথমেই বলেছি আমি বিপদের আশংকা করছি। তাই তোমাকে সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ঘটনার গুরুত্ব তুমি কোনদিনই বুঝবার চেষ্টা করনি। তুমি শুধু জীবন উপভোগ করবার চেষ্টা করেছ। অতএব তুমি আর দেরী কর না। একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো। তিন চারদিন তুমি কল্যাণ শহরের সেন্ট্রাল হোটেলে ছদ্মনাম নিয়ে থাক। আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ। এই সেন্ট্রাল হোটেলের মালিক আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি তোমার আদর যত্ন করবেন এবং তোমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে, তারও বন্দোবস্ত করবেন। পরে এই দিকের বিপদ কেটে গেলে তুমি আবার বোম্বাইতে ফিরে আসবে।

লিলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: বায়রন আমি জানিনা তুমি আমাকে যে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলছ, আদৌ আমার সেই কাজ করা উচিৎ কি না? তবু আমি তোমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব। এবার বল সেণ্ট্রাল হোটেলের দিকে কখন রওনা হব।

ধরো আজ বিকেলে আমি তোমাকে কল্যাণ সেণ্ট্রাল হোটেলে নিয়ে যাব। তুমি বিকেল চারটার সময় তৈরি থেকো, আর একটা কথা...বায়রন বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

এবার তুমি আমাকে কী সৎপরামর্শ দেবে শুনি? লিলির এই প্রশ্নে ব্যঙ্গের সুর ছিল।

কাল তুমি একটা ডায়মণ্ডের ব্রোচ পরেছিল। তুমি আমাকে বলেছিলে তুমি গয়না পরতে ভালবাস, কিন্তু আমাকে বলনি এই ডায়মণ্ডের ব্রোচ তুমি কিনেছিলে না কেউ তোমাকে প্রেজেণ্ট দিয়েছিল? এই ব্রোচ বিনোদ তোমাকে কিনে দেয়নি। ব্রোচটি আমাকে দাও।

লিলির চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। প্রথমে সে বিশ্বাস করতে চাইল না বায়রন কী বলতে চাইছে? পরে বিস্ময়ের ঘোর ও উত্তেজনা কেটে যাবার পর শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল: তুমি এই প্রশ্ন করছ কেন? আমি তোমাকে এই ডায়মণ্ডের ব্রোচ ফেরৎ দেব কেন? বিনোদ আমাকে ব্রোচটি প্রেজেণ্ট না দিতে পারে, অন্য কেউ নিশ্চয় আমাকে এই প্রেজেণ্ট দিয়েছে। আর এই ব্রোচটি আমি জুয়েলারী দোকান থেকে কিনেও থাকতে পারি।

না এই গয়না কিনবার সামর্থ্য তোমার কিংবা বিনোদের ছিল না। এ হল পুরো ডায়মণ্ডের জুয়েল এবং বিখ্যাত কারতিয়ার জুয়েলারীর। কারতিয়ার কোম্পানী হল এক বিখ্যাত বিদেশি জুয়েলার। আমি জানি এই ব্রোচ তোমাকে কে দিয়েছেন এবং তিনিও এই ব্রোচ কোথা থেকে পেয়েছেন আমি জানি। হয়ত যিনি তোমাকে এই ব্রোচটি দিয়েছেন পুলিশ তাঁকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুতরাং এই কারণেও পুলিশ তোমাকে খুঁজে বেড়াবে। পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কী লাভ? বায়রন লিলিকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

লিলি কি জানি চিন্তা করল। পরে বলল: সত্যি বায়রন আজ আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে তুমি ভাল গোয়েন্দা।

যাক আমি ভাল ডিটেকটিভ কিনা সেই নিয়ে বৃথা আলাপ আলোচনা করে লাভ নেই। তুমি বিকেল চারটের মধ্যে তৈরী হয়ে থেক। আমি তোমাকে গাড়িতে তুলে নেব…। আর একটা কথা মনে রেখো। খুব বেশি সাজগোজ কোরনা, তাহলে তুমি আবার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে…

বায়রন চলে গেল। লিলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সত্যিই অমন দামী ব্রোচটি বায়রন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে লিলি ভাবতে পারেনি…

*

ইন্সপেক্টর চৌগুলে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজীর ঘরে ঢুকলেন।

হ্যালো চৌগুলে কী খবর? নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করলে? তুমি কি প্লাজা হোটেলে গিয়ে কোন তদন্ত করেছিলে? বসো—এই বলে রুস্তমজী পেস্তনজী চৌগুলেকে বসতে বললেন।

চৌগুলে চেয়ারে বসে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি স্যার কিন্তু এই তদন্ত খুব আশাপ্রদ নয়…কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি;… ঐ তথ্য দিয়ে খুনীর সন্ধান পাব কিনা জানিনে। আর প্লাজা হোটেলে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছিলাম। বায়রন আমাদের কাছে সত্যি কথাই বলেছে। কারণ আমি

প্লাজা হোটেলের কাছে জুপিটার মোটর গ্যারাজের মালিক মোহনলালের খোঁজখবর নিয়েছিলাম। মালিক বায়রনের কথাগুলি সমর্থন করেছে বলল যে সে ঐ গাড়ির চালক এবং এক ভদ্রমহিলাকে ঐ গাড়িতে উঠতে দেখেছে। যখন লিলি তার বন্ধুকে নিয়ে ঐ গাড়িতে উঠতে যায় তখন কোন একটা কাজের জন্যে মোহনলাল ঐ হোটেলে গিয়েছিল। ঐ সময়ে এবং লিলি কাপুর হোটেলের বিল চুকিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। মোহনলাল আমাকে ঐ লোকটির যে বর্ণনা দিল তা থেকে অতি সহজেই বোঝা যায় যে লোকটি বায়রন ঘাউস নয় এবং হতেও পারে না। কারণ ঐ লোকটির গায়ের রং ছিল কালো, মাথায় সামান্য টাক এবং এ ছাড়া তার চোখে চশমাও ছিল। বায়রন দেখতে অতি সুন্দর, সুপুরুষ, রং ফর্সা, মাথা ভর্তি চুল এবং তার চোখে চশমা নেই। মোহনলাল খুব কাছে থেকেই ঐ ভদ্রলোক দেখেছে। অতএব লোকটিকে চিনতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

রুস্তমজী পেস্তনজী কি জানি ভাবলেন। পরে বললেন: চৌগুলে তুমি আমাকে যে সব খবরগুলি দিলে ঐ সব খবর থেকে আমি বুঝতে পারছি লিলি কাপুরের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। তিনি নিশ্চয় কোন খেলা খেলছেন। এই খেলাটি কি আমাদের জানা দরকার। এই লিলি কাপুর সম্বন্ধে আরও কিছু খবর সংগ্রহ কর। লিলি কাপুর কেন বাজারে গুজব রটাল যে বায়রন ঘাউস তার সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রি কাটিয়েছে। নিশ্চয় এই গুজব রটাবার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

চৌগুলে মৃদু হেসে জবাব দিল: আপনি যা বলেছেন স্যার সেই কথাগুলি আমারও মনে হয়েছিল পরে আমিও ভেবে দেখেছি লিলি এই নাটকে কী খেলা খেলছেন। কিন্তু বর্তমানে আমি এই খুনের আরো তথ্য সংগ্রহ করছি। তথ্য সংগ্রহ হলে পুরো ঘটনার বিশ্লেষণ করব।

তোমার লিলি কাপুরকে জেরা করা উচিত রুস্তমজী পেস্তনজী মন্তব্য করলেন।

করা উচিৎ কিন্তু আমি এখনও লিলিকে ইচ্ছে করেই জেরা করছি না। তাহলে সে ভয় পেয়ে যাবে। কারণ লিলি শুধু তার স্বামীর কাছে নয়, আমাদের ও বাজারের সবাইয়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু তবু আমি লিলিকে নিয়ে কোন নাড়াচাড়া করব না। বর্তমানে আমি শুধু বায়রনকে নিয়ে তদন্ত করছি— চৌগুলে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে বললেন।

কিন্তু চৌগুলে আমি কি ভাবছি জান? যদি বায়রন সত্যি সত্যি প্লাজা হোটেলে লিলির সঙ্গে রাত্রি না কাটিয়ে থাকে তাহলে এই রহস্য বেশ খানিকটা পরিষ্কার, হয়ে গেল। অন্তত আমরা বায়রনকে দোষী বলে অভিযোগ করতে পারব না।

এই ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত স্যার। চৌগুলে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন। এ পর্যন্ত আমরা যে তদন্ত করেছি সেই থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার

হয়েছে যে বায়রন এই খুন করেনি। আমরা প্লাজা হোটেলে লিলির সঙ্গীর বায়রনের কাছে লেখা চিঠি এবং জুপিটার মোটর গ্যারাজের মালিকের কাছে যে চিঠি লেখা হয়েছিল সেই দুটি চিঠির হাতের লেখা মিলিয়ে দেখেছি। আমাদের হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট বলছেন এই দুটি চিঠির হাতের লেখা একই ব্যক্তির! আর একটি বিষয় নিয়ে আমি চিন্তাভাবনা করছি। বায়রন আমাদের কাছে বলেছে যে অরুণ শ্রীবাস্তব তার কাছে একটি তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল। ঐ তদন্ত সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। নইলে এই ঘটনার রহস্য অস্পষ্ট থেকে যাবে।

আর একটি কথা আপনাকে বলব। আমি বায়রনের ডিটেকটিভ এজেন্সীর দপ্তরে গিয়ে কিছু খোঁজ খবর নিয়েছি। বায়রনের সেক্রেটারী মিরিয়ামের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। মেয়েটির ভারী মিষ্টি মধুর স্বভাব। দেখতেও সুন্দরী ও সেক্সী। যাক মিরিয়ামের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার একটা ফিরিস্তি চাইলাম। বললাম আমি বাররনের অনুমতি নিয়েই মিরিয়ামকে এই সব প্রশ্ন করছি। মিরিয়ামের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর আমার ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে বায়রন এই খুন করেনি কিংবা করতে পারে না। আমি মিরিয়ামের কাছে জানতে চাইলাম অরুণ শ্রীবাস্তব কবে তাদের দপ্তরে বায়রনের কাছে এসেছিলেন। মিরিয়াম আমাকে অরুণ শ্রীবাস্তব কবে তার কাছে বায়রনের খোঁজখবর নেবার জন্যে টেলিফোন করেছিলেন এবং কবে দপ্তরে এসেছিলেন এবং দপ্তরে এসে কী করেছিলেন তার ফিরিস্তি দিল। শুধু তাই নয় অরুণ শ্রীবাস্তবের চেহারার বর্ণনাও দিল। বায়রনকে দপ্তরে না পেয়ে অরুণ শ্রীবাস্তব তার কাছে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। চিঠি লিখবার জন্যে মিরিয়াম তাকে লিখবার কাগজ ও বসবার জায়গা করে দিয়েছিল। চিঠি লিখবার পর অরুণ শ্রীবাস্তব এক মোটা লেফাফা মিরিয়ামকে দিয়েছিলেন। মিরিয়াম চিঠিখানা বায়রনের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিল। পরে ড্রয়ার চাবি দিয়ে রেখেছিল। সাধারণত এই ড্রয়ারে বায়রনের গোপন কাগজপত্র থাকত। ড্রয়ার খুলবার একটি চাবি বায়রনের কাছে থাকত।

পরে মিরিয়াম দপ্তর বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিল।

সোমবার দিন মিরিয়ম দপ্তরে এসে দেখল যে ড্রয়ার খোলা হয়েছে। ওখান থেকে অরুণ শ্রীবাস্তবের দেওয়া লেফাফাও উধাও হয়েছে। এ ছাড়া এ্যাশট্রেতে কিছু পোড়া কাগজও দেখতে পেল। শুধু তাই নয়, টেবিলে একটি টাইপ করা কাগজও দেখতে পেল।

মিরিয়াম প্রথমে ভেবেছিল বায়রন দপ্তরে বসে ড্রয়ার খুলেছে। পরে তার ভুল ধারণা ভাঙল। দেখতে পেল ড্রয়ার ভেঙে খোলা হয়েছে। মিরিয়াম ইচ্ছে করেই ড্রয়ারে হাত দেয় নি। এ্যাশট্রে-এর পোড়া কাগজ তুলে রেখে দিল। পরে মঙ্গলবার বায়রন দপ্তরে এসে ভাঙা ড্রয়ার এবং এ্যাশট্রে দেখতে পেল। বায়রন এ্যাশট্রে এবং পোড়া কাগজ পুলিশের জন্যে রেখে দিয়েছিল।

এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী চোগুলের তদন্তের তারিফ করলেন।

না চৌগুলে তোমার তদন্তে কোন খুঁৎ নেই। কিন্তু চৌগুলে ঐ এ্যাশট্রেতে কোন চিঠি পোড়ান হয়েছিল সেইটে জানা দরকার।

সেই তদন্তও আমি করেছি···এ্যাশট্রেতে যে কাগজ পোড়ান হয়েছিল সেই কাগজের ছাই নিয়ে আমাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা করেছিলাম। সেই পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পেয়েছি যে 'এ্যাশট্রের' ছাই কোন পোড়ান চিঠির কাগজের নয়, ও হল কার্বন পেপারের ছাই।

তুমি কি বলছ চৌগুলে? অর্থাৎ বায়রনকে ধোকা দেবার জন্যে কার্বন পোড়ান হয়েছিল এবং তার কাছে লেখা চিঠি পোড়ান হয়েছিল একেবারে ডাহা মিছে কথা, চক্রান্ত। সত্যি চৌগুলে এই 'মার্ডার এ্যাট মিডনাইট' খুবই ইন্টারেস্টিং কেস···। তাহলে বলতে হবে যে অরুণ শ্রীবাস্তব যে চিঠি বায়রনকে লিখেছিল সেই চিঠি পোড়ান হয়নি···তবে কার কাছে ঐ চিঠি আছে?

ঠিক বলেছেন স্যার! এখন জানা দরকার ঐ চিঠি কার কাছে এবং ঐ চিঠিতে রহস্যজনক এমন কী খবর আছে? শুনেছি অরুণ শ্রীবাস্তব ঐ চিঠি লিখে একটি তদন্ত করতে অনুরোধ করেছিল এবং আরো বলেছিল যে তার এক বান্ধবীর জীবন বিপন্ন হয়েছিল। তাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করতে চান না যে তার জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং তিনি কার সাহায্য চান না। আমার কেন জানি মনে হয় এই বিনোদ কাপুর হত্যার কেসের সঙ্গে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি এবং তার তদন্তের অনুরোধের একটা সম্পর্ক আছে। এইখানে আর একটা কথা বলব। বায়রন ঘাউস অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি পড়বার আগে সেই চিঠি হয় পোড়ান হয়েছে বা কেউ চুরি করে চুরি চাপা দেবার জন্য এবং বায়রনকে ধোকা দেবার জন্য কার্বন পেপার পুড়িয়ে এ্যাশট্রেতে রেখে গেছে।

রুস্তমজী পেস্তনজী মন দিয়ে চৌগুলের কথাগুলি শুনলেন। পরে বললেন তোমার জানা দরকার বায়রনের দপ্তরে তার সেক্রেটারীর অনুপস্থিতে কে ঢুকেছিল এবং ঐ ড্রয়ার ভেঙে চিঠিখানা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

আমার মনে হয় স্যার এই বায়রন ঘাউস অতি ধুরন্ধর বুদ্ধিমান। বায়রন নিজেও এই খুনের একটা তদন্ত করছে কিন্তু তার এই তদন্ত কী ধরনের তদন্ত এবং তদন্তের কী ফলাফল তার কোন আভাস আমাকে দেয়নি। আমি যখন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম তখন তার চালচলন কথাবার্তা বলবার ঢং ছিল অতি স্বাভাবিক। অপরাধী ঐ গলায় কথা বলতে পারেনা। আর একটা কথা বলব স্যার?

কী? রুস্তমজী পেস্তনজী জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বায়রন ঘাউস তার তদন্তের কাজে আমাকে ব্যবহার করছে···। আমি বায়রনের এই ব্যবহার একেবারেই পছন্দ করিনা···। তবে আমার

মনে হয় আর কিছুদিন পরে বায়রন আমার কাছে মন খুলে সব কথা বলবে···

দেখা যাক। আমি অবশ্যি তোমার তদন্তের কাছে সাফল্য কামনা করি—রুস্তমজী পেস্তনজী বললেন।

* * * *

বায়রন তার ঘরে বসে একটা ডবল স্কচ খাচ্ছিল। এমনি সময় টেলিফোন তীব্র আর্তনাদ করে বেজে উঠল। বায়রন রিসিভার ধরল।

হ্যালো···

ডার্লিং আমি আলবেলা বলছি। তুমি আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলে সেই কাজ করেছি···অর্থাৎ আমি জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। এবং জানকীদাস পাণ্ডে টোপ গিলেছেন। আলবেলা বেশ উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল।

মানে? আমি জানকীদাস পাণ্ডেকে যা করতে বলেছিলাম আমার অনুরোধ অনুযায়ী উনি সেই কাজ করেছেন...

তাহলে আমার ফ্ল্যাটে চলে এস। তোমার মুখ থেকে সব কথা শুনব··বায়রন আলবেলাকে বলল।

কিন্তু ডার্লিং আমি যদি তোমার ফ্ল্যাটে আসি তাহলে যে আমার একটা জিনিস চাই—আলবেলার কণ্ঠস্বর কেন মিষ্টি মধুর শোনাল।

কী চাও? টাকা···? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

নো ডার্লিং টাকা আমার কাছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় নয়। আই ওয়াণ্ট এ লং কিস···এই বলেই আলবেলা তার টেলিফোন ছেড়ে দিল।

মিনিট দশেক বাদে আলবেলা তার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হল।

বায়রন তার দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আলবেলা বলল··তুমি আমাকে যা করতে বলেছিলে আমি সেই কাজ করেছি। তবু বায়রন তুমি আমাকে টাকার লোভ দেখিও না। আই ওয়ান্ট লাভ এ্যাণ্ড কিস··

এই বলে আলবেলা বায়রনকে জড়িয়ে ধরে তার নরম ঠোঁট দিয়ে একটা লম্বা চুমু খেল।

বায়রন অবশ্যি আলবেলার এই ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত ছিল। প্রায়ই আলবেলা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। গালে নয়, ঠোঁটে। কিছুদিন চুমু খাবার পর বায়রনের এই লং কিস খাবার অভ্যেস হয়েছিল। বায়রন নিজেকে আলবেলার বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল।

আলবেলা এটা প্রেম করবার সময় নয়। তুমি এই জানকীদাস পাণ্ডে সম্বন্ধে কী জানতে পারলে? বায়রন বলল।

শোন অনেক কথা জানতে পেরেছি। প্রথমত এই জানকীদাস পাণ্ডেকে খুঁজে বার করলাম। লোকটি মেরিন ড্রাইভে সাউথ গ্রীন হোটেলে থাকেন। তবে

বোম্বাই শহরে তিনি থাকেন না। তিনি দিল্লীতে থাকেন? তবে বেশ কিছুদিনের জন্যে তিনি বোম্বাইতে এসেছেন। হয়ত এখানে কিছুদিন থাকবেন।

প্রথমে আমি জানকীদাস পাণ্ডেকে টেলেফোন করেছিলাম। আমি বললাম: মিঃ পাণ্ডে আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটি জরুরী কথা বলতে চাই··· ।

আপনি কে? আমাকে জানকীদাস পাণ্ডে ভারী গুরুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

আমি লিলি কাপুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু···লিলি আমাকে আপনার কাছে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে অনুরোধ করেছে···

লিলি? জানকীদাস পাণ্ডের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও উত্তেজনা ছিল।

হ্যাঁ, আপনার কাছে এই কয়েকটি কথা অবিলম্বে বলা দরকার। লিলি একটু বিপদে পড়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠাতে চেয়েছে, আমি বললাম···

আপনি সাউথ গ্রীন হোটেলে চলে আসুন···

আমি সাউথ গ্রীন হোটেলে গেলাম। জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি আমাকে হোটেলের বার রুমে নিয়ে গেলেন। পরে আমি কি খাব জিজ্ঞেস করলেন। বললাম: ক্রেম দ্য মান্থ। জানকীদাস পাণ্ডে নিজের জন্যে রাম এল এবং আমার জন্যে ক্রেম দ্য মান্থের অর্ডার দিলেন।

তোমাকে আর একটা কথা বলব বায়রন। আমার মন বলছে এই জানকীদাস পাণ্ডেকে আমি কোথায় যেন দেখেছি·· কোথায়···কোথায়। দাঁড়াও মনে করবার চেষ্টা করছি··· । হ্যাঁ আমি তাকে বেশ কয়েকবার মিডনাইট ক্লাব বারে আমাদের কর্তা করিমভাই জিজিভাই-এর সঙ্গে কেন, আমি তাকে লিলি কাপুরের সঙ্গেও বেশ কয়েকবার দেখেছি। তুমি লোটনকে জিজ্ঞেস কর। লোটন হয়ত তোমাকে এর সম্বন্ধে অনেক খবর দিতে পারবে···

বেশ তারপর কি হল? বায়রন আলবেলার কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

আলবেলার উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল আমি জানকীদাসের কাছে এমন কোন ভাব দেখালাম না যে আমি তাকে মিডনাইট ক্লাব বারে দেখেছি··· । বরং অতি সহজ গলায় বললাম আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। লিলি আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন অবিলম্বে আপনার সঙ্গে দেখা করে, এই খবরটি দিই···

বায়রন জিজ্ঞেস করল তোমার জবাব শুনে জানকীদাস পাণ্ডে কি বললেন?

কি আর বলবেন। লিলি তার কাছে জরুরী খবর পাঠিয়েছে একথা শুনে তিনি মনের কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। ববং সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন: লিলি কি চায়?

আপনি তো জানেন লিলি বিপদে পড়েছে। তাই লিলি ঠিক করেছে যে কিছুদিনের জন্যে সে যদি বোম্বাই-এর বাইরে যায় তাহলে সে হয়ত বিপদের এবং পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু বোম্বাই-এর বাইরে যাবার জন্যে তার

কিছু টাকার দরকার। অবশ্য লিলি তার কাছ থেকে কোন টাকা ধার করতে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার টাকা ধার চাওয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

তোমার এই কথা শুনে জানকীদাস কি বললেন? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

তিনি অবাক হলেন না কিংবা মনের কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি তারপর পকেট থেকে এক গাদা নোট বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন: এই পাঁচ হাজার টাকা লিলিকে দেবেন। বলবেন আমি আরো বেশ কিছুদিন বোম্বাইতে এই সাউথ গ্রীন হোটেলে থাকব। লিলি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে সে যেন তার সাউথ গ্রীন হোটেলের ঠিকানায় চিঠি লেখে।

এবার আলবেলা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে নোটগুলি বায়রনের হাতে তুলে দিল। কেমন কাজ করেছি বায়রন? একবার তো প্রশংসা করলে না। আলবেলা কিছুটা অভিমান, অনুযোগের সুরে বলল।

চমৎকার কাজ করেছ। অনেক সময় কি ভাবি জান? তুমি মাতাহারি হতে পারবে।

মাতাহারি। সে আবার কোন মেয়ে···তোমার অন্য কোন প্রেমিকা বুঝি?

না চিন্তা করনা। মাতাহারি বেঁচে নেই···উনি মারা গেছেন। উনিও খুব সহজে লোকের মন ভোলাতে পারত এবং তোমার মত খবর সংগ্রহ করতে পারত। যাক, আলবেলা, এবার কাজের কথা বলা যাক। তুমি বলছ, জানকীদাস পাণ্ডে লিলিকে চিঠি লিখবার জন্যে অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি লিলি চিঠিপত্র লিখবার পাত্রী নয়। সাধারণত সে টেলিফোনেই কাজকর্ম করে থাকে। অতএব আমার মনে হয় লিলি জানকীদাসের কাছে এ পর্যন্ত কোন চিঠি লেখেনি···

অতএব লিলির হাতের লেখা জানকীদাস জানে না···

তুমি কী বলতে চাও বায়রন? আলবেলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। এবার বায়রন টেবিল থেকে একটা রাইটিং প্যাড এবং কলম এনে আলবেলার হাতে দিল। বলল, একটা চিঠি লেখ আলবেলা।

চিঠি? আলবেলা যেন বায়রনের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

হ্যাঁ, বললাম তো জানকীদাস পাণ্ডে কোনদিন লিলির কাছ থেকে কোন চিঠি পায়নি। অতএব লিলির হাতের লেখা সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। এ ছাড়া সব মেয়ের হাতের লেখা প্রায় এক হয়। অতএব তুমি আজ লিলির হয়ে এই চিঠি জানকীদাস পাণ্ডের কাছে লিখবে। চিঠির নিচে লিলির নাম সই করবে··· এবার লেখ—

ডার্লিং তুমি যে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করছ তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আমি জানি বিপদেআপদে আমি তোমার উপর নির্ভর করতে পারি। আমাকে কয়েকদিনের জন্যে বাধ্য হয়ে বোম্বাইর বাইরে যেতে হচ্ছে— কিন্তু বেশিদিন বাইরে থাকব না। তুমি হয়ত বুঝতে পেরেছ আমি কী

করতে চাইছি। তুমি চেষ্টা করলে বিপদের ফাঁড়া শিগ্‌গিরই কেটে যাবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি বোম্বাইতে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব কিংবা টেলিফোন করব! তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। আর্থিক সাহায্যের জন্যে নয়। বিশেষ কতগুলি কথা বলতে চাই। এই কথাগুলি তোমার জানা দরকার। টেলিফোনে আমার নিজের পরিচয় দেব, মিসেস জৈন। এই নাম শুনলেই বুঝতে পারবে আমি টেলিফোন করেছি। অশেষ ধন্যবাদ ইতি লিলি কাপুর।

চিঠিখানা লেখা শেষ করে বায়রন লেফাফার উপর লিখল বিশেষ ব্যক্তিগত এবং ঠিকানা লিখল ঃ সাউথ গ্রীন হোটেল বোম্বাই মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই। এর পর আলবেলাকে বলল ঃ তুমি চিঠিখানা বাড়ি যাবার সময় পোস্ট করে দিও। আজকের ডাকেই যেন এই চিঠিখানা যায়।

আলবেলা তার মনের আশংকা প্রকাশ করল। বলল ঃ কোন বিপদ হবেনা তো? আমি বড্ডো ভয় পাচ্ছি···

বায়রন আলবেলাকে সাহস দিল। বলল ঃ সুইট ডার্লিং, তুমি কোন চিন্তা-ভাবনা করনা। ভয়ের কোন কারণ নেই। এই বলে বায়রন তার পকেট থেকে হাজার টাকার নোট বের করে আলবেলার হাতে তুলে দিল। টাকাটা রেখে দাও কাজ দেবে···

আলবেলা চলে গেল।

বায়রন একটা সোফায় বসে সমস্ত ঘটনা এবং তার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল।

*　　　*　　　*

বিকেল ছটার সময় ইন্সপেক্টর চৌগুলে তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

আসুন মিঃ চৌগুলে। বলুন আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি? তারপর বলুন কি খাবেন, চা-কফি না অন্য কিছু?

কিছুই না মিঃ ঘাউস। আই এ্যাম অন ডিউটি···

চৌগুলে একটা সোফায় বেশ আরাম করে বসলেন।

বায়রন নিজের জন্যে একটি ডবল স্কচ ঢালল।

আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে মিঃ ইন্সপেক্টর আপনার প্লাজা হোটেলের তদন্ত শেষ হয়েছে। এবার বলুন ওখানে তদন্ত করে কি জানতে পারলেন? আমি কি সত্যি কথা বলেছি··?

হাসলেন চৌগুলে। বললেন ঃ না মিঃ ঘাউস আমার তদন্ত আপনার পক্ষেই গিয়েছে। গ্যারাজের মালিক শুধু ঐ চিঠির কথাই স্বীকার করেনি সে আমাকে আরো বলেছে যে-লোকটি ঐ রাত্রে লিলি কাপুরের সঙ্গে কাটিয়েছিল তাকে সে নিজের চোখে দেখেছে। গ্যারাজের মালিকের চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী আপনি ঐ ব্যক্তি নন।

দুই, আমি আপনার সেক্রেটারি মিরিয়ামকে জেরা করেছি। মিরিয়াম আমার কাছে অরুণ শ্রীবাস্তবের চেহারায় যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে গ্যারাজের মালিক আমার কাছে যে বর্ণনা দিয়েছে ঐ চেহারা হুবহু মিলে যায়। সমস্ত তথ্য মিলিয়ে দেখা যায় যে ঐ রাত্রে যিনি লিলির সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন তার নাম হল অরুণ শ্রীবাস্তব।

শুধু তাই নয় মিঃ ঘাউস আমি আরো বলব আপনি এ খুন করেননি। কিন্তু আমার এখনও দু-তিনটে প্রশ্ন করবার আছে। আমি মনের কৌতূহল মেটাতে চাই।

প্রশ্ন করুন…যদি পারি তবে জবাব দেব …

বায়রন আমি জানতে চাই সোমবার দিন ঘুম থেকে উঠে আপনি যখন অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি পেলেন তারপর আপনি কী করেছিলেন ?

প্রশ্নটা নিয়ে আমি কোন আলোচনা করতে চাইনা। কারণ অরুণ শ্রীবাস্তব আমার ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টের কোন সমস্যা নিয়ে বাইরের কারুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা আমাদের প্রফেশনের নীতির বাইরে …

কিন্তু মিঃ ঘাউস এ হল এক খুন সংক্রান্ত তদন্ত। খুনের তদন্তনীতি নিয়ম-কানুনে অনেক কিছু ভাঙতে হয়…এ ছাড়া এই ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তাহলে আমি খুশি হব। আপনার কাছ থেকে জবাব পেলে আমি বলব কেন এই প্রশ্ন করেছি।

বেশ তাহলে আমি আপনাকে বলব অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি পাবার পর আমি কি করেছিলাম…এই বলে বায়রন তার হুইস্কির গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিল…

প্রথমত অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি পাবার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগল এই ধাঁধার পেছনে কি রহস্য লুকান আছে। আসল ঘটনা কি ? অবশ্য মিঃ ইন্সপেক্টর ঐ দিন আমি বেশ ক্লান্ত ছিলাম, তাই পরের দিন লাঞ্চ খাবার পর আমি দপ্তরে গেলাম। মিরিয়াম দপ্তরে ছিল না; আমি নিজেই দপ্তরে ঢুকলাম। দুটো জিনিস আমার নজরে পড়েছিল। এক বিনোদ এবং আমার ঘরের মধ্যে যে দরজা আছে সেই দরজা খোলা ছিল। দরজাটি এমনভাবে ভেজান ছিল যে চট্ করে দরজা খোলা না ভেজান বোঝা যায় না। দুই, বিনোদের ঘরের টেবিল ল্যাম্প তখনও জ্বলছিল।

চৌগুলে মন্তব্য করলেন, সত্যিই আমি ভেবে পাচ্ছি না, দরজা কেন ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল এবং কেন টেবিল ল্যাম্পের সুইচ অফ করা হয়নি।

এই প্রশ্ন আমারও মনে জেগেছিল বায়রন জবাব দিল।

তাহলে বলতে হবে যে লোকটি আপনার অফিস রুমে ঢুকেছিল লোকটি সন্ধ্যার পর এসেছিল।

হতে পারে। কিন্তু আমি বলব যে লোকটি সন্ধ্যার পর আমার ঘরে ঢোকেনি। খুব সম্ভবত বিকেল পাঁচটার পরে এবং ছ'টার মধ্যে আমার ঘরে ঢুকেছিল।

ইন্‌সপেক্টর চোগ্‌লে কিছুক্ষণ মন দিয়ে কথাগুলি শুনলেন ? পরে মন্তব্য করলেন ঃ আমিও ঐ রকম একটা আন্দাজ করেছিলাম···

বায়রন এবার তার মনের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল। বলল ঃ মিঃ ইন্‌সপেক্টর আপনি যদি সব কিছুই জানেন তাহলে আমাদের এই আলোচনা অবান্তর।

রাগ করবেন না মিঃ ঘাউস। এখনও আমার কিছু জানার বাকী আছে। তাই আমি আপনাকে এই সব প্রশ্ন করছি। কারণ খুনের মামলায় অনেক সময় আন্দাজ অনুমান করতে হয়···। আপনাকেও করতে হয়েছিল। আমিও অনেক কিছু আন্দাজ অনুমান করছি।

যখন আমি নিজের অফিসে ঢুকলাম তখন দেখতে পেলাম কে জানি আমার টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ার ভেঙে খুলেছে···। অরুণ শ্রীবাস্তব আমাকে লিখেছিলেন যে তিনি একটা বড় চিঠি লিখে আমার জন্যে ডান দিকের ড্রয়ারে রেখে গিয়েছিলেন এবং ঐ চিঠির মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকার ক্যাশ নোটও রাখা ছিল। অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা এই খবরে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। কারণ আমার কাছে তখন পঁচিশ হাজার টাকা কম ছিল না। এছাড়া অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠিখানা পোড়ান হয়েছিল। অজ্ঞাত ব্যক্তি চিঠিখানা পুড়িয়ে এ্যাশট্রেতে ছাই রেখে গিয়েছিল।

তাহলে বলতে হবে ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তি জানতেন যে অরুণ শ্রীবাস্তব আপনার সঙ্গে দেখা করতে দপ্তরে এসেছিলেন এবং হয়ত তিনি জেনে থাকবেন যে আপনি দপ্তরে ছিলেন না কিংবা অরুণ শ্রীবাস্তব আপনার জন্যে একটি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমি আরো বলব ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তি আপনার দপ্তরে ঢুকবার এবং বেরবার কায়দা কানুন জানতেন। শুধু তাই নয় অফিসে ঢুকবার চাবিও তার কাছে ছিল ইন্‌সপেক্টর চোগ্‌লে মন্তব্য করলেন।

হয়ত আপনার অনুমান সত্যি। তাহলে বলতে হবে একমাত্র বিনোদ কাপুরই এই কাজ করতে পারে। কারণ তার কাছে ঘরে ঢুকবার চাবিও ছিল···হয়ত মিরিয়াম দপ্তর থেকে চলে যাবার পর বিনোদ আমার ঘরে ঢুকে এবং ড্রয়ার খুলেছিল বায়রন জবাব দিল।

না মিঃ ঘাউস, আমি আরও কিছু সন্দেহ করছি। আপনি এবং আপনার সেক্রেটারী কথায় জেনেছি আজকাল বিনোদ প্রায়ই দপ্তরে আসতেন না। কারণ তিনি প্রায়ই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন। বিনোদ যদি আগে থেকে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা এই চিঠির খবর না জানত তাহলে তার দপ্তরে এসে ড্রয়ার ভেঙে চিঠি নিয়ে যাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হয়ত এই ব্যাপারে আপনার অন্য কোন যুক্তি থাকতে পারে মিঃ ঘাউস ? আপনি বলুন কেন আপনি বিনোদকে সন্দেহ করছেন ?

কারণ যিনি ড্রয়ার ভেঙেছিলেন তিনি টাইপ করে আমার জন্যে একটি চিঠি লিখে

গিয়েছিলেন। সাধারণত বিনোদই আমার কাছে টাইপ করে নোট লিখত। তার হাতে নোট লেখবার অভ্যাস ছিল না বললেই চলে—বায়রন সহজ সাধারণ গলায় জবাব দিল।

এ ছাড়া পঁচিশ হাজার ক্যাশ টাকার কথাও ভুলবেন না—ইনস্পেক্টর বললেন তাহলে বলতে হবে প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বিনোদ এই চিঠি এবং টাকা নিয়ে গিয়েছিল।

আমারও তাই মনে হয় বায়রন বলল।

আবার চৌগুলে চিন্তা করতে লাগলেন ; কিছুক্ষণ ভাববার পর তিনি বললেন ঃ একটা কথা আপনাকে বলব মিঃ ঘাউস। আপনার সেক্রেটারী মিরিয়াম আমাকে দেখিয়েছেন যে এ্যাশট্রেতে চিঠিখানা পোড়ান হয়েছিল সেই চিঠির ছাই এ্যাশট্রেতে পড়ে আছে। আপনি এ্যাশট্রে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। আমি ঐ এ্যাশট্রের ছাই নিয়ে আমাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টে পরীক্ষা করিয়েছিলাম। আমাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের বক্তব্য হল ঐ ছাই কোন পোড়ান চিঠির কাগজ নয়। বিশেষ করে মিরিয়াম যে চিঠির কাগজ অরুণ শ্রীবাস্তবকে লেখবার জন্যে দিয়েছিলেন। কারণ ঐ চিঠি লেখবার কাগজ ছিল দামী পুরু কাগজ। অথচ এ্যাশট্রেতে যে ছাই পাওয়া গেছে সে হল কার্বন পেপার অর্থাৎ কার্বন পেপার পুড়িয়ে তার ছাই এ্যাশট্রেতে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য সবাই যেন ভাবে যে অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি পোড়ান হয়েছে। অর্থাৎ আপনার এবং পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এ কাজ করা হয়েছিল।

তাহলে এই ঘটনার রহস্য আরো জটিল হয়ে উঠলো। এই সম্বন্ধে আপনার কী মত জানতে পারি মিঃ চৌগুলে ? বায়রন প্রশ্ন করল।

মিঃ ঘাউস আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার কোন সহজ, সরল, ছোট জবাব দেওয়া যায় না। মনে রাখবেন আমি একটি খুনের তদন্ত করছি এবং আমার কাজ হল খুনীকে খুঁজে বার করা। এই খুনের পেছনে অনেক জটিল রহস্য থাকতে পারে। যদি এই খুন সম্বন্ধে আমি কিছু ধারণা করে থাকি তাহলে আপনারও নিশ্চয় একটা ধারণা এবং বক্তব্য আছে। অতএব মিঃ ঘাউস আমি চাই আপনি আমার কাছে সব কথা খুলে বলুন। আমরা দুজনে যেন একে অন্যকে আরো ভাল করে চিনতে এবং বুঝতে পারি—ইনস্পেক্টর চৌগুলে বললেন।

বায়রন মৃদু হাসল। বলল ঃ সত্যি মিঃ চৌগুলে আমার বলবার মত এমন কিছু এখনও নেই। তবে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেই প্রশ্ন হল আমার এবং পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে কেন কার্বন পেপার পুড়িয়ে তার ছাই এ্যাশট্রেতে রেখে যাওয়া হল। এই কার্বন পেপার পোড়াবার কী উদ্দেশ্য ছিল ? হয় বিনোদ বা কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি পোড়ান হয়েছে। কী লেখা ছিল ঐ চিঠিতে ? আসল চিঠি কে নিয়ে গেল ? আমি ভাবছি বিনোদ এই ধরনের কাজ কেন করবে ? সত্যিই বিনোদ যদি এ কাজ করে থাকে তাহলে তাকে নিচু নোংরা লোক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মিঃ ঘাউস আপনার এই প্রশ্নের কোন জবাব আমি দিতে পারব না। অন্তর
দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। তবে এই ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরি আছে,
মিঃ চৌগুলে ধীর, শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

জানতে পারি আপনার থিয়োরি কী? বায়রন প্রশ্ন করল।

আমার মনে হয় এই অরুণ শ্রীবাস্তব আপনার খোঁজে আপনার দপ্তরে আসবেন এই
কথা নিশ্চয় অন্য কেউ জানত। শুধু তাই নয়। এই লোকটি আরো জানত যে
অরুণ আপনাকে দপ্তরে খুঁজে পাবে না এবং হয়ত অরুণ আপনার কাছে তার
প্রয়োজনের কথা এবং তদন্তের অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখে যাবে—আপনার
দপ্তরের ঢুকবার বেরুবার এবং কোথায় কোন দরজা ও কয়টি জানলা, আছে অর্থাৎ
আপনার দপ্তরের প্রতিটি খুটিনাটি খবর তিনি রাখতেন। তিনি একথাও জানতেন
আপনার অনুপস্থিতিতে মিরিয়াম অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি ঐ ড্রয়ারে রেখে দেবে।
যখন অরুণ শ্রীবাস্তব আপনার খোঁজে দপ্তরে এসেছিল তখন এই অজ্ঞাত ব্যক্তিটি
দপ্তরের ধারে কাছে কোথাও ঘোরাফেরা করছিল, তারপর যেই মিরিয়াম
বাড়ি চলে গেল, এই অজ্ঞাত ব্যক্তি দপ্তরে ঢুকল। পরে আপনার ঘরে ঢুকে
আপনার টেবিলের ড্রয়ার ভেঙেই খুলল। মিঃ ঘাউস আমি পরীক্ষা করে
দেখেছি যে আপনার ড্রয়ারের তালা খুব শক্ত ছিল না। তাই ড্রয়ার ভেঙে খুলতে
ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তির কোন অসুবিধে হয়নি। তারপর এই ব্যক্তি কী করল? ড্রয়ার
খুলে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি খুলে পড়ল। হয়ত এই চিঠিতে এমন কোন
কৌতূহলোদ্দীপ খবর ছিল যে এই লোকটি চিঠিখানা নিজের পকেটে পুরেছিল এবং
পরে কার্বন পেপার পুড়িয়ে তার ছাই এ্যাশট্রেতে রেখে গেল। যাবার আগে একটি
টাইপ করা চিঠি লিখে গেল যে আসল চিঠি পোড়ান হয়েছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ দুই
তিনটি কার্বন পেপার পুড়িয়ে তার ছাই এ্যাশট্রেতে রেখে গেল। আমাকে মিরিয়াম
বলেছে যে তার চাবিবিহীন ড্রয়ার থেকে তিনটি কার্বন পেপার হারিয়ে গেছে।
অর্থাৎ তার হিসেবে মিলছে না। পরে আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত ব্যক্তি যাবার
সময় বিনোদের ঘরে তার টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে গেল। কেন? সবাই
যেন ভাবে এই টেবিল এবং ড্রয়ার ভাঙার কাজ সন্ধ্যার পরে করা হয়েছে।
অর্থাৎ একটা অ্যালিবাই রেখে যাওয়া। বলতে পারেন আপনাকে বিভ্রান্ত করবার
জন্যে এই অ্যালিবাই তৈরি করা হয়েছিল।

একটানা ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে তার বক্তব্য রাখলেন।

বায়রন কিছুক্ষণ ভাববার পর জিজ্ঞেস করল: আচ্ছা, মিঃ ইন্‌সপেক্টর, এই
কাজ কে করতে পারে? আপনি কাকে সন্দেহ করেন?

আপনিই এই প্রশ্নের জবাব দেবেন। বলুন আপনি কাকে সন্দেহ করেন।
ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

বায়রন বললো বলুন আমি এর কী জবাব দেব?

এবার ইন্‌সপেক্টর বললেন: আমার আর একটা প্রশ্নের জবাব দিন? আপনি

জানতেন যে অরুণ শ্রীবাস্তব তার এক পুরান বান্ধবীকে নিয়ে কিছু তদন্ত করতে এবং তিনি যে বিপদে পড়েছেন সে কথা তাকে জানাতে হবে। এই কাজ করবার জন্যে অরুণ শ্রীবাস্তব আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এবার বলুন তো আপনি কি অরুণ শ্রীবাস্তবের এই বান্ধবীর নাম ঠিকানা জানেন? আপনার সঙ্গে কি এই বান্ধবীর দেখা হয়েছে?

কোন এক বিশেষ কারণে বায়রন পুলিশের কাছে মন খুলে কোন কথা বলতে চাইল না। আসল কথা গোপন করে গেল।

না, আমি ঐ ভদ্রমহিলার নাম, ঠিকানা এখনও জানি না।

আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করব মিঃ ঘাউস? আপনি কী জানেন লিলি কাপুর এখন কোথায় আছেন?

আমি কী করে জানব, উনি কোথায় আছেন, আপনারা ওর বাড়িতে খোঁজ করে দেখুন।

আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম। শুনতে পেলাম উনি গতরাত্রে বোম্বাইয়ের বাইরে চলে গেছেন। কোথায় গেছে কেউ জানে না। আগে আমরা ওকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উনি যেন বোম্বাইতে থাকেন। আমাদের না বলে তার বোম্বাইয়ের বাইরে চলে যাওয়া খুব উচিৎ কাজ হয়নি। অবশ্যি পুলিশ চেষ্টা করলেই মিসেস্ কাপুর কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছেন জানতে পারবে?

বায়রন পুলিশ ইনসপেক্টরের এই যুক্তিকে সমর্থন করল না। মিঃ চৌগুলে এদেশে পুলিশ যে কোন অপহৃত ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে পারে। পরে হুইস্কির গ্লাসে শেষ লম্বা চুমুক দিয়ে বলল ঃ ইন্সপেক্টর আমাদের মিসেস লিলি কাপুর একেবারে নেহাৎ ছোট মেয়ে নয়। আমার মনে হয় তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে মিসেস কাপুর হয়ত একটু বিচলিত হয়েছেন। তার মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই তিনি হয়ত কিছুদিনের বোম্বাইয়ের বাইরে গিয়েছেন!

ধন্যবাদ মিঃ ঘাউস। আপনি পুলিশকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। এই এক ঘণ্টার আলাপ আলোচনার পর আমি এই খুন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। আমার কাছে এই মামলা আরো পরিষ্কার হয়েছে। এই বলে ইন্সপেক্টর চৌগুলে চলে গেলেন।

বায়রন কিছুক্ষণ কী জানি ভাবল। তারপর গ্লাসে আর একটি ডবল স্কচ ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হল।

আজই কল্যাণ শহরে গিয়ে সে একবার লিলির সঙ্গে দেখা করবে। লিলিকে কয়েকটি প্রশ্ন করবে এবং ঐ প্রশ্নের জবাব পেলে তার কাছে এই মার্ডার এ্যাট মিডনাইটের পুরো রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বোম্বাই থেকে গাড়ি করে কল্যাণে যেতে বায়রনের প্রায় দু'ঘণ্টা লেগেছিল।

লিলির হোটেলে গিয়ে বায়রন যখন উপস্থিত হল তখন লিলি তার ঘরে বসে

টি. ভি. দেখছিল। বায়রন খবর পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে লিলি তাকে উপরে ডেকে নিল। বলল : কী ব্যাপার ? এই অসময়ে তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ভাবিনি। হঠাৎ এখানে কেন ? জরুরী কিছু বলবার আছে ? পরে হঠাৎ লিলি দেখতে পেল বায়রন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লিলি কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন ? লিলি তার কৌতূহল প্রকাশ না করে পারল না।

কারণ সহজ। ভাবছি জেলে কবে তার জাল গোটাবে···বায়রন ছোট জবাব দিল।

তোমার হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারলাম না। এবার লিলির বিস্ময়ের পালা।

এই কথার অর্থ অতি সহজ। চৌগুলে নামে এক জেলে মাছ ধরবার জন্যে এদিক ওদিক জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। চৌগুলে এই ব্যাপারে অনেক খবর সংগ্রহ করেছে।

শুনি মাছ কে এবং মাছ সম্বন্ধে চৌগুলে কী খবর সংগ্রহ করেছে লিলি একটু বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করল।

এর মধ্যে একটি খবর খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। শোন অরুণ শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোক একদিন আমার দপ্তরে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি দপ্তরে ছিলাম না। ভদ্রলোক তার প্রয়োজনের কথা একটি চিঠিতে লিখে আমার দপ্তরে রেখে গিয়েছিলেন। ঐ চিঠির এনভেলাপের ভেতর তিনি আমার জন্যে কিছু টাকাও রেখে গিয়েছিলেন। কেউ আমার দপ্তরে ঢুকে ঐ চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলেছে এবং টাকাগুলি নিয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম বিনোদ হয়ত এই কাজ করেছে। তার উপর আমার বেশ রাগ হয়েছিল। ভাবলাম বিনোদ হয়ত আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যেই এই কুকীর্তি করেছে। পরে আমি দেখতে পেলাম একটি ছোট টাইপ করা চিঠি আমার টেবিলের উপর রেখে গিয়েছে। ঐ চিঠির নিচে লেখা ছিল, বি কে--অর্থাৎ বিনোদ কাপুর।

লিলি তার মুখ খুলল। বলল : আমি জানি বিনোদ শনিবার দিন দপ্তরে গিয়েছিল। আমি নিজে বিনোদকে দপ্তরে ঢুকতে দেখেছি।

কিন্তু চৌগুলে একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে। যে চিঠিখানা পোড়ান হয়েছিল সেই চিঠির ছাই টেবিলের এ্যাশট্রেতে রাখা হয়েছিল। নিরিয়াম ঐ ছাই সহ এ্যাশট্রে রেখে দিয়েছিল। চৌগুলে পোড়ান চিঠির ছাইগুলি পুলিশ দপ্তরের ফরেনসিক দপ্তরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিল। ঐ পরীক্ষা থেকে যে তথ্য জানা গিয়েছে সেই মূল্যবান খবরটি হল ঐ ছাই কোন পোড়ান চিঠির ছাই নয়, অর্থাৎ অরুণ শ্রীবাস্তব যে কাগজে চিঠি লিখেছিল, ছাই ঐ চিঠির নয়।

এ কথার মানে কি ? লিলি অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

এর মানে সহজ। অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠিখানা আদৌ পোড়ান হয়নি। শুধু আমাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে তিনটে কার্বন পেপার পোড়ান হয়েছিল। অন্তত পুলিশের ফরেনসিক দপ্তর এই রায় দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন

হল শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি কোথায় গেল ? নিশ্চয় কেউ ঐ চিঠি নিয়ে গেছে এবং তার কাছে লুকিয়ে রেখেছে। তাহলে বলতে হবে ঐ চিঠির ভেতর এমন কোন খবর কিংবা বলা যায় রহস্য লুকোন ছিল যার জন্যে ঐ চিঠি চুরি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য ঐ চিঠির খবরের সাহায্যে কাউকে ব্ল্যাকমেল করা হবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। চিঠির তথ্য এত গোপনীয় এবং জরুরী ছিল যে অরুণ শ্রীবাস্তব তার এই প্রয়োজনীয় কাজ করবার জন্যে আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে কোন কার্পণ্য করেননি।

এ সব আমাকে বলছ কেন ? লিলির প্রশ্নে সন্দেহের আভাস ছিল।

তার কারণ আমি জানি ঐ চিঠি তোমার কাছে আছে। তাই আমি তোমাকে ঐ চিঠিখানা ফেরৎ দিতে বলছি। বায়রনের এই কথা শুনবার পর লিলির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারলনা। তুমি এসব আজে বাজে কী কথা বলছ ? লিলির গলা দিয়ে যেন কোন স্বর বেরুতে চাইল না।

বায়রন মৃদু হেসে বলল ঃ অস্বীকার করনা, কোন ফল হবে না। কারণ আমি এই বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করেছি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একটি কাহিনী রচনা করেছি। এই কাহিনী শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে ? শুনবে ?

লিলি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার সে একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। পরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ শুনি তোমার রূপকথা ? আমি ছেলেবেলা থেকে রূপকথা শুনতে ভালবাসি।

বায়রন ঘাউস তার কাহিনী বলতে শুরু করল। প্রায় চার পাঁচ সপ্তাহ আগে অরুণ শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্যে দিল্লী থেকে বোম্বাইতে এসেছিলেন। শ্রীবাস্তব বোম্বাইর কল্যাণ শহরে প্রায় দশবছর আগে ছিলেন। ঐ সময়ে রমলা চাওলা নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মিসেস চাওলা বিবাহিতা ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন ডিভোর্সী। অরুণ শ্রীবাস্তব ও রমলা চাওলার মধ্যে গভীর প্রেমও হয়েছিল। অরুণ শ্রীবাস্তব মিসেস চাওলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কিন্তু রমলা চাওলা এই বিয়ের প্রস্তাব স্বীকার করে নি। কেন করেনি পরে বলব।

এই ঘটনার প্রায় দশবছর পরে অরুণ শ্রীবাস্তব আবার বোম্বাইতে ফিরে এসে রমলা চাওলার সঙ্গে দেখা করে। রমলা চাওলা বোম্বাইর বান্দ্রা শহরে থাকেন। অরুণ শ্রীবাস্তব ভেবেছিল এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হয়ত রমলা চাওলা তার মত পরিবর্তন করেছে। কিন্তু রমলা চাওলা আবার অরুণের প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়। কারণ রমলা চাওলা অরুণ শ্রীবাস্তবকে বলেছিল যে তিনি জানকীদাস পাণ্ডে নামে একটি লোককে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অরুণ শ্রীবাস্তব এই জানকীদাস পাণ্ডের সম্বন্ধে বেশ কিছু গোপন তথ্য জানতেন। এই জানকীদাস পাণ্ডের আসল চরিত্র কী তার আসল পেশা সব কিছুই অরুণ শ্রীবাস্তবের জানা ছিল। তিনি জানতেন যে জানকীদাস পাণ্ডে

ছিলেন এক অসৎ চরিত্রের লোক। কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তব বুঝতে পেরেছিলেন যদি তিনি রমলা চাওলার কাছে জানকীদাস পাণ্ডে সম্বন্ধে কোন বিরূপ কথা বলেন তাহলে মিসেস চাওলা হয়ত সেই কথা বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন যে অরুণ শ্রীবাস্তব রমলা চাওলা ও জানকীদাস পাণ্ডের বিয়ের খবর শুনে তাকে হিংসা করছেন এবং এই হিংসার কারণবশতই অরুণ শ্রীবাস্তব তার কাছে জানকীদাস পাণ্ডের নামে কুৎসা গাইছেন এবং তাকে এই বিয়ে করতে বাধা দিচ্ছেন।

প্রায় চার-পাঁচ সপ্তাহ আগে এই সব ঘটনা ঘটে। এর পর অরুণ শ্রীবাস্তবের মন প্রায় ভেঙে গিয়েছিল। কারণ রমলা চাওলার তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে জানকীদাস পাণ্ডের বিয়ের প্রস্তাবকে গ্রহণ করা ছিল তার কাছে এক অসহ্য ব্যাপার। এই সময়ে অরুণ শ্রীবাস্তব এত বেপরোয়া হয়েছিলেন যে তিনি সব কিছু করতে রাজি ছিলেন। ঐ সময় অরুণ শ্রীবাস্তবের একটি অপূর্ব সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। এই সুন্দরী ভদ্রমহিলার নাম হল মিসেস লিলি কাপুর। এই সম্বন্ধে তুমি কি কিছু বলতে পার লিলি? লিলি কাপুর কোন জবাব দিল না চুপ করে রইল।

ঐ সময়ে মিসেস লিলি কাপুরও তার বিবাহিত জীবনে অসুখী ছিলেন। তার অসুখী হবার বিশেষ কারণ ছিল। লিলি কাপুর একটু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে ভালবাসতেন। এই জীবনযাপনের জন্যে তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তার স্বামীর এত টাকা দেবার সামর্থ্য ছিল না। অতএব লিলি কাপুর জীবনের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করলেন। অর্থাৎ টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রায়ই মিডনাইট ক্লাব বারে গিয়ে তিন তাস ও পোকার খেলতে শুরু করলেন। কিন্তু জুয়ো খেলেও তিনি তার ভাগ্যর পরিবর্তন করতে পারলেন না। কিন্তু জুয়ো খেলা এমন নেশা, যে লিলি কাপুর এই জুয়ো খেলার হাত থেকে মুক্তি পেলেন না। তাসের জুয়ো খেলা ড্রাগের নেশার চাইতে তীব্র। অতএব লিলি কাপুর জুয়ো খেলার জন্যে টাকা রোজগারের বিভিন্ন পথ খুঁজতে লাগলেন। প্রথমত তিনি মিডনাইট ক্লাব বারের মালিক করিমভাই জিজিভাইর I.O.4. সই করে টাকা ধার করতে লাগলেন। যখন তার জিজিভাইয়ের কাছে দেনার অঙ্ক বেশ মোটা হল তখন তিনি লিলি কাপুরকে তার কিছু স্মাগলিং এবং অন্যান্য অসৎ কাজের জন্যে ব্যবহার করতে লাগলেন। জিজিভাইয়ের একটি প্রধান ব্যবসা ছিল আর্মস স্মাগলিং। এদিকে ভারত সরকারের পক্ষ হয়ে বায়রন ঘাউস এই নামে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এই আর্মস স্মাগলারদের অনুসন্ধানে ছিলেন। তার এই তদন্ত ছিল বিশেষ গোপনীয়। বড় বড় রুই কাতলা আর্মস স্মাগলারেরা জিজিভায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। একদিন এই বড় বড় স্মাগলাররা জিজি-ভাইয়ের কাছে খবর পাঠালেন: বায়রন ঘাউস আর্মস স্মাগলিং-এর কাজ কারবার নিয়ে তদন্ত করছেন। তিনি কী ধরনের তদন্ত করছেন এবং কী খবর সংগ্রহ করছেন সেই খবর আমাদের জানা আবশ্যক। এছাড়া বায়রন ঘাউসকে এই আর্মস

স্নাগলিং বিরুদ্ধে যে তদন্ত করা হচ্ছে সেই কাজ থেকে বিরত করতে হবে। জিজি-ভাই বায়রন ঘাউসকে হাত করবার জন্যে লিলি কাপুরের সাহায্য নিলেন।

এই সময়টা লিলি কাপুরের জীবন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগেই বলেছি তার বিবাহিত জীবন ছিল ব্যর্থ অসুখী। তার স্বামীর সঙ্গে বিশেষ বনিবনা ছিল না। এবার লিলি কাপুর এক ঢিলে দুই পাখি মারবার চেষ্টা করলেন।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। লিলি কাপুর সুন্দরী ছিলেন এবং তিনি ভাবলেন যে বায়রনকে বশ করতে তার বিশেষ বাধা পেতে হবে না। কিন্তু তার এই চেষ্টা বিশেষ সুবিধাজনক হল না। কারণ বায়রন তার প্রতি আগ্রহ দেখাল না। বায়রনকে হাত করবার জন্যে লিলি কাপুর আর একটি পথ খুঁজে বার করলেন।

এই সময়ে তার অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। লিলি কাপুর এদের এই বন্ধুত্ব দৃঢ় করবার জন্যে তার কাছে এক লোভনীয় প্রস্তাব করল। সে অরুণ শ্রীবাস্তবকে বলল: লিলি এক রাত তার সঙ্গে প্লাজা হোটেলে কাটাতে চায়। অরুণ শ্রীবাস্তব লিলির এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিল। তারা দুজনে এক সঙ্গে এক রাত প্লাজা হোটেলে কাটাল। হোটেলে এই রাত্রি কাটাবার প্ল্যান খুব কৌশল করে করা হয়েছিল। সেই রাত্রে লিলি অরুণের কাছ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করল। অরুণ লিলির কাছে তারও রমলা চাওলার প্রেমের কথা এবং পরে জানকীদাস পাণ্ডের জীবনের পুরো ইতিহাস বলেছিল।

একটানা কথা বলে বায়রন কিছুক্ষণের জন্যে থামল। পরে মৃদুস্বরে লিলিকে জিজ্ঞেস করল, আমার এই রূপকথা তোমার কেমন লাগছে লিলি?

লিলি ম্লান মৃদু হেসে বলল: তোমার এই কাহিনী শুনতে খারাপ লাগছে না।

না, লিলি আমার রূপকথা এখনও শেষ হয়নি। এবার বাকী গল্প তোমাকে বলছি। ঐ রাত্রে অরুণ শ্রীবাস্তব লিলিকে বলেছিল যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে বোম্বাইতে এসেছিল। বোম্বাইতে তার বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। কারণ দু'এক দিনের মধ্যে তাকে তার দপ্তরের কাজে জার্মানীতে যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে রমলা চাওলাকে যেন জানকীদাস পাণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার করা যায় তার দায়িত্ব তিনি কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে চান। একমাত্র একজন দক্ষ প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইনভেস্টিগেটর এই কাজ করতে পারবে। তিনি এই কাজ একজন ইনভেস্টিগেটরের হাতে তুলে দিতে চান।

বোম্বাইতে সবচাইতে উপযুক্ত দক্ষ প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে? দিল্লীতে থাকাকালীন তার এক বন্ধু মাধবন শংকর বায়রন ঘাউসের সাহায্য নেবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বায়রনের সেক্রেটারী অরুণ শ্রীবাস্তবকে জানিয়েছে যে বায়রন ঘাউস বোম্বাই-এর বাইরে গিয়েছেন। কোথায় তা সেক্রেটারী জানে না। কবে ফিরবেন সেই কথাও সেক্রেটারী বলতে পারল না। বায়রনের সেক্রেটারীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করবার পর অরুণ শ্রীবাস্তব বুঝতে পেরেছিল বর্তমানে বায়রন

বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। বায়রন কি তার এই তদন্তের কাজ নেবে? অরুণ শ্রীবাস্তব চান যে কোন ইনভেস্টিগেটর জানকীদাস পাণ্ডের অতীত নিয়ে তদন্ত করুক এবং এই তদন্তের ফলাফল যেন রমলা চাওলাকে বলা হয়। তাহলে রমলা চাওলা বুঝতে পারবেন জানকীদাস পাণ্ডে কী হীন নোংরা প্রকৃতির লোক।

লিলি অরুণ শ্রীবাস্তবের কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে অরুণ শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব তার মনোঃপূত হয়েছিল কারণ তাহলে সে বায়রনকে অতি সহজে তার হাতের মুঠোয় টেনে আনতে পারবে। হয়ত এই কাজ করতে গিয়ে বায়রন বিপদ ও অসুবিধেয় পড়বে। তারপর হয়ত বায়রন লিলির কথা শুনবে। দুই. যদি বায়রন এই তদন্তের কাজ করে তাহলে লিলি নিজেও এই জানকীদাস পাণ্ডের অনেক কীর্তি কাহিনী জানতে পারবে। পরে এই সব খবরগুলি সে জানকীদাস পাণ্ডের বন্ধুদের কাছে বিক্রী করতে পারবে। হোক না এই সংবাদ বিক্রী করা ব্ল্যাকমেল?

লিলিও অরুণ শ্রীবাস্তবের কাছে বায়রন ঘাউসের নাম প্রস্তাব করল। বলল: বায়রন এই কাজের জন্যে সবচাইতে দক্ষ এবং উপযুক্ত। কিন্তু বায়রন ঘাউস বর্তমানে বোম্বাইতে নেই। হয়ত বায়রন শিগ্গিরই বোম্বাইতে ফিরে আসবে। সে আরও বলল যদি বায়রনকে দপ্তরে না পাওয়া যায় তাহলে অরুণ শ্রীবাস্তব তার প্রয়োজনের কথা একটি চিঠিতে ব্যাখ্যা করে বায়রনের দপ্তরে রেখে আসতে পারে। বায়রনকে যেন তদন্তের কাজ করবার জন্যে অনুরোধ করা হয়।

অরুণ শ্রীবাস্তব যাবার দুদিন আগে এক শনিবার সকালে বায়রনের দপ্তরে গেলেন। বায়রনের সেক্রেটারী বলল: আপনার এই অনুরোধ যদি বিশেষ জরুরি হয় তাহলে আপনার কী চাই সেকথা একটি চিঠিতে লিখে রেখে যান। মিঃ ঘাউস দপ্তরে এলে ঐ চিঠি তিনি পড়বেন এবং আপনার ইচ্ছানুযায়ী হয়ত তদন্ত করবেন।

অরুণ শ্রীবাস্তব সেক্রেটারীর কথানুযায়ী একটি চিঠি লিখে তার কাহিনী ব্যক্ত করেছিলেন এবং বায়রনকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি যেন সমস্ত ঘটনার তদন্ত করেন এবং রমলা চাওলাকে তার বিপদে সাহায্য করেন। পরে তার চিঠি একটি বড় এনভেলাপে ভরে এবং বায়রনের পারিশ্রমিকবাবদ পঁচিশ হাজার টাকা ঐ এনভেলা-পের ভেতর পুরে তার টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি এই চিঠি লিখবার পর বায়রনের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন এবং সেইখানে গিয়ে আর একটি ছোট চিঠি লিখে প্রথম চিঠির কথার উল্লেখ করেন এবং তার তদন্তের কাজ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত লিলি কাপুর জানতে পারেনি যে অরুণ শ্রীবাস্তব দ্বিতীয় একটি চিঠি লিখে বায়রনের ফ্ল্যাটে রেখে এসেছে।

শনিবারদিন অরুণ শ্রীবাস্তব বায়রনের দপ্তরে যাবেন সেকথা লিলি জানতো। সেদিন সকালে লিলি কাপুর বায়রনের দপ্তরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন

এবং দপ্তরে কে যাচ্ছে কে বেরুচ্ছে তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। প্রথমে তিনি দেখতে পেলেন অরুণ শ্রীবাস্তব বায়রনের দপ্তরে ঢুকছেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে অরুণ শ্রীবাস্তব বায়রনের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলেন। লিলি কাপুর বুঝতে পারলেন অরুণ শ্রীবাস্তব দপ্তরে গিয়ে কী করেছেন। এর কিছুক্ষণ পরে মিস মিরিয়াম দপ্তর থেকে বেড়িয়ে এলেন। খুব সম্ভবত মিরিয়াম কফি খেতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে লিলি কাপুর কিছু করতে পারলেন না। কারণ তার ঠিক পরের মুহূর্তে তার স্বামী বিনোদ কাপুর দপ্তরে ঢুকলেন। প্রায় আধঘণ্টা বাদে বিনোদ কাপুর দপ্তর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খুব সম্ভবত ঐ সময়ের মধ্যে বিনোদ কাপুর অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি খুলে পড়েছিলেন এবং ঐ চিঠি পড়ে আর একটি এনভেলাপে ভরে সিল করে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে মিস মিরিয়াম দপ্তরে ফিরে এলেন এবং বারোটার মধ্যে তিনি দপ্তরে তালাচাবি দিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন।

বিনোদের কাছেও দপ্তরের দু'টি চাবি ছিল। ডুপ্লিকেট চাবিটি লিলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং দপ্তরে ঢুকতে লিলি কাপুরের কোন অসুবিধা হল না। লিলি কাপুর দপ্তরের প্ল্যান এবং প্রতিটি কামরায় কী আছে জানতেন। এ ছাড়া বায়রনের চিঠিপত্র যে তার টেবিলের ডান দিকের দেরাজে রাখা হত একথা লিলির জানা ছিল। ড্রয়ার বন্ধ ছিল কিন্তু বেশ একটু চাপ দিয়ে লিলি এই ড্রয়ার খুললেন। ইনসপেক্টর চৌগুলে বলেছিলেন ড্রয়ার নিশ্চয় কোন মেয়ে খুলেছে। কারণ তালা ভাঙবার জন্যে যে চাপ দেওয়া হয়েছিল ঐটুকু চাপ শুধু মেয়েরাই দিতে পারে। পুরুষ হলে বেশ জোরে চাপ দিয়ে ড্রয়ার খুলত। এটা অবশ্য বায়রন বানিয়ে বললো। তারপর লিলি কাপুর ড্রয়ার থেকে অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠিখানা বের করে পড়লেন। তিনি চিঠিখানা এবং ঐ সঙ্গে যে টাকা ছিল সেইগুলি তার ভ্যানিটি ব্যাগে পুরলেন। পরে তিনি মিস মিরিয়ামের ঘরে ঢুকলেন। সেখান থেকে তিনটি কার্বন পেপার নিয়ে বায়রনের ঘরে ফিরে এলেন। তিনটি কার্বন পেপার আগুন দিয়ে পোড়ান হল এবং ছাইগুলি এ্যাশট্রেতে রেখে দেওয়া হল। পরে একটি কাগজে একটা চিঠি টাইপ করে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। তিনি নিজে দুইটি শব্দ লিখে রাখলেন। ঐ অক্ষর দুটি দেখলে সবাই তার স্বামীকে সন্দেহ করবে। বায়রনও প্রথমে তার স্বামীকেই সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এই ড্রয়ার ভাঙবার আসল অপরাধী কে জানতে পেরেছেন। সেদিন বিকেলবেলা অর্থাৎ শনিবার দিন, লিলি কাপুর পুনায় গেলেন।

এবার এই ঘটনার আর একটি ছবি তুলে ধরব। অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত কাটাবার পর এবং বায়রনের দপ্তরের দেরাজ ভাঙবার মধ্যিখানে লিলি কাপুর অবশ্য চুপচাপ বসেছিলেন না। আমরা জানি লিলি কাপুর শুধু সুন্দরী ছিলেন না। তিনি ছিলেন চতুরা বুদ্ধিমতী···তিনি টাকা ভালবাসতেন এবং জীবন উপভোগ করতে চাইতেন। এবার তিনি দুটি বুদ্ধির চাল দিলেন।

আমরা জানি করিমভাই জিজিভাই লিলি কাপুরকে বলেছিলেন—যেমনি করে

হোক প্রাইভেট ডিটেকটিভ বায়রন ঘাউসকে বশ করতে হবে। লিলি কাপুর সেই নির্দেশানুযায়ী বায়রনের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর তিনি বাজারে একটি গুজব প্রচার করলেন যে প্লাজা হোটেলে তিনি বায়রনের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন। শুধু বাজারে নয় তিনি তার স্বামীকে বললেনঃ বায়রন আমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছে যদিও আমরা জানি ঐ রাত্রে লিলি কাপুরের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলেন অরুণ শ্রীবাস্তব। অবশ্য অরুণ শ্রীবাস্তব বেশ রাত্রে লুকিয়ে লিলির ঘরে ঢুকেছিলেন। হোটেলের কেউ লিলির এই পুরুষ সঙ্গীর মুখ-দেখতে পায়নি। অতএব প্রথমে জানা গেল না যে তার রাত্রে সঙ্গী কে ছিলঃ···বায়রন ঘাউস না অরুণ শ্রীবাস্তব ···· ?'

বোম্বাইয়ের বাজারে কেউ অরুণ শ্রীবাস্তবের পরিচয় জানত না কিন্তু বায়রন হলেন বোম্বাইয়ের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি বিশেষ করে মহিলা মহলে। অতএব সবাই বিশ্বাস করল যে বায়রন তার বন্ধু পত্নী লিলি কাপুরের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছে। এমন কী লিলি তার স্বামীকে বললঃ যে প্লাজা হোটেলে যে বায়রনের সঙ্গে একরাত কাটিয়েছে। স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে এই ধরনের অপরাধ স্বীকার করে তাহলে স্বামী কেন সেই কথা বিশ্বাস করবেনা। লিলির উদ্দেশ্য ছিল বায়রন ও বিনোদ কাপুরের মধ্যে একটি ঝগড়া বিবাদ, বিভেদ সৃষ্টি করা। এই কাজে লিলি কিছুটা সফল হয়েছিল তবে সেই সফলতা ছিল সাময়িককালের জন্যে। কারণ বিনোদ লিলিকে খুব বেশি বিশ্বাস করত না। শুধু তাই নয়! সে আরো জানতে পেরেছিল যে লিলি মিডনাইট ক্লাব বারের তাস খেলায় প্রচুর টাকা বাজি হারছেন এবং তিনি ক্লাবের মালিক করিমভাই জিজিভাইয়ের কাছ থেকে I.O.4. লিখে টাকা ধার করছেন। বিনোদ কাপুর এককালে ছিলেন বোম্বাইয়ের এক দৈনিক পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার। অতএব তিনি ভাল করে জানতেন এই করিমভাই জিজিভাই কী চরিত্রের লোক। কোন কারণ ছাড়া করিমভাই যে লিলিকে টাকা ধার দেবে না এ কথাও বিনোদের অজানা ছিল না। অতএব কী শর্তে করিমভাই জিজিভাই তার স্ত্রীকে টাকা ধার দিয়েছেন বিনোদ কাপুর সেই শর্তগুলি জানবার চেষ্টা করলেন। এ ছাড়া বিনোদ কাপুর প্লাজা হোটেলের ঘটনা জানবার জন্যে তার এক সহকর্মী মেহতা ডিটেকটিভ এজেন্সীর অরবিন্দ পারেখকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অরবিন্দ পারেখ বললেন যে এই ধরনের তদন্তের কাজ তিনি করেন না। এর পর বিনোদ তদন্তের জন্য আরেকজনকে নিযুক্ত করলো। ইচ্ছে করলেই বায়রনকে বিবাদী হিসেবে দাঁড় করিয়ে ডিভোর্সের কেস শুরু করতে পারে। কিন্তু লিলির চালে এক মস্তো বড়ো ভুল ছিল। কারণ বিনোদ প্লাজা হোটেলে লিলির বলা বায়রন ও লিলির রাত্রিবাস সম্পর্কে তাঁর নিযুক্ত গোয়েন্দা মারফৎ অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিল। পরে বিনোদ নিজেও প্লাজা হোটেলে গিয়ে তদন্ত করে এবং ওখানে বিনোদের জুপিটার মোটর গ্যারাজের মালিকের সঙ্গে দেখা হয়। মোটর গ্যারাজের মালিক বললেন যে-লোকটি তার গ্যারাজ থেকে গাড়ি সার্ভিস করেছিল এবং তেল

চিনেছিল সেই লোকটিকে সে নিজের চোখে দেখেছে। সেই লোকটির চেহারার বর্ণনা থেকে বিনোদ বুঝতে পারল যে বায়রন তার স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটায়নি অন্য কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। বিনোদ আরও বুঝতে পারল যে তার স্ত্রী মিথ্যেবাদী। এবার তার মনে প্রশ্ন জাগল লিলি অর্থাৎ তার স্ত্রীও মিথ্যে কথা বলল কেন এবং কেন বায়রনের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করল। শুধু তাই নয়, বিনোদের আরো জানবার ইচ্ছে হল কী কারণে লিলি বিনোদ এবং বায়রনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। এই সব কারণে বিনোদ তার স্ত্রীর গতিবিধির খবরাখবর নেবার জন্যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ অর্থাৎ ইনভেস্টিগেটর নিয়োগ করল। লিলি অবশ্য এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগের খবর আদৌ জানত না। বায়রন একটানা বলে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল।

লিলিও একমন দিয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনছিল। কিন্তু বায়রনের শেষ কথাটি শেষ হবার পর সে প্রায় চিৎকার করে বলল ঃ তুমি এসব বলছ কী? আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগান হয়েছিল?

এক্মাকট্‌লি। তবে এর পরের কাহিনী বলবার আগে তোমার কাছে আরো দুচারটে ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এবার আমার এই কাহিনীতে রমলা চাওলার ভবিষ্যৎ স্বামী জানকীদাস পাণ্ডেকে টেনে আনতে হবে। লিলি প্লাজা হোটেলে অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে একরাত কাটাবার সময় এই জানকীদাস পাণ্ডে সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর পেয়েছিল। কিন্তু জানকীদাস পাণ্ডের আসল পরিচয় সে জানতে পারেনি। কিন্তু যখন অরুণ শ্রীবাস্তবের বায়রনের কাছে লেখা চিঠি পড়ল তখন সে জানতে পারল জানকীদাস পাণ্ডে লোকটি কে?

এবার লিলি করিমভাই জিজিভাইয়ের শরণাপন্ন হল। কিন্তু কী কারণে লিলি জানকীদাসের খোঁজ খবর নিচ্ছে প্রথমে করিমভাই জিজিভাই জানতে পারেনি। করিমভাই জিজিভাই জানকীদাস পাণ্ডেকে চিনত। কারণ জানকীদাস পাণ্ডে ছিলেন তারই জুয়োর আসরের একজন বড়ো জুয়ারী। ঐ জুয়ার আসরে তার নাম ছিল পুরুষোত্তম জানকী দাস। তার সঙ্গে করিমভাইয়ের অন্য একটি সম্পর্ক ছিল যে সম্পর্কের কথা পরে বলব।

লিলি এই জানকীদাসের সঙ্গে দেখা করল এবং তার দেখা করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জানকীদাসের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করা। জানকীদাস বুঝতে পারল লিলি তার কাছ থেকে কী চায়? দেহ এবং অর্থ...। লিলি কাপুরের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না এবং তার বায়রনের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। এই সময়ে লিলি কাপুর সুন্দর সুপুরুষের সন্ধানে ছিল। জানকীদাস দেখতে সুপুরুষ ছিল এবং তার চালচলন কথা বলবার কায়দা-কানুন এবং তার সমস্ত দেহ জড়িয়ে এমন পৌরুষ ও মাদকতা ছিল যা মেয়েদের মনকে সহজেই ভোলাতে পারে। লিলি কাপুরের জীবনে এমনই একজন পুরুষের দরকার ছিল। লিলি গিয়ে জানকীদাস পাণ্ডেকে বলল তার সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও খবর তার কাছে

আছে, যা বাজারে প্রকাশিত হলে জানকীদাসকে বাকী জীবন জেলখানায় কাটাতে হবে… জানকীদাস পাণ্ডে লিলির কাছে প্রস্তাব করল তারা দুজনে একসঙ্গে কাজ করলে লিলির ভবিষ্যৎ ভাগ্য খুলে যাবে। লিলি জানকীদাস পাণ্ডের এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। লিলি অরুণ শ্রীবাস্তবের বায়রনের কাছে লেখা চিঠি সযত্নে তার কাছে রেখে দিল। ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ, কখন এর প্রয়োজন হবে বলা যায় না। লিলি জানকীদাস পাণ্ডেকে বিশ্বাস করত না। কোন্ পুরুষকে বিশ্বাস করতে হবে এবং কাকে অবিশ্বাস করতে হবে এ কথা লিলি ভাল করেই জানত। লিলির সঙ্গে জানকীদাসের হৃদ্যতা হল। প্রেম হয়েছিল কিনা বলতে পারব না। কারণ লিলি প্রচুর অঙ্ক কষে পুরুষদের সঙ্গে প্রেম করত।

বায়রন একটানা কাহিনী বলে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল। একবার লিলির মুখের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল আমার এই রূপকথা এখনো তোমার ভালো লাগছে ?

লিলি হেসে উঠল। সে জানত তার হাসি পুরুষদের মনকে দগ্ধ করে, কিন্তু বায়রন কোনদিনই লিলির হাসি দেখে তার কাছে ধরা দেয়নি…

নিজেকে সামলে নিয়ে লিলি বললো সত্যি বায়রন তোমার গল্প বলবার দক্ষতা এবং কৌশল আকৃষ্ট করবে। তোমার কাহিনীতে মারাত্মক কোন ভুল আছে কিনা সেকথা এখনও বলব না যদিও এই কাহিনীর উপর তুমি কিছু রং চড়িয়েছ।

বায়রন আবার বলতে লাগল।

এবার থেকে লিলির জীবনে এক সমস্যা সৃষ্টি হল।

কী ধরনের সমস্যা ?

লিলি মৃদুস্বরে এই প্রশ্ন করল। বায়রন তাকিয়ে দেখল লিলি এই প্রশ্ন করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে…চোখে তার ক্ষুধার্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার চাউনি।

বিনোদ কাপুর ইতিমধ্যে তার স্ত্রীর আসল পরিচয় পেয়েছিল। তাই মিডনাইট ক্লাব বারে এবং হোটেলে তাকে মাতাল অবস্থায় দেখা যেত।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখতে পেল লিলি কাপুর জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে। এই খবর সে বিনোদকে দিল। সে ঠিক করল তার প্রথম জানা দরকার লিলি জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে কেন। এই জানকীদাস পাণ্ডে লোকটি কে, কী তার পরিচয় ? জানকীদাস পাণ্ডে কী লিলির প্রেমিক ? বিনোদ আরো ঠিক করল বায়রনের সঙ্গে তার যে মতভেদ, মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে, সেই ঝগড়া-বিবাদ মেটান দরকার। কারণ বিনোদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার স্ত্রী লিলি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি করার আগে তার প্রথমে জানকীদাস পাণ্ডে সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিনোদ ঠিক করল জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

বিনোদ শনিবার সকালে তার দপ্তরে গিয়েছিল এবং বায়রনের ডান দিকের

ড্রয়ার খুলে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি পড়েছিল। সে ঠিক করল জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার।

ওঃ তাই বুঝি? লিলি ছোট মন্তব্য করল।

হ্যাঁ লিলি আজ আমি এই ঘটনার অনেক কিছু জানি। যে সব খবর আমার কাছে আছে তারই কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি। হয়ত এই কাহিনী তোমার পছন্দ হবে না, তবু তোমাকে বলা দরকার। বিনোদ জানকীদাস পাণ্ডের আস্তানার খবর মিডনাইট ক্লাব বার থেকে পেয়েছিল।

বিনোদ জানকীদাস পাণ্ডেকে টেলিফোন করল। আমি অনুমান করছি প্রথমে জানকীদাস পাণ্ডে বিনোদের কাছ থেকে এই টেলিফোন পাবার পর বেশ অবাক হয়েছিল। বিনোদ হয়ত বলেছিল সে এই জানকীদাস পাণ্ডের আসল পরিচয় জানে। এ ছাড়া বিনোদ তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই দেখা সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য হল সে তার স্ত্রী লিলি কাপুর এবং জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে কী সম্পর্ক জানতে চায়। জানকীদাস পাণ্ডের প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পরে সে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হল। কোথায় এই দেখা সাক্ষাৎ হবে? এমন একটি জায়গায় যেখানে কেউ তাদের এই দেখা সাক্ষাতের কথা জানতে পারবেনা। ঠিক হল তারা বোম্বাই সমাচার দপ্তর এবং হর্নিম্যান সার্কেলের কাছে মন আমুর ক্লাবে রাত দশটার সময় দেখা করবে।

জানকীদাস পাণ্ডে বিনোদের কাছ থেকে টেলিফোন পাবার পর বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে এই বিষয় নিয়ে লিলির সঙ্গে কথা বলল। তুমি কী তোমার স্বামীর সঙ্গে আমাকে নিয়ে কোন আলাপ আলোচনা করেছ? জানকীদাস পাণ্ডে হয়ত লিলিকে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি লিলিকে বললেন সমস্ত ব্যাপার এবং ঘটনা আমার কাছে হেঁয়ালি এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে।

না, বিনোদ জানেই না, যে তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় আছে। তোমাকে নিয়ে বিনোদের সঙ্গে কখনই কোন কথাবার্তা হয়নি। আমি বুঝতে পারছি না, বিনোদ তোমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চায়। লিলি বলেছিল জানকীদাসকে।

জানকীদাস জিজ্ঞেস করল: তুমি কী ভয় পেয়েছ?

পাগল হয়েছ হয়ত এই ধরনের একটা জবাব দিয়ে লিলি জানকীদাস পাণ্ডেকে নিশ্চিন্ত করেছিল। আমার মনে হয় তোমার বিনোদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। দেখা হলে তুমি জানতে পারবে বিনোদ তোমার কাছ থেকে কী চায়? এবং বিনোদের কাছে কী খবর আছে? অবশ্য লিলি প্লাজা হোটেলে বিনোদের তদন্তের খবর জানত না—এবং তখন পর্যন্ত সে বিশ্বাস করেছিল বিনোদ এখনো তার মনগড়া কাহিনী অর্থাৎ বায়রন তার সঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এই কথা বিশ্বাস করেছে। এবং অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি বিনোদ পড়েছে, জানকীদাসের সঙ্গে তার মেলামেশার ঘটনা জানতে পেরেছে—এসব কিছুই লিলি জানতো না।

রাত দশটার পর জানকীদাস পাণ্ডের বিনোদের সঙ্গে মন আমুর ক্লাবে দেখা-সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল। এবার লিলি কাপুর বায়রনকে বিপদে ফেলবার জন্যে আর একটা প্ল্যান করল। সে মিডনাইট ক্লাব বারের হোস্টেস আলবেলার সঙ্গে দেখা করল এবং তাকে বলল, বিনোদ রাত বারোটার সময় মন আমুর ক্লাবে যাবে। কারণ লিলি জানত যে বায়রন তার স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং আলবেলা বায়রনকে ভালোবাসে। সুতরাং আলবেলা বায়রনকে নিশ্চয়ই খবরটা দেবে। অতএব এই খবর পেলে বায়রন নিশ্চয় মন আমুর ক্লাবে গিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু লিলি ইচ্ছে করেই আলবেলার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিল যে বিনোদ বারোটার সময় মন আমুর ক্লাবে যাবে। কিন্তু বিনোদের মন আমুর ক্লাবে যাবার সময় ছিল রাত দশটা।

এর পর লিলি গিয়ে করিমভাই জিজিভাইয়ের সঙ্গে দেখা করল। বলল বায়রন সহজে বাগ মানছেনা। অতএব তাকে কিছু ধোলাই অর্থাৎ উত্তম মধ্যম দেওয়া উচিৎ। করিমভাই জিজিভাই তিনজন গুণ্ডাকে বায়রনের পেছনে লেলিয়ে দিল। এই গুণ্ডা দিয়ে বায়রনেকে মার দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে বায়রনের যাতে এমন ধারণা হয় বিনোদ গুণ্ডা দিয়ে বায়রনকে মার দিয়েছে।

রাত বারোটার সময় বায়রন তার বন্ধু বিনোদকে মন আমুর ক্লাবে বিনোদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গাড়ি নিয়ে গেল কিন্তু এই ক্লাবটি যে কোথায় বায়রন আদৌ জানত না। অতএব বায়রন বিনোদের দেখা পেল না। পরে বায়রন যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তিন গুণ্ডা তার পেছু নিল। কোন প্রকারে বায়রন এই গুণ্ডাদের হাত থেকে রেহাই পেল কিন্তু সে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পুলিশের কাছে ঘটনা এই ভাবে সাজান হয়েছিল। বায়বন বিনোদের স্ত্রী লিলির সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছে এবং তাকে নিয়ে সে একরাত প্লাজা হোটেলেও রাত কাটিয়েছে। অতএব বিনোদ লিলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে গুণ্ডা নিয়োগ করেছিল। পরে বায়রন এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিল। তারপরে হল মার্ডার এ্যাট মিডনাইটের চমৎকার কাহিনী! তাই নয় কি লিলি? কিন্তু আমি যদি পুলিশকে না বলতাম এবং প্রমাণ দিতাম যে আমি লিলির সঙ্গে রাত কাটাইনি তাহলে পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করত। এবং লিলি তুমি চেয়েছিলে পুলিশ যেন আমাকেই সন্দেহ করে। কারণ করিমভাই-এর নির্দেশ এবং আমার ওপর তোমার রাগ আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি হইনি বলে।

অবশ্য আমি জানিনা বিনোদ ও জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল। আমার মনে হয় এই আলোচনার সময় জানকীদাস জানবার চেষ্টা করছিল যে বিনোদ তার সম্বন্ধে কী জানে এবং তার কাছ থেকে সে আরও কী জানতে চায়? অপরদিকে, বিনোদ অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি থেকে এই জানকীদাস পাণ্ডের অতীত জীবনীর পুরো ফিরিস্তি পেয়েছিল। এই ধরনের একটা নোংরা লোকের সঙ্গে তার স্ত্রী লিলির কী সম্পর্ক এইটাই সে জানতে চায়। রাত

এগারোটার পর তাদের আলোচনা শেষ হল। বিনোদ যাবার আগে বলল: যে আগামী কাল তাদের দপ্তরে সে বায়রন লিলি এবং জানকীদাস পাণ্ডেকে নিয়ে আর একটা আলোচনার বৈঠক করবে। জানকীদাস রাজী হলো। কেন এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল জান?

কেন? লিলি জিজ্ঞেস করল। কেন, এর কারণ যদি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে তোমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। কারণ যদিও লিলি তার স্বামী বিনোদকে ভালবাসতনা কিন্তু স্বামী বিনোদ তার স্ত্রীকে গভীর ভাবে ভালবাসত। বাজারের সবাই এইকথাই জানত। লিলির উচ্ছৃংখল জীবন তার মনে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। লিলির ব্যবহারে সে লজ্জাবোধ করতে লাগল। বিনোদ বুঝতে পারল যে এই সব গোলমাল, হাঙ্গামার পেছনে রয়েছে লিলির উচ্ছৃংখল জীবন, তাসের আসরে বাজি হেরে যাওয়া এবং করিমভাই জিজিভাইর কাছে 1.0.4. সই করে টাকাধার করা। বিনোদ ঠিক করেছিল লিলিকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতেই হবে। তাই সে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে বায়রনের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিল। এবং বায়রনের কাছ থেকে বুদ্ধি পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক বলে মনে করল। শুধু তাই নয়। বায়রনের কাছে তার দুর্ব্যবহারের জন্যে মাপ চাওয়া আবশ্যক বলে মনে করল।

এরপর জানকীদাস কী করল? লিলিকে টেলিফোন করল এবং বলল: বিনোদ জানকীদাস পাণ্ডের মিটিং খুব ফলপ্রসূ হয় নি। বরং দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে এবং বিনোদ তার সম্পর্কে তুমি যা আমার সম্পর্কে জানো সে-ও তা' সব জানে। এটা কী করে হয়?

বিনোদ পরে অরুণ শ্রীবাস্তবের ঐ চিঠিটা হাত করবার জন্য দপ্তরে গিয়ে খাম গাইব দেখে এবং ড্রয়ার ভাঙা দেখে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো সেদিন লিলিও তাদের দপ্তরে গিয়েছিল। ঐ চিঠি এবং টাকা যে লিলি নিয়েছে এই বিষয়ে বিনোদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। শুধু তাই নয়, বিনোদ আরও বুঝতে পেরেছিল লিলিই টাইপ করে তার নামের প্রথম দুটি অক্ষর একটি চিঠিতে লিখে সেই চিঠি বায়রনের জন্যে টেবিলে রেখে দিয়েছিল। বিনোদ ঠিক করেছিল যে এই আলোচনার সময় সে লিলির কাছ থেকে ঐ চিঠি এবং টাকা ফেরৎ চাইবে। যদি লিলি কিংবা জানকীদাস তাদের এই অনুরোধ অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে বিনোদ পুলিশের সাহায্য চাইবে এবং জানকীদাসকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। বিনোদ আরো জানত, জানকীদাস আর যাই করুক না কেন, পুলিশের নাম শুনলে তিনি ভয় পাবেন এবং চেষ্টা করবেন যেন বিনোদ কিংবা বায়রন পুলিশের শরণাপন্ন না হয়। এই সব নিয়ে তুমি এবং জানকীদাস আলোচনা করেছিলে এবং ঠিক করেছিলে বিনোদ এবং বায়রন যেন পুলিশের কাছে না যায়।

লিলি মন দিয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনছিল। এবার সে একটা ছোট মন্তব্য করল। বলল: তুমি যে সব কথা এতক্ষণ আমাকে বললে এগুলি শুধু তোমার

কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? না, কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি দিতে পারবে না।

না, লিলি আমার এই কাহিনী একেবারে কল্পনার ফানুস নয়। এবার তোমাকে আরো কয়েকটি তথ্য জানাই। ইতিমধ্যে লিলি কাপুর জানকী-দাস একে অন্যের প্রেমে পড়েছিল। স্বীকার করব এই প্রেম গভীর হয়েছিল। লিলি জানকীদাসের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল। জানকীদাস জীবন নিয়ে ছিনিমিনি জুয়ো খেলত। এছাড়া লিলি আন্দাজ করেছিল যে জানকীদাস প্রচুর টাকা এবং সম্পত্তির মালিক। জানকীদাস তাকে বলেছিল যে মাসখানেকের মধ্যে অনেক টাকা এবং সম্পত্তির মালিক হবে। শুধু জানকীদাস লিলিকে বলেনি এই সম্পত্তি এবং টাকা কার কাছ থেকে পাবে। আমরা জানি যে এই সম্পত্তি এবং টাকার মালিক হল রমলা চাওলা। রমলা চাওলার সঙ্গে জানকীদাসের বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল। অতএব জানকীদাস এই বিরাট সম্পত্তি পাবার আশায় ছিল।

এরপর বিনোদ তার স্ত্রী লিলিকে বলল ঃ যেন বায়রনকে খবর দেওয়া হয় যে তার দপ্তরে এই মিটিং হবে এবং বিনোদের ইচ্ছা বায়রন যেন এই বৈঠকে উপস্থিত থাকে। কিন্তু জানকীদাস কিংবা লিলি দুজনে ঠিক করলো এই বৈঠকে যোগ দেবে না এবং বিনোদকে ও বায়রনকে ফাঁদে ফেলতে হবে। এরপর লিলি তার স্বামীকে বলল ঃ যে বৈঠক দুপুরে বায়রনের দপ্তরে হবার পরিবর্তে রাত্রি এগারটার সময় মন আমুর ক্লাবে হবে। লিলি বায়রনকে টেলিফোন করে খবর দিল যে বৈঠকের সময় এবং স্থান পরিবর্তন হয়েছে। বিনোদ বলেছে বায়রন যেন রাত বারোটার সময় মন আমুর ক্লাবে এসে তার সঙ্গে দেখা করে। অর্থাৎ বিনোদকে বলা হল বৈঠকের সময় রাত্রি এগারটা এবং বায়রনকে বলা হল বৈঠকে সময় রাত্রি বারোটা। বায়রন ঠিক রাত বারোটার আগে মন আমুর ক্লাবে গিয়ে হাজির হল।

এর আগে বায়রন কোন দিন মন আমুর ক্লাবে যায় নি। তাই সে যখন ক্লাবের বিভিন্ন ঘরে বিনোদকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ সে লিলির কাছ থেকে এক টেলিফোন পেল। সে কাহিনী তোমার জানা। একটি কথা বায়রন জানত না যে জানকীদাস পাণ্ডে ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকবে।

এই টেলিফোন করবার কিছু পরেই পাশের একটা ঘরে বায়রন বিনোদের মৃতদেহ খুঁজে পেল।

একটানা কথা বলে আবার বায়রন কিছুক্ষণের জন্য চুপ করল। তারপর একটা চেয়ার নিয়ে লিলির কাছে এসে বসল। বলল ঃ আমি জানি বিনোদকে কে হত্যা করেছে? খুনী বিনোদের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। কারণ বিনোদ খুনীর সম্বন্ধে এমন কিছু খবর রাখত যা খুনীর বিশেষ ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করব ঃ বিনোদকে খুন করা হবে একথা তুমি জানতে?

যদি একথা তোমার জানা থাকে তাহলে পুলিশ তোমাকে নিয়ে প্রচুর টানা হ্যাঁচরা করবে।

তুমি কী সব আজগুবি কথা বলছ? ঐ রাতে জানকীদাস যে মন আমুর ক্লাবে উপস্থিত ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। তুমি তাকে নিজের চোখে দেখনি। জানকীদাস ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিল না এবং আদৌ সে ঐ রাতে ক্লাবে যায়নি। একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ বিনোদকে হত্যা করতে পারে না। লিলি উত্তেজিত কণ্ঠে এই কথাগুলি বললেও খুব জোর ছিল না।

বেশ একথা বলে তুমি যদি আনন্দ পাও তাহলে আমার বলবার কিছু নেই বায়রন কঠিন স্বরে জবাব দিল।

নিশ্চয় আমি যা বলেছি, তার প্রতিটি কথা সত্যি। বায়রন তুমি হলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ। দেশের আইন তোমার বিলক্ষণ জানা আছে। উড়ো কাল্পনিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে খুনের অভিযোগ করা যায় না।

বায়রন ধীর গলায় বলল: তাহলে এর প্রমাণও আমাকেই দিতে হবে। শোন, লিলি কাল তোমার কাছ থেকে একটি ডায়মণ্ডের ব্রোচ নিয়ে গিয়েছিলাম। এই ব্রোচের মালিক কে জান? মালিক হলেন রমলা চাওলা। জানকীদাস এই ব্রোচ মিসেস চাওলার কাছে কোন অজুহাত নিয়ে এসেছিলেন এবং পরে ঐ ব্রোচটি তোমাকে দিয়েছিলেন। এছাড়া তোমার কাছে একটি ডায়মণ্ডের ব্রেসলেটও ছিল। অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। কারণ আমি যা বলছি সে কথা অতি সহজেই প্রমাণ করতে পারব। প্রয়োজন হলে মিসেস চাওলাই এর সাক্ষ্য দেবেন। তুমি এবং জানকীদাস প্ল্যান করে এই গয়না মিসেস চাওলার কাছ থেকে আদায় করেছিলে। তাই নয় কি? কারণ তোমার গয়নার লোভ খুব বেশি।

এখন বলব আমি কেন বিশ্বাস করি এবং কেন প্রমাণ করতে পারব যে ঐ রাতে বিনোদকে যেখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল সেখানে জানকীদাসও কিছুক্ষণ আগে গিয়েছিলেন। তার প্রমাণ হল যখন আমি বিনোদের মৃতদেহ দেখছিলাম তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম টেবিলের নিচে একটি ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট পড়ে আছে। এই ডায়মণ্ড ব্রেসলেটটি দেখবার পর সমস্ত ঘটনা আমার কাছে পরিষ্কার হল। কারণ আমি জানতাম যে এই ব্রেসলেটের মালিক হলেন রমলা চাওলা। আগেই বলেছি জানকীদাস ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট ডায়মণ্ডের ব্রোচ মিসেস চাওলার কাছ থেকে কোন অজুহাত দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কী অজুহাত দিয়ে এই গয়নাগুলি এনে তোমাকে দিয়েছিলেন সেই অজুহাত আমি এখনও জানি না। তবে আন্দাজ করছি শিগগিরই জানতে পারব।

খুনের দিন রাত্রে মন আমুর ক্লাবে যাবার আগে জানকীদাস ঐ ডায়মণ্ডের ব্রেসলেটটি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। কারণ যদি বিনোদ তাকে কোন ভয় দেখায় এবং বিনোদের মুখ বন্ধ করবার দরকার হয় তাহলে ঐ ব্রেসলেটটি

বিনোদকে দেবেন। টাকা দেবার মত ক্যাশ টাকা জানকীদাসের কাছে তখন ছিল না এবার আমি বলতে পারি ঐ বৈঠকের সময় কী ঘটেছিল। জানকীদাস ও বিনোদ দুজনেই উত্তেজিত গলায় কথাবার্তা বলতে থাকে। হয়ত বিনোদ জানকীদাসকে শাসিয়েছিল যে বিনোদ তার মুখোশ খুলে দেবে। ভয় পেয়ে জানকীদাস বিনোদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে এই ব্রেসলেটটি তাকে দিল। কিন্তু বিনোদ ঐ ব্রেসলেট নিতে রাজি হয়নি। ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। ব্রেসলেটটি টেবিলের নিচে গিয়ে পড়ল। এর পর আলোচনা যখন আরো তীব্র হয় এবং জানকীদাস যখন বুঝতে পারল বিনোদ মুখ বন্ধ করবার একমাত্র উপায় হল তাকে খুন করা তখন সে হয়ত কোন ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে বিনোদকে হত্যা করে এবং আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছুবার আগেই ওখান থেকে পালিয়ে যায়। যাবার সময় ঐ ব্রেসলেটটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলে যায়।

এই ব্রেসলেট যে টেবিলের নিচে খুঁজে পাওয়া গেছে এই খবর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। পুলিশও জানে না। পুলিশ জানতে পারলে তদন্ত করে সমস্ত ঘটনা বের করবার চেষ্টা করত।

বায়রন বলল ঃ এই ঘটনার একটি অংশ এখনও জানা যায় নি।

সেই অজানা ঘটনা কী শুনি? লিলি নিজের উদ্বেগ চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল।

আমার প্রশ্ন হল বিনোদকে খুন করবার পরিকল্পনার কথা তুমি আগে আগে জানতে কিনা? যদি এই খুনের প্ল্যানের খবর তোমার জানা ছিল তাহলে পুলিশ তোমাকে নিয়ে শুধু টানা হ্যাঁচরা করবে না। হয়ত বিচারে তোমার চোদ্দ বছরের জেল হতে পারে। কারণ তুমি অপরাধীকে খুন করতে সাহায্য করেছ। খুন করা এবং খুনীকে সাহায্য করা একই গুরুতর অপরাধ। পুলিশ যদি এই অভিযোগে তোমাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে কোন ভুল করবে না।

এবার লিলি চিৎকার করে উঠল। বলল ঃ বায়রন, তুমি আমার নামে কী গুরুতর অভিযোগ করছ। বিনোদকে খুন করা হবে এ কথা আমি জানতাম না। এবং আমি খুনীকে এই অপরাধ করতে কোন সাহায্য করিনি।

তাহলে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া তোমার অন্য কোন পথ নেই। কারণ তুমি যদি আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না কর তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। তাদের কাছে এই ঘটনা এবং তার সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক আছে সেইটে জানিয়ে দেব। অবশ্য আমি তোমাকে রেহাই দিতে পারি এক শর্তে।

কী শর্ত শুনি? লিলি জিজ্ঞেস করল।

আমার কাছে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠিখানা ফেরৎ চাই। আমি জানি ঐ চিঠি তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে আছে। কারণ ঐ চিঠি এক মূল্যবান দলিল এবং ঐ কাগজ থেকে আমি জানতে পারব এই জানকীদাস পাণ্ডের আসল পরিচয় কী? এই পরিচয় আজ আমার জানা একান্ত আবশ্যক।

চিঠি! কিসের চিঠি! তুমি এসব কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না—উত্তেজিত হয়েই লিলি জবাব দিল। কিন্তু বায়রনের বুঝতে অসুবিধে হল না, যে এই উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের মধ্যে ভয়ের এবং উৎকণ্ঠার রেশ আছে।

যে চিঠিখানা দেখিয়ে তুমি জানকীদাস পাণ্ডেকে ব্ল্যাকমেল করছিলে, আমি সেই চিঠিখানা তোমার কাছে ফেরৎ চাইছি। কারণ আমি জানি জানকীদাস পাণ্ডেও আর একজনকে ব্ল্যাকমেল করছে। ব্ল্যাকমেলারকে ব্ল্যাকমেল করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই ঐ চিঠি দাও। এই বিষয় নিয়ে ভাববার জন্যে আমি এক মিনিট সময় দিলাম।

লিলি উঠে দাঁড়াল। কী জানি ভাবতে লাগল। হয়ত ভাবতে লাগল, চিঠিখানা আদৌ ফেরৎ দেওয়া আদৌ উচিৎ হবে কিনা?

সময় নেই লিলি। আমি বোম্বাই থেকে এতদূরে ড্রাইভ করে এসেছি কেন জান? শুধু ঐ চিঠি ফেরৎ পাবার জন্যে। অবশ্যি যদি তুমি ঐ চিঠি ফেরৎ দিতে আপত্তি কর তাহলে চৌগুলেকে তোমার কথা বলবঁ।

লিলির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

এবার সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি লম্বা বড় লেফাফা বের করে বায়রনের হাতে তুলে দিল। বলল: এই চিঠির সঙ্গে টাকাও ছিল কিন্তু তা খরচ হয়ে গেছে।

লিলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বায়রন চিঠি হাতে নিয়ে বলল: কেঁদে লাভ হবে না। চিঠি না দিলে তোমাকে চোদ্দ বছর জেল খাটতে হত। থাক আমি নিজে থেকে পুলিশের কাছে গিয়ে কোন সাফাই গাইব না কিংবা কিছু বলব না। কারণ আমি যে তদন্ত হাতে নিয়েছিলাম সেই কাজ ছিল এক ভদ্রমহিলাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা। অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি এবার আমি পেয়েছি। এখন সেই কাজ সহজেই করতে পারব। আর যদি এই সঙ্গে খুনের তদন্ত করে থাকি তাহলে শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যে করবো পুলিশের তদন্তের তার কোন সম্পর্ক নেই। গুড বাই, লিলি এই বলে বায়রন চলে গেল।

পরের দিন সকালে। বায়রন যখন ঘুম থেকে উঠল তখন ভোর প্রায় আটটা।

এক ঝলক রৌদ্র এসে তার ঘরে পড়েছে। বায়রন বিছানা থেকে উঠল। তারপর নিচের রেস্তোরাঁ থেকে এক কফি আনাল।

এক চুমুকে কফি শেষ করে বায়রন প্রথমে তার টেলিফোন লাইন ডিস্‌কনেক্ট করল। এবার সে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠিখানা নিয়ে পড়তে বসল। প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। এই চিঠি পড়বার সময় বাইরের টেলিফোনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করেছিল।

গোপনীয় ও জরুরী। দীর্ঘ প্রায় দশ পাতার চিঠিতে লেখা ছিল।

প্রিয় মিঃ বায়রন ঘাউস।

আপনার সঙ্গে বেশ কয়েকবছর আগে একবার দিল্লীতে কিঞ্চিৎ আলাপ হয়েছিল। জানিনা আপনার আমাকে মনে আছে কিনা? আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আই বী'র ডিরেক্টর মাধবন শংকর। তিনি আমার একজন শুভানুধ্যায়ী।

একটা বিশেষ জরুরী গোপনীয় তদন্তের কাজের জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। এই তদন্তের কাজ এত গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত যে এই কাজের দায়িত্ব পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। আমার এই চিঠি পড়া শেষ করলেই এই কাজের গুরুত্ব এবং কেন পুলিশের সাহায্য নিতে আমি রাজি নই তার সঠিক কারণ আপনি জানতে পারবেন। এই চিঠি ছাড়া আর একটি ছোট চিঠি আপনার ফ্ল্যাটে রেখে যাব। হয়ত দপ্তরে আসবার আগে আপনি ফ্ল্যাটে যাবেন। ঐ চিঠিতে আমি এই চিঠির ইঙ্গিত রেখে গিয়েছি। আশা করি ঐ চিঠি পড়বার পর আপনি দপ্তরে এসে আমার এই দীর্ঘ চিঠি পড়বেন। দুর্ভাগ্যবশত কোন একটা বিশেষ সরকারি কাজে আমি পরশু দিন জর্মানীতে যাচ্ছি। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম না। দুঃখিত। দেখা হলে ভালই হত। সমস্ত ঘটনা গুছিয়ে বলতে পারতাম। কিন্তু আপনার সেক্রেটারী বলল ঃ চিঠিতে সব লিখে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি আপনার কাছ থেকে কী চাই। হয়ত আপনি আমার এই ইচ্ছাকে পূরণ করবেন। আমাদের বন্ধু মাধবন শংকর এবং বোম্বাইতে আমার পরিচিত আর একজন আমাকে বলেছেন এই ধরনের তদন্তের কাজে আপনার চাইতে দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি বোম্বাইতে আর নেই।

আমার এই চিঠি পড়া শেষ করলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি আপনাকে যে সাহায্যর জন্যে অনুরোধ করব ঐ কাজে সাহায্য করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন কাজ হবেনা। কিন্তু একাজ করতে গেলে আপনাকে বেশ দক্ষতা দেখাতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে। সামান্য ভুলত্রুটি হলেই সমস্ত কাজ ভণ্ডুল হবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই আমার কাছে নতুন, অপরিচিত জায়গা নয়। দশবছর আগে ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের সময় আমি বোম্বাইতে এবং তার নিকেটে কল্যাণ শহরে প্রায় বছর দেড়েক ছিলাম। ঐ শহরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্যারাস্যুট ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। আমি ঐ ট্রেনিং ক্যাম্পের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।

এই সময়ে আমার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন, আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প করবার জন্যে যে বাড়িটি ভাড়া করেছিলাম তার মালিক। প্রথমে বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আমার তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। পরে আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ গভীর হৃদ্যতা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আমি এই ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়েছিলেন। আমি এখনও তাকে ভালোবাসি।

এই ভদ্রমহিলা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। ঐ সময়ে তার বয়স ছিল পঁচিশ, নাম রমলা চাওলা। বিয়ের আগের নাম রমলা সাকসেনা। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সী। তার স্বামী সুপ্রকাশ চাওলা। দিল্লীর ব্যবসায়ী এবং ধনী। অন্তত এই ছিল তার পরিচয়।

কিছুদিন মিসেস চাওলার সঙ্গে ঘোরাফেরা করবার পর আমি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। আইনত হয়ত তার বিয়ে করতে তার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু মিসেস চাওলা আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেন। বন্ধুত্বে আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়ে সম্ভব নয়। এই ছিল ভদ্রমহিলার জবাব। কী কারণে মিসেস চাওলা আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন বলতে পারব না।

প্রায় দেড় বছর কল্যাণ-এ থাকবার পর আমি বদলি হয়ে দিল্লীতে গেলাম। তারপর প্রায় দশ বছর তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না।

দশ বছর পরে আমি কিছু দিনের জন্যে বোম্বাইতে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম মিসেস চাওলা বর্তমানে পালি হিলের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। এই ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হয় না। মিসেস চাওলা আমাকে দেখে খুশিই হয়েছিলেন। আমি তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখলাম দশ বছর বাদেও তার সৌন্দর্যে কোন ভাঁটা পড়েনি। বরং আমার মনে হল বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি আবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম। এবার তিনি বললেন, আমাকে বিয়ে করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় এবং আমি যেন ভবিষ্যতে তাকে এই প্রস্তাব না করি। সম্প্রতি তিনি জানকীদাস পাণ্ডে নামে দিল্লীর এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মিসেস চাওলা এই বলে আমাকে জানকীদাস পাণ্ডের একটি ছবি দেখালেন। ঐ ছবি দেখে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল ছবির লোকটিকে আমি যেন কোথায় দেখেছি...। কবে কোথায় মনে করবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ আমার মনে হল যে আমি কয়েকবছর আগে এই জানকীদাস পাণ্ডেকে গোয়াতে দেখেছিলাম। কিন্তু ঐ সময়ে জানকীদাস পাণ্ডের নাম ছিল জনি মিরাণ্ডা গোয়ানীজ। জনি মিরাণ্ডা ঐ সময়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতেন। গোয়ার যুদ্ধের পর জনি মিরাণ্ডা প্রায়ই ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্লেনের সঙ্গে গোয়াতে আসতেন। ঐ সময়ে আমিও গোয়াতে পোস্টেড ছিলাম।

পানজিমে জনি মিরাণ্ডার সঙ্গে আমার আকস্মিক ভাবে দেখা হয়েছিল। পানজিমে একরাত্রে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে তিনতাস খেলছিলাম। জনি মিরাণ্ডা, ভারতীয় বিমান বাহিনীর কয়েকজন পাইলট এবং তাদের কয়েকজন বান্ধবী ইসাবেলা হেলেনা কামেলিয়াও এসে ঐ জুয়োর আসরে উপস্থিত হলেন। ওরাও আমাদের সঙ্গে জুয়ো খেলতে শুরু করলেন। একটু বাদে দেখতে পেলাম প্রতিটি বাজিই জনি মিরাণ্ডা জিতছেন। ইতিমধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই আমি দম নেবার জন্যে ঘরের বাইরে চলে এলাম। একটু বাদে ঐ তিনটি মেয়ের মধ্যে একজন তার নাম ছিল ইসাবেলা বাইরে চলে এল। তারপর মেয়েটি আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমাবার চেষ্টা করল। মেয়েটি বলল : তার নাম ইসাবেলা, কেরালার ক্রিশ্চিয়ান ইসাবেলা আমাকে বলল :

এর আগে আপনি কখনও গোয়াতে এসেছেন? না, আমি ছোট জবাব দিলাম : তাহলে বলতে হবে আপনি জনিকে চেনেন না। ইসাবেলা ছোট প্রশ্ন করল।

জনি কে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ইসাবেলা হেসে জবাব দিল : সবাই জিজ্ঞেস করে এই জনি কে? কিন্তু কেউ জনির আসল পরিচয় জানে না। গোয়ার ছেলে। অন্তত জনি আমাদের কাছে ঐ পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু আদৌ কী জনি সত্য কথা বলেছে। জনি গোয়ার ছেলে কিনা কেউ হলফ করে বলতে পারবেনা তবে পানাজিমে তার বহু বান্ধবী আছে। এদের কাছে জনির পরিচয় হল গিগলো।

গিগলো? আমার এই ছোট প্রশ্নে ছিল বিস্ময়।

আমার এই প্রশ্ন শুনে ইসাবেলা হাসল। বলল : গিগলো কী আপনি বুঝি জানেন না? গিগলো হল যারা মেয়েদের টাকা নিয়ে জীবন কাটায়। এই মিরান্ডার পানাজিমে প্রচুর বন্ধবী আছে। জনি ওদের কাছ থেকে টাকা ধার করে বলে বোম্বাইতে এক বড়লোক দিদিমা না পিসিমা আছেন। শিগ্গির নাকি ওদের কাছ থেকে টাকা পাবে। টাকা পেলেই সবার দেনা শোধ করবে। কিন্তু আজ বছর-খানেক হল জনি প্রায়ই পানাজিমে আসছে কিন্তু আজ অবধি কারু টাকা শোধ করেনি। তবে জনি খুব ভাল তাস খেলতে পারে। আজ অবধি কোন জুয়োর আড্ডায় আমি ওকে হারতে দেখিনি···সেদিন ইসাবেলার কাছ থেকে জনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার জনি সম্বন্ধে জানবার খুব বেশি ইচ্ছা ছিল না। জনিকে নিয়ে আমি কোনদিন মাথাও ঘামাই নি।

কিন্তু মিসেস রমলা চাওলা চাওলা যখন আমাকে তার হবু স্বামী জানকীদাস পাণ্ডের ছবি দেখালেন তখন আমি চমকে উঠলাম। হয়ত আমার মনের বিস্ময় মিসেস চাওলার নজরে পড়ল। উনি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি জানকীদাসকে চেন? উনি একজন দিল্লীর নাম করা ব্যবসায়ী··সেদিন আমি মিসেস চাওলার কাছে জনি মিরান্ডা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিনি। কারণ আমি তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম এই জনি মিরান্ডা সম্বন্ধে আরো কিছু খোঁজ খবর নেব। এবং জানবার চেষ্টা করব কী করে জনি মিরান্ডা নাম পরিবর্তন করে জানকীদাস পাণ্ডে হল?

মিসেস চাওলার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আমি দিল্লীতে গিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ইনটেলিজেন্স অফিসার মুকুন্দ চৌবের সঙ্গে দেখা করলাম। চৌবে আমার পুরান বন্ধু ছিল। তাকে গিয়ে বললাম একটা খবর চাই।

কী খবর? চৌবে জিজ্ঞেস করল। যদি খবর গোপনীয় না হয় তাহলে নিশ্চয় তোমাকে ঐ খবর দেব।

শোন, আজ থেকে প্রায় চোদ্দ পনের বছর আগে গোয়ার পানাজিম শহরে এয়ার-ফোর্সের একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। লোকটির নাম হল জনি মিরান্ডা। লোকটি খুব ভাল তাস খেলতে পারে। আমি এই লোকটি সম্বন্ধে

কিছু জানতে চাই। কারণ জিজ্ঞেস করনা, ব্যক্তিগত। চোবে চট করে আমার কথার কোন জবাব দিল না। টেলিফোনে তার এক সহকর্মীর সঙ্গে কী জানি আলাপ আলোচনা করল। একটু বাদে আমাকে বলল: তুমি গিয়ে আমাদের পার্সোনেল অফিসার উইং কম্যান্ডার খোসলার সঙ্গে কথা বল। উনি হয়ত বলতে পারবেন এই জনি মিরান্ডা এয়ারফোর্সের কোন ইউনিটের সঙ্গে কাজ করছেন।

আমি উইং কম্যান্ডার খোসলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম এবং আমি কী চাই সেই প্রয়োজনের কথা ওকে খুলে বললাম। উইং কম্যান্ডার খোসলা আমার কথা শুনে বেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওর মুখের ভাবটা এমন ছিল যে তিনি যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি দুবার করে ওর কাছে বললাম আমার প্রয়োজন কী? একটু বাদে উইং কম্যান্ডার খোসলা বললেন: এতদিনের পুরান খবর কী দপ্তরের ফাইলে পাবেন···হ্যাঁ দাঁড়ান। আমার পুরান সহকর্মী আছে। ষাট দশকের শেষ ভাগে এই বন্ধু বোম্বাইতে ছিল। গোয়াতেও প্রায়ই যেত। এছাড়া বন্ধুটি এয়ারফোর্সের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটে কাজ করত।

বন্ধুর নাম ছিল উইং কম্যান্ডার মালহোত্রা। উইং কম্যান্ডার মালহোত্রার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন: আপনি জনি মিরান্ডার খোঁজ করছেন। বিলক্ষণ, আমি তাকে চিনতাম। লোকটি ছিল এক স্কাউন্ড্রেল। কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার হিসেব নিকেষ দিতে পারব না। মহিলা মহলে ওর নাম ছিল মিঃ গিগলো—অর্থাৎ মেয়েদের চুষে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার করে তাসের জুয়ো এবং ঘোড়ার জুয়ো খেলত। কিন্তু লোকটাকে ত অনেকদিন আগেই এয়ারফোর্স থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

মানে? আমি আমার জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলাম।

আসলে আমরা অনেকদিন জানতে পারিনি যে এই মিঃ গিগলো ভদ্রমহিলাদের হাত করবার জন্যে আর একটি অপকর্ম শুরু করেছিলেন।

অপকর্ম? কি ধরনের অপকর্ম? আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ল।

উইং কম্যান্ডার মালহোত্রা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: এই জনি মিরান্ডা স্মাগলিংয়ের কাজ কারবার শুরু করেছিলেন। এয়ারফোর্সের প্লেনে করে হাসিস ইত্যাদি এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যেতেন। তারপর একদিন এয়ারফোর্সের কর্তৃপক্ষ ওকে সন্দেহ করে ছুটি দিলেন। যেহেতু তার বিরুদ্ধে কোন সঠিক প্রমাণ ছিল না, সেই কারণবশতঃ আমরা তাকে ভলানটিয়ারি রিটায়ার করবার সুযোগ দিলাম এবং পরে এয়ারফোর্সের রিকোমেন্ডশনে জনি মিরান্ডা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পেয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন চাকুরিতে টিঁকে থাকতে পারে নি।

কেন? আমি ছোট প্রশ্ন করলাম।

কেন? দেখুন এ স্মাগলার ইজ অলওয়েজ এ স্মাগলার। অবশ্য এ আমার

শোনা কথা। শুনেছিলাম জনি মিরাণ্ডা আর্মস স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন।

আপনি এই সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন? আমি জানবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম।

কেন পারব না। আপনি জানেন যে আমাদের দেশে পাকিস্তান, বার্মা, প্রভৃতি পাশের দেশগুলি থেকে বেআইনী আর্মস স্মাগল করে আনা হচ্ছে। কী করে আনা হচ্ছে? জনি মিরাণ্ডা এই আর্মস স্মাগল করবার জন্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করত। একবার ইম্ফল থেকে প্লেনে করে একটি মৃতদেহের কফিন কলকাতায় নিয়ে আসা হল। মৃতদেহের কফিন, তাই এ নিয়ে প্লেনের কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে কফিন যখন নিচে নামান হল তখনও কার মনে সন্দেহ হয়নি যে এই কফিনের ভেতর কী আছে? পরে কফিন যখন বাইরের একটা মৃতদেহ নিয়ে যাবার ভ্যানে ওঠাবার চেষ্টা করা হল তখন অসাবধানতার দরুণ হঠাৎ কফিন মাটিতে পরে গেল এবং পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কফিন ভেঙে চৌচির হল। কফিন থেকে কী পাওয়া গেল? মৃতদেহ! কী যে বলেন?

প্রায় পঞ্চাশটির বেশি এ. কে. ৪৭ রাইফেল। চীনের তৈরি এই সব অস্ত্র কফিনে করে আমাদের দেশে স্মাগল করে আনা হচ্ছিল। এবার এই অস্ত্র স্মাগল নিয়ে তদন্ত শুরু হল। এই স্মাগলিং-এর জন্যে জনি মিরাণ্ডাকে অনেক জেরা এবং প্রশ্ন করা হল। কিন্তু জনি মিরাণ্ড ভিজে বেড়াল সাজল। বলল ঃ এই স্মাগলিংএর বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। নিয়মিত সরকারি আইন অনুযায়ী এই কফিন কলকাতার জন্যে বুক করা হয়েছিল। এই কফিনের ভেতর অস্ত্র আছে না মৃতদেহ, একথা জনি জানবে কী করে? অবশ্যি জনির জবাবে পুলিশ খুব সন্তুষ্ট হল না। কিন্তু প্রমাণের অভাবে জনিকে ছেড়ে দিতে হল।

এর পরবর্তী ঘটনা, আরো কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এই ঘটনার পুরো বিবরণী আমি আপনাকে দিতে পারব না। যদি আপনি জনি মিরাণ্ডার এই কীর্তি কাহিনীর পুরো ঘটনা জানতে চান তাহলে আপনাকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সিকিউরিটি অফিসার চন্দ্রকান্ত দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে হবে আমি চন্দ্রকান্তকে টেলিফোন করে আপনার প্রয়োজনের কথা খুলে বলব—এবং বলন বিষয়টি নিয়ে আপনি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।

আমি উইং কম্যাণ্ডার মালহোত্রাকে বললাম ঃ আমি জনির জীবনের কার্যকলাপের প্রতিটি খবর জানতে চাই। অবশ্যি কেন জানতে চাই সেই কারণ তাকে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে বললাম না। এরপর উইং কম্যাণ্ডার মালহোত্রা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সিকিউরিটি এবং ভিজিলেন্স অফিসার চন্দ্রকান্ত দেশাইয়ের কাছে টেলিফোন করে আমার কথা বললেন। ওর সঙ্গে দেখা করবার একটা দিনও ধার্য করা হল?

নির্দিষ্ট দিনে আমি চন্দ্রকান্ত দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

চন্দ্রকান্ত দেশাই দেখতে বেশ গোলগাল, নাদুস প্রকৃতির। হাসিখুশি, দেখলেই

মনে হয় একেবারে মাইডিয়ার, তিনি বললেন বলুন, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

দেখুন আমি একটি লোক সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ করছি। হয়ত এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন·· আমি বললাম।

লোকটির নাম কী বলুন ? অবশ্যি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সব কর্মচারি পাইলটের খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না। আপনি লোকটি সম্বন্ধে পার্সোনেল বিভাগে খোঁজ নিতে পারেন।

কিন্তু উইং কম্যাণ্ডার মালহোত্রা বললেন যে এই লোকটি সম্বন্ধে আপনিই কিছু বলতে পারেন।

আগে ওর নামটা বলুন, তারপর বলব ওর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কি না ? চন্দ্রকান্ত দেশাই জবাব দিলেন।

লোকটির নাম হল জনি মিরাণ্ডা। আমার কথা শেষ হবার আগেই চন্দ্রকান্ত দেশাইয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি বেশ গম্ভীর হলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে গুরু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা আপনি এই জনি মিরাণ্ডা সম্বন্ধে খোঁজ খবর করছেন কেন ? জানেন তো লোকটি সুবিধের নয় আমরা তো ওকে খতরনাক আদমী অর্থাৎ বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে জানতাম।

জানতাম মানে, উনি কী এখনও আপনাদের কোম্পানীতে কাজ করেন না ? আমি চন্দ্রকান্ত দেশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

না, উনি হলেন একজন পাকা স্মাগলার। তাই ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স থেকে ওর চাকুরি গেল। কিন্তু স্মাগলার বলে তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করা যায় নি। অতএব ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স এই জনি মিরাণ্ডাকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কাজের জন্যে রিকোমেণ্ড করলেন। এই রিকোমেণ্ডশন পাবার পর জনি মিরাণ্ডার আমাদের কোম্পানীতে চাকুরি পেতে কোন অসুবিধা হল না। হয়ত এখানে এসেও তিনি স্মাগলিং কিংবা অবৈধ কাজকর্ম করছিলেন। কিন্তু যে অপরাধের জন্যে কিংবা যে সন্দেহের জন্যে ওকে চাকুরি থেকে সরান হল সেই অপরাধ ছিল গর্হিত অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যায় খুন।

খুন ? আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে এই দুইটি অক্ষর উচ্চার করে ছিলাম।

হ্যাঁ খুন। শুনুন, পুলিশ সন্দেহ করেছিল কিন্তু প্রমাণ করতে পারে নি যে এই খুনের সঙ্গে জনি মিরাণ্ডার গভীর সম্পর্ক আছে। তাই এই খুনের কিছু বিবরণী আপনাকে দিতে চাই। তাহলেই আপনি জানতে পারবেন জনি মিরাণ্ডা কী প্রকৃতি কিংবা কী চরিত্রের লোক। এরপর আপনিই বলবেন কী করে জনি মিরাণ্ডা এই খুনের অভিযোগ থেকে বেড়িয়ে গেল।

এরপর চন্দ্রকান্ত দেশাই তার লম্বা কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

জনি মিরাণ্ডা যখন আমাদের এয়ারলাইনসে যোগ দিয়েছিল তখন আমাদের বলেছিল যে সে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের এক সামান্য পার্সনালের কাজ করে বটে

তবু সে এক বড় ঘরের রইস আদমী। তার এক বড়লোক ঠাকুমা আছে। তিনি বেশ কয়েক লাখ টাকার মালিক। তার প্রচুর গয়নাপত্র আছে।

আমরা অবশ্যি জনি মিরাণ্ডার এই সব কথাকে একেবারেই বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস না করবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ এই ধরনের বহু গল্প কাহিনী সে সে আমাদের বলেছিল। কোন কাহিনী সত্যি কোনটা মিথ্যে আমরা যাচাই করি নি। কিন্তু একদিন জানতে পারলাম জনি আমাদের কাছে সত্যি কথাই বলেছিল। তার ঠাকুমা বেশ বড় লোক বর্ধিষ্ণু মহিলা ছিলেন। এই খবরটা পুলিশ আমাদের দিয়েছিল। কারণ একদিন পুলিশ আমার কাছে এল এবং আমাকে একটি ফটো দেখিয়ে বলল ঃ আপনি এই লোকটাকে চেনেন? না চিনবার কথাই বটে কারণ আপনাদের এয়ারলাইনসে হাজার লোক কাজ করে। তবু বলব এই লোকটিকে চিনে রাখুন…এর নাম হল জনি মিরাণ্ডা। আপনাদের এয়ারলাইনসে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। আমরা ওকে একটা খুন সংক্রান্ত ব্যাপারে খুঁজে বেড়াচ্ছি এর পর পুলিশ আমাদের কাছে এই খুনের কিছু বিবরণী দিল। পুলিশের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে কিছুদিন দিল্লীর কাস্টমস তাদের এক প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে কিছু দামি ডায়মণ্ড এবং একটি রুবির ও হীরের নটরাজের মূর্তি উদ্ধার করেছে। এই ডায়মণ্ড ও নটরাজের মূর্তির কোন ডিক্লারেশন কাস্টমসকে দেওয়া হয়নি। প্যাসেঞ্জার কেন এই জিনিস লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; কাস্টমস এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবার দায়িত্ব পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল।

প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারল যে সে দিল্লীর কনট সার্কাসের নানাভাতি এ্যাণ্ড সন্স জুয়েলারীর দোকান থেকে এই ডায়মণ্ড ও নটরাজের মূর্তি কিনেছে। এই বেচাকেনার কী কোন রসিদ আছে? পুলিশ প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেছিল।

না। প্যাসেঞ্জার ছোট জবাব দিয়েছিল: তার কথাবার্তা বলবার ভঙ্গী এবং চালচলন দেখে পুলিশের সন্দেহ বাড়ল। তারা এবার কনট সার্কাসের নানাভাতি এ্যাণ্ড সন্স দোকানে গিয়ে হানা দিল এবং ডায়মণ্ড ও জুয়েলারী ও প্যাসেঞ্জারকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল ঃ আপনারা কী এসব জুয়েলারী এই লোকটির কাছে বিক্রী করেছিলেন।

না, দোকানের মালিক অমৃত ভাই নানাভাতি জবাব দিলেন। এই লোকটিকে কোনদিন আমরা দেখিনি।

আমরা জানতাম লোকটি মিথ্যে কথা বলেছে। পুলিশ বলল।

কিন্তু জুয়েলারীগুলি এবং নটরাজ মূর্তি কার হতে পারে হয়ত আমার বাবা, অর্থাৎ এই দোকানের প্রতিষ্ঠাতা জীবনভাই নানাভাতি বলতে পারবেন। কারণ জুয়েলারী বাজার সম্বন্ধে তার দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা আছে।

বেশ তাহলে তাকে ডাকুন…আমরা তার সঙ্গে কথা বলব। পুলিশ ইনসপেক্টর বললেন।

না। তার পক্ষে এখানে মানে দোকানে আসা সম্ভব নয়। কারণ ওর বয়স প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি। উনি আজকাল বাড়িতেই থাকেন। হয়ত আমার বাবা বলতে পারবেন এই ডায়মণ্ডগুলির মালিক কে? কারণ ইন্‌সপেক্টর এই ডায়মণ্ড নটরাজ মূর্তি এক ঐতিহাসিক সম্পদ।

পুলিশ এবার গিয়ে পুরান দিল্লীর মেটকাফ রোডে জীবনভাই নানাভাতির সঙ্গে দেখা করল এবং তাদের তদন্ত এবং তারা কী জানতে সেই প্রয়োজনের কথা খুলে বলল।

বৃদ্ধ জীবনভাই নানাভাতি অনেকবার ডায়মণ্ডগুলি ও নটরাজের মূর্তি নাড়াচাড়া করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেনঃ ইন্‌সপেক্টর আপনারা এই ডায়মণ্ডগুলি কোথায় এবং কার কাছ থেকে পেলেন?

পুলিশ এবার জীবনভাই নানাভাতিকে বললঃ কাস্টমস এই ডায়মণ্ড ও নটরাজ মূর্তি একটি প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে। আপনি জানেন দেশের মূল্যবান এবং ঐতিহাসিক সম্পদ সরকারের বিনানুমতিতে বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। লোকটি আমাদের কাছে সঠিক জবাব দেয়নি এই জিনিসগুলি কার কাছ থেকে পেয়েছে কিংবা কিনেছে। প্রথমে বলেছিল যে ডায়মণ্ডগুলি আপনাদের কনট সার্কাসের দোকান থেকে কিনেছে। আমরা প্যাসেঞ্জারকে আপনার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনার ছেলে বললঃ ডায়মণ্ডগুলি আপনাদের দোকানের নয়। এ ছাড়া ঐ নটরাজ মূর্তিতো নয়ই। তবে এগুলি খুব সম্ভবত ঐতিহাসিক সম্পদ। হয়ত আপনি এই সম্বন্ধে আমাদের কাছে কিছু বলতে পারবেন।

জীবনভাই নানাভাতি চুপ করে রইলেন। হয়ত অতীতের স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। পরে বললেন আমি ডায়মণ্ডগুলির মালিক কে জানি। কারণ তার কাছ থেকে আমি আগেও চারপাঁচবার এই ধরনের বলতে পারেন একই সাইজের কিছু ডায়মণ্ড কিনেছি। তবে এই ডায়মণ্ডগুলি আমি কোনদিনই কিনিনি।

তবে ডায়মণ্ডগুলি ঐতিহাসিক সম্পদ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আপনি এই ডায়মণ্ডগুলি ঐতিহাসিক সম্পদ বলছেন কেন? পুলিশ ইন্‌সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন।

কারণ খুলে বলছি। এই ডায়মণ্ড এবং নটরাজমূর্তির মালিকের নাম হল লিলিয়ান মিরাণ্ডা। বয়স আশির উপর। তিনি দিল্লীর ডিফেন্স কলোনীতে থাকেন। আমি তার কাছ থেকে এর আগে ডায়মণ্ড কিনেছি। এছাড়া উনি আমাকে এই ডায়মণ্ডগুলি এবং নটরাজমূর্তিটি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তিনি এই গুলি বিক্রী করতে চাননি। বললেন মিঃ নানাভাতি আজ অবস্থা খারাপ হয়েছে বলেই এই জুয়েলারীগুলি বিক্রী করছি। আপনি জানেন এই ডায়মণ্ডগুলি কত পুরান? প্রায় আটনশো বছর হবে। এই ডায়মণ্ডগুলি আমি গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নরের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমি ওর সোশ্যাল সেক্রেটারী ছিলাম। ভারত সরকার যখন গোয়া দখল করে নিল এবং পর্তুগীজ গভর্নর লিসবনে চলে

গেলেন তখন তিনি আমার হাতে এই ডায়মণ্ডগুলি এবং নটরাজমূর্তিটি তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এগুলি কোষাগারে থাকলে ভারত সরকার ছিনিয়ে নেবে। তাই তোমাকে এই ডায়মণ্ডগুলি দিচ্ছি। যত্ন করে রেখ। এই ডায়মণ্ডগুলি পর্তুগীজ সরকার সম্রাট আকবরকে উপহার দেবার জন্যে এনেছিলেন। কিছু কিছু ডায়মণ্ড সম্রাটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইগুলি আর দেওয়া হয়নি। আর এই নটরাজ-মূর্তি পানাজিনের কাছে এক শিবমন্দির ছিল। সেই মন্দিরে এই নটরাজমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। দেখলেই বোঝা যায় এই নটরাজ অতি পুরান। ভদ্রমহিলা আমাকে আরও বললেন: বাজারে কিছু দেনা হয়ে গেছে। তাই এই গুলি বিক্রী করে দিচ্ছি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর জীবনভাই নানাভাতিকে জিজ্ঞেস করলেন: যে চারটি ডায়মণ্ড বিক্রী করেছিলেন তার দাম কত ছিল?

আমি দাম দিয়েছিলাম চার লাখ টাকা। যদিও আমি জানতাম যে ঐ ডায়মণ্ড-গুলির দাম দশ লাখের কম হবে না। কিন্তু ভদ্রমহিলা ঐ ডায়মণ্ডগুলির আসল মূল্য জানতেন না। জানবেন কী করে? নিজেতো পয়সা দিয়ে ডায়মণ্ডগুলি কেনেন নি। এ ছাড়া আর একটি খবর আপনাকে দেই ইন্সপেক্টর। এই ভদ্রমহিলা বৃদ্ধা হলে কী হবে? উনি ঘোড়ার পেছনে বাজি রেখে প্রচুর টাকা খুইয়েছেন।

— আপনাকে এই সব খবরগুলির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। এবার বলুন এই লিলি-য়ান মিরাণ্ডার ঠিকানা কী? আমরা ওর সঙ্গে দেখা করব।

জীবনভাই নানাভাতি পুলিশকে লিলিয়ান মিরাণ্ডার ঠিকানা দিলেন।

লিলিয়ান মিরাণ্ডা ডিফেন্স কলোনীর বাড়ি খুঁজে বার করতে পুলিশের কোন অসুবিধে হল না। একটা ছোট পুরান ভাড়া করা বাড়ি। এই বাড়ির পেছনে একটি ঘরে লিলিয়ান মিরাণ্ডা থাকতেন। কিন্তু পুলিশ গিয়ে দেখল যে ঘর বন্ধ।

পুলিশ বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে খুঁজে বার করল।

এই বাড়িতে লিলিয়ান মিরাণ্ডা থাকেন?

হ্যাঁ, পেছনের দিকে···বাড়িওয়ালা জবাব দিলেন।

না ঘর বন্ধ · পুলিশ জবাব দিল।

পুলিশের জবাব শুনে বাড়িওয়ালা একটু অবাক হলেন।

মিসেস মিরাণ্ডা বৃদ্ধা! তিনি কখনই তার বাড়ির বাইরে যান না। চলুন আমি নিজে গিয়ে দেখব, দরজা বন্ধ কেন?

পুলিশ ও বাড়িওয়ালা আবার বাড়ির পেছনে গেলেন। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল!

অনেক ধাক্কা দেবার পরও কেউ দরজা খুলল না। বাধ্য হয়ে পুলিশ জোর করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকে দেখতে পেল যে বিছানায় লিলিয়ান মিরাণ্ডা শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন বললে ভুল হবে। বৃদ্ধা লিলিয়ান মিরাণ্ডার মৃতদেহ পড়ে আছে। ঘরের

জিনিসপত্র ঘরের চারদিকে ছড়ান আছে। দু'তিনটে ছেঁড়া বালিশ পড়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় এই বালিশ ছিঁড়ে কেউ নিশ্চয় কিছু খুঁজেছে…ঘরের চারদিকে বইপত্র ছড়ান আছে। ঐ বইয়ের সঙ্গে বোম্বাইর রেসকোসে'র কিছু হ্যাণ্ডিকাপের বই ছিল। ঘরের একটা জানালা যেন বন্ধ ছিল। এরপর ডাক্তার ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন যে শেষরাত্র নাগাদ হয়ত ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। আপনারা ডেডবডি পোস্ট মর্টমের জন্যে পাঠিয়ে দেবেন…

লিলিয়ান মিরাণ্ডার মৃতদেহ পোস্ট মর্টমের জন্যে পুলিশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পুলিশ এবার বাড়িওয়ালাকে জেরা শুরু করল।

মিসেস মিরাণ্ডা কতদিন যাবৎ আপনার ভাড়াটে ছিলেন ?

প্রায় দশ এগার বছর হবে—বাড়িওয়ালা জবাব দিলেন। তিনি খুব শান্ত প্রকৃতির ভদ্র মহিলা ছিলেন। বৃদ্ধা হলে কী হবে ? উনি প্রতিদিন সকালে নিয়মিত ভাবে বেড়াতে যেতেন। তবে বড় কার সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। অবশ্য আমাকে দেখলেই বলতেন গুডমর্নিং কেমন আছেন ? এই ছিল তার কথা বলবার বাঁধাগৎ ·

ওর কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না ? মানে উনি জীবন একাই কাটাতেন…তবু যদি কোন আত্মীয় ওর কাছে আসতেন এমন কারো নাম ঠিকানা জানা আছে কী ?

বাড়িওয়ালা কিছুক্ষণ কী জানি ভাবলেন। তারপর বললেন হ্যাঁ ওর এক নাতি আছে। নাম হল জনি মিরাণ্ডা·· তিনি তো প্রায়ই এই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। দাঁড়ান, মনে পড়েছে। উনি কালও একবার এখানে এসেছিলেন।

উনি কোথায় থাকেন জানেন ?

না, তবে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে কাজ করেন। ওখানে গিয়ে খোঁজ করুন…

একটানা কথা বলে চন্দ্রকান্ত দেশাই কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। পরে বললেনঃ এই সর্বপ্রথম আমরা জনি মিরাণ্ডার বড়লোক ঠাকুমার খবর পেলাম। পুলিশের মুখে সমস্ত খবর শুনে বুঝতে পারলাম যে ঠাকুমাকে হত্যা করে তার ঘর তল্লাসি করে জনি মিরাণ্ডা ঐ ডায়মণ্ডগুলি এবং নটরাজের মূর্তিগুলি চুরি করে পালিয়েছে। পরে ঐ-সব মূল্যবান জুয়েলারি আর একজন লোকের কাছে বিক্রী করেছে।

আমরা, চন্দ্রকান্ত দেশাই বলতে লগলেন পুলিশকে জনি মিরাণ্ডার বাড়ির ঠিকানা দিলাম। জনি মিরাণ্ডা পুণার কাছে একটি বাড়িতে থাকত। পুলিশ গিয়ে ঐ বাড়িতে হানা দিয়েছিল ; বাড়িটা ছিল এক পুরোন ফ্ল্যাট বাড়ি। পুলিশ দরোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করল জনি মিরাণ্ডা বলে কাউকে চেন ?

জনি মিরাণ্ডা ! না এই নামে কেউ এখানে থাকেন না—দরোয়ান জবাব দিল।

এবার পুলিশ জনি মিরাণ্ডার একটি ছবি দরোয়ানকে দেখাল। বলল এই লোকটির নাম হল জনি মিরাণ্ডা।

দরোয়ান জনি মিরাণ্ডা নাম শুনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল। বলল না স্যার, এর নাম হল জানকীদাস পাণ্ডে ··

এবার পুলিশ দরোয়ানকে ধমক দিয়ে বলল: সত্যি কথা বল কোন কিছু লুকোবার চেষ্টা কর না। এই ছবি যার তার নাম হল জনি মিরাণ্ডা। উনি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে কাজ করেন···

হুজুর আমি আপনার কাছে কোন মিথ্যে কথা বলিনি। এই জীবনদাস পাণ্ডে আজ প্রায় দশ বছর যাবৎ এই ফ্ল্যাটে আছেন। ফ্ল্যাটের সবাই ওকে জানকীদাস পাণ্ডে বলে চেনেন। উনি ব্যবসায়ী ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে কাজ করবেন কেন?

পুলিশ অবশ্যি এই জানকীদাস পাণ্ডেকে থানায় এনে জেরা করেছিল। কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি যে জানকীদাস পাণ্ডে এবং জনি মিরাণ্ডা একই ব্যক্তি। কারণ জানকীদাস বহু প্রমাণপত্র পুলিশের কাছে দাখিল করল যে দশ বছর যাবৎ সে ঐ ফ্ল্যাটে বসবাস করছে। ফ্ল্যাটের সবাই তাকে জানকীদাস পাণ্ডে নামে চেনে। জনি মিরাণ্ডা বলে কারু নাম সে কস্মিন কালেও শোনেনি বা চেনে না।

পুলিশ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসকে জনি মিরাণ্ডাকে শনাক্ত করতে বলল। সবাই গিয়ে বলল যে ঐ লোকটিই হল জনি মিরাণ্ডা। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের ভূতপূর্ব এক কর্মচারি জনি মিরাণ্ডা এক বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হল না। কারণ এই দুর্ঘটনায় তার চেহারা ও মুখ এত বিকৃত হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তিকে প্রায় চেনাই যায় না। বাধ্য হয়ে পুলিশকে স্বীকার করে নিতে হল যে জানকীদাস পাণ্ডে ও জনি মিরাণ্ডা এক ব্যক্তি নয়। এ ছাড়া ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বড় বড় কর্তারা এক নির্দেশজারী করলেন যে জানকীদাস পাণ্ডেকে নিয়ে যেন আর টানা হ্যাঁচরা না করা হয়। জনি মিরাণ্ডার হদিস পাওয়া গেছে। তিনি বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

*　　*　　*　　*

এই হল জানকীদাস পাণ্ডের জীবনের এক অংশ। তার এই বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক তথ্যই প্রমাণ করা হয়ত কঠিন কাজ হবে। কিন্তু সেদিন যদি পুলিশ জনি মিরাণ্ডা এবং জানকীদাস পাণ্ডের বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ এবং তার ব্লাড গ্রুপ মিলিয়ে দেখত তাহলে অতি সহজেই প্রমাণ করা যেত যে জনি মিরাণ্ডা ও জানকীদাস পাণ্ডে একই ব্যক্তি। জনি মিরাণ্ডা ও জানকীদাস পাণ্ডে একই ব্যক্তি। জনি মিরাণ্ডার ব্লাড গ্রুপ ছিল এ নিগেটিভ, বুড়ো আঙুলের ছাপ এবং এ নিগেটিভ, ব্লাড গ্রুপ মেলান সহজ কাজ নয়।

যাক এবার জানকীদাস পাণ্ডের জীবনীর আরও কিছু অংশ আপনাকে বলব। পুলিশের এই হাঙ্গামা ও জেরার সময় জানা গেল যে জানকীদাস পাণ্ডে হলেন দিল্লীর

এক ধনী ব্যবসায়ী সুপ্রকাশ চাওলার বিশেষ বন্ধু। এবং সুপ্রকাশ চাওলা হলেন রমলা চাওলার স্বামী। বিয়ের প্রায় দুবছরের মধ্যে সুপ্রকাশ চাওলা ও রমলা চাওলার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। রমলা চাওলা ডিভোর্স কেস করে বছরে দুলাখ টাকা খেসারৎ আদায় করেছিলেন। এই ডিভোর্স পাবার শর্ত ছিল। যদি কোনদিন রমলা চাওলার দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তাহলে তিনি এই খেসারৎ পাবেন না। রমলা ও সুপ্রকাশ চাওলার একটি মেয়ে সন্তান ছিল। ডিভোর্সের রায় অনুযায়ী কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুপ্রকাশ চাওলাকে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েটির বর্তমান বয়স প্রায় বারো বছর।

সুপ্রকাশ চাওলা গত দুবছর যাবৎ তার এই মেয়েকে প্রথমে এক অনাথ আশ্রমে এবং পরে এক উন্মাদ আশ্রমে রেখে দিয়েছেন। আমি খবর নিয়ে জেনেছি ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী যে এই মেয়েটি এখনও সুস্থ আছে এবং কেন তাকে পাগলা গারদে রাখা হয়েছে তার সঠিক কারণ ডাক্তার জানেন না। তবে সুপ্রকাশ চাওলা দিল্লীর এক ধনী ব্যবসায়ী হওয়া ছাড়াও রাজনৈতিক মহলে তার প্রচুর প্রভাব আছে। অতএব তিনি অনেক কিছু অন্যায় কাজ করতে পারেন। সে মেয়েটি যদি আর ছয়মাস ঐ উন্মাদ আশ্রমে দিন কাটায় তাহলে সে পাগল হবেই। রমলা চাওলা তার মেয়েকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার কোন চেষ্টাই সফল হয়নি।

আমি (অরুণ শ্রীবাস্তব তার চিঠির শেষ পাতায় লিখেছেন) এই জনি মিরাণ্ডা জানকীদাস পাণ্ডে সুপ্রকাশ চাওলা এবং তার বিবাহ বিচ্ছেদের পুরো কাহিনী নিয়ে তদন্ত করেছি এবং জানবার চেষ্টা করেছি কী কারণে সুপ্রকাশ চাওলা ও জানকীদাস পাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। পরে জানতে পারলাম যে তাদের জুয়ো খেলার আড্ডায় এদের দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচয় থেকে তাদের দৃঢ় বন্ধুত্ব হল। এই সময়ে সুপ্রকাশ চাওলা কয়েকটি বিদেশী আর্মস ম্যানুফাকচারিং কোম্পানীর ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। তিনি প্রথমে আর্মস বেচাকিনি থেকে যে কমিশন পেতেন সেই থেকে তার জীবন বেশ স্বাচ্ছন্দেই কেটে যেত। কিন্তু পরে তার রোজগারের চাইতে অর্থের প্রয়োজন যখন বেশি হল তখন তিনি আর্মস স্মাগলিংয়ের এর সঙ্গে ড্রাগস স্মাগলিংয়ের কাজ শুরু করলেন। তার এই কাজের জন্যে একজন বিশ্বস্ত সহকারির দরকার ছিল। রতন রতনকে চেনে। তাদের আড্ডার আলাপে পর থেকে সুপ্রকাশ চাওলা বুঝতে পারলেন যে এই নোংরা কাজের জন্যে জানকীদাস পাণ্ডেই তার সহকারি হবার উপযুক্ত। ইতিমধ্যে জনি মিরাণ্ডারও নাম অদলবদলের দরকার ছিল। যখন মৃত ব্যবসায়ী জানকীদাস পাণ্ডের নাম ও পরিচয় দিয়ে সবার কাছে আত্মপরিচয় দিতে শুরু করল তখন তার একজন মুরুব্বীর দরকার ছিল। সুপ্রকাশ চাওলা এই মুরুব্বী হতে রাজি হলেন। তিনি জনি মিরাণ্ডাকে নতুন নামে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে রাজি হলেন শুধু এক শর্তে ঃ তুই আমার আর্মস স্মাগলিং-এর কাজ কারবারে সাহায্য করবে।

এই কাজটি জানকীদাস পাণ্ডের মনোঃপূত হল। সে সুপ্রকাশ চাওলার সহকারি হিসেবে কাজ করতে শুরু করল এবং এর পরিবর্তে সুপ্রকাশ চাওলা তাকে বাজারে নতুন নামে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু জুয়াড়ী চিরকাল জুয়াড়ীই থাকে। জানকীদাস পাণ্ডের পাল্লায় পড়ে সুপ্রকাশ চাওলা তাস এবং রেস খেলে প্রচুর বাজি হেরেছিলেন। তারপর একদিন দেখা গেল যে সুপ্রকাশ চাওলা প্রায় কপর্দকহীন হয়েছেন। তার অর্থের প্রয়োজন হল। এছাড়া বছরে তাকে দুলাখ টাকা রমলা চাওলাকে খেসারৎ দিতে হচ্ছে। কী করে এই খেসারৎ দেওয়া বন্ধ করা যায়। যদি রমলা চাওলা আবার বিয়ে করেন। না, যে কোন হেজিপেজি ব্যক্তিকে নয়। সুপ্রকাশ চাওলার কোন মনোনীত ব্যক্তিকে বিয়ে করতে হবে। কারণ বিয়ের আগে থেকে সুপ্রকাশ চাওলা তার স্ত্রী রমলা চাওলার পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। হয়ত এই ব্যর্থতাই ছিল বিবাহ বিচ্ছেদের একটি কারণ। এখানে বলা দরকার যে রমলা চাওলার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আয় হত বার্ষিক পাঁচ ছয় লাখ টাকা। তার মোটা জমান টাকাও বেশ ছিল।

জানকীদাস পাণ্ডে ছিল একজন বড় ব্ল্যাকমেলার। সে একদিন বোম্বাইতে এসে রমলা চাওলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করল। বন্ধুত্বও হল। সে এবার রমলা চাওলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে সুকৌশলে জানালো যে তার ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ আছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রতি মাসে সুপ্রকাশ চাওলা জানকীদাস পাণ্ডেকে বেশ মোটা টাকা মাসোহারা দিতেন এবং এই টাকার অধিকাংশই জানকীদাস পাণ্ডে করিমভাই জিজিভাইয়ের মিডনাইট ক্লাব বারে জুয়ো খেলায় ওড়াত। তার রমলা চাওলার পৈতৃক সম্পত্তি এবং অর্থের উপর কোন লোভ নেই। তবে এই বিয়ের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলে এর পরিবর্তে জানকীদাস পাণ্ডে রমলা চাওলাকে তার হারান মেয়েকে ফিরে পেতে সাহায্য করবে। সুপ্রকাশ চাওলাও বললেন যদি রমলা চাওলা জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করতে রাজি থাকে তাহলে রমলা চাওলা তার বারো বছরের মেয়েকে ফিরে পাবে। মেয়েকে ফিরে পাবার এই প্রস্তাবটি রমলা চাওলাকে বিচলিত ও প্রলুব্ধ করেছিল এছাড়া জানকীদাস পাণ্ডে দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল। এবং কী করে মেয়েদের মনকে ভোলাতে হয় তার সব কৌশলই জানকীদাস পাণ্ডে জানত। অতি অল্পদিনের মধ্যে জানকীদাস পাণ্ডে রমলা চাওলাকে হাতের মুঠোয় করল এবং রমলা চাওলা জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করতে রাজি হলেন। সুপ্রকাশ চাওলা এই খবরে খুশি হলেন। কারণ তিনি জানতেন যে এই বিয়ে হলে তাকে আর বিবাহ বিচ্ছেদের খেসারতের টাকা গুণতে হবে না। শুধু তাই নয়, যদি একবার তার অনুগত জানকীদাস পাণ্ডে রমলাকে বিয়ে করে তাহলে বিয়ের পর জানকীদাস পাণ্ডে রমলার সম্পত্তির বেশ কিছু মোটা অংশ হয়ত গ্রাস করতে পারবে। এর পরিবর্তে সুপ্রকাশ চাওলা তার মেয়েকে রমলা চাওলাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি

হলেন। জানকীদাস পাণ্ডে কিংবা সুপ্রকাশ চাওলা একবারও ঘুণাক্ষরেও রমলা চাওলাকে কোন আভাস দেয়নি যে তিনি কপর্দকহীন, এবং জুয়ো খেলা তার পেশা ও নেশা।

আমি তদন্ত করে এই সব খবর সংগ্রহ করেছিলাম এবং এই সব খবর রমলা চাওলাকে দিয়েছিলাম। অবশ্যি আমার হাতে প্রমাণ করবার মত এমন কোন প্রমাণ বা সাক্ষী-সাবুদ ছিল না। কারণ আমার এসব তথ্য বিভিন্ন লোকের সঙ্গে শুধু কথাবার্তা বলে জানতে পেরেছিলাম। রমলা চাওলা এই কথাগুলি শুনবার পর ভাবতে শুরু করলেন যে আমি জানকীদাস পাণ্ডেকে হিংসা করি এবং তাই এই সব তথ্য অতিরঞ্জিত শুধু তার মনকে বিষাক্ত করবার জন্যে বলেছি। এছাড়া তিনি তার মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে এত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, কোন প্রকার যুক্তি তর্ক শুনতে তিনি একেবারে রাজি ছিলেন না। আমি যতই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ততোই তিনি ভাবতে লাগলেন জানকীদাস পাণ্ডে সম্বন্ধে আমি যা বলছি সবই মনগড়া, অতিরঞ্জিত এবং আমি তাকে হিংসে করি বলেই এসব কথা বলছি।

অতএব আমি আপনাকে অনুরোধ করব যদি আপনি জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাকে বলবেন যে আপনি তার অতীত জীবন কাহিনী জানেন এবং এও জানেন যে জনি মিরাণ্ডা এবং জনকীদাস পাণ্ডে একই ব্যক্তি। যদি জানকীদাস পাণ্ডের বুড়ো আঙুলের ছাপ এবং ব্লাডগ্রুপ পরীক্ষা করা হয় তাহলে অতি সহজেই আমার এই অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে। তাকে আরো বলবেন যে, দিল্লীর পুলিশ জনি মিরাণ্ডাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কারণ জনি মিরাণ্ডা তার দিদিমাকে খুন করেছে। এবং এও বলবেন যে, সে কী উদ্দেশ্য নিয়ে রমলা চাওলাকে বিয়ে করতে চাইছে একথা আপনার জানা। তাহলে সে পুলিশের ভয়ে এই বিয়ে নাও করতে পারে। আপনার কাজ কেবল রমলা চাওলার কাছে এই লম্পট জানকীদাস পাণ্ডের আসল চরিত্র তুলে ধরা এবং তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যে সে তার ভূতপূর্ব স্বামী সুপ্রকাশ চাওলা ও জানকীদাস পাণ্ডের ফাঁদে পা দিচ্ছে, তাহলে হয়ত রমলা চাওলা তার মত পরিবর্তন করবে। আমি নিজে যদি এসব কথা আবার তাকে বলি তাহলে উনি আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করবেন না।

আমি জানি এই ঘটনা তদন্ত করবার জন্যে আপনার কিছু টাকা খরচ করতে হবে। এ ছাড়া আপনার পারিশ্রমিকও আছে। সব মিলিয়ে আপনার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা ক্যাশ রেখে গেলাম। যদি আরো বেশি টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে বলবেন, আমি ফিরে এসে বাকী টাকা মিটিয়ে দেব।

ইতি—

অরুণ শ্রীবাস্তব

দীর্ঘ লম্বা চিঠি বায়রন প্রায় এক নিঃশেষে পড়ল। চিঠিখানা পড়বার পর সে বুঝতে পারল এই জানকীদাস পাণ্ডে শুধু ব্ল্যাকমেলার নন, তিনি

একজন পাকা খুনীও। খুনী বলেই সে বিনোদকে খুন করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

বায়রন চিঠিখানা পড়বার পর তার গ্লাসে একটি ডবল স্কচ ঢালল। তারপর আলবেলাকে টেলিফোন করল। বলল, ডার্লিং কেমন আছ?

আলবেলা বায়রনের কণ্ঠস্বর শুনে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলল: ডার্লিং এত সকালে তোমার গলার স্বর শুনতে পাব আশা করিনি, আমাকে কী আবার ঐ জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে হবে?

দেখা করতে হবে না। তবে অন্য জরুরী কাজ করতে হবে। খুবই প্রয়োজনীয়। তুমি এক্ষুণি এখানে চলে এস।

তুমি কোন চিন্তা করনা ডার্লিং। আমি এক্ষুণি একটা ট্যাক্সি নিয়ে তোমার কাছে আসছি।

আলবেলা বায়রনের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছুতে বেশি সময় নিলনা।

হ্যালো ডার্লিং, তুমি প্রতিবারই যখন আমাকে টেলিফোন কর কিংবা ডেকে পাঠাও তখন আমি খুব থ্রিল বোধ করি। বল, ডার্লিং এবার আমাকে কী করতে হবে? আলবেলা উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

কফি? বায়রন প্রশ্ন করল।

— কফি নয়, শেরী দাও। তোমার কাছে এলেই আমার বড্ডো তেষ্টা পায়। তাই আমি শেরী খাব, আলবেলা বেশ আব্দারের সুরে বলল।

বায়রন একটা ছোট শেরীর গ্লাসে কিছুটা শেরী ঢেলে আলবেলাকে দিল।

শেরীর গ্লাসে চুমুক দিয়ে আলবেলা জিজ্ঞেস করল—এবার তোমার হুকুম কি শুনি?

আমার তদন্তের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। শুধু আর কয়েকটা কাজ করলেই এই সমস্যা সমস্যা সমাধানের ইতি হবে। এবার শোন, তোমাকে কী করতে হবে? তোমাকে অভিনয় করতে হবে।

অভিনয়? তারপর এক লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলবেলা বলল: বায়রন তুমি তো জানো, আমিও অভিনেত্রী হবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু হতভাগা প্রযোজক ডিরেক্টরেরা শুধু আমার দেহের সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল। আমাকে তারা প্রতিভা দেখাবার কোন সুযোগ দেয়নি···যাক এবার বল কী করতে হবে?

বায়রন মৃদু হাসল। বলল—আলবেলা তোমাকে এক সিরিয়াস রোলে অভিনয় করতে হবে। প্রথমত তুমি সাউথ গ্রীন হোটেলে জানকীদাস পাণ্ডেকে টেলিফোন করবে। এই জানকীদাস পাণ্ডে মিসেস জৈনের মানে লিলির কাছ থেকে একটি টেলিফোন পাবার আশা করছেন। তুমি টেলিফোনে নিজেকে মিসেস জৈন বলে পরিচয় দেবে। এবং লিলির গলার স্বর নকল করবে। তুমি বলবে যে, একটু হাঙ্গামায় পড়েছ, এ ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিও বেশ সংকটজনক। অতএব তোমার স্বামী অর্থাৎ মিঃ জৈন, তুমি বুঝে নিয়ো মিঃ জৈন কে, কাল বোম্বাইতে যাবেন এবং

তোমার সঙ্গে দেখা করে কতগুলি জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এই আলোচনা আমাদের দু'জনের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক।

হয়ত জানকীদাস পাণ্ডে এই প্রস্তাবে রাজি হবেন। কারণ পরিস্থিতি সংকটজনক শুনলে জানকীদাস পাণ্ডের এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আলবেলা তার চোখ তুলে ভুরু নাচিয়ে বলল—ওঃ শুধু এই সামান্য কাজ করতে হবে···

এর পরও তোমার আর একটা কাজ করতে হবে, বায়রন বলতে লাগল—কাল তুমি বোম্বাই পুলিশ হেডকোয়াটার্সে গিয়ে ইন্সপেক্টর চৌগুলের সঙ্গে দেখা করবে। তাকে বলবে যে বায়রনকে নিয়ে তোমার বড্ডো চিন্তাভাবনা হচ্ছে। কারণ আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর, বায়রন মিডনাইট ক্লাব বারে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছে এবং আমার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছে, আপনি আমাকে কী ধরনের প্রশ্ন করেছেন এবং কী কী জানতে চেয়েছেন। তুমি আরও বলবে যে, আমি তোমার কাছ থেকে তোমাদের দুজনের অর্থাৎ চৌগুলে এবং তোমার ভেতর কী আলাপ-আলোচনা হয়েছে তার পুরো বিবৃতি আমি জানতে চেয়েছি। হয়ত এর পরে চৌগুলে তোমাকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। একটি প্রশ্ন হতে পারে মিডনাইট ক্লাব বারে লিলি কাপুর ও বিনোদ কাপুর ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি কিনা? তুমি এর জবাবে বলবে, তুমি আমার সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির নাম নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা করোনি···। চৌগুলে জানতে চাইবেন যে, মিডনাইট ক্লাব বারে লিলি কাপুরের অন্য কোন বন্ধু ছিল কিনা? এর জবাবে তুমি বলবে, তুমি এর বিন্দুবিসর্গও জাননা। কারণ মিডনাইট ক্লাব বারে কে লিলি কাপুরের বন্ধু ছিল তা তোমার জানার কথা নয়। আরও বলবে কাপুর দম্পতি ছাড়া মিডনাইট ক্লাব বারের অন্য কার নাম নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোন আলোচনা করিনি। আসলে চৌগুলে তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু কথা বার করে নেবার চেষ্টা করবেন।

চমৎকার! আর কিছু আমাকে করতে হবে? আলবেলা জিজ্ঞেস করল।

না, আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। আমার কাছে তোমার কিছু টাকা পাওনা আছে।

এই বলে বায়রন তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে আড়াই হাজার টাকা এনে আলবেলাকে দিল। বলল—তোমার পাওনা টাকা। মনে আছে আমি তোমার কাজের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা দেব বলেছিলাম। আড়াই হাজার টাকা আগেই দিয়েছি। এই হল বাকী আড়াই হাজার—

থ্যাংকস ডার্লিং। টাকাটা এখন আমার খুব কাজে লাগবে। জানো তো মিডনাইট ক্লাব বারের চাকরীটা চলে যাবার পর টাকার বেশ টানাটানি চলছে···। পরে বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ভেবেছিলাম তুমি আমাকে তোমার

সহকারী অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভের এসিস্ট্যান্ট করে নেবে এখন দেখছি আমাকে বিদায় দিচ্ছ।

বায়রন লিলির কথায় কান দিল না। শুধু বলল—ডার্লিং চৌগুলের সঙ্গে খুব সাবধানে কথা বলবে। লোকটা ভয়ানক ধূর্ত…

তুমি কোন চিন্তা করনা বায়রন। আমি যখন কোন কাজ করবার দায়িত্ব নিই তখন আমার সেই কাজে কোন ত্রুটি থাকেনা…

এই বলে আলবেলা চলে গেল।

* * *

এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী তার ঘরে বসে বোম্বাইয়ের দৈনিক সংবাদপত্রগুলির উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। এমনি সময় চৌগুলে তার ঘরে ঢুকলেন। এই যে ইনসপেক্টর নতুন কোন খবর আছে? অর্থাৎ খুনীর কোন হদিস পেলে? এদিকে দৈনিক কাগজগুলি কী লিখছে দেখেছ? সবাই আমাদের গালমন্দ দিচ্ছে। বলছে আজ অবধি আমরা বিনোদ কাপুরের খুনীর কোন সন্ধান করতে পারিনি কেন? কমিশনার রোজ রোজ আমাকে টেলিফোন করছেন কেসের কী হল? ভুলে যেওনা এককালে বিনোদ কাপুর বোম্বাইয়ের এক ডাকসাইটে সংবাদপত্রের ক্রাইম রিপোর্টার ছিলেন। তাই সংবাদদাতারা জানবার চেষ্টা করছেন বিনোদ কাপুরকে কে হত্যা করল?

চৌগুলে প্রথমে কোন মন্তব্য করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করবার পর বললেন: কেসটি যত সহজ ভেবেছিলাম এখন দেখছি অতো সহজ নয়। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগে আমার আরো কিছু তথ্য এবং প্রমাণ চাই। ওইসব তথ্য এবং প্রমাণ না পেলে শুধুমাত্র সন্দেহ করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

রুস্তমজী পেস্তনজী জিজ্ঞেস করলেন: অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করবার মত কোন তথ্য কিংবা প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারনি…

না স্যার, আসলে আমাদের এই তদন্ত খুব দ্রুত এগোচ্ছে না। গোড়াতে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বায়রন এই হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একবার মনে হয়েছিল বায়রন খুনী। কিছু পারিপার্শ্বিক প্রমাণও পেয়েছিলাম। কিন্তু ঐ প্রমাণকে ভিত্তি করে বায়রনকে গ্রেপ্তার করা যায় না। বরং পরে বুঝেছি এবং আপনাকে বলেওছি বায়রন খুনী নয়। কিন্তু খুনী তবে কে?

একথা সত্যি পারিপার্শ্বিক তথ্য বলে খুনের আগের দিন এবং খুনের দিন বায়রন তার বন্ধু এবং সহকর্মী বিনোদ কাপুরের সঙ্গে দেখা করতে মন আমুর ক্লাবে গিয়েছিল। একথা বায়রন আমাদের কাছ থেকে লুকোয়নি। যদি প্রমাণ করা যেত যে বায়রন লিলি কাপুরের সঙ্গে হোটেলে রাত কাটিয়েছে তাহলে হয়ত তার এই খুনের মোটিভ বোঝা যেত। কিন্তু বায়রন প্রমাণ করেছে যে সে প্লাজা হোটেলে লিলি কাপুরের সঙ্গে রাত্রি কাটায়নি এবং তার বিনোদ কাপুরকে খুন করবার কোন

যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। জুরীরা বায়রনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করবে না। বরং এ পর্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেই তথ্য অনুযায়ী লিলি কাপুরকেই তার স্বামীর খুনের সঙ্গে জড়ান যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল লিলি কাপুর বায়রনকে খুনী প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেন?

হ্যাঁ, এই প্রশ্নের একটা জবাব পাওয়া দরকার, রুস্তমজী পেস্তনজী ছোট্ট মন্তব্য করলেন।

স্যার, আমি লিলি ও বায়রনের গতিবিধির উপরে নজর রাখবার জন্যে দুজন ইনফরমার রেখেছিলাম। আমি খবর পেয়েছি বায়রন লিলি কাপুরের সঙ্গে দেখা করেছে। কেন দেখা করেছে তাব সঠিক কোন কারণ আমরা জানি না। বায়রন গত পরশুদিন অর্থাৎ লিলি কাপুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তার বাড়িতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা ছিল। পরে বায়রন আবার ফিরে এসে লিলির সঙ্গে দেখা করেছিল। এবং তারা দুজনে একসঙ্গে বেড়িয়ে যায়। তারা বোম্বাইয়ের শহরতলি কল্যাণে একটি হোটেলে গিয়েছিল। ঐখানেই লিলি এখন আছে। অথচ বায়রন আমাকে বলেছে, সে লিলি কাপুরের খবর রাখে না।

রবিবার দিন সকালে বায়রন হোটেলে গিয়ে লিলির সঙ্গে দেখা করেছিল। প্রায় ঘন্টাখানেক তারা দুজনে একসঙ্গে ছিল। এরপর লিলি হোটেল থেকে আর বেরোয় নি···

রুস্তমজী পেস্তনজী মন দিয়ে তার সহকারী চোগুলের কথাগুলি শুনলেন। কী জানি ভাবলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ চোগুলে, তোমার কী মনে হয় লিলি ও বায়রনের মধ্যে কোন গভীর সম্পর্ক আছে? হয়ত ওরা দুজনে আমাদের সঙ্গে কোন লুকোচুরি খেলছে।

আমি কী ভাবছি জানেন স্যার? অবশ্যি সবই আমার আন্দাজ। প্রমাণ করবার মত কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে প্রমাণিত হয়েছে অরুণ শ্রীবাস্তব যে চিঠিখানা বায়রনের কাছে লিখে তার টেবিলের ডানদিকের দেরাজে রেখে গিয়েছিল দুষ্কৃতকারী ঐ চিঠিখানা আদৌ পোড়ায় নি। নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। এর পক্ষে প্রমাণ আমাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট।

এবার আমার প্রশ্ন হল ঐ চিঠি তবে কার কাছে আছে? আমার সিক্সথ সেনস্ বলছে লিলি কাপুর হয়ত ঐ চিঠিখানা চুরি করেছে। ঐ চিঠিতে নিশ্চয় কোন চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে এবং আমাদের ঐ চিঠিখানা উদ্ধার করতেই হবে। আমরা জানতে চাই ঐ চিঠিতে এমন কী খবর আছে যার জন্যে আসল চিঠির পরিবর্তে তিনটি কার্বন পেপার পোড়ান হল? যাতে বায়রনের ধারণা হয় চিঠি পোড়ান হয়েছে।

আমি ভাবছি হয়ত বায়রন ঐ চিঠিখানা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। এবং সেই কারণেই ঐ চিঠিখানা পাবার জন্যে বায়রন লিলির সঙ্গে দেখা করছে।

তোমার কথাটা আরো একটু খুলে বল? রুস্তমজী পেস্তনজী বললেন।

অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি নিশ্চয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই চিঠিখানা যদি লিলি

কাপুর নিয়ে থাকে তাহলে তার এই চিঠি নেবার পেছনে কোন কারণ আছে। হয়ত ঐ চিঠির তথ্য সে তার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্যে ব্যবহার করবে। মানে কাউকে ব্ল্যাকমেলিং করবে। চৌগুলে গম্ভীর গলায় বলল।

লিলি নিয়েছে তার কোন প্রমাণ আছে? রুস্তমজী পেস্তনজী জিজ্ঞেস করলেন।

প্রমাণ হয়ত সংগ্রহ করতে পারব। চৌগুলে জবাব দিলেন। আমি সন্দেহ করছি বায়রন ঐ চিঠিখানা উদ্ধার করবার জন্যে লিলির সঙ্গে দেখা করেছিল।

লিলির কাছ থেকে কোন চিঠি উদ্ধার করা খুব সহজ কাজ নয়। লিলি বড্ড সেয়ানা মেয়ে। তাই বায়রন এই চিঠি উদ্ধার করবার জন্যে নিশ্চয় কোন কৌশল অবলম্বন করেছে। হয়ত বায়রন লিলিকে গিয়ে বলেছে যে পুলিশ গিয়ে প্লাজা হোটেলে পুরো তদন্ত করে সব জেনে গিয়েছে। আরো জেনেছে যে বায়রন তার সঙ্গে রাত কাটায়নি। অতএব এই পরিস্থিতিতে পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার উপায় শহর থেকে ভেগে পড়া, এবং চিঠিটি বায়রনকে ফেরৎ দেওয়া। তাই লিলি ভয় পেয়ে বোম্বাই শহর থেকে চলে গিয়েছে। অবশ্য আমি কল্যাণে গিয়ে লিলিকে জেরা করতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই করিনি। অবশ্য বায়রনও আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল।

আমার ধারণা বায়রন নিশ্চয় জানত লিলি ঐ চিঠিখানা কোথায় রেখেছে এবং বর্তমানে ঐ চিঠি যে বায়রন হাত করেছে, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে চৌগুলে, বায়রন নিশ্চয় নিজেকে বিনোদকে খুনের চার্জ থেকে বাঁচাবার জন্য কৌশল নিচ্ছে এবং আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। তুমি বায়রনকে ক্রস করো।

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার রুস্তমজী পেস্তনজী এই মন্তব্য করে তার সহকারি চৌগুলের মুখের দিকে তাকালেন।

স্যার এখন আমাদের বায়রনকে নিজের মতো চলতে দিই এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বায়রন একদিন নিশ্চয় আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসবে। অতএব আমাদের কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকা দরকার। পরে সুবিধা বুঝে আমরা আমাদের গুটির চাল দেব।

চমৎকার। তবে এই মার্ডার কেসের দৈনিক খবর আমাকে দিও। কমিশনার হার্ডিকার প্রতিদিনই টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করছেন, তদন্ত কতদূর এগোল? রুস্তমজী পেস্তনজী মৃদু হেসে বললেন। আমি জানি তোমার কাজের কোন ত্রুটি হবে না। তবু তোমাকে সাবধান করে দিলাম। বিনোদ কাপুরের হত্যাকাণ্ড শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই যত শীঘ্র জাল গোটান যায় এবং খুনীকে গ্রেপ্তার করা যায় ততোই মঙ্গল।

আপনি কোন চিন্তা করবেন না, স্যার। জ্ঞানত আমার ডিউটির কোন ত্রুটি হবে না। চৌগুলে মৃদুস্বরে জবাব দিলেন।

এই বলে চৌগুলে তার দপ্তরে ফিরে এলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন:

বায়রনকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় ? বায়রনের মন কোন দিকে এবং কী ভাবে কাজ করছে তার কোন হদিশ আজ পর্যন্ত চোগলে বুঝে উঠতে পারেন নি।

চোগলে তার চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ ইনফরমার এসে তাকে সেলাম কেটে দাঁড়াল।

কী খবর ? বিলমোরিয়া ? কিছু নতুন খবর পেলে ?

পেয়েছি স্যার। আপনার ঐ মিডনাইট ক্লাব বারের আলবেলা মেয়েটি গতরাত্রে বায়রনের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল এবং ঐ ফ্ল্যাটে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল।

আর কিছু খবর আছে ? চোগলে জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর মেয়েটি তার ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। এ ছাড়া আর কিছু নতুন খবর নেই। পুলিশ ইনফরমার জবাব দিল।

চোগলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, মৃদুস্বরে আপনমনে বললেন ঃ এই মেয়েটিও আমাদের সঙ্গে ছল চাতুরী খেলছে। কেন এই খেলা এবং কী এই খেলা এখনও বুঝতে পারছি না। এক ঘণ্টা ধরে বায়রন ও মেয়েটি কী আলাপ আলোচনা করল জানতে পারলে সুবিধে হত।

চোগলে তার কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে রিসেপশনিস্ট টেলিফোন করে বলল ঃ স্যার একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কী নাম তার ?' চোগলে জিজ্ঞেস করলেন।

আলবেলা, মিডনাইট ক্লাব বারে কাজ করে। বলছে এ নাম বললেই আপনি তাকে চিনতে পারবেন।

তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও চোগলে বললেন।

একটু বাদে আলবেলা ইনস্পেক্টর চোগলের ঘরে ঢুকল।

কী খবর আলবেলা। হঠাৎ আমার কাছে ছুটে এলে কেন ? আসবার নিশ্চয় কোন কারণ আছে ? চোগলে মৃদু মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ স্যার। যেদিন থেকে আপনি আমাকে ঐ মিডনাইট ক্লাবে জেরা শুরু করলেন সেদিন থেকে শনি আমার পিছু নিয়েছে। প্রথমে ক্লাবের প্রোপ্রাইটর রোজ আমাকে জিজ্ঞেস করছে পুলিশ কেন ঐ ক্লাবে এল এবং আমার কাছ থেকে কী জানতে চায় ? এ ছাড়া বায়রন আমাকে তার ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠিয়েছিল। আলবেলার কথা শেষ হবার সঙ্গে চোগলে হেসে বললেন ঃ আলবেলা, আমি জানি তুমি গতকাল বায়রনের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে এবং বায়রনের সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটিয়েছ ? কী কথাবার্তা হল ? প্রেমের গল্প নিশ্চয় নয় ?

আলবেলা চোগলের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল ঃ স্যার আপনি তো অনেক কিছু জানেন দেখছি। আসল কথা আমি আপনার কাছে এসেছি কেন জানেন ? এসেছি কারণ আমি বেশ ভয় পেয়েছি।

ভয় পেয়েছ ! কেন ? ভয় পাবার কী কারণ আছে ? এবার গলার স্বর নিচু

করে চৌগুলে বললেন ঃ মেয়েরা ভয় পেলে কী করে জান ? মনের কথা খুলে বলে। তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা খুলে বলতে পার।

আপনি যে আমার সঙ্গে ক্লাবে দেখা করেছিলেন বায়রন সেই কথা জানতে পেরেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি আমাকে কী ধরনের প্রশ্ন করেছেন। যদি উনি তোমার সঙ্গে কোন কথা বলে থাকেন, তাহলে উনি কী আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেছেন ?

ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে এবার মুখ গম্ভীর করলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন বায়রন আবার কী নতুন চাল দিচ্ছে। স্বীকার করতে হবে লোকটার বুদ্ধি আছে।

বায়রন আর কিছু জিজ্ঞেস করেছিল ? চৌগুলে প্রশ্ন করলেন।

আলবেলা এবার তোতাপাখির মত বায়রনের শেখান কথাগুলি বলে গেল। এবং সবশেষে জানাল বায়রন জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে কোথায় দেখা করবে। অবশ্যই খুব চতুরভাবে এই সংবাদ জানিয়ে বললো—সে বায়রনের জীবন-সংশয় বোধ করছে।

*　　*　　*　　*

বায়রন পালি হিলে রমলা চাওলার ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল টিপল।

এবার মিসেস চাওলা নিজেই দরজা খুলে দিলেন। তারপর বিস্মিত গলায় অস্ফুট ধ্বনি করে বললেন ঃ আপনি ? এর আগেও আপনাকে বলেছি আমি আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না কিংবা দেখা করতে চাইনা।

– না মিসেস চাওলা, আমার এদিকে অন্য একটা কাজ ছিল ঃ তাই পালি হিলে এসেছিলাম। ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গেও দেখা করে যাই। বায়রন মিসেস চাওলার রুক্ষ স্বর শুনে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল না। বরং তার গলার স্বরে বধুত্বের রেশ ছিল। এবং তার রমণীমোহন হাসিটি এনে বললো কিন্তু ধরুন আমি যদি আপনার সঙ্গে দু-চার মিনিট কথা বলি তাহলে আপনি নিশ্চয় কোন আপত্তি করবেন না। আমি জানি আজ আপনি আমার কথাগুলি শুনলে খুশিই হবেন।

আপনার কথাগুলি শুনলে খুশি হব কেন বলুন তো ? মিসেস চাওলার প্রশ্নে কৌতূহলের সঙ্গে বিরক্তির ছোঁয়া ছিল।

কারণ আমি আপনার আরো একটি গয়না ফেরত দিতে এসেছি। ডায়মণ্ডের ব্রোচ। অবশ্যি এই ব্রোচের সঙ্গে আরো দুচারটি গয়না নিশ্চয় হারিয়েছে ? তাই নয় কি ? স্বীকার করবেন ?

এতক্ষণ মিসেস চাওলা ও বায়রন ফ্ল্যাটের চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। বায়রন জিজ্ঞেস করল ঃ আমার কথাগুলি শুনবার জন্যে কী ভেতরে গিয়ে বসতে বলবেন না।

বায়রনের কাছ থেকে ডায়মণ্ডের ব্রোচটি ফেরত পাবার পর মিসেস চাওলা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তিনি একবার মৃদুস্বরে বললেন, আসুন।

সোফায় আরাম করে বসবার পর উদ্বেগহীনভাবে বায়রন বলল ঃ মিসেস চাওলা,

শুধু গয়না ফেরত দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ নয়। আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে আজ আপনার নিজের এবং আপনার মেয়ের স্বার্থে। আমার মক্কেলের স্বার্থের কথা তুলবো না। প্রথম প্রশ্ন ঃ আপনার এই সব দামি গয়না প্রতিদিন হারাচ্ছে কেন? আর একটা প্রশ্ন হল, জানকীদাস পাণ্ডে কী শুধু আপনার কাছ থেকে গয়নাই চান না—ব্যাঙ্কের ক্যাশেও হাত দিয়েছেন? আমার মনে হয় ক্যাশে হাত দিতে পারেননি। কারণ আমার সংবাদ ঐ টাকা এমন ভাবে ইনভেস্ট করা আছে সহজে ঐ টাকা তোলা যায় না। তাই ক্যাশ টাকার পরিবর্তে গয়নাগুলি তিনি হাতাচ্ছেন। বলুন এই প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

মিসেস চাওলা কোন জবাব দিলেন না।

এবার বায়রন গলার স্বর দৃঢ় করল। বলল, মিসেস চাওলা আপনি স্বীকার করুন বা না করুন আমি জানি এবং আপনিও বেশ ভাল করে জানেন যে, আপনি বিপদে পড়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে আপনি এই বিপদের কথা আমার কাছে স্বীকার করতে পারছেন না। আমি আপনাকে এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। যদি আপনি আমার কথানুযায়ী কাজ করেন তাহলে আপনি এই বিপদ এড়াতে পারবেন। এবং আমার মক্কেল অরুণ শ্রীবাস্তবের অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারব।

আপনি কী বলতে চাইছেন…মিঃ ঘাউস? মিসেস রমলা চাওলা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার এসব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি শুধু বলতে চাইছি আপনি একজন খুনী, স্মাগলার ও জুয়ারীকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। এই জানকীদাস পাণ্ডে ওরফে জনি মিরাণ্ডা কী চরিত্রের লোক আপনি জানেন না। অরুণ শ্রীবাস্তব আপনাকে জানিয়েছিলেন কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কুৎসা মনে করে সেসব কথা বিশ্বাস করেন নি।

এবার রমলা চাওলার মুখ পাংশুটে হল। তার মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত উড়ে গেছে…

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি আপনার কথা আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।

শুনুন মিসেস চাওলা, আপনার কাছে যিনি জানকীদাস পাণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন এবং বিয়ের প্রস্তাব করেছেন পুলিশের খাতায় তার নাম হল জনি মিরাণ্ডা। ঐ নামে তিনি তার এক ঘনিষ্ঠা আত্মীয়াকে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিছু দিন আগে তিনি আমার সহকর্মী ও বন্ধু বিনোদ কাপুরকে খুন করেছেন। পুলিশ যেমন খুনী জনি মিরাণ্ডাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তেমনি এবার থেকে তারা জানকীদাস পাণ্ডে এলায়েস জানকীদাস পুরুষোত্তমকে খুঁজতে শুরু করবে।

আপনি সত্যি কথা বলছেন মিঃ ঘাউস? মিসেস চাওলা বেশ শুকনো উৎকণ্ঠিত গলায় এই প্রশ্ন করলেন।

জনি মিরাণ্ডার নাম দিল্লীর পুলিশের খাতায় বেশ বড় বড় করে লেখা আছে। শুধু নাম নয়, দিল্লীর পুলিশের কাছে ওর একটি ছবিও দেখতে পাবেন। ঐ ছবি জানকীদাস পাণ্ডের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। দেখবেন, দুটো চেহারা এক। ওদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন জনি মিরাণ্ডা কী করে নাম পরিবর্তন করে জানকীদাস পাণ্ডে হল এবং কী করে সে প্রথম খুনের হাত থেকে রেহাই পেল। পয়সা এবং দিল্লীর এক মুরুব্বীর জোরে। এবার আপনাকে আমাকে কী খুলে বলতে হবে এই মুরুব্বী কে? আপনি কী তার নাম জানেন না?

না, মিসেস চাওলা এত ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন যে তার গলার স্বর প্রায় শোনা গেল না।

মিসেস চাওলা এই জানকীদাস পাণ্ডের জীবনের সব কিছুই আমি জানি। তার সেই কলঙ্কময় জীবনের প্রতিটি অধ্যায় অর্থাৎ তার প্রথম জীবনের ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের চাকরি কেন গেল, সব কথা বলতে গেলে আজ আমাকে গভীর রাত অবধি এখানে বসে গল্প করতে হবে। আমি জানি কার সুপারিশে এই খুনী জানকীদাস পাণ্ডে আপনার কাছে এসেছে। এবং কেন আপনি জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। শুধু অপত্যস্নেহে অর্থাৎ আপনি আপনার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আপনার কাছে আনবার চেষ্টা করছেন, যা নাকি জনি মিরাণ্ডা এলায়েস জানকীদাস পাণ্ডের আপনাকে দেওয়া আশ্বাস। যদিও জানকীদাস পাণ্ডে দেখতে সুপুরুষ কিন্তু আপনি তাকে ভালোবাসেন না। জানকীদাস বোম্বাইতে এসেছে এবং আপনাকে আশ্বাস দিয়েছে যে, সে আপনার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আনবে। আপনার ভূতপূর্ব স্বামী সুপ্রকাশ চাওলা আপনার মেয়েকে এই উন্মাদ আশ্রমে রেখেছেন কিন্তু আপনাকে বলেছেন যে, মেয়েকে এক স্কুলের হোস্টেলে রাখা হয়েছে। অবশ্য জানকীদাস পাণ্ডে এসে যখন আপনাকে বলল, ওটা মেয়েদের থাকবার কোন হোস্টেলে নয়, এক উন্মাদ আশ্রম, তখন আপনি আঁতকে শিউরে উঠলেন। অতএব প্রতিটি বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি এই শয়তান, ব্ল্যাকমেলার এবং জুয়ারী, গিগলোর প্রতিটি দাবীকে স্বীকার করে নিলেন। প্রথমত জানকীদাস পাণ্ডে আপনাকে বলল: এ কাজ করবার জন্যে সময় এবং অর্থের প্রয়োজন হবে। এবং মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আনতে পারলে শর্ত হবে আপনাকে তাকে বিয়ে করতে হবে। আপনি এই প্রস্তাবে রাজি হলেন কারণ আপনি মেয়ের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। তাই নয় কী মিসেস চাওলা? বলুন আমি কী ভুল কিছু বলেছি।

এবার রমলা চাওলা মৃদুস্বরে জবাব দিলেন না, মিঃ ঘাউস, আপনি ঠিক সত্যি কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি এত কথা জানলেন কী করে?

মিসেস চাওলা আমি এই জানকীদাস পাণ্ডে সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। পুলিশের খাতায় এর প্রমাণ আছে। এবার আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন আপনার

ভূতপূর্ব স্বামী সুপ্রকাশ চাওলার সঙ্গে এই ব্ল্যাকমেলার জুয়ারী এবং স্মাগলারের পরিচয় হল কী করে ? সে এক লম্বা কাহিনী। সংক্ষেপে বলা যায় আপনার স্বামী একজন জুয়ারী এবং স্মাগলার। হ্যাঁ, বাজারের সবাই সুপ্রকাশ চাওলার এই পরিচয় জানেন না। কিন্তু আমি জানি এবং আপনার বাবাও জানেন। মিঃ পাণ্ডে ছিলেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একজন পার্সার। সুপ্রকাশ চাওলার সঙ্গে এই পার্সার জনি মিরাণ্ডার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। সেই আলাপ পরিচয়কে ভিত্তি করে জনি মিরাণ্ডা আপনার স্বামীকে গ্যাম্বলারদের আড্ডায় নিয়ে যান।

জনি মিরাণ্ডা হলেন খুব উঁচুদরের শাফলার অর্থাৎ কী করে তাস বাটতে হয় তিনি জানেন। অতএব প্রথমে কিছুদিন আপনার স্বামী বেশ কিছু টাকা রোজগার করেছিল। তারপরেই তার ভাগ্যের আসরে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। তিনি হারতে শুরু করলেন। প্রথমে তাসের আসরে তার পরাজয় শুরু হল। তারপর জনির পাল্লায় পড়ে তিনি ঘোড়ার পেছনে টাকা ঢালতে আরম্ভ করলেন। রেস খেলায় তার প্রচুর হার হল। এই ভাবে তিনি তাঁর সম্পত্তি, বাড়ি, ঘর, ব্যবসা, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স সবই খোয়াতে লাগলেন। এবার জনি পাল্লায় পড়ে তিনি স্মাগলিং-এর কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমে ড্রাগস স্মাগলিং পরে আর্ম'স স্মাগলিং। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমি সরকারের তরফ থেকে আর্ম'স স্মাগলিং-এর ব্যাপার নিয়ে এক তদন্ত করেছিলাম। সেই তদন্ত করবার সময় আমি সর্বপ্রথম সুপ্রকাশ চাওলার নাম জানতে পারি। কিন্তু তখনও সুপ্রকাশ চাওলার আসল পরিচয় এবং তিনি যে মিসেস রমলা চাওলার স্বামী একথা আমি জানতাম না। কিন্তু এখন জানি এই সুপ্রকাশ চাওলা কে ?

আজ আপনার স্বামী প্রায় কপর্দকশূন্য হয়েছেন। সম্পত্তি যা ছিল সবই তিনি বিক্রী করেছেন, নতুবা বন্ধক রেখেছেন। এই অবস্থায় আপনার স্বামীর প্রতি বছর আপনাকে খোরপোষের টাকা দেবার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তো আর ইচ্ছে করে আপনাকে এই টাকা দিচ্ছেন না। কোর্টের হুকুমে দিচ্ছেন এবং আপনি যদি পুনর্বিবাহ না করেন তাহলে তাকে এই খেসারত দিতেই হবে। অতএব আপনার স্বামী এই খেসারত দেবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে জনি মিরাণ্ডা কিংবা জানকীদাস পাণ্ডেই বলুন তার সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। এই চুক্তির শর্ত হল, জনি মিরাণ্ডা বোম্বাইতে এসে আপনার কাছে এক রইস বড়লোক ব্যবসায়ীর পরিচয় দিয়ে আলাপ পরিচয় করবেন। আপনাকে বলবেন আপনার স্বামী আপনার মেয়েকে এক উন্মাদ আশ্রমে রেখেছেন। জানকীদাস পাণ্ডে চেষ্টা করে মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আনবেন। আগেই বলেছি শুধু মেয়েকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবার একটি শর্ত হল যে আপনি জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করতে রাজি হবেন। জানকীদাস পাণ্ডে আপনার কাছে নিশ্চয় বলেছিল যে সে দিল্লীর একজন বড়লোক ব্যবসায়ী এবং প্রচুর সম্পত্তির মালিক। তাই নয় কী মিসেস চাওলা ?

আবার মিসেস চাওলা মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। হ্যাঁ...

বেশ এবার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই আপনি জানকীদাস পাণ্ডেকে বিয়ে করতে রাজি হলেন। অবশ্যি এতদিন এই ব্ল্যাকমেলারের টাকা জুগিয়েছেন আপনার স্বামী। কারণ তিনি প্রতীক্ষা করছেন কবে এই বিয়েটা হবে এবং তিনি আপনাকে মাসোহারা দেওয়া বন্ধ করবেন।

আপনি সত্যি কথা বলছেন মিঃ ঘাউস ? মিসেস রমলা চাওলা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমার স্বামী যে এত শয়তান আমি জানতাম না। এতদিন আমার উপরে জঘন্য ও অকথ্য অত্যাচার করেছেন, এখন আমার মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে চলেছে। পাষণ্ড !

হ্যাঁ। মিসেস চাওলা, আপনার স্বামী যদি পাষণ্ড হন, জানকীদাস পাণ্ডে হলেন পাষণ্ডতম এবং খুনী। আপনি ভেবেছিলেন অরুণ শ্রীবাস্তব শুধু হিংসে করে আপনার কাছে এদের দুজনের নামে ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। না, উনি আপনার স্বামীর কার্যকলাপ জানকীদাস পাণ্ডের চরিত্র এবং দুরভিসন্ধি নিয়ে পুরো তদন্ত করেছিলেন এবং তার পুরো খবর আমার কাছে এক চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠিখানা বেশ কিছুদিন আমার হাতে পড়েনি। তাই আমি তদন্ত করতে বাধা পাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে যখন অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি আমার হাতে এসে পড়ল এবং আমি সমস্ত ঘটনা জানতে পারলাম, তখন আমি চিঠিতে লেখা তথ্যের সত্যমিথ্যা নিয়ে তদন্ত করেছিলাম। এবং তদন্ত থেকে জানতে পারলাম শ্রীবাস্তব কোন মিথ্যে কথা আপনার এবং আমার কাছে বলেননি। শুধু আপনি তাকে বিশ্বাস করেন নি।

আমি ছাড়া অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি আমার সহকর্মী বিনোদ কাপুরও পড়েছিল এবং তার স্ত্রী লিলি কাপুর সেই চিঠি হাত করে জানকীদাস পাণ্ডেকে ব্ল্যাকমেল করছিল। পরে দু'জনের মধ্যে প্রেম হয় এবং ঠিক করে আপনাকে বিয়ে করে আপনার সম্পত্তি হাতিয়ে তারপর দু'জনে একত্রে থাকবে। আপনার ব্রোচটি মিঃ পাণ্ডে লিলি কাপুরকে উপহার দিয়েছিল। যাক সে-সব কথা ফলে বিনোদও জানকীদাস পাণ্ডের অতীত এবং সে কী চরিত্রের লোক জানতে পেরেছিল। জানকীদাস পাণ্ডে আশংকা করেছিল হয়ত বিনোদ তার প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেবে। তাই তাকে খুন করা আবশ্যক হয়েছিল।

বায়রনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস চাওলা অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন। বায়রন বুঝতে পারল মিসেস চাওলা সত্যি সত্যি আতংকিত হয়েছেন।

প্লিজ, ফর দি সেক অব ইয়োর ডটার আপনাকে এই সব কথা বিশ্বাস করতেই হবে মিসেস্ চাওলা। বিশ্বাস না করলেই আপনাকেই দুঃখ পেতে হবে। কারণ তাহলে আপনি বিয়ের পর বুঝতে পারবেন যে আপনি এক খুনীকে বিয়ে করেছেন। আপনি এই বিয়ে নাকচ করে দিন।

আমি আপনাকে বিশ্বাস করি মিঃ ঘাউস। আমি জানি আপনি আমার উপকার

করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি যদি এই বিয়ে না করি তাহলে আমার মেয়ের কী হবে? তাকে উন্মাদ আশ্রম থেকে কী করে বের করে আনব?

সে চিন্তা আপনি করবেন না। আসল কথা ব্ল্যাকমেলারকে ব্ল্যাকমেল করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কী করে আপনার মেয়েকে ঐ উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আনব তার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।

বেশ, ঐ দায়িত্ব আপনাকেই দিলাম।

কিন্তু লিলি কাপুরকে ব্রোচ দিয়েছিলেন শুনলাম—কিন্তু ঐ ব্রেসলেট···লিলি কাপুরের স্বামী বিনোদ কাপুরের মুখ তিনি ঐ ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট দিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিনোদ তার কাছ থেকে কোন গয়না কিংবা টাকা নিতে রাজি হয়নি। তাই জানকীদাস পাণ্ডে বিনোদের মুখ চিরতরের জন্যে বন্ধ করবার জন্যে তাকে খুন করল। এবং ব্রেসলেটটা খুনের পর কুড়িয়ে নেবার সময় পান নি। কারণ তারপরই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমিই কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।

সত্যি এবার আমি অরুণের প্রতিটি কথার অর্থ ভালো করে বুঝতে পারছি। সে আমার ভালোই করতে চেয়েছিল। তাই মিঃ ঘাউস আপনার মত একজন উপযুক্ত ডিটেকটিভকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল। মিসেস চাওলা, সমাহিত এবং প্রায় জনান্তিকে বললেন।

বেশ, তাহলে আপনি আমার কয়েকটা কথা শুনুন। আপনার বিপদ এখনও কাটে নি। কারণ খুনী যদি জানতে পারেন যে আপনি তাকে বিয়ে করবেন না; তাহলে হয়ত সে আপনাকে খুন করতেও দ্বিধা বোধ করবে না। অতএব আমার কাছ থেকে না শোনা পর্যন্ত আপনি বাড়ির বাইরে যাবেন না। এ ছাড়া একজন উপযুক্ত যোগ্য পুলিশ ইনস্পেক্টর এই কেসের তদন্ত করছেন। আপনার অস্তিত্বের কথা এবং এই কেসের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক উনিও জানতে পারবেন এবং তক্ষুনি উনি আপনার কাছে ছুটে আসবেন। আমার মনে হয় না আমার এই তদন্ত শেষ করতে আর বেশি সময় নেবে। পরশুর মধ্যে আমি এই কেসের সমাধান করতে পারব। অতএব আমার কাছ থেকে না শোনা পর্যন্ত আপনি আপনার ফ্ল্যাটের বাইরে যাবেন না। আচ্ছা গুড বাই মিসেস চাওলা। এই বলে বায়রন মিসেস চাওলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল?

*　　*　　*　　*

সেদিন বিকেল বেলা বায়রন জানকীদাস পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সাউথগ্রীন হোটেলে এসে বললো আমি মিঃ জৈন, মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

রিসেপশনিস্ট বলল: মাপ করবেন, মিঃ পাণ্ডে আজ সকালে এখান থেকে চলে গেছেন। উনি বোম্বাইতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছেন।

বায়রন রিসেপশনিস্টের জবাব শুনে অবাক হল। জানকীদাস পাণ্ডে হঠাৎ চলে যাবে সে কল্পনা করেনি।

রিসেপশনিস্ট কিছুক্ষণ বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : আচ্ছা, আপনিই তো মিঃ জৈন ?

কেন বলুন তো ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

কারণ হোটেল থেকে চলে যাবার আগে মিঃ পাণ্ডে মিঃ জৈনের নামে একটি চিঠি রেখে গেছেন। আমাদের বলেছেন যদি মিঃ জৈন বলে কেউ আমার খোঁজ করে তাহলে যেন তাকে চিঠিখানা দেওয়া হয়।

এই বলে রিসেপশনিস্ট একটি চিঠি বায়রনের হাতে তুলে দিল।

বায়রন লেফাফা খুলে চিঠিখানা পড়ল।

প্রিয় মিঃ জৈন—

আজ সকালে মিসেস জৈন আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে আপনি বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু ঐ সময়ে আমি এই হোটেলে থাকব না। আমি পেডার রোডে একটি ফ্ল্যাট পেয়েছি। ওখানে চলে যাচ্ছি। আপনি রাত আটটার পর যে কোন সময়ে…পেডার রোডের দোতলায় আমার ফ্ল্যাটে চলে আসবেন। এই ফ্ল্যাট ফিল্ম ডিভিশনের ঠিক উল্টো দিকে।

ইতি—জি. পি.

বায়রন চিঠিখানা পড়ে তার পকেটে পুরল।

ঠিক আটটার পর বায়রন পেডার রোডের ফ্ল্যাট বাড়িতে গিয়ে পেঁছুল।

পেডার রোড খুবই সম্ভ্রান্ত এলাকা। সাধারণত বোম্বাইয়ের অনেক ধনী ব্যবসায়ীরা এখানে থাকেন।

ফ্ল্যাট বাড়ি খুঁজে নিতে বায়রনের কোন অসুবিধা হল না।

ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে বায়রন কলিং বেল টিপল।

এক ভদ্রলোক নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রলোক দেখতে ভারী সুন্দর। হ্যাঁ, মেয়েদের মন এবং চোখ ভোলাবার মত তার চেহারা। এই ভদ্রলোক যে জানকীদাস পাণ্ডে এই বিষয়ে বায়রনের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু আজ বায়রনের অবাক এবং বিস্মিত হবার আর একটি অন্য কারণ ছিল।

জানকীদাস পাণ্ডেকে বায়রন আগেই দেখেছে। আজকের জানকীদাস পাণ্ডেকে একদিন তিনি করিমভাই জিজিভাইয়ের তাসের জুয়োর আসরে দেখেছিল। সেদিন জুয়োর আসরে তার নাম ছিল পুরুষোত্তমদাস জানকীদাস এক ধনী ব্যবসায়ী। বেশ কিছুক্ষণ বায়রনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর জানকীদাস পাণ্ডে বললেন : আপনি ভেতরে আসুন মিঃ জৈন।

বায়রন বুঝতে পারল জানকীদাস পাণ্ডে হয়ত তাকে চিনতে পারেন নি।

বায়রন ঘরের ভেতরে ঢুকল।

জানকীদাস পাণ্ডে একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন : তাহলে হোটেলে আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন। আজ সকালেই এই ফ্ল্যাটে ঢুকেছি। তাই ঘর বেশ অগোছাল। কিছু মনে করবেন না। আপনি ড্রিংক করেন মিঃ জৈন ?

হ্যাঁ, বায়রন ছোট জবাব দিল।

কী খাবেন বলুন ?

ডবল স্কচ।

জানকীদাস পাণ্ডে একটি গ্লাসে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢাললেন। কী দেব—জল না অন্য কিছু।

অন্য কিছু দেবার প্রয়োজন নেই ; শুধু বরফ হলেই চলবে।

জানকীদাস পাণ্ডে বায়রনের গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ ঢাললেন। তারপর নিজে একটা বড় হুইস্কি নিলেন। বায়রনের হাতে তার হুইস্কি গ্লাস তুলে দিয়ে বললেল ঃ এবার বলুন আপনি কী চান ?

লিলি কাপুর মানে মিসেস জৈন আজ সকালে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। বুঝতেই পারছেন আমি কী বলতে চাইছি।

আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু চাই মিঃ পাণ্ডে। আর আমি যা চাই তার সব কিছু আপনি দিতে পারবেন কিনা জানিনে। বুঝতে না পারবার কোন কারণ নেই, আপনি যা ইঙ্গিত করলেন—সেই বিষয়েই বল্লাম। আমি জানি লিলি কাপুর-এর আপনার সঙ্গে কথা বলার কোড নেম মিসেস জৈন আর আমার নাম হল বায়রন ঘাউস—প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এবার বলুন তো লিলি কাপুর কী ইতিমধ্যে আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন ?

এবার জানকীদাস পাণ্ডে বায়রনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ বাই জোভ, আপনাকে এর আগে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায় বলুন তো ?

হ্যাঁ করিমভাই জিজিভাইয়ের জুয়োর বোর্ডে। অবশ্য ঐ বোর্ডে আপনার নাম ছিল পুরুষোত্তম জানকীদাস। তাই নয় কি ?

বায়রনের এই জবাব শুনে জানকীদাস পাণ্ডে কোন বিস্ময়ে প্রকাশ করলেন না। জবাব দেবার সময় তার গলার স্বর কাঁপল না। তিনি ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন ঃ সত্যি মিঃ বায়রন ঘাউস। আপনি এক ইণ্টারেস্টিং ব্যক্তি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশিই হলাম।

আমি আপনাকে যে কথা বলতে এসেছি সেই কথা শুনবার পর আমাকে আরো ইণ্টারেস্টিং ব্যক্তি বলে মনে হবে। আপনাকে কিছুর মজার গল্প শোনাতে এসেছি।

তাহলে তো আমাকে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই এই মজার গল্পগুলি শুনতে হবে। বলুন, আপনার গল্প। জানকীদাস পাণ্ডে কণ্ঠে কোন বিচলতার আভাস না দিয়ে উত্তর দিলেন।

ধরুন, আমি যদি বলি, আপনার সঙ্গে একটা ডিল কিংবা বলতে পারেন একটা আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করতে চাই তাহলে আপনি এর জবাবে কী বলবেন ? বায়রন জিজ্ঞেস করল।

এবার আপনি সত্যি আমাকে অবাক করলেন। ডিল বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী ধরনের ডিল করতে চান মিঃ ঘাউস। আপনি নিজের পরিচয় দিলেন, আপনি হলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। অথচ আপনি আমার কাছে এসে হঠাৎ ডিলের প্রস্তাব করছেন। এটা একটু বিস্ময় ও মজার ব্যাপার এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানকীদাস পাণ্ডে জবাব দিলেন।

বেশ, তাহলে সব কথা খুলেই বলি। তিনদিন আগে আপনি মন আমুর ক্লাবে গিয়ে বিনোদ কাপুর নামে আমার এক বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরে আপনি মিঃ কাপুরকে খুন করেছেন। আপনি যে খুনী একথা প্রমাণ করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তবে এই খুন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা করতে এখানে আসিনি। কারণ আমি পুলিশের লোক নই, আমি হলাম এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এক ভদ্রলোক আমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তার নির্দেশানুযায়ী সেই কাজ সুসম্পন্ন করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এই কর্তব্য পালন করবার জন্যে ভদ্রলোক আমাকে প্রচুর টাকা দিয়েছেন। খুনীকে ধরবার জন্যে তিনি আমাকে এনগেজড করেননি কিংবা টাকা দেন নি। এবার বলি আমার সেই কর্তব্য কী? আমার কাজ হল আমি যেন মিসেস রমলা চাওলা এবং আপনার বিয়ে ভেঙে দিই। অর্থাৎ আপনি যাতে মিসেস চাওলাকে বিয়ে করতে না পারেন। •

জানকীদাস পাণ্ডের মুখে কোন উত্তেজনা কিংবা বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল না। বায়রনের কথা তার মনে কোন রেখাপাত করেনি। এবার তিনি পকেট থেকে এক দামি সিগারেট কেস বের করে একটি বিলেতি সিগারেট মুখে পুরলেন এবং একটি সিগারেট বায়রনকে অফার করলেন। অন্য সময়ে হলে বায়রন এই সিগারেট গ্রহণ করত। কিন্তু আজ সে শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানাল। হাসলেন জানকীদাস পাণ্ডে। বললেন অত উত্তেজিত হবেন না মিঃ ঘাউস। বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। আমি আপনার সামনে আছি এবং পালিয়ে যাব না। কারণ আপনার এই মজার গল্প কাহিনী শুনতে ভারী আনন্দ লাগছে···

বায়রন এর কোন জবাব দিল না। সে তার কথা শুরু করলো।

বেশ কয়েকটা কথা বলব। মন দিয়ে শুনুন। আপনি যে খুনী এবং বিনোদ কাপুরকে হত্যা করেছেন তার প্রমাণ একমাত্র আমিই দিতে পারব। অবশ্যি এই কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও পুলিশের খাতায় আপনার নামে ওঠেনি এবং পুলিশ আপনার অস্তিত্বের খবর এখনও জানেনা। কারণ প্রথমে পুলিশ সন্দেহ করেছিল হয়ত আমিই বিনোদ কাপুরকে খুন করেছি। এই সন্দেহ করবার একটা কারণও ছিল। কিন্তু তদন্তে এই কারণ দুর্বল এবং মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন তারা বিনোদের স্ত্রী লিলি কাপুরকে সন্দেহ করছে। অবশ্য লিলি যে খুনী নয় তার প্রমাণও আছে। তার একটা বিশ্বাসযোগ্য এলিবাই আছে। লিলি প্রমাণ

করতে পারবে যে রাত্রে বিনোদকে খুন করা হয়েছে সেই রাত্রে লিলি তার কিছু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তার ফ্ল্যাটেই ছিল। এ সবই আপনি জানেন বলেই প্রমাণও করতে পারবো ফ্ল্যাটে একটা পার্টি হচ্ছিল, সে এক মুহূর্তের জন্যে বাইরে যায়নি এবং বন্ধুরা সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি, তারা সাক্ষ্য দেবেন। পুলিশ এদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করবে। খরচটাও ছিল আপনার। কারণ লিলি ধারে মাথা বিকিয়ে আছে আর এখন আপনার প্রায় রক্ষিতা। এবার তাহলে পুলিশের চোখে খুনী কে? তারা খুনীকে খুঁজে বেড়াবে...কিন্তু কার প্রতি তাদের সন্দেহ হতে পারে।

জানকীদাস পাণ্ডে বেশ মন দিয়ে বায়রনের কথাগুলি শুনলেন। তারপর একটি ছোট্ট মন্তব্য করলেন। বললেন আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ, আপনি নিশ্চয় গিয়ে পুলিশকে বলতে পারবেন কোথায় গেলে এবং কী করে তারা খুনীকে খুঁজে বার করতে পারবে?

এক্সাক্টলি তাই প্রথমেই বলেছি যে একমাত্র আমিই জানি খুনী কে এবং আমিই খুনীকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি...

কিন্তু আপনি খুনীকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছেন না কেন? তার নিশ্চয় কোন নেপথ্য কারণ আছে। সত্যি মিঃ ঘাউস ইউ আর এ ভেরী ইন্টারেস্টিং পার্সন। আপনার এই গল্পগুলি শুনতে আমার সত্যি ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আপনি অনেক কিছু জানেন।

আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ পাণ্ডে...। হ্যাঁ আমি অনেক কিছু জানি। আমি আপনার প্রকৃত পরিচয় জানি এবং আপনি কী করতে এখানে এসেছেন সেও আমার অজানা নেই।

কিছুদিন আগে অরুণ শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোক আমার দপ্তরে এসেছিলেন এবং আমার কাছে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তার এক বান্ধবী, মিসেস রমলা চাওলা বিপদে পড়েছেন। কারণ মিসেস চাওলা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। কেন জানতে চান? কারণ তার স্বামী সুপ্রকাশ চাওলা, তাদের একমাত্র সুস্থ নাবালিকা মেয়েকে এক উন্মাদ আশ্রমের জিম্মায় রেখেছেন। অথচ আদৌ মেয়েটি উন্মাদ নয়। মেয়েটিকে এই উন্মাদ আশ্রমে রাখবার প্রধান কারণ হল যে মিসেস রমলা চাওলা তার মেয়েকে ফিরে পাবার চেষ্টা করবেন এবং আপনি মিসেস চাওলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে উদ্ধার কার্যে আপনি তাকে সাহায্য করবেন, অবশ্য যদি মিসেস চাওলা আপনাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন। মিসেস চাওলাকে বিয়ে করলে আপনার দুটি সুবিধে হত অর্থাৎ বলতে পারেন আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হত। প্রথমত রমলা চাওলা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে সুপ্রকাশ চাওলাকে তার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্যে কোন মাসোহারা দিতে হতনা। কারণ বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সুপ্রকাশ চাওলার পক্ষে এই খেসারতের টাকা দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

এর ফলে আপনার কী উপকার হল বলা দরকার আছে কি? আপনি একজন খুনী আসামী এবং আপনার আসল পরিচয় হল জনি মিরাণ্ডা, স্মাগলার এবং মার্ডারার। টাকার লোভে আপনি আপনার দিদিমা মিসেস মিরাণ্ডাকে খুন করে তার দামি গয়নাপত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ আপনার হদিশ পাওয়া সত্ত্বেও আপনাকে নানা কারণে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আর ঐ সময়ে আপনার প্রধান মুরুব্বি ছিলেন এই সুপ্রকাশ চাওলা। জুয়ার খেলার আসরে আপনাদের দুজনের পরিচয় হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে আপনারা একে অন্যর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন এবং আপনারা বিভিন্ন ধরনের স্মাগলিংয়ের ব্যবসা শুরু করলেন। এবং আপনাদের এই কাজের ফ্রন্টম্যান হলেন করিমভাই জিজিভাই। ওর ঐ মিডনাইট ক্লাব বারে প্রায়ই আপনাকে দেখা যেত। অবশ্যি ভিন্ন নামে, পুরুষোত্তম জানকীদাস পরিচয় দিয়ে ঐ ক্লাব বারে গিয়ে জুয়ো খেলতেন। ইচ্ছা করেই বাজি হারতেন কারণ যারা বাজি জিতত তারা হত আপনার শিকার। কারণ আপনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন এবং পরে তাদের ব্ল্যাকমেল করতেন। অবশ্য যারা বাজিতে হারত তারা হত করিমভাই জিজিভাইয়ের শিকার। তার নমুনা হলেন এই লিলি কাপুর।

যাক, এবার বলব আপনি কেন সুপ্রকাশ চাওলার প্রস্তাবে অর্থাৎ তার ডিভোর্সী স্ত্রীকে বিয়ে করতে রাজি হলেন। প্রথমত আপনি হলেন গিগলো। আপনি কপর্দকহীন, আপনার জুয়ো ও স্মাগলিংয়ের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। আপনাকে সুপ্রকাশ চাওলা বলেছিলেন যে রমলা চাওলার প্রচুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে। আপনি ঐ সম্পত্তি পাবার লোভেই এসেছিলেন? উঁহু, আর একটা কারণ ছিল যার ইঙ্গিত সুপ্রকাশ চাওলা আপনাকে দেননি। সে হল রমলা চাওলার পিতামহের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করবার জন্যে এক ট্রাস্ট আছে। অতএব ঐ সম্পত্তির আশা করে কোন লাভ নেই।

কিন্তু রমলা চাওলাকে বিয়ে করবার ইচ্ছার আর একটি কারণ ছিল।

কী কারণ শুধু সুপ্রকাশ চাওলা এবং আপনি জানতেন।

আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুপ্রকাশ চাওলা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছেন। কারণ সুপ্রকাশ চাওলা জানতেন আপনি আপনার দিদিমা মিসেস মিরাণ্ডাকে খুন করেছেন। অবশ্য এটা আপনার প্রথম খুন কিনা নিশ্চিন্ত নই। অতএব আপনি জনি মিরাণ্ডা নাম পরিবর্তন করে যখন নিজের নাম জানকীদাস পাণ্ডে করলেন তখন আপনার এই দুষ্কার্যে সাহায্য করলেন সুপ্রকাশ চাওলা। বলতে পারেন আপনাকে এই সাহায্য করে সুপ্রকাশ চাওলা কিনে রেখেছিলেন। তিনি প্রায়ই আপনাকে ভয় দেখাতেন যে আপনি যদি ওর কথার বাধ্য না হন তাহলে আপনাকে পুলিশের কাছে তুলে দেবেন।

কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ কে?

আপনি নিশ্চয় ত্রিভুবন সাকসেনার নাম শুনেছিলেন। এই ত্রিভুবন সাকসেনা

ছিলেন সি. বি. আই-এর অ্যান্টি স্মাগলিং স্কোয়াডের কর্তা, কিন্তু তার সবচাইতে বড় পরিচয় হল তিনি হলেন মিসেস রমলা চাওলার পিতা এবং সুপ্রকাশ চাওলার শ্বশুর। অনেক কল্পনা জল্পনা করে, ত্রিভুবন সাকসেনার মেয়ে রমলার সঙ্গে প্রেম করে সুপ্রকাশ চাওলা তাকে বিয়ে করেন। ভেবেছিলেন মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ত্রিভুবন সাকসেনা হয়ত তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। কারণ বিয়ের আগে থেকেই সুপ্রকাশ চাওলার বিভিন্ন ধরনের জুয়ো খেলা ও স্মাগলিংয়ের কাজ কারবারের নেশা ছিল। প্রথমে তার স্ত্রী রমলা এবং পরে ত্রিভুবন সাকসেনা জামাইয়ের অপকীর্তির কথা জানতে পারলেন। মেয়েকে এক স্মাগলারের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যে ত্রিভুবন সাকসেনা জামাইয়ের জন্যে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে বাধ্য হয়ে সুপ্রকাশ চাওলা তার স্ত্রীকে ডিভোর্স করল এবং তাকে মোটা টাকা খেসারত দিতে হল।

কিন্তু ত্রিভুবন সাকসেনা সুপ্রকাশ চাওলা এবং আপনার স্মাগলিংয়ের কাজ কারবার পরে আপনার দিদিমাকে যে হত্যা করেছিলেন সেই তদন্তের ফাইলের একটি কপি তার নিজের কাছে রেখেছিলেন। আমরা জানি ত্রিভুবন সাকসেনা রহস্যজনক ভাবে মারা গেছেন। সেই রহস্যজনক হত্যার কোন তদন্ত করা হয়নি। কেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল ? কারণ খুনীরা ভেবেছিল ত্রিভুবন সাকসেনার কাছে আপনার এবং সুপ্রকাশ চাওলার নোংরা কাজকর্মের ফাইল আছে। আর সেই ফাইলে কী লেখা ছিল তার মোটামুটি আন্দাজ আপনি করতে পেরেছিলেন। আপনি বুঝতে পারলেন যে, ত্রিভুবন সাকসেনা ঐ ফাইল তার মেয়ের কাছে লুকিয়ে গেছেন। তাকে ত্রিভুবন সাকসেনা বলেছিলেন এই ফাইল হল তোমার রক্ষাকবচ। যত্ন করে রেখে দিও।

একটানা কথা বলে বায়রন জানকীদাস পাণ্ডের মুখের দিকে তাকাল। পরে জিজ্ঞেস করল আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা বলুন মিঃ পাণ্ডে ? হাসলেন জানকী-দাস পাণ্ডে। মিষ্টি, শয়তানের হাসি।

সত্যি মিথ্যে কিনা তার বিচার পরে, কিন্তু আপনার গুছিয়ে কথা বলবার দক্ষতা আছে সেকথা স্বীকার করব······

বায়রন এই কথায় কান দিল না। আবার বলতে লাগল—অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি পাবার পর, অর্থাৎ প্রায় দুই তিন দিন আগে আমি আপনার এবং সুপ্রকাশ চাওলার জীবনী সম্বন্ধে কিছু খবর আই বির ডিরেক্টর মাধবন শংকরের কাছে চেয়েছিলাম। তিনি এই ত্রিভুবন সাকসেনার মেয়ের কাছে আপনাদের দুজনের গোপন নোংরা কাজকর্মের সিক্রেট ফাইল আছে সেই কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। এবং ঐ ফাইলের কিছু খবর আমাকে দিয়েছিলেন। এবং আরো বলেছিলেন যে খুনী জনি মিরাণ্ডা ও জানকীদাস পাণ্ডে একই ব্যক্তি। কিন্তু জনি মিরাণ্ডার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হলনা, তেমনি মিরাণ্ডা ও জানকীদাস পাণ্ডে যে একই ব্যক্তি তারও কোন প্রমাণ পুলিশের খাতায় ছিল না। শুধু সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

যাক এবার এই কাহিনীর আর একটা দিক আপনাকে বলব।

আগেই বলেছি অরুণ শ্রীবাস্তব আপনার—রমলা চাওলা বিয়ে সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে এবং আপনিই যে জনি মিরাণ্ডা এই কথা উল্লেখ করে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠিখানা আমার ডানদিকের ড্রয়ারে ছিল। অরুণ শ্রীবাস্তব ঐ চিঠিখানা লিখে যাবার কিছুক্ষণ পর আমার সহকর্মী বিনোদ কাপুর হঠাৎ দপ্তরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কারণ হয়ত বিনোদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার স্ত্রী লিলি কাপুর তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন এবং আমি লিলির সঙ্গে প্লাজা হোটেলে রাত্রি কাটাইনি। তাই দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া হয়ত মাপ চাইবার জন্যে সে আমার কাছে এসেছিল। ঐ সময়ে আমি দপ্তরে ছিলাম না এবং আমার সেক্রেটারী মিরিয়াম অনুপস্থিত ছিল। বিনোদ আমার ড্রযার খুলে দেখতে পেল ডানদিকের ড্রয়ারে আমার নাম লেখা একটি বড় লেফাফা পড়ে আছে। হয়ত ঐ সময়ে মিরিয়াম ড্রয়ার বন্ধ করেনি, কারণ সাধারণত মিরিয়াম বিকেলে বাড়ি যাবার আগে দেরাজ বন্ধ করে যায়। বিনোদের আমার নাম লেখা চিঠিটি দেখবার পর চিঠিতে কী লেখা আছে সেইটে জানবার আগ্রহ হল। সে চিঠিখানা খুলে পড়ল। এটা আমার ডিডাকশন।

একবার নয়, হয়ত বহুবার। কারণ ইতিমধ্যে তার মনে একটি নতুন প্ল্যান জেগেছিল। কারণ ঐ চিঠি পড়বার পর বিনোদ অনেক কিছু জানতে পারল। সাধারণত এই কথাগুলি তার জানবার কথা নয়। আর ঐ চিঠি পড়াই তার কাল হল। কারণ বিনোদ ঐ চিঠি থেকে জানতে পারল যে আপনি একজন ফেরারী আসামী এবং স্মাগলার এবং পুলিশ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সব তথ্যের গুরুত্ব বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। বিনোদ অরুণ শ্রীবাস্তবের চিঠি ও টাকা অন্য আর একটি লেফাফায় ভরে ডান দিকের ড্রয়ারে রেখে দিল। মিরিয়াম দপ্তরে ফিরে আসবার আগেই সে দপ্তর থেকে চলে গেল।

এতক্ষণ রাস্তার বাইরে মোটর ভ্যানে লিলি কাপুর প্রতীক্ষা করছিল, দপ্তরে কে আসে, কে যায়। প্রথমে অরুণ শ্রীবাস্তবকে দেখতে পেল। একটু বাদে মিরিয়াম কফি খেতে চলে গেল। তার পর পর প্রায় তার স্বামী বিনোদ কাপুর দপ্তরে ঢুকলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে বিনোদ দপ্তর থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে মিরিয়াম দপ্তরে এসেছিল কিন্তু পরে দপ্তর থেকে বাড়িতে চলে গেল।

এখানে একটু অতীতের কথা বলা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, লিলি অরুণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে একরাত কাটিয়েছিল। অমন সুন্দরী মহিলাকে শয্যাসঙ্গিনী পাবার পর অরুণ শ্রীবাস্তব তার মুখের বাঁধন বেঁধে রাখতে পারেনি। জীবনে ঐ দুর্বল মুহূর্তে সে অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল সে কেন বোম্বাইতে এসেছে। এ ছাড়া অরুণ শ্রীবাস্তব হয়ত আপনার সম্বন্ধে একটা পুরো বিবরণী লিলিকে দিয়েছিল এবং আপনি যে আদৌ জানকীদাস পাণ্ডে নন—আপনার নাম জনি মিরাণ্ডা এবং আপনি 'খুনী' হয়ত একথা বলতে অরুণ শ্রীবাস্তব দ্বিধা বোধ

করেননি। একবার যখন লিলি অরুণের কাছ থেকে আপনার চরিত্র এবং নোংরা কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা বিবরণী পেল, তখন তার মনে ব্ল্যাকমেল করবার দুরভিসন্ধি জেগে উঠল। তাই লিলি অরুণ শ্রীবাস্তবকে বলেছিল ঃ যদি আপনি বায়রনকে দপ্তরে না পান তাহলে সমস্ত ঘটনার একটা পুরো বিবরণী দিয়ে ওর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে আসবেন। কারণ লিলি জানত যে, আমার জন্যে যে সব কাগজ ও চিঠি আসে সেগুলি কোথায় রাখা হয়। অরুণ লিলি ও মিরিয়ামের কথানুযায়ী কাজ করেছিল এবং মিরিয়াম অরুণকে বলেছিল ঃ চিঠিখানা আপনি ড্রয়ারে রেখে দিন। আমি ড্রয়ার বন্ধ করে দেব।

অতএব লিলি জানত অরুণ শ্রীবাস্তব কী চিঠি আমার কাছে লিখেছিল? সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে, ঐ চিঠিখানা সংগ্রহ করে এবং পরে ঐ দিয়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করবে। অতএব মিরিয়াম বাড়ি চলে যাবার পর লিলি বিনোদের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অফিসে ঢুকল। তারপর। সে ডানদিকের ড্রয়ায় ভেঙে খুলল। বিনোদের সঙ্গে আপনার কথার পর আপনারা দুজনেই বুঝলেন বিনোদও আপনার অতীত পরিচয় জানে। তখনই আপনারা দুজনে ঠিক করলেন যে বিনোদ কাপুরের বেঁচে থাকা উচিত নয়। তাকে খুন করা হবে, কারণ সে আপনার জীবনী এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। পথের কাঁটা সরান দরকার এবং এই পরিস্থিতিতে আর একটা খুন করতে খুনীর কোন দ্বিধা সংকোচ হল না। এছাড়া আপনি যে জনি মিরাণ্ডা এর প্রমাণও অরুণ শ্রীবাস্তব ঐ চিঠিতে লিখে রেখে গিয়েছিলেন। লিলি কাপুরের এই চিঠি চুরি করবার বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমত সে তার স্বামীর কাঁধের উপর চিঠি চুরির দোষ চাপাতে চাইছিল এবং বায়রন বিনোদ কাপুরের মধ্যে যে ঝগড়া বিবাদ ছিল সেই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলতে চাইছিল। দুই, চিঠি ছিল তার কাছে এক বড়ো রক্ষাকবচ। কারণ এবার তার কাছে জানকীদাস পাণ্ডের অতীত এবং বর্তমান জীবন স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হল। জানকীদাস পাণ্ডে যে জানকীদাস পাণ্ডে নয়, সে একজন খুনী এবং স্মাগলার একথাও সে জানতে পারল। তাই লিলি কাপুর চিঠিখানা নিয়ে মনে মনে স্থির করল জনি মিরাণ্ডা ওরফে জানকীদাস পাণ্ডেকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে। এর পর সে সুপ্রকাশ চাওলার কাছে গিয়ে বলবে ঃ টাকা দিন, নইলে পুলিশকে গিয়ে বলব ত্রিভুবন সাকসেনার আকস্মিক মৃত্যুর পেছনে আপনি আছেন। কারণ আপনি আপনার স্মাগলিং এবং জুয়ারী জীবনের ফাইল ওর কাছ থেকে ফেরত চান।

লিলির হিসেব ঠিকই ছিল শুধু সে দপ্তর থেকে বেরুবার সময় একটি মারাত্মক ভুল করে বসল। সে টাইপ করে আমার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখল এবং আমি যেন চিঠির জন্যে বিনোদকে সন্দেহ করি সেইজন্যে চিঠির নিচে বিনোদের আদ্যক্ষর বি. কে. লিখল। এবং দপ্তর থেকে বেরুবার সময় লিলি তিনটি কার্বন পেপার পুড়িয়ে এ্যাশট্রেতে রেখে দিল।

জানকীদাস পাণ্ডে বেশ আগ্রহ সহকারে বায়রনের কথাগুলি শুনছিলেন। তিনি এবার মন্তব্য করলেনঃ ঐ চিঠি ছিঁড়ে না ফেলা ভয়ানক অন্যায় হয়েছে। মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না।

না, লিলির চিঠি না পোড়াবার পেছনে অন্য আর একটি কারণ ছিল। কী কারণ জানেন?

আপনি তো এই ঘটনার সব কিছুই জানেন দেখছি। চিঠিখানা রেখে দেবার কী যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলুন! জানকীদাস পাণ্ডে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আগেই বলেছি যে এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে লিলি কাপুর ও অরুণ শ্রীবাস্তব প্লাজা হোটেলে এক রাত্রি কাটিয়েছিল। ঐ রাত্রে অরুণ শ্রীবাস্তব মন খুলে সব কথা লিলিকে খুলে বলেছিলেন। এ চাড়া জানকীদাস পাণ্ডে যে খুনী এবং একজন খুনী মিসেস রমলা চাওলাকে—যাকে অরুণ শ্রীবাস্তব ভালোবাসেন, বিয়ে করতে চান এ ছিল তার কল্পনার অতীত। লিলি এবার আপনাকে ও সুপ্রকাশ চাওলাকে ব্ল্যাকমেল করবার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। এর পর আপনাকে ব্ল্যাকমেল করেছে এবং আপনার কাছ থেকে টাকা গয়না নিয়েছে। তারপর যা হবার তাই হল, লিলি আপনার প্রেমে পড়ল আপনিও তার প্রেমে পড়লেন। লিলি সুন্দরী, সেক্সী! বিনোদ খুন হবার আগে থেকেই লিলি বিনোদের সঙ্গে কোন সম্ভাব ছিল না। অতএব আপনাকে প্রেমিক হিসেবে নিতে তার কোন দ্বিধা কিংবা সংকোচ হল না।

লিলি এবং আপনার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হল। লিলি সুপ্রকাশ চাওলা এবং রমলা চাওলার বিরুদ্ধে আপনার ষড়যন্ত্রর সব কিছুই জানত। রমলাকে বিয়ের পর আপনি যে রমলা চাওলার সম্পত্তি বাগাবার এবং ত্রিভুবন সাকসেনা আপনাদের বিরুদ্ধে যে ফাইল তৈরি করেছিলেন সেই ফাইলটি রমলা চাওলার কাছ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন সেই কথাও লিলির অজানা ছিল না। এই সব গোপন তথ্য সংগ্রহ করবার পর লিলি রীতিমত ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করল। আপনি লিলিকে টাকা দিতে শুরু করলেন এবং পরে যখন আপনার টাকা ফুরিয়ে গেল তখন আপনি লিলিকে মূল্যবান গয়না দিতে শুরু করলেন। লিলি গয়না ভালোবাসে এবং মেয়ের উদ্ধার কার্যে টাকা কিংবা তার পরিবর্তে যে গয়নার প্রয়োজন হবে আপনি সেই অজুহাত দিয়ে মিসেস চাওলার কাছ থেকে এক একটি ডায়মণ্ডের সেট আদায় করতে লাগলেন। মিসেস রমলা চাওলা সরল মনে এই সব মূল্যবান গয়না দিয়ে গেছেন। কারণ তখনও তিনি আপনার আসল পরিচয় জানত না। বলুন, লিলি কাপুর কী এক দুঃসাহসী, বেপরোয়া মেয়ে নয়? এই সব বেপরোয়া মেয়েরা যখন কিছু করতে চায় তখন তাদের সহজে বাধা দেয়া যায় না। ···বায়রনের মুখ থেকে দীর্ঘ কাহিনী শুনবার পর জানকীদাস

পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন। এবার তার মুখে কিছুটা চিন্তার ভাব দেখা দিল। ঘরের ভেতর দুচারবার পায়চারী করতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ থেমে বায়রনকে অতি স্বাভাবিক গলায় বললেন, আপনি বলছিলেন যে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি আপনার কাছে আছে? বেশ, আমি যদি ঐ চিঠি কিনতে চাই, তাহলে ঐ চিঠির মূল্য কত দিতে হবে?

আপনি আমার সঙ্গে একটা ডিল করতে চাইছেন? বায়রন আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ধরুন, তাই যদি হয় আপনার ডিলের শর্ত কী? টাকা না অন্য কিছু? জানকীদাস পাণ্ডে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

মিঃ পাণ্ডে এই চিঠিখানা আপনার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জীবন মরণ, জেলে যাওয়া সব কিছুই এবং এই চিঠির উপর নির্ভর করছে।

কারণ আপনাকে বোঝাতে হবে না নিশ্চয়ই?

পুলিশ জানে অরুণ শ্রীবাস্তব আমার কাছে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে গেছেন এবং ঐ চিঠিতে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে যা পুলিশ জানতে চাইবে। প্রথমত তারা লিলি কাপুরকে ধরবে এবং লিলি হয়ত আপনার কথা উল্লেখ করবে। অবশ্য এরপর আপনার শাস্তি কী হবে সেই কথা আপনি সহজেই চিন্তা করতে পারেন। ফাঁসি—হ্যাঁ কারণ আপনি একটি লোককে খুন নয় দুটি লোককে খুন করেছেন। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের জেল নয়, ফাঁসি। যাক এবার আমার প্রস্তাব শুনুন।

আমার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বিনোদ কাপুরকে কে খুন করেছে তাকে খুঁজে বার করা আমার কাজ নয়? অতএব আপনাকে একটি চিঠি লিখতে হবে।

চিঠি! বিস্ময় প্রকাশ করলেন জানকীদাস পাণ্ডে।

হ্যাঁ আপনি যদি ঐ চিঠি লিখে আমাকে দেন তাহলে তার পরিবর্তে অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠি আপনাকে দেব। আমার এই প্রস্তাব কী আপনি গ্রহণ করবেন?

না সমস্ত প্রস্তাব আমার কাছে এখনও হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে—ধীর শান্ত গলায় জানকীদাস বলল।

দেখুন, আমি জানি আপনি বোম্বাইতে কেন এসেছেন। মিসেস রমলা চাওলাকে বিয়ে করতে এসেছেন এবং পরে তার সম্পত্তি কেড়ে নেবেন। তাই নয় কি? সবই হল ঐ সুপ্রকাশ চাওলার প্ল্যান। কারণ তিনি তাদের মেয়েকে এক উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি করে দিয়েছেন। কী করে একটি সুস্থ মেয়েকে উন্মাদ বলে ঘোষণা করা হল এবং কোন ডাক্তার এই মেয়েটিকে উন্মাদের সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে জানা দরকার। ডাক্তারের নাম এবং কী করে মেয়েটিকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আনা যায় তার

বিবরণী একটি কাগজে লিখে দিন। উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করবার কৌশল আপনি জানেন? কারণ আমি আন্দাজ করছি সুপ্রকাশ চাওলা আপনার সাহায্য নিয়ে মেয়েটিকে ঐ উন্মাদ আশ্রমে রেখেছিল। এ ছাড়া আপনার এবং সুপ্রকাশ চাওলার যে গোপন প্ল্যান হয়েছিল তার ফিরিস্তি আমাকে দিতে হবে। ঐ চিঠি আমার কী জন্যে প্রয়োজন সেই কথা খুলে বলছি।

আপনার কাছ থেকে এই চিঠি পাবার পর আমি দিল্লীতে গিয়ে সুপ্রকাশ চাওলার সঙ্গে দেখা করব। তাকে গিয়ে বলব আপনি একটি স্বীকারোক্তি চিঠি লিখে আমাকে দিয়েছেন এবং আপনি ও মিঃ চাওলা রমলা চাওলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছেন সে কথা আমার জানা আছে। আর একটা কথা, তার শ্বশুর ত্রিভুবন সাকসেনা তার জন্যে এবং আপনার বিরুদ্ধে যে ফাইল তৈরী করেছিলেন সেই ফাইলের অরিজিন্যাল কপি আই বি'র কাছে আছে। এবার পুলিশ যদি সুপ্রকাশ চাওলাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে তাহলে তার জেলবাস একেবারে সুনিশ্চিত। অতএব আমি সুপ্রকাশ চাওলার কাছে প্রস্তাব করব যে তাকে ভবিষ্যতে রমলা চাওলাকে আর খোরপোশ খরচ দিতে হবে না। একসঙ্গে উনি যদি ছয় লাখ টাকা মিসেস চাওলাকে দেন এবং তার মেয়েকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন তাহলে সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।

জানকীদাস পাণ্ডে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

চিন্তা করে দেখুন কী করবেন মিঃ পাণ্ডে! আপনারা কী পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন, না আমার সঙ্গে ডিলের চুক্তি সই করবেন। অবিশ্যি আপনার এই সমূহবিপদে, জেলে পুরবার অনেক প্রমাণ আমার কাছে আছে। এ ছাড়া আপনি বিনোদ কাপুরকে খুন করেছেন? প্রমাণও আছে। অতএব আপনার স্বীকারোক্তি লেখা ছাড়া অন্য কোন গার্ড নেই।

আবার চিন্তা করতে ভয় করলেন জানকীদাস পাণ্ডে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিন বললেন মনে হচ্ছে, আমি হয়ত বিপদে পড়েছি। অবশ্যি আপনি এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা পথ বাতলে দিয়েছেন। আমি আপনার নির্দেশানুযায়ী একটা চিঠি লিখব বটে কিন্তু অরুণ শ্রীবাস্তবের লেখা চিঠিখানা আপনি কখন কবে আমাকে ফেরত দেবেন?

ঐ চিঠি আমি অবিশ্যি সঙ্গে করে আনিনি। আপনি প্রথমে আপনার চিঠি লিখুন। তারপর বলব কবে কোথায় আপনি ঐ চিঠি ফেরত পাবেন? বায়রন জবাব দিল।

বেশ, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কারণ, আমরা যদি একটা ডিলে সই করতে পারি, তাহলে আমিও অতি সহজে প্রমাণ করতে পারব যে পরোক্ষে আপনিও বিনোদ কাপুরের খুনের সঙ্গে জড়িত আছেন। তাহলে আপনি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবেন না। তাই নয় কী? আমার

মত আপনিও বিপদে পড়বেন। বেশ গম্ভীর ধীর শান্ত গলায় জানকীপ্রসাদ পান্ডে বললেন।

আমি জানি আপনি কী বলতে চাইছেন? আপনাকে বলেছি কোন খুনের কুলকিনারা করা আমার কাজ নয়। আমার মক্কেল আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই কাজ সুসম্পন্ন করাই হল আমার কাজ।

বেশ তাহলে আমি টেবিলে বসে আপনার জন্যে ঐ স্বীকারোক্তি পত্র লিখছি! আপনি ইতিমধ্যে টেবিল থেকে হুইস্কি সোডার বোতল নিয়ে তার সদ্ব্যবহার করুন।

অতিউত্তম প্রস্তাব মিঃ পান্ডে, আর একটা কথা বলব! যে ডাক্তার রমলার চাওলার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি করবার সার্টিফিটেকে দিয়েছিল তার নাম ঠিকানাও লিখে দেবেন এবং আপনার ও সুপ্রকাশ চাওলার মধ্যে যে চক্রান্ত হয়েছে তার পুরো ফিরিস্তি চাই। কিছু লিখতে ভুলবেন না। এ ছাড়া আজ অবধি সুপ্রকাশ চাওলা কত টাকা আপনাকে দিয়েছে এবং এই বিয়ের পর কত দেবে তার একটা আভাষ দেবেন। দেরী করবেন না। আমার হাতে বেশি সময় নেই।

এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মিঃ ঘাউস? আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে।

এই বলে জানকীদাস পান্ডে ঘরের এক প্রান্তে গিয়ে ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন। পরে কাগজ কলম দিয়ে কী জানি লিখলেন? কিছুক্ষণ পরে বায়রনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: চিঠিখানা কী আপনাকে পড়ে শোনাব?

তার কোন দরকার হবে না—এই বলে বায়রন জানকীদাস পান্ডের হাতের থেকে লেখা চিঠিখানা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। তারপর চিঠিখানা নিজের পকেটে পুরলেন। বললেন অরুণের লেখা চিঠি আমার ফ্ল্যাটে আছে যদি আপনি আমার সঙ্গে আসেন তাহলে ঐ চিঠিখানা আপনাকে দিয়ে দেব।

না, আমার আপনার সঙ্গে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। জানকীদাস পান্ডের কণ্ঠস্বর এবার বেশ গম্ভীর ছিল। তিনি বলতে লাগলেন।—কারণ অতি সহজ মিঃ ঘাউস। জীবনে যখন দুটো খুন করেছি তখন তৃতীয়বার খুন করতে আপত্তি কী? এই বলে জানকীদাস পান্ডে তার পকেট থেকে একটি অটোমেটিক পিস্তল বার করলেন। পিস্তলের সঙ্গে সাইলেন্সার লাগানো ছিল।

মিঃ ঘাউস আজ আপনাকে এখানে যদি খুন করে যাই তাহলে কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না। কারণ আমি এ ফ্ল্যাট নিজের নাম কিনিনি। অন্য আর একজন বন্ধু, যিনি আদৌ বেঁচে নেই তার নামে নিয়েছি। অতএব পুলিশ এখানে এসে আমাকে খোঁজ করলে পাবে না।

কিন্তু হোটেলের কাছে আপনি এই ফ্ল্যাটের নাম-ঠিকানা দিয়েছিলেন—বায়রন জানকীদাসের কণ্ঠস্বর কিংবা তার হাতে সাইলেন্সার বসানো পিস্তল দেখে একটুও ভয় পেল না।

না, হোটেলকে বলিনি আমি কোথায় যাচ্ছি। শুধু আপনার কাছে চিঠি লিখে এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিয়েছি। যাক বৃথা কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। মিঃ ঘাউস, আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভের ছদ্মবেশ পরে কাজ করেন এবং নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান বলে পরিচয় দেন। কিন্তু যাদের কাছে আপনি বুদ্ধিমান বলে পরিচয় দেন, তারা নিতান্তই বোকা। কারণ, তারা জানেনা আপনি কী বোকার মত কাজ করেছেন। আপনি যখন আমার সঠিক পরিচয় জানতে পারলেন, তখন আপনি পুলিশের শরণাপন্ন হলেন না কেন? আপনি আমাকে ধরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ধরিয়ে না দেবার অন্য কারণ ছিল। হ্যাঁ, আমার নাম জনি মিরাণ্ডা। আজকের এই দুনিয়ায় আমি বহু নামে পরিচিত। জনি মিরাণ্ডা তার দিদিমাকে খুন করেছিল এবং খুনের কারণও ছিল। তার ঠাকুমা খুবই সস্তাদরে পারিবারিক গয়না, জুয়েলারি বিক্রী করে দিচ্ছিল। আমি ঐ বিক্রী বন্ধ করতে চেয়েছিলাম।

—আপনার কথা ঠিক যে সুপ্রকাশ চাওলার সঙ্গে আমি এক চুক্তি করেছিলাম। উনি বলেছিলেন যদি আমি ওর ডিভোর্সী স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারি তাহলে তার পরিবর্তে উনি আমার নামে পুলিশের কাছে যে ফাইল আছে সেই ফাইল ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। ঐ পুরান ফাইল ফেরত পেলে কেউ সন্দেহ করতে পারবেনা আমি হলাম জনি মিরাণ্ডা এবং আমার নামে পুলিশের হুলিয়া আছে। আমি সমাজে আবার বুক ফুলিয়ে চলতে পারব।

সুপ্রকাশ চাওলা স্মাগলার বলতে পারেন একজন বড় স্মাগলার। তিনি ছোটখাটো স্মাগলিং কাজকর্ম করেন না। তার শ্বশুর ত্রিভুবন সাকসেনা বিয়ের পর জামাইয়ের আসল পরিচয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি তার মেয়েকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবছর এই ডিভোর্স বাবদ সুপ্রকাশ চাওলাকে প্রচুর টাকা তার স্ত্রীকে খেসারত দিতে হত। তিনি এই মাসোহারা বন্ধ করতে চাইলেন। তাই আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

একটানা কথা বলে জানকীদাস পাণ্ডে কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। তাঁর চোখে মুখে কোন বিচলতার আভাস পাওয়া গেল না। বায়রনও জানকীদাস পাণ্ডের হাতে কোন রিভলবার দেখে কোনো ভয় পেল না। একটু গম্ভীর গলায় বলল, আমাকে এখানে খুন করলে আমার লাশ এখানে দেখে পুলিশ আমার খুনের কথা জানতে পারবে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবেন কী করে?

অতি সহজ। এই বাড়ির রান্না ঘরের পেছনে একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা

গিয়ে পৌঁছেছে এক প'ড়ো খেলার মাঠে। ঐখানে রাত্রিবেলা যদি আপনাকে কবর দিই তাহলে কেউ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমাকে জড়াতে পারবেনা। আর আগেই বলেছি এই ফ্ল্যাট নিজের নামে নিইনি। যার নামে নিয়েছি তিনি জীবিত নেই। এখন আপনি হলেন আমার প্রধান শত্রু। অতএব আপনাকে সরান আমার প্রথম দরকার। যাক আমরা দুজনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছি। এবার এই আলোচনা অবসান করা যাক। এই বলে জানকীদাস পাণ্ডে তার রিভলবারের গুলি ঠিক করতে লাগলেন। বায়রন প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যুর আশংকা করতে লাগল।

এই সময়ে যে পেছনের দরজা খুলে ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে ঘরে ঢুকেছিলেন বায়রন লক্ষ্য করেনি···

রিভলবারটা নিচে নামিয়ে রাখুন মিঃ পাণ্ডে। আমরা যখন এসে পড়েছি তখন আপনার আর কষ্ট করতে হবে না। আপনি বায়রনকে কী কী কথা বলেছেন সেই সব কথা আমরা বাইরে থেকে শুনেছি। আপনি ইতিমধ্যে আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছেন আর কষ্ট দিতে পারবেন না। আমি জানি আপনি কী। আপনার নাম হল জনি মিরাণ্ডা মার্ডারার অব লিলিয়ান মিরাণ্ডা অ্যাণ্ড বিনোদ কাপুর। আপনি হলেন হেরোইন স্মাগলার। আপনি নিয়মিত ভাবে প্লেন করে মৃতদেহের কফিনে করে হেরোইন স্মাগল করে আনতেন। এছাড়া আপনি সুপ্রকাশ চাওলার সঙ্গে একত্র হয়ে আর্মস স্মাগল করছিলেন। আমরা সব কিছুই জানি। অতএব আপনাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

চৌগুলের কথা শুনে জানকীদাস পাণ্ডে হাসলেন। বললেন এই শর্মাকে আজ অবধি কেউ ধোঁকা দিতে পারেনি। আপনারাও পারবেন না। রিভলবারে গুলিটা যখন একবার ভরেছি তখন সেই গুলির সদ্ব্যবহার আমাকে করতেই হবে।

জানকীদাস পাণ্ডে এবার তার রিভলবারের নলটা মুখে পুরে পর পর দুবার ট্রিগার টিপলেন। তাঁর মৃতদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

* * *

থানায় বসে ইন্‌সপেক্টর চৌগুলে বায়রনের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

সত্যি মিঃ ঘাউস, আপনি অসম্ভব বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আপনার ঐ মেয়েটি কী জানি তার নাম আলবেলা, সে যদি আমাকে ঠিক সময়ে না বলত আপনি কোথায় গেছেন তাহলে আপনার জীবন রক্ষা করতে পারতাম না। সাউথ গ্রীন হোটেল এই ফ্ল্যাটের সঠিক ঠিকানা দিতে পারেনি তবে বলেছিল যে আপনি কোন এলাকার ফ্ল্যাটে গিয়েছেন। তারপর আমরা এখানে অনেক ফ্ল্যাটের তালাশ করেছি। আপনি ঠিক কোথায় গেছেন খুঁজে পাইনি। পরে দেখতে পেলাম এই ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তখন আমরা সোজা উপরে চলে এলাম। আমরা কিছুক্ষণ ঘরের বাইরে জানকীদাস পাণ্ডের স্বীকারোক্তি শুনেছি। জানকী-

দাস বেঁচে থাকলে এই স্বীকারোক্তি কাজে লাগাতে পারতাম না। নাউ হী ইজ ডেড। তবে এবার সুপ্রকাশ চাওলাকে ধরা যাবে।

আমার একটু অনুরোধ আছে মিঃ চৌগুলে···

শুনি আপনার কী অনুরোধ ?

সুপ্রকাশ চাওলা যেন এখনিই তার চেলা জানকীদাস পান্ডের আত্মহত্যার খবর শুনতে না পারেন। তাহলে তিনি সাবধান হবেন। এছাড়া আমারও তার সঙ্গে কিছু কাজ আছে। ঐ কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জানকীদাস পান্ডের মৃত্যুর খবর গোপন রাখব···

আমার আপত্তি নেই, চৌগুলে বললেন। একটা কথা মিঃ ঘাউস। ঐ আলবেলাকে কী আপনিই আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ?

আপনি ঠিক ধরেছেন। কারণ আমি সন্দেহ করেছিলাম জানকীদাস পান্ডে বিশ্রী একটা কান্ড করে বসবে। তাই পুলিশে খবর দেওয়া আমার আবশ্যক ছিল। এ খবর পুলিশে দেয়ার জন্যেই আলবেলাই ছিল সব চাইতে যোগ্য পাত্রী ? তাই নয় কি মিঃ চৌগুলে ?

ঠিক বলেছেন।

এবার লিলি কাপুরের কী হবে বলতে পারেন মিঃ ইন্‌সপেক্টর ?

আপনার প্রশ্ন কঠিন, তাই অত সহজে জবাব দিতে পারব না। কারণ আমরা লিলি কাপুরের বিরুদ্ধে তদন্ত করে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তার উদ্দাম, উচ্ছৃংখল জীবন, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্য পুরুষের সঙ্গে এক হোটেলে রাত কাটান, কিন্তু এই সব ভিত্তি করে তাকে খুনীর সহযোগী বলা যায় না। তারপর খুনের রাত্রে লিলি কাপুর তার বাড়িতে এক কক্‌টেল পার্টিতে ছিল। তাকে যদি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাই তাহলে যে যে খুনীর সহযোগী ছিল প্রমাণ করতে পারব না। স্যরি, মিঃ বায়রন ঘাউস, এ যাত্রায় লিলি কাপুর বেঁচে গেল।

* * *

তিনদিন বাদে টেলিফোনের তীব্র আর্তনাদে বায়রনের ঘুম ভেঙে গেল।

বায়রন তার ঘড়িতে দেখল নটা বাজে। অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছে।

বায়রন টেলিফোন ধরল—হ্যালো, টেলিফোনের কণ্ঠস্বর অপরিচিত। মিঃ ঘাউস আমার নাম অরুণ শ্রীবাস্তব। পরশু রাত্রে জর্মানি থেকে বোম্বাইতে ফিরে এসেছি···এসেই ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করি। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট উপকার করেছেন। এই উপকারের প্রতিদান সামান্য টাকা দিয়ে করা যায় না। ভাবছি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। কারণ কাল সকালে আমি এবং রমলা হনিমুনে কাশ্মীরে যাচ্ছি···

কনগ্র্যাচুলেশন মিঃ শ্রীবাস্তব···এত শিগ্‌গির যে আপনাদের বিয়ে হবে ভাবিনি··· আসুন আমার ফ্ল্যাটে। সব কথা শোনা যাবে।

বায়রনকে বেশিক্ষণ দেরী করতে হলনা। একটু বাদে অরুণ শ্রীবাস্তব এসে তার ফ্ল্যাটে হাজির হলেন।

অরুণ শ্রীবাস্তব দেখতে সুশ্রী, কোঁকড়ানো চুল, চোখে রিমলেস চশমা। দেখলে মনে হয় না তার বয়স চল্লিশের বেশি হবে। মুখে মৃদু হাসি লেগেই আছে।

অরুণ শ্রীবাস্তব এসেই বায়রনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল ঃ আপনার সাহায্য না পেয়ে আমি রমলাকে ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ। যাক, একটা সুসংবাদ আছে। কাল রমলা এবং আমি দিল্লী হয়ে কাশ্মীরে যাচ্ছি। যাবার সময় আমরা রমলার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে নেব। উন্মাদ আশ্রমের ডাক্তার বলেছেন যে, মিস চাওলা আদৌ উন্মাদ নন। সুপ্রকাশ চাওলা মেয়েকে ছেড়ে দিতে আপত্তি করেননি। আমাদেরই অনুরোধ করেছিলেন আপনারা মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সুপ্রকাশ চাওলা এত অমায়িক, ভদ্রব্যবহার করলেন যে আমরা তার কারণ খুঁজে পেলাম না।

কারণ আমি জানি মিঃ শ্রীবাস্তব। যাক আপনি নিজে এসেছেন ভালই হল। এবার সব কিছু নিজেই করতে পারবেন। তবে করবার বিশেষ কিছু নেই।

চৌগুলেকে বলেছিলাম যেন আর কিছুদিনের জন্যে সুপ্রকাশ চাওলাকে বিরক্ত না করা হয়ঃ কারণ সুপ্রকাশ চাওলা যদি একবার তাঁর সহকর্মী জানকীদাস পাণ্ডের আত্মহত্যার খবর পান তাহলে তিনি সতর্ক হবেন। অতএব গত সপ্তাহে আমি যখন ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, তখন প্রথমে তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। পরে আমি তাকে বললাম যে ত্রিভুবন সাকসেনার ফাইলের খবর আমি রাখি তখন তিনি বেশ একটু অবাক এবং কিছুটা ভয় পেয়েছিলেন। কারণ এই ফাইলে সুপ্রকাশ চাওলার স্মাগলিং জীবনের অনেক খবর লেখা আছে।

আপনি কি চান? সুপ্রকাশ চাওলা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আপনার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে বের করে আপনার ভূতপূর্ব স্ত্রী রমলা চাওলার হাতে তুলে দিতে হবে।

কিন্তু মিঃ আমি তো নিজে একাজ করতে পারব না। কারণ এ কাজের দায়িত্ব আমি আমার সহকর্মী জানকীদাস পাণ্ডের হাতে তুলে দিয়েছি···

কিন্তু তিনি এই বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন না, কিন্তু যখন তাকে জানকীদাসের লেখা চিঠি দিলাম তখন তিনি প্রথমে একটু বিস্মিত হলেন, পরে নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন—আমি এসব ব্যাপারের কিছু বুঝতে পারছি না। জানকীদাস পাণ্ডে দিল্লী থেকে চলে যাবার আগে বলেছিল যে, রমলাকে বিয়ে করে সে রমলার মেয়েকে উন্মাদ আশ্রম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে···

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, মিঃ চাওলা আপনি সত্যি কথা বলছেন না। আপনি যদি জানকীদাস পাণ্ডের আশায় বসে থাকেন তাহলে আপনি নিরাশ হবেন। কারণ জানকীদাস পাণ্ডে জীবিত নেই এবং তার রমলাকে বিয়ে করবার

সুযোগ ঘটবে না। যাইহোক, আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছিলাম। মিঃ চাওলা এবার নিজের বিপদের কথা বুঝতে পারলেন। আমি সুপ্রকাশ চাওলাকে আরো বলেছিলাম যে, মিসেস রমলা চাওলাকে তার প্রতি মাসে কোন মাসোহারা দিতে হবে না। ছয় লাখ টাকা দিলেই হবে···। পরে তিনি এই টাকার একটি চেক লিখে দিয়েছিলেন। আশা করি মিসেস চাওলা তার চেক এবং মেয়েকে ফেরত পাবেন। শুধু তাই নয়, এখন বুঝতেই পারছেন মিসেস চাওলা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। অনেকগুলি শুভ সংবাদ বিলম্বে আপনাকে দিলাম।

তাহলে আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাই।

এমন সময় টেলিফোন তীব্র আর্তনাদ করে উঠল।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিল সুরেলা মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

ডার্লিং আবার কবে দেখা হবে ?

শিগগিরই···বায়রন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

তারপর অরুণ শ্রীবাস্তবকে বলল— আমার গার্ল ফ্রেণ্ড আলবেলা। আচ্ছা মিঃ শ্রীবাস্তব, গুড লাক টু ইউ এ হ্যাপি জার্নিং টু কাশ্মীর।